মা'আরিফুল হাদীস

দ্বিতীয় খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী

মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী

মা'আরিফুল হাদীস

দ্বিতীয় খণ্ড

মুহাম্মদ নূরুয্‌যামান
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মা'আরিফুল হাদীস (দ্বিতীয় খণ্ড)
মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী
মুহাম্মদ নূরুয্যামান অনূদিত

ইফাবা প্রকাশনা : ১৫৫৪/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪
ISBN : 984-06-1135-9

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৮৮

দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৭
আষাঢ় ১৪১৪
জমাদিউস সানি ১৪২৮

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রুফ সংশোধনে : ফতেহ্ আলী আযাদ

বর্ণ বিন্যাস
মডার্ন কম্পিউটার প্রিন্টার্স
২০৪ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ শিল্পী
সরদার জয়নুল আবেদীন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ৯২.০০ টাকা

MA'ARIFUL HADIS : Translated and Compiled by Moulana Muhammad Manzur Numanee in Urdu, translated by Mohammad Nuruzzaman into Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207
Phone : 8128068. June 2007

Website : www.islamicfoundation-org.bd.
E-mail : islamicfoundation@-yahoo.com

Price : Tk 92.00; US Dollar : 3.50

সূচিপত্র

আল্লাহ্‌র ভয় ও আখিরাতের চিন্তা : ২৭—৫৭

দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা : ৫৮—৮৮

যুহ্দ এবং এর ফলাফল ও বরকত : ৮৯—১৫১

কিতাবুল আখলাক : ১৫২—১৬৫

দান ও কৃপণতা : ১৬৬—১৭৫

না ১৬৯।। অনুগ্রহ প্রচারক জান্নাতে প্রবেশ করবে না ১৭০।। আবূ বকর (রা) গালির জবাব দিলে রাসূল (সা) রাগান্বিত হলেন ১৭১।। আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয় বান্দা ১৭৪।। খাদিমকে প্রতিদিন সত্তরবার মাফ কর ১৭৪।।

ইহ্সান : ১৭৬—১৮০

তামাম মাখলূকের মধ্যে আল্লাহ্ কাকে অধিক মহব্বত করেন ১৭৬।। মানুষ মন্দ করলেও যুলম করবে না ১৭৭।। যে ব্যক্তি নবীর উম্মতকে খুশি করে সে জান্নাতী ১৭৭।। বিধবা ও মিসকীনের জন্য প্রচেষ্টাকারীর সুখবর ১৭৮।। ভাল কাজকে হেয় জ্ঞান করো না ১৭৯।। ভাল কাজের পরিচয় ১৮০।।

ত্যাগ স্বীকার ১৮১—১৮৫

প্রয়োজন সত্ত্বেও রাসূল (সা) চাদর দিয়ে দিলেন ১৮১।। এক মেহমানদারীতে আল্লাহ্ হেসেছেন ১৮২।। এক ব্যক্তির খাদ্য দুই ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট ১৮৪।। মু'মিন ভালবাসার বস্তু ১৮৫।।

ভালবাসা ও ঘৃণা করা : ১৮৬—২০০

আল্লাহ্র জন্য মহব্বত ও শত্রুতা আল্লাহ্র কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল ১৮৬।। আল্লাহ্র জন্য মহব্বতকারী মহান আল্লাহ্র সম্মানকারী ১৮৭।। আল্লাহ্র জন্য যারা পরস্পর ভালবাসে তাদের জন্য আল্লাহর মহব্বত অপরিহার্য ১৮৭।। মুসলিম ভাইয়ের মুলাকাতের পথে ফেরেশতার সংলাপ ১৮৯।। কিয়ামতে আম্বিয়া ও শুহাদার ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি ১৯০।। আল্লাহ্র জন্য পরস্পর মহব্বতকারীদের সুসংবাদ ১৯২।। ভালবাসা নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে ১৯২।। হযরত আবূ যর (রা) বললেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি ১৯৩।। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় খুশির সংবাদ ১৯৪।। আল্লাহ্ তাঁর মহব্বতকৃত বান্দার জন্য কি করেন ১৯৫।। সব মু'মিনকে এক শরীরে ন্যায় দেখবে ১৯৬।। মু'মিনগণ পরস্পর একটি ইমারত সদৃশ ১৯৭।। আমলের কাছে বংশ মর্যাদা তুচ্ছ ১৯৮।।

দীনী ভ্রাতৃত্ব : ২০১—২০৮

আল্লাহ্র বান্দাগণ ভাই হিসেবে থাক ২০১।। মুসলিম ভাইকে হেয় জ্ঞান করা মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট ২০২।। মুসলিম ভাইকে যুলম থেকে নিবৃত্ত রাখা তার জন্য সাহায্য ২০৩।। পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির উপায় ২০৪।। কারো ত্রুটি অনুসন্ধান করলে আল্লাহ্ তার ত্রুটি অনুন্ধান করবেন ২০৫।। ঈর্ষা সৎকর্মকে খেয়ে ফেলে ২০৫।। ঈর্ষা ও ঘৃণা হামাগুড়ি দিয়ে আসছে ২০৬।। সপ্তাহে দু'দিন আমল পেশ করা হয় ২০৭।। ভাইয়ের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করো না ২০৮।।

দয়া ও নম্রতা : ২০৯—২১২

দয়া ও নম্রতার সুফল ২০৯।। দয়া ও নম্রতা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি কল্যাণ থেকে বঞ্চিত ২০৯।। দয়াশীল ও নম্র ব্যক্তি সৌভাগ্যবান ২১০।। কল্যাণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ রিয্ক দেন ২১০।। দোযখ যার জন্য হারাম এবং যিনি দোযখের জন্য হারাম ২১১।।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে হিদায়েতের জন্য যুগে যুগে বহু নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূল প্রেরণের এই ধারাবাহিকতায় হযরত মুহাম্মদ (সা) হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। হিদায়েতের বাণী সম্বলিত যে আসমানী কিতাব তাঁর উপর নাযিল হয়, তা হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। আল-কুরআনের বাণী অনেক ক্ষেত্রেই সংক্ষিপ্ত, ইংগিতময় ও রূপকে আচ্ছাদিত বিধায় এর অন্তর্নিহিত মর্ম অনুধাবন করা সাধারণের জন্য সহজসাধ্য নয়। মহানবী (সা) তাঁর হাদীসের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এই জন্য উম্মতে মুহাম্মদীর নিকট হাদীসের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। মহানবী (সা)-এর এ সকল হাদীস মুহাদ্দিসগণ গ্রন্থাকারে সংকলন করেছেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, সুনানু ইবনে মাজাহ, মুয়াত্তা, তাহাবী, মুসনাদে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) প্রভৃতি অন্যতম। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ উপর্যুক্ত হাদীস গ্রন্থগুলোর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে জনগণের হাতে তুলে দিতে ইতোমধ্যে সক্ষম হয়েছে।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম ও মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানীর মা'আরিফুল হাদীস গ্রন্থটি বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থ থেকে বাছাইকৃত বিষয়ভিত্তিক হাদীসের একটি মূল্যবান সংকলন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর যে সকল হাদীসে আল্লাহ-প্রীতি, আখিরাত, শিষ্টাচার, সততা, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে, তা এই গ্রন্থের ২য় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় আলোচনাসহ এসব হাদীস উপস্থাপনের কারণে গ্রন্থটি পাঠকদের কাছে অধিকতর সহজবোধ্য হবে এবং তারা এ গ্রন্থ থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন—এই প্রত্যাশায় গ্রন্থটি অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে ১৯৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রকাশনা বিভাগ থেকে এবার গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। আমরা আশা করছি গ্রন্থটি আগের মতোই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে।

গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে মুদ্রণের ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। তবুও সুধীজনের নজরে কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওয়াস্-সালাতু ওয়াস্-সালামু আলা সায়্যিদিল মুরসালীন।

মনীষিগণ হাদীসকে 'সহীফায়ে যিন্দেগী'-জীবন গ্রন্থ্ আখ্যায়িত করেন। আমার দৃষ্টিতে 'মা'আরিফুল হাদীস'-এ অমর জীবন গ্রন্থের এক মূল্যবান চয়নিকা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন গ্রন্থের এ কয়েকটি মূল্যবান পাতা বাঙালী পাঠকদের উপহার দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আল্লাহ্ সুবহানাহু আমার মত অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা যে দীন-ইসলামের এ সুমহান কাজ সম্পাদিত করেছেন তার জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। বাঙালী মুসলমানদের আদর্শিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট উত্তরণে এ অমূল্য গ্রন্থ্ যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। হাদীসের আলো দিয়ে আমাদের অন্তরে আলো জ্বালাতে হবে। হাদীসের মুকুরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের যুগ ও তাঁদের মন-মানস খুঁজে পাব এবং এর সাহায্যে আমরা আমাদের অর্ধ বিলুপ্ত সত্তা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হব। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে এ সৌভাগ্যের তওফিক দিন। আমীন!

প্রথম খণ্ডের প্রকাশনা অনিবার্য কারণবশত একটু বিলম্বিত হয়েছে। আশা করি আল্লাহ্র মেহেরবানীতে তাও শীঘ্র প্রকাশিত হবে। বাকী খণ্ডগুলো কখন পাঠকদের খেদমতে পেশ করতে পারব তা আলিমুল খবীর মহাপ্রভু ভাল জানেন। এ কাজ সমাপ্ত করার জন্য পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুকূল রাখার আবেদন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র নিকট করছি। আশা করি সহৃদয় পাঠকগণও অনুগ্রহপূর্বক দু'আ করবেন যাতে আল্লাহ্ সুবহানাহু এ খেদমতটুকুও তাঁর এ নালায়েক বান্দার নিকট থেকে গ্রহণ করেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের পরিচালক মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ, সম্পাদক মুহাম্মদ মুনসুর উদ-দৌলাহ্ পাহলোয়ান এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ। তাঁদের সক্রিয় ও সহৃদয় সহযোগিতা ব্যতীত এ পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

ভুল-ভ্রান্তির জন্য আল্লাহ্ গাফুরুর রাহীমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আরয গুযার

নূরুয্যামান

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে সজীব ও প্রফুল্ল রাখুন যে আমার বাণী শুনে, স্মরণ করে এবং অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। অনেক জ্ঞান বহনকারী জ্ঞানী হয় না এবং অনেক জ্ঞান বহনকারী এমন লোকের কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেয় যে তার চেয়ে জ্ঞানী।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ)

গ্রন্থকারের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ

'মা'আরিফুল হাদীস'-এর প্রথম খণ্ড–কিতাবুল ঈমান ১৩৭০ হিজরী সনে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৭৬ হিজরী সনের শেষার্ধে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। প্রথম খণ্ডে ঈমান এবং আখিরাত সম্পর্কিত একশত চল্লিশটি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে 'রিকাক' ও 'আখলাক' সম্পর্কিত দু'শত ঊনষাটটি হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

ঈমান বিল্লাহ্, ঈমান বির-রাসূল এবং ঈমান বিল আখিরাত সম্পর্কিত হাদীসের পর যেসব হাদীস দীনী ও রূহানী তালীম-তরবিয়াত এবং চরিত্র গঠনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং যা মুহাদ্দিসগণ তাঁদের হাদীসগ্রন্থের আখলাক ও রিকাক অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করেন, আমি সে সব হাদীস দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করলাম।

দ্বিতীয় খণ্ডের একশত হাদীস 'রিকাক' এবং অবশিষ্ট একশত ঊনষাটটি হাদীস 'আখলাক' সম্পর্কিত। রিকাক সম্পর্কিত হাদীসের অর্থ হল আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর সে সব ইরশাদ, ভাষণ ও নসীহত এবং তাঁর পবিত্র যিন্দেগীর অবস্থা ও ঘটনাবলী যার অধ্যয়ন ও শ্রবণ অন্তরের মধ্যে আল্লাহ্ ও আখিরাতের ভয়-ভীতি ও নম্রতা সৃষ্টি, দুনিয়ার মূল্য নগণ্য বিবেচিত হয়, আখিরাতের চিন্তা বৃদ্ধি পায়। এসব হাদীস থেকে এ ধারণাও পাওয়া যায় যে, একজন মুমিনের জীবন-বিধান ও দৃষ্টিকোণ কি হওয়া উচিত, কিভাবে দুনিয়াতে সে যিন্দেগী যাপন করবে, কোন্ জিনিসকে অন্তরে স্থান দিতে হবে এবং কোন জিনিসকে অন্তর ও দৃষ্টি থেকে দূরে রাখতে হবে।

'কলব'– হৃদয় হিসেবে যা আখ্যায়িত করা হয় তা মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বুনিয়াদী উপাদান বা শক্তি। যদি কলবের লক্ষ্যবিন্দু সঠিক হয় তাহলে মানুষের গোটা জীবন সঠিক লক্ষ্যবিন্দু মুতাবিক চলতে থাকে। যদি কলবের লক্ষ্য গলদ হয় তাহলে গোটা জীবন গলদ হতে বাধ্য। অন্তরের গতিধারা এবং লক্ষ্যকে সঠিক বানানোই হল 'রিকাক' অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্য। আল্লাহ্‌র খলীফা হওয়ার জন্য যে মহান যোগ্যতা ও গুণাবলী আবশ্যক, তা অন্তরের গতিধারা ও লক্ষ্য সঠিক হওয়ার পরই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। মানুষের সমাজে পরিপূর্ণভাবে এ গুণাবলী সৃষ্টি করা আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) তাঁর রিসালতের উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ –

– "আখলাকের সৌন্দর্যে পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।" এ দৃষ্টিকোণকে সামনে রেখে আমি দ্বিতীয় খণ্ডে 'রিকাক' ও 'আখলাক' সম্পর্কিত হাদীস সন্নিবেশিত করেছি।

প্রথম খণ্ডের ন্যায় এ খণ্ডেও সাধারণত মিশকাতুল মাসাবীহ্ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 'জামউল ফাওয়াইদ' থেকে হাদীস চয়ন করেছি। মূল হাদীস গ্রন্থের নাম উল্লেখ করার ব্যাপারে সম্মানিত গ্রন্থকারদ্বয়ের উপর নির্ভর করেছি। দু'চারটা হাদীস এমনও সন্নিবেশিত হয়েছে যা 'সিহাহ্ সিত্তাহ' থেকে সরাসরিভাবে নেয়া হয়েছে। বুখারী এবং মুসলিম শরীফ থেকে যেসব হাদীস সংগ্রহ করা হয়েছে, সে সব হাদীসের অন্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত থাকা সত্ত্বেও আমি মিশকাত শরীফের সংকলনকারীর অনুকরণ করে শুধুমাত্র বুখারী ও মুসলিম শরীফের নাম উল্লেখ করেছি। অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের নামের উল্লেখ করিনি। কেননা এ দু'কিতাবের যে কোন একটিতে যদি কোন হাদীস সন্নিবেশিত হয়ে থাকে, তা সহীহ্ এবং প্রামাণ্য হাদীস হিসেবে গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট।

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা আমার সম্মানিত সাথী মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী লিখেছেন। তিনি হাদীস এবং সুন্নতের গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বক্তব্য পেশ করেছেন। এ বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য তিনি নতুন পথ উন্মুক্ত করেছেন। আশা করি যারা ঈমান ও সুস্থ বিচার-বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত নন, তাঁরা তাঁর এ মূল্যবান ভূমিকার অধ্যয়ন থেকে ইনশাআল্লাহ্ এ প্রত্যয় হাসিল করতে সক্ষম হবেন যে, হাদীস ও সুন্নাতের সংরক্ষণের নির্ভরযোগ্যতার অস্বীকৃতি এবং এ সম্পর্কে সন্দেহ ও বিশ্বাসহীনতা সৃষ্টি করা বস্তুত ইসলামের সাথে জঘন্য শত্রুতা করা।

আখেরী গুযারেশ

প্রথম খণ্ডের ভূমিকার যা লিখেছিলাম তা পুনর্বার উল্লেখ করছি। সুযোগ্য পাঠকদের খেদমতে নিবেদন, তারা কখনও যেন শুধুমাত্র তথ্য ও জ্ঞান অর্জনের খাতিরে হাদীসে নববীর অধ্যয়ন না করেন; বরং নবী (সা)-এর সঙ্গে তাদের ঈমানী সম্পর্ক সজীব করার, বাস্তব জীবনে পরিপূর্ণ অনুসরণ এবং হিদায়েত হাসিল করার নিয়্যত সহকারে যেন হাদীসের অধ্যয়ন করেন। হাদীস অধ্যয়নের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহব্বত ও শ্রেষ্ঠত্ব মনের মধ্যে যেন অবশ্যই সৃষ্টি করা হয়। এমন আদব ও মনোযোগ সহকারে হাদীস পড়তে ও শুনতে হবে যাতে পাঠকদের মনে হয় তারা নবী করীম (সা)-এর মজলিসে আক্দাসে উপস্থিত, তিনি বলছেন এবং তারা শুনছেন। এরূপ করা হলে ইনশাআল্লাহ্ রাসূলের যুগের খোশ নসীব শ্রোতা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের আল্লাহ্ সুবহানাহু যে ঈমানী ও রূহানী সম্পদ দান করেছিলেন, কলব ও রূহ্ সে আলো, বরকত ও ঈমানী অবস্থা ও দৃঢ়তার কোন না কোন অংশ হাসিল করবে।

উপসংহারে আল্লাহ্র প্রশংসা করি যিনি এ খেদমত করার তওফীক দিয়েছেন। গুনাহ্র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

গুনাহ্গার বান্দা

মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী

আফাল্লাহু আন্হু

যিলহজ্জ ১৩৭৬ হি.

সুন্নাত ও হাদীসের গুরুত্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى.

কুরআন শরীফের যে স্থানে নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর নবূওয়ত এবং তাঁর তা'লীমের ফলশ্রুতি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, সে স্থানে খুব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় চারটা জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে ঃ এক-কালামে পাকের তিলাওয়াত; দুই-কিতাবের তা'লীম; তিন-হিকমতের তা'লীম এবং চার-তাযকিয়ায়ে নফ্স।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ইরশাদ করেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

"এ তিনিই, যিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল স্বয়ং তাদের মধ্য হতে দাঁড় করিয়েছেন যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত শুনান, তাদের জীবন পরিশুদ্ধ-সুগঠিত করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেন। অথচ এর পূর্বে তারা সুস্পষ্ট গুম্‌রাহীতে নিমজ্জিত ছিল।" (সূরা জুমুআ ঃ ২)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন ঃ

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

"যেমন আমি তোমাদের প্রতি স্বয়ং তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শোনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেয় এবং যে সব কথা তোমাদের অজ্ঞাত, তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়।" (সূরা বাকারা ঃ ১৫১)

বস্তুত রিসালাতে মুহাম্মদী এ চারটি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যেরূপ আল্লাহ্র রাসূল (সা) দুনিয়াবাসীকে নতুন আসমানী কিতাব এবং তার সাথে নতুন জ্ঞান ও হিকমতের ঐশ্বর্য উপহার দিয়েছেন, ঠিক সেরূপ তিনি আখলাক-আচরণের নতুন ধ্যান-ধারণা, আবেগ-অনুরাগ, দৃঢ় প্রত্যয়, ঈমান, অনুভূতি, ঐকান্তিকতা, সমুন্নত দৃষ্টিভঙ্গি, ত্যাগের প্রেরণা, আখিরাতের প্রতি আসক্তি, যুহ্দ ও কর্মপ্রচেষ্টা, অল্পে সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি, দুনিয়ার নগণ্য ও নশ্বর বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মনোভাব, ইশক-মহব্বত, সুন্দর ব্যবহার, পারস্পরিক সাহায্য ও সহানুভূতি, উত্তম নৈতিকতা, ইবাদতের প্রতি অনুরুক্তি, আল্লাহ্র ভয়-ভীতি তাঁর নিকট তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা এবং দু'আ ও কাকুতি-মিনতি করার দওলত দান করেছেন। এ অনুপম গুণাবলী নতুন ইসলামী সমাজ এবং দীনী পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার মূল বুনিয়াদ। সাধারণত এ নতুন সমাজ ও পরিবেশকে রাসূলের যুগ এবং সাহাবায়ে কিরামের যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। উপরে বর্ণিত রিসালতে মুহাম্মদীর মহান লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতির উত্তম নমুনা এবং পরিপূর্ণ প্রতিনিধি হলেন সাহাবায়ে কিরাম (রা)। সাধারণ জীবনে রিসালতে মুহাম্মদীর এসব শিক্ষা কি করে ফলে-ফুলে বিকশিত ও সুশোভিত হয়েছিল তা দেখতে হলে সাহাবায়ে কিরামের জামাআতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়।

এসব সাদাত ও সৌভাগ্যের প্রস্রবণ হল আখেরী হযরতের রিসালত ও তা'লীম। তা থেকেই জন্মলাভ করেছিল প্রথম যুগের ইসলামী জীবন ও সমাজ। যদি সমাজ ও জীবন গঠনের কর্মপদ্ধতি ও তার উপায়-উপকরণের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে এ সত্য পরিপূর্ণভাবে অনুমিত হয় যে এ অচিন্ত্যনীয় ইনকিলাব এবং নতুন সমাজ ও উম্মত গঠনের তিনটি বুনিয়াদী উপাদান ছিল ঃ

এক ঃ আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর ব্যক্তিত্ব, জীবন, চরিত্র এবং আচার-আচরণ।

দুই ঃ কুরআন মজীদ।

তিন ঃ আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর ইরশাদ, হিদায়াত. উপদেশ, তালীম এবং তালকীন।

গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে সহজে উপলব্ধি করা যাবে যে, নবূওয়তের এ তিনটি হল কার্যকরী ও বুনিয়াদী উপাদান। বস্তুত এ তিনটি বুনিয়াদী উপাদান ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ সমাজ ও জীবন জন্মলাভ করতে পারে না এবং এমন সমাজ জীবন অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না যাতে পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক, আবেগ-অনুরাগ, আচার-আচরণ ও মধুর সম্পর্ক। জীবনের জন্য জীবন শর্ত। আদর্শের দুনিয়ায় আলো দিয়ে আলো প্রজ্জ্বলিত করতে হয়। সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও তাঁদের সুযোগ্য উত্তরসূরীদের জীবনে আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের সাথে খালেস ইসলামী আখলাক, দীনী আবেগ-অনুরাগ ও আসক্তির সমাবেশ আমাদের

দৃষ্টিগোচর হয়। এ শুধুমাত্র কুরআন অধ্যয়নের ফলশ্রুতি নয়, বরং তা সবচেয়ে বেশি কামেল এবং প্রিয়তম জীবনের প্রভাবে সৃষ্ট যা দিনরাত তাঁদের সমানে ছিল, সেই মহাপুরুষের পূণ্য সীরাত ও আখলাক-আচরণের ফল যা সদাসর্বদা তাঁদের চোখের সামনে ভাসমান ছিল এবং তা হায়াতে তাইয়্যেবার উৎস থেকে উৎসারিত মাহফিল ও মজলিসের ইরশাদ ও নসীহতের বরকত ও ফয়েযলব্ধও বটে। এসব কিছুর সমষ্টিফল থেকে জন্মলাভ করেছে ইসলামের বিশেষ মেযাজ যাতে শুধু নিয়ম-কানূন, শৃঙ্খলা-পদ্ধতি এবং আইনের অনুশাসনই নয়, বরং আমলের রূহ, তার অন্তর্নিহিত ভাবধারা এবং কর্মপ্রেরণারও মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। তাতে বিধি-বিধানের পাবন্দি এবং হুকুম আদায় করার সাথে সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং সুন্দর আখলাক-আচরণের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদিরও সমাবেশ ঘটেছে।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) ইকামতে সালাত-নামায কায়েম করার নির্দেশ কুরআন শরীফ থেকে লাভ করেছিলেন। তাঁরা কুরআনের এ প্রশংসা বাণীও শুনেছিলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ.

কিন্তু তাঁরা তার মর্ম ও তাৎপর্য সঠিকভাবে তখন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যখন তাঁরা নবী করীমের সাথে নামায আদায় করেছেন, তাঁর রুকূ ও সিজদার অবস্থা দেখেছেন এবং মন্তব্য করেছেন-ডেকচির পানি গরম হলে যে শব্দ বের হয়, সে শব্দ আমরা তাঁর বুক থেকে শুনতে পেতাম।

نَسْمَعُ لَهُ اَزِيْزًا كَاَزِيْزِ الْمِرْجَلْ -

তাঁরা কুরআন থেকে শুনেছিলেন যে, নামায মুমিনদের এক প্রিয় আমল কিন্তু যতক্ষণ না তারা নবীর মুখ নিঃসৃত বাণী ঃ

قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ -

"আমার চোখের শীতলতা নামাযে রয়েছে" এবং বে-ইনতেহা আগ্রহ ও অস্থিরতা সহকারে উচ্চারিত উক্তি ঃ

اَرِحْنِىْ يَا بِلَالُ -

-"হে বিলাল! নামাযের দ্বারা আমাকে শান্তি দান কর" শুনেননি, ততক্ষণ তাঁরা এ ভালবাসা ও আকর্ষণ সঠিকভাবে আন্দাজ করতে পারেননি। অনুরূপভাবে এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি ঃ

وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ -

"পুনর্বার না আসা পর্যন্ত মু'মিন ব্যক্তির মন মসজিদের পড়ে থাকে"-না শোনা পর্যন্ত তাঁরা মসজিদ ও মু'মিন ব্যক্তির হৃদয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। তাঁরা বার বার কুরআন শরীফে দু'আকে উৎসাহিত করতে দেখেছেন। দু'আ যারা করে না তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র কহরের কথাও তাঁরা শুনেছেন। বিনম্র ও বিনীতভাবে দু'আ করার ভাষা ও তার অর্থ সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন। কিন্তু তার হাকীকত একমাত্র তাঁরা তখন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যখন বদরের ময়দানে মাটিতে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-কে সিজদারত অবস্থায় বলতে শুনেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اُنْشِدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ –

-"হে আল্লাহ্! তোমাকে তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকারের কথা বলছি, যদি তুমি চাও তাহলে তোমার ইবাদত হবে না" এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-কে যখন তাঁরা অস্থির ও বেকারার দেখেছেন এবং তাঁর এ অস্থিরতা দেখে আবূ বকরকে তাঁরা একথা বলতে শুনেছেন حسبك হে আল্লাহ্‌র রাসূল! "এটাই যথেষ্ট।" তাঁরা অবগত ছিলেন যে, হীনতা, দৈন্য, অসহায়তা এবং দাসত্ব সুলভ মনোভাবের প্রকাশই হল দু'আর প্রাণসত্তা এবং যে দু'আর মধ্যে এ মুক্তার আধিক্য যত বেশি রয়েছে, যে দু'আই তত বেশি মূল্যবান কিন্তু দৈন্য এবং অসহায়তার আসল হাকীকত তখনই তাঁরা জ্ঞাত হলেন যখন আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-কে বলতে শুনলেন ঃ

اللهم انك تسمع كلامي- وترى مكاني وتعلم سرى وعلانيتى لا يخفى عليك شئى من امرى وانا البائس الفقير المستغيث المستجير- الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي - اسئالك مسالة المسكين وابتهل اليك ابتهال - المدنب الذليل وادعوك دعاء الخائف-الضريرودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك انفه اللهم لا تجعلنى بدعائك شقيا وكن لى- رءوفا رحيما، يا خير المسئولين يا خير المعطين -

"হে আল্লাহ্! তুমি আমার কথা শ্রবণকারী, তুমি আমার অবস্থান দর্শনকারী, আমার প্রকাশ্য ও গোপনীয়তা সম্পর্কে তুমি অবগত। আমার কোন জিনিসই তোমার নিকট গোপনীয় নয়, আমি বিপদ ও মুসীবতগ্রস্ত, আমি তোমার মুখাপেক্ষী, আমি ফরিয়াদকারী, আশ্রয় প্রার্থনাকারী, আমি পেরেশান, আমি আমার গুনাহ্ স্বীকারকারী,

মিসকীনের ন্যায় সওয়ালকারী, লাঞ্ছিত ও গুনাহ্গারের ন্যায় তোমার নিকট আরযী পেশকারী, ভীত-বিপদগ্রস্তের ন্যায় তোমার নিকট আবেদন-নিবেদকারী, আমি এমন এক ব্যক্তির ন্যায় তোমার নিকট দু'আকারী যার ঘাড় তোমার নিকট অবনত, চোখ অশ্রু প্লাবিত, যার নাক তোমার নিকট ধূলিমলিন, যার শরীর ভূলুণ্ঠিত। হে আল্লাহ্! আমার আহ্বান ব্যর্থ কর না; হে শ্রেষ্ঠ দাতা এবং উত্তম ফরিয়াদ শ্রবণকারী! তুমি আমার প্রতি রহম ও করুণা কর।"

তারা কুরআন শরীফে দুনিয়ার অবাস্তবতা এবং আখিরাতের চিরন্তন জীবনের কথা পড়েছিলেন। কুরআনের আয়াত ঃ

مَا الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اِلاَّ لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانِ -

-"দুনিয়ার যিন্দেগী নিছক ক্রীড়া ও আমোদ-স্ফূর্তির ন্যায়, নিশ্চয়ই আখিরাতের যিন্দেগী আসল জীবন।" এর শব্দগুলো তাঁদের স্মরণ ছিল কিন্তু তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন থেকে তার হাকীকত, তাৎপর্য এবং আমলী তাফসীর অবগত হয়েছেন, আখিরাতের যিন্দেগী কী, তা তাঁরা নবী করীমের জীবনধারা ও তাঁর ঘরের নকশা দেখে বুঝতে পেরেছেন; যাঁরা আখিরাতের যিন্দেগীকে আসল যিন্দেগী জ্ঞান করে এবং

اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشَ الْاٰخِرَةِ -

-"হে আল্লাহ্ আখিরাতের জীবন ব্যতীত অন্য কোন জীবন নেই"-এর উপর ঈমান আনে, তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন কোন্ ধরনের হওয়া উচিত তাও তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন থেকে উপলব্ধি করেছেন। আখিরাতের এ আসল নকশা ও প্রেরণার প্রেক্ষাপটে যখন জাহান্নামের বিপদ ও ভয়াবহতা এবং জান্নাতের উপভোগ ও পুরস্কারের বিবরণ আল্লাহ্র রাসূলের ইরশাদ থেকে তাঁরা পেতেন, তখন যুগপৎ ভয়-ভীতি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার এক মিশ্রিত ভাব তাঁদের মনে সৃষ্টি হতো এবং এ দুটোর চিত্র সর্বদা তাঁদের চোখের সামনে ভেসে থাকত।

অনুরূপভাবে তাঁরা রহমত, বিনম্র স্বভাব, উত্তম চরিত্র, শিষ্টাচার প্রভৃতি আখলাকী তা'লীমের সাথে সুপরিচিত ছিলেন, আরবী তাঁদের মাতৃভাষা ছিল এবং কুরআন সম্পর্কেও তাঁদের গভীর দূরদৃষ্টি ছিল। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও এসব শব্দের অর্থের ব্যাপকতা, বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ তথা সহীহ্ ও সঠিক আমল সম্পর্কে তাঁরা একমাত্র তখন জ্ঞান হাসিল করলেন যখন তাঁরা দুর্বল, স্ত্রীলোক, শিশু, ইয়াতীম, গরীব, বৃদ্ধ, সাধারণ সঙ্গী-সাথী, দাস-দাসী এবং খাদেমদের সাথে আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর ব্যবহার স্বচক্ষে দেখলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর ওসীয়ত ও ইরশাদ শুনতে পেলেন।

মুসলিম জনসাধারণের হক আদায়ের হুকুম তাঁরা কুরআন শরীফ থেকে পেয়েছিলেন কিন্তু এ ধরনের অধিকার সংক্রান্ত এমন অনেক বিষয় (রোগী দেখা, জানাযার নামাযে শরীক হওয়া প্রভৃতি) রয়েছে যা সম্ভবত লাখ লাখ মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবে উদিত হতো না এবং উদিত হলেও তার গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হতেন না। অনুরূপভাবে পিতামাতা এবং আহলে হকদের সাথে উত্তম আচরণ করার তালীম খুব গুরুত্ব সহকারে কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

পিতামাতার সাথে সুন্দর আচরণ এবং তাদের হক আদায় করার যে বুলন্দ শান আল্লাহ্র রসূলের বাণী-"পিতামাতার মৃত্যুর পর তাদের প্রিয়জনদের সাথে উত্তম আচরণ করা হল পিতামাতার প্রতি সন্তানের উত্তম আচরণ"-তে প্রতিফলিত হয়েছে যে, এ মান ও মাকাম পর্যন্ত কি কখনও কোন মুআল্লিমে আখলাকের চিন্তা পৌঁছতে পেরেছে? অনেক সময় তিনি ছাগল যবেহ করে টুকরা টুকরা করতেন; অতঃপর তা মৃত স্ত্রী খাদীজার বান্ধবীদের পৌঁছিয়ে দিতেন। আখেরী হযরতের এ উক্তির মধ্যে শরাফত ও বিশ্বস্ততার যে বুলন্দ মাকামের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা কি অন্য কোন লোকের কল্পনায় কখনও স্থান পেয়েছে?

সমাজ ও আখলাক সম্পর্কিত হাদীসের এ দু-তিনটি দৃষ্টান্ত থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, হাদীস জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে কোন্ ধরনের পথ প্রদর্শন করে, কোন ধরনের নতুন জ্ঞান দান করে এবং মানবতার জন্য কত অমূল্য এ রত্ন ভাণ্ডার!

ধর্ম ও মাযহাবসমূহের ইতিহাসের সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতা ও অভিজ্ঞতা যে কোন জিনিসকে সজীব এবং প্রাণবন্ত সত্তা দান করার জন্য নিছক কানূনী হুকুম এবং বিধি-বিধান যথেষ্ট নয় এবং তা কোন আমলকে অনুপম ও অপরূপ করার জন্যও কোন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ইকামতে সালাতের সাধারণ হুকুম সে মন-মানস, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করতে পারে না, যা নামাযের অন্তর ও বাহির সত্তার হিফাযত ও তার পাবন্দি, তার সহীহ্ রূহানী, মানসিক, আন্তরিক, ইজতেমায়ী ও আখলাকী ফলশ্রুতি ও প্রভাবের জন্য একান্ত আবশ্যক। এ আমলকে সুন্দর ও সুশোভিত করার জন্য উপায়-উপকরণ, প্রেক্ষাপট, আদব-কায়দা এবং হিদায়াতের প্রয়োজন রয়েছে।

এ পটভূমিতে নামাযের জন্য স্বয়ং কুরআন শরীফে উযূ, তাহারাত, ভয়-ভীতি, নীরবতা ও আন্তরিকতা এবং জামা'আতের হুকুম দেয়া হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিদের এটা অগোচরীভূত নয় যে, যত বেশি আদবে নামায তার ফযীলত এবং আনুষঙ্গিক বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি পাবে, তত বেশি নামাযের জন্য এমন পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার সৃষ্টি হবে যাতে নামায তার পূর্ণ রূহানী, আখলাকী ও ইজতেমায়ী ফলসহকারে আত্মপ্রকাশ করবে। হাদীস ও সীরাতের পাঠকগণ অবহিত আছেন যে,

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমল ও ইরশাদ এবং হিদায়েত এক্ষেত্রে যে পসন্দনীয় সংযোজন করেছে, তাতে নামায তাযকিয়ায়ে নাফ্স, আখলাকী তারবিয়াত, আল্লাহ্র নৈকট্য এবং বান্দার মুখাপেক্ষীহীনতা, তথা মুসলিম উম্মতের তালীম, তারবিয়াত, শৃঙ্খলা ও ঐক্যের এক দৃঢ় মাধ্যমে উন্নীত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, উযূর নিয়্যত ও ফযীলত, মসজিদের দিকে পদক্ষেপ ও রাস্তা অতিক্রমকারী পদক্ষেপের সওয়াব, পথ চলাকালীন দু'আ, মসজিদে দাখিল হওয়ার আদব, যিকির ও তাহইয়াতুল মসজিদ এবং এবং নামাযের জন্য ইনতেযার করার ফযীলত, বৈঠকের আদব, আযান, ইকামত ও জামা'আতের সওয়াব, ইমামতের ফযীলত ও তদসংক্রান্ত আহ্কাম, ইমামের ইত্তেবা ও আনুগত্য করার গুরুত্ব, নামাযের কাতারের তরতিব এবং সফে দাঁড়াবার তরতিব, মসজিদে তা'লীম প্রদান এবং তা'লীমের হাল্কা ও মাহফিলের ফযীলত, যিকরের হালকার ফযীলত, মসজিদ থেকে বের হওয়ার আদব ও দু'আ, প্রভৃতির ফযীলত, আদব ও হিদায়তের জ্ঞান ও আমলের দ্বারা নামায কত সুন্দর ও শানদার মানে উন্নীত হয় এবং তাযকিয়া-ইস্লাহ, তালীম-তরবিয়াত এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের কত মযবূত মাধ্যম থাকে।

তার সাথে আখেরী হযরতের নামাযের অবস্থা, নফল ইবাদতের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ, নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করার সময় তিনি যেভাবে বিচলিত ও তন্ময় হয়ে যেতেন, যার বিবরণ হাদীস শরীফে খুব যত্নসহকারে দেয়া হয়েছে, প্রভৃতির সমষ্টি উম্মতের নামাযকে কত উন্নত স্তরে পৌছিয়ে দেয় এবং কত সুন্দর আধ্যাত্মিক ও মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। এর আলোকে রোযা, যাকাত এবং হজ্জ সম্পর্কে আন্দাজ করা যেতে পারে। হাদীস থেকে এসব ইবাদতের আদব, ফযীলত, নবী করীম (সা)-এর অভ্যাস এবং তাঁর জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে যে, যদি এসব ইবাদতকে তার আদব, ফযীলত এবং ঘটনাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং সেই পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে আলাদা করে দেয়া হয় যা হাদীস সৃষ্টি করতে চায়, তাহলে তার প্রভাব কতটুকু বাকী থাকবে এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অনুভূতি জাগ্রত করার আবেগ-অনুরাগ ও ঐকান্তিকতা সৃষ্টি করার, দৃঢ়তা প্রদানের, মন-মগজকে সুন্দর ও সাবলীল করার এবং ইবাদত ও তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত প্রাণসত্তার অধিকারী নতুন সমাজ গঠন করার যোগ্যতা কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে?

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হায়াতে তাইয়্যেবা, তাঁর হিদায়েত এবং ইরশাদ যার সমষ্টি হল হাদীস ও সুন্নাত দীনের জন্য এমন এক পরিবেশ ও অবস্থা সৃষ্টি করে যাতে দীন তার সকল সজীবতা সহকারে বিকশিত হয়। দীন কোন শুষ্ক আখলাকী বিধি-বিধান বা কতিপয় আইন-কানূনের সমষ্টির নাম নয়; দীন আবেগ-অনুভূতি, ঘটনা-প্রবাহ এবং আমলী দৃষ্টান্ত ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। যা নবী করীম

(সা)-এর জীবনের সাথে সম্পর্কিত এবং যা তাঁর হায়াতে তাইয়্যেবার পাক-পবিত্র পরিবেশ থেকে উৎসারিত। তাই হাদীস হল এসব ঘটনা, আবেগ-অনুরাগ এবং আমলী মিসালের উৎকৃষ্ট ও প্রামাণ্য সংকলন। ইয়াহূদী, খ্রিস্টান এবং এশিয়ার অন্যান্য মাযহাব এবং ধর্ম খুব দ্রুত এজন্য অন্তঃসারশূন্য হয়ে গিয়েছে যে, এসব ধর্মাবলম্বীর নিকট তাদের রাসূলদের জীবনের প্রামাণ্য ঘটনাবলী এবং ঈমান উদ্দীপক বাণী সংরক্ষিত নেই। এসব মাযহাব এ ধরনের মানসিক অবস্থা ও পরিবেশ থেকে বঞ্চিত ছিল যার দ্বারা মাযহাবের অনুসারিগণ দীনী তরক্কী হাসিল করতে পারতেন এবং বস্তুবাদ এবং ইলহাদের হামলা থেকে নিজেদেরকে হিফাযত করতে সক্ষম হতেন। অবশেষে এ ধর্মাবলম্বিগণ তার অভাব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এ শূন্যতা তাদের সাধু-সন্ন্যাসী এবং রাহিবদের জীবনের ঘটনাবলীর দ্বারা পূরণ করার কোশেশ্ করেন। ফরম পূরণ সদৃশ ব্যবস্থা দ্বারা এসব ধর্ম ধীরে ধীরে রসম-রেওয়াজ, বিদআত এবং নিত্য-নতুন ধারণার আবর্জনা স্তূপে পরিণত হয় এবং দীনের আসল জ্ঞান হারিয়ে যায়। এসব মাযহাব এবং কওমের পয়গম্বরদের জীবন-চরিত্র এবং জীবনের প্রামাণ্য ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে যে দৈন্য ও পুঁজিহীনতা রয়েছে, তা আজ ঐতিহাসিক স্বীকৃত সত্য।

ইসলাম যে দুনিয়ার সবশেষ এবং স্থায়ী মাযহাব—জীবন বিধান, তার আরও একটা প্রমাণ হল যে, এ ধরনের দুর্ঘটনায় ইসলাম পতিত হয়নি। যে মানসিক, আধ্যাত্মিক ও রূহানী পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার ভিতর দিয়ে সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁদের জীবন পরিচালনা করেছিলেন, হাদীসের মাধ্যমে তার পূর্ণ নক্শা কিয়ামত পর্যন্ত মাহফূয করা হয়েছে। হাদীসের কারণে পরবর্তী যুগের মানুষ এবং বংশধরদের স্ব-স্ব ও পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে তাৎক্ষণিকভাবে নবী করীম (সা)-এর মহান দরবারের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে নিজেদেরকে হাযির করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয়েছে। যেখানে নবী করীম (সা) স্বয়ং উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামের সাথে কথোপকথনে লিপ্ত, শ্রোতাগণ কান পেতে নীরবে তাঁর কথা শুনছেন, আহ্কামের সাথে আমলের সমন্বয় সাধিত হয়েছে, আমলের সাথে আবেগ ও অনুরাগের এক অপরূপ মিশ্রণের দৃশ্য এবং ঈমান কোন্ ধরনের আখলাক ও আমল এবং আখিরাতের বিশ্বাস কোন ধরনের জীবন সৃষ্টি করে তার নমুনা চোখের সামনে ভাসমান রয়েছে। এ গবাক্ষ পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পারিবারিক জীবন, তাঁর ঘরের নক্সা, তাঁর রাতের অভ্যাস এবং পরিবার-পরিজনের দৈনন্দিন জীবন নিজের চোখে অবলোকন করা যায়। তাঁর সিজদার অবস্থা চোখ দিয়ে দেখা যায়, তাঁর দু'আ ও মুনাজাতের গুণ গুণ আওয়াজ কান পেতে শোন যায়। যে চোখ তাঁর অশ্রুপ্লাবিত চোখ এবং দীর্ঘক্ষণ আল্লাহ্র হুযূরে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে কদম মুবারক ফুলে যেতে দেখেছে এবং যে কান প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলতে শুনেছে ঃ

اَفَــلاَ اَكُــوْنَ عَــبْــدًا شَــكُــوْرًا -

-"আমি কি শোকরকারী বান্দা হব না?" সে কি করে গাফলতের শিকার হতে পারে? যে কাশনায়ে নবুওয়তে লাগাতার দু'মাস চুলা জ্বলতে দেখেনি, যে পেটে পাথর বাঁধতে এবং পিঠে মাদুরের দাগ দেখেছে, শোবার আগে সদকার বেঁচে যাওয়া স্বর্ণ বিলিয়ে দেয়ার জন্য তাঁকে অস্থির ও বেকরার দেখেছে এবং তাঁর মৃত্যুশয্যাকালে চেরাগ জ্বালানোর জন্য তেল ধার নিতে দেখেছে, সে কি করে দুনিয়ার হাকীকত হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হবে এবং কেন যুহদের প্রেরণা তার মধ্যে বিকশিত হবে না? যে তাঁকে পরিবার-পরিজনের খিদমত, ছোটদের মহব্বত, খাদিমদের মাফ, সাথীদেরকে দয়া ও এনায়েত এবং শত্রুদের সাথে ধৈর্যধারণ করতে দেখেছে, সে তাঁর জ্ঞান গৃহ ত্যাগ করে কামেল মানবতা এবং মাকারিমে আখলাকের শিক্ষা ও দীক্ষা নিতে অন্য কোথায় যেতে পারে? এ পরিবেশে একজন দর্শক যাতে এসব কিছু অবলোকন করতে পারেন তার জন্য শুধু কাশনায়ে নবুওয়তের দরজাই উম্মুক্ত নয়, বরং সাহাবায়ে কিরামের ঘরের দরজাও সম্পূর্ণ খোলা রয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, তাঁদের দিনের কর্মব্যস্ততা, তাঁদের রাত্রিযাপন, বাজারে কর্মমুখরতা, মসজিদে তৃপ্তি ও তাসাল্লী সহকারে আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিমগ্নতা, তাঁদের উপর মানবীয় নফস্ ও প্রবৃত্তির হামলা, তাঁদের কামেল ফরমাঁবরদারী ও আনুগত্য এবং তাঁদের মানবীয় দুর্বলতার চিত্র স্পষ্ট করে অঙ্কিত হয়েছে।

আবূ তাল্‌হা আনসারী (রা)-এর ত্যাগের কাহিনী চোখের সামনে দৃশ্যমান। অনুরূপভাবে দৃশ্যপটে ভাসে কা'আব ইবন মালিক (রা)-এর তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ঘটনা। বস্তুত এটা এমন প্রাকৃতিক ও কুদরতী পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা যেখানে জীবন তার তামাম বৈচিত্র্য ও বাস্তবতা এবং মানুষের প্রকৃতি তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সহকারে উপস্থিত। হাদীস তার পূর্ণ চিত্র এমনভাবে অংকিত করেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগ কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত হয়েছে। কুরআনের পাশাপাশি রাসুলুল্লাহ্‌র যুগের এ চিত্র হুবহু অবিকৃত এবং কালামে নবূওয়ত এবং নবূওয়তের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সংরক্ষিত থাকা ইসলামের এমন এক গৌরবোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য ও মু'জিযা যা অন্য কোন মাযহাব এবং উম্মত কখনও দাবি করতে পারেনি। এমন এক মাযহাব যা কিয়ামত পর্যন্ত বাকী ও স্থায়ী থাকবে, যা অনাগত ভবিষ্যতের তামাম বংশধরের আমলী নমুনা হবে, যা তাদেরকে প্রেরণা ও গতিশীলতা দান করবে এবং তাদের মন-মেযাজের খোরাক সরবরাহ করবে, তা কখনও পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা ব্যতীত বেঁচে থাকতে পারে না। বলা বাহুল্য, হাদীসের দ্বারা এ পরিবেশ পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। হাদীস প্রণয়নের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে সুস্পষ্টভাবে অনুমিত হয় যে, হাদীসের মাধ্যমে রিসালতের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতাকে অবিকৃত ও

অপরিবর্তিতভাবে হিফাযত করার বিষয়টি কোন আকস্মিক ঘটনা বা পরবর্তীদের অস্বাভাবিক প্রচেষ্টার কোন ফলশ্রুতি নয়। নবী করীম (সা)-এর যুগে সাহাবায়ে কিরামের হাদীস লিপিবদ্ধ করার দিকে মনোনিবেশ করা ও বিরাট ও ব্যাপকভাবে তার হিফাযত করা; উত্তরকালে তাবেঈদের হাদীসের তদবিন ও তরতীবের প্রতি মনোযোগ প্রদান করা; অতঃপর ইরান, খুরাসান ও তুর্কিস্তানের বিদ্যার্থীদের জ্ঞানের সমুদ্র প্লাবিত করা, হাদীস সংগ্রহ, সংকলন ও হিফয করার তাদের অদম্য আগ্রহ, তাদের অদ্ভুত স্মরণশক্তি, তাদের দৃঢ় সংকল্প, দূর্বার সাহস; আসমায়ে রিজাল ও রিওয়ায়াত শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ও মুজতাহিদীনের সৃষ্টি, তাদের কামেল দূরদৃষ্টি ও পরিপক্ক যোগ্যতা, তাদের আত্মত্যাগ ও কর্মমুখরতা; গোটা উম্মতের হাদীসের প্রতি মনোযোগ প্রদান এবং ইসলামী বিশ্বে তার প্রচার-প্রকাশ ও স্বীকৃতি প্রভৃতি এ কথাই প্রমাণিত করে যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু কুরআনের ন্যায় এ সহীফায়ে যিন্দেগী বা জীবন গ্রন্থকেও হিফাযত করতে চেয়েছেন। এরই বদৌলতে হায়াতে তাইয়্যেবার ধারাবাহিকতা আজো যে অবিচ্ছিন্ন রয়েছে এবং প্রত্যেক যুগে মুসলিম উম্মত সেই আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান, মন-মানসিকতা এবং ঈমানের উত্তরাধিকার লাভ করে আসছেন যা সাহাবায়ে কিরাম (রা) প্রত্যক্ষভাবে রাসূলে পাকের নিকট থেকে লাভ করতেন। শুধু আকীদা-বিশ্বাস ও হুকুম-আহকামের উত্তরাধিকার ও তার ধারাবাহিকতা নয়, বরং মেযাজের উত্তরাধিকার ও ধারাবাহিকতাও জারী রয়েছে। হাদীসের মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরামের যুগের মেযাজ ও মন-মানস এক যুগের মানুষ থেকে পরবর্তী যুগের মানুষ এবং এক শ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীর নিকট হস্তান্তরিত হয়ে আসছে। মুসলিম উম্মতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে স্বল্প সময়ের জন্যও এ মন-মানস ও মেযাজ অনুপস্থিত ছিল না। প্রত্যেক যুগে এমন সব ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় যাদেরকে সাহাবায়ে কিরামের মেযাজ ও মন-মানসের প্রকৃত উত্তরাধিকারী আখ্যায়িত করা যেতে পারে। সাহাবায়ে কিরামের ন্যায় ইবাদতের প্রতি অনুরক্ততা, তাকওয়া ও খাসিয়াতে ইলাহ, বিপদ-মুসীবতে দৃঢ়পদ, মহান সংকল্প, নম্রতা, ইহ্তিসাবে নফ্স, আখিরাতের ভালবাসা, দুনিয়ার প্রতি নির্লিপ্ততা, আমর বিল মারূফ ও নাহী অনিল মুনকারের প্রতি অনুরাগ, বিদআতের প্রতি নফরত এবং ইত্তেবায়ে সুন্নাতের আসক্তি প্রভৃতি হাদীস অধ্যয়ন ও আকর্ষণের ফলশ্রুতি অথবা সে সব মহান ব্যক্তির তরবিয়াত ও সাহচর্যের ফয়েয ও কল্যাণ যারা মিশকাতে নবূওয়ত—নবূওয়তের প্রদীপ থেকে আলো সংগ্রহ করেছিলেন এবং নবূওয়তের উত্তরাধিকার থেকে হিস্সা পেয়েছিলেন। মুসলিম উম্মতের মন-মানস ও মেযাজের উত্তরাধিকার প্রথম যুগ থেকে শুরু করে হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীর পতন ও বস্তুবাদের যুগ পর্যন্ত বাকী রয়েছে। সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ্ ইবন মুবারক এবং ইমাম আহ্মদ ইবন হাম্বল থেকে শুরু করে মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জ মুরাদাবাদী, মাওলানা রশীদ

আহমদ গাঙ্গুহী এবং মাওলানা সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ গযনবী (রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহিম) পর্যন্ত তামাম মহান ব্যক্তির জীবন ও আচার-আচরণে তার আলোকচ্ছটা সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। যতদিন হাদীসের এ ভান্ডার বাকী ও স্থায়ী থাকবে, ততদিন তা থেকে ফায়দা ও কল্যাণ হাসিল করার এ ধারাবাহিকতা চালু থাকবে এবং সাহাবায়ে কিরামের যুগের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সংরক্ষিত থাকবে। দীনের এ সহীহ্ মেযাজ যাতে দুনিয়ার উপর আখিরাতের চিন্তা, রসম-রেওয়াজের উপর হাদীসের আসর এবং বস্তুবাদের উপর আধ্যাত্মিকতার প্রভাব বিস্তার করেছে, অবশ্য স্থায়ী থাকবে। এখনও এ উম্মত দুনিয়া পরস্তি, আপাদমস্তক বস্তুবাদ, আখিরাতে অবিশ্বাস এবং দীনী চিন্তাধারার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের শিকার পুরাপুরিভাবে হবে না; বরং হাদীসের প্রভাবে সর্বদা দীনের সংস্কার ও পুনর্গঠনের আন্দোলন জন্মলাভ করবে এবং কোন না কোন দল সত্যের পতাকা বহন, দীন ও শরীআতকে আলোকোজ্জ্বল করার জন্য জীবন-মরণ পণ করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে। যারা মুসলিম উম্মতকে জীবন, হিদায়েত ও শক্তির উৎস থেকে বঞ্চিত এবং এ জ্ঞান-ভান্ডার সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে চায়, তারা জানে না যে, তারা এ উম্মতের কি পরিমাণ ক্ষতি সাধন করছে এবং কত বিরাট পুঁজি ও সম্পদ থেকে জাতিকে মাহ্রূম করছে! তারা অবগত নয় যে, তারা মুসলিম উম্মতকে যেভাবে তাদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত, মূল থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ভবঘুরে করতে চাচ্ছে, সেভাবে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান ধর্মের শত্রুগণ এ দুই মহান ধর্মকে করেছে। যদি সজ্ঞানে তারা এ ধরনের ক্ষতি সাধন করে থাকে, তাহলে এ দীন এবং উম্মতের তাদের চেয়ে আর কোন বড় শত্রু কেউ নেই। এ অবস্থায় সাহাবায়ে কিরামের সেই বৈশিষ্ট্য-মেযাজ ও মন-মানস কি করে পূনর্বার সৃষ্টি করা যাবে? হয় তা নবী করীম (সা)-এর সাহচর্যে সৃষ্টি হতে পারে অথবা হাদীস যা এ যুগের এক জীবন্ত এ্যালবাম এবং হায়াতে তাইয়্যেবার সবাক রোজনামচা, তা থেকে সরাসরি হাসিল করা যেতে পারে।

কুরআনের সাথে সাথে হাদীসের তরজমা, তরতীব এবং প্রকাশের কাজ প্রত্যেক যুগে হিন্দুস্থানে জারী ছিল। আমার মনে হয় সর্বপ্রথম হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (র) ফারসী ভাষায় মিশকাতের তরজমা ও ব্যাখ্যা اشعت اللمعت। শিরোনামে প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষে ফারসী ভাষার যুগ খতম হওয়ার পর সম্ভবত সর্ব প্রথম মাওলানা খুররম আলী বালহুরী (১২৭০ হি) ইমাম সাফানীর মশহুর হাদীস গ্রন্থ মাশারিফুল আনওয়ারের তরজমা ও ব্যাখ্যা উর্দু ভাষায় তুহফাতুল আখিয়ার নামে প্রকাশ করেন (১২৭১ হি)। অতঃপর রশীদ নওয়াব কুতুবুদ্দিন খান (১২৮৯ হি) মিশকাতের উর্দু তরজমা টীকাসহ মাযাহেরে হক্ক নামে প্রকাশ করেন। তরজমার পরিপক্কতা, বিশুদ্ধতা এবং গ্রন্থকারের আন্তরিকতার কারণে উল্লিখিত গ্রন্থ পাঠকদের

নিকট অত্যন্ত সমাদৃত হয়। পরবর্তীকালে উর্দু ভাষায় একাধিক তরজমা প্রকাশিত হয়েছে। এ যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুবাদ হল মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম আবওয়ীর তরীকে নাজাত। আমাদের সময়েও মাওলানা বদরে আলম উর্দু ভাষায় ব্যাপক ভিত্তিতে এবং উচ্চমানের খিদমত করেছেন। তাঁর সংকলিত 'তরজুমানুস্ সুন্নাহ', তিন খন্ডে সমাপ্ত ও প্রকাশিত হয়েছে। আমার দৃষ্টিতে এ মূল্যবান গ্রন্থ থেকে বিদ্যার্থী এবং উলামায়ে কিরাম উভয়ই উপকৃত হবেন। উর্দু ভাষায় হাদীসের নতুন এবং পুরাতন খিদমতের পরও আমদের সমকালীন বিপ্লবী যুগের প্রয়োজন এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে মধ্যম শ্রেণীর লোকের, যাদের সময় ও জ্ঞানের স্বল্পতা রয়েছে, তাদের জন্য মধ্যম পর্যায়ের এমন এক হাদীস সংকলনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে যার প্রণয়ন, হাদীস চয়ন, তদবিন-তরতীব ও ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ সামনে রাখা হবে; যা মন-মানসকে আস্থা ও বিশ্বাস এবং হৃদয়কে তৃপ্তি দান করবে, অধঃপতিত জীবনের সংস্কার ও সংশোধন করবে এবং তার সাথে সাথে বর্তমান সময়ে যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তার সমাধান দিবে এবং এক শ্রেণীর সরল প্রাণ জ্ঞান পিপাসুদের অধিকতর তৃপ্তি দান করবে। এ সুকঠিন কাজ একমাত্র তার দ্বারাই সম্ভব যার প্রগাঢ় দীনী প্রজ্ঞা, অগাধ পান্ডিত্য, দীনী হাকীকতের উপর অটল-অনড় ঈমান, প্রত্যেক দীনী বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়; তার পাশাপাশি দাওয়াত-তবলীগ, মেলামেশা, মাহ্ফিল-মজলিস এবং ব্যাপক অধ্যয়নের মাধ্যমে লব্ধ সমকালীন মন-মানস ও তার বিকৃতি, সকল ধরনের ফিতনা ও আন্দোলন সম্পর্কিত জ্ঞান, উপস্থিত বুদ্ধি, গভীর অধ্যয়ন, বিপুল অভিজ্ঞতা এবং যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার আল্লাহ্ প্রদত্ত দক্ষতা রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা তওফীক দিয়েছেন। তিনি এ নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ খিদমতের জন্য আমার সম্মানিত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নুমানীকে মনোনীত করেছেন। তিনি তাঁকে নানাবিধ দীনী ইলমী কাজের যোগ্যতা দিয়েছেন। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে তাঁর যাবতীয় কাজের চেয়ে এ কাজের গুরুত্ব অনেক বেশি। এ কাজ সমাপ্ত করার জন্য তাঁকে আবেদন জানানো আমার জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি। বর্তমানে মা'আরিফুল হাদীসের দ্বিতীয় খণ্ড পাঠকদের খিদমতে পেশ করা হয়েছে। এতে রিকাক ও আখলাক সম্পর্কিত আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর হাদীস উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ সন্নিবেশিত হয়েছে। অন্তরের সংস্কার-সংশোধন এবং তাযকিয়ায়ে নফ্সের জন্য দুনিয়ার অন্য কোন সাহিত্যে কুরআনের পর এছাড়া অন্য কোন উপায় উপাদান নেই। আল্লাহ মাওলানা মওসূফের স্বাস্থ্য ও জীবন বরকতময় করুন যাতে তিনি খুব শীঘ্র এ কাজ পরিসমাপ্ত করতে পারেন।

—আবুল হাসান আলী নদভী

আল্লাহ্‌র ভয় ও আখিরাতের চিন্তা

নবী করীম (সা) যা জানতেন তা মানুষ জানলে খুব বেশি কাঁদত এবং অল্প হাসত

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْتَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَّلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً.

হাদীস-১ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আবুল কাসিম (সা) বলেছেন ঃ যাঁর হাতে প্রাণ রয়েছে তাঁর কসম! আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমরা খুব বেশি কাঁদতে এবং অল্প হাসতে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সা) এই হাদীসে ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য জগত সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে ভয় প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদ দানকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাই মানুষকে অদৃশ্য জগতের হাকীকত সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক করার জন্য তিনি তাঁর নবীকে অদৃশ্য জগত অবলোকন করার ক্ষমতা দান করেছেন। আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নবী করীম (সা) এমন সব জিনিস দেখতেন যা সাধারণ মানুষের চোখ দেখতে অক্ষম এবং এমন সব কথাবার্তা শুনতেন যা সাধারণ কান শুনতে অক্ষম। মৃত্যুর পর মানুষ যে যিন্দেগীতে পদার্পণ করে, তার বিভিন্ন মন্‌যিলের বাস্তব-চিত্র নবী করীম (সা)-এর সামনে রয়েছে। আলোচ্য হাদীসে রাসূল করীম (সা) সে চিত্রের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি মানুষ জাতিকে আখিরাতের জীবন সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, আখিরাতের বিভিন্ন মন্‌যিলের অবস্থা খুবই ভয়াবহ ও কঠিন। তা অতিক্রম করার পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য দুনিয়াতে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আখিরাতের প্রতি উদাসীন নয় এবং দুনিয়ার জীবনের বেহুদা আরাম-আয়েশে নিজেকে লিপ্ত করেনি, সে আখিরাতের জীবনে আল্লাহ্‌র দয়া ও মেহেরবানী লাভ করতে সক্ষম হবে। হাসি চিত্ত-চাঞ্চল্য নির্ভাবনাময় জীবনের পরিচায়ক এবং কান্না বিরাট দায়িত্ব পালন করার ব্যাকুলতার প্রতীক। তাই আখিরাতের জীবনের সঠিক জ্ঞান যার রয়েছে,

সে কখনো হাসি-তামাশার মধ্যে নিজেকে লিপ্ত করতে পারে না। সে দিন-রাত আখিরাতের জীবনের কামিয়াবী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে।

আসমানের প্রতি ইঙ্গিতে ফেরেশতারা সিজদারত

(٢) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ اَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ وَاَسْمَعُ مَالاَ تَسْمَعُوْنَ اَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَاطَّ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه مَا فِيْهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ اِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهٗ سَاجِدًا لِلّٰهِ وَاللّٰهِ لَوْتَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَّمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ اِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ يَا لَيْتَنِىْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ.

হাদীস-২ ঃ হযরত আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমি যা দেখি তা তোমরা দেখ না এবং যা শুনি তোমরা তা শোন না। আসমান তীব্র আওয়ায করছে এবং এরূপ আওয়ায করার অধিকার তার রয়েছে। তাঁর কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! আসমানে চার অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানও নেই যেখানে কোন ফেরেশতা কপাল পেতে আল্লাহ্র নিকট সিজদারত না আছেন। আল্লাহ্র কসম! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা খুব অল্প হাসতে এবং খুব বেশি কাঁদতে। বিছানায় তোমরা স্ত্রীদের উপভোগ করতে পারতে না, বরং তোমরা আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে কিংবা (আল্লাহ্র নৈকট লাভের উদ্দেশ্যে) জনশূন্য প্রান্তরে চলে যেতে। রাবী আবূ যর (রা) বলেন, আফসোস, আমি যদি গাছ হতাম! যা কাটা হয়ে থাকে।

(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের জ্ঞান সীমিত, মানুষ তার বুদ্ধি-বিবেচনা বা জ্ঞানের দ্বারা অদৃশ্য জগতের রহস্য অনাবৃত করতে পারে না। একমাত্র আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে মানুষ অদৃশ্য জগতের জ্ঞান হাসিল করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর যে হুকুম-আহকাম নাযিল করেছেন এবং অদৃশ্য জগতের যেসব বিষয় ও দৃশ্য অনাবৃত করেছেন, তা তাঁরা কোন প্রকার সংযোজন বিয়োজন ছাড়া প্রয়োজনমত মানব জাতির নিকট পেশ করেছেন। নবীগণ যা দেখেন, যা শোনেন এবং যে অভিজ্ঞতা হাসিল করেন তার বিবরণ তাঁরা মানুষকে প্রদান করেন। আর তার উপর পূর্ণভাবে বিশ্বাস

স্থাপন করার নাম হল ঈমান। যেভাবে পয়গম্বরদের হুকুম-আহকামে বিশ্বাস না করলে ঈমানদার হওয়া যায় না, তেমনি অদৃশ্য জগত বা বিষয়বস্তু সম্পর্কিত তাঁদের বিবরণের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করলেও ঈমানদার হওয়া যায় না।

প্রশ্ন হল আম্বিয়ায়ে কিরাম যেভাবে অদৃশ্য জগত অবলোকন করতে পারেন সেভাবে সাধারণ মানুষ কেন অবলোকন করতে পারে না? আখিরাতের জীবনে মানুষের দুনিয়ার জীবনের হিসেব নেয়ার এবং ভাল-মন্দের প্রতিদানের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার দাবি হল অদৃশ্য জগতকে সাধারণের চোখের কাছে আবৃত রাখা। শুধুমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর মহব্বতের জন্য যারা অদেখা জিনিসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে খুব সতর্কতার সাথে দুনিয়ার জীবন যাপন করে, তারা আখিরাতের জীবনে বুলন্দ মাকামের অধিকারী হবেন। আখিরাতের জীবন যদি আবৃত না থাকত, তাহলে কে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কতটুকু মহব্বত করেন তা নির্ণয় করার জন্য কোনরূপ বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যবস্থা পাওয়া যেত না। শুধু আল্লাহ্র কথা শুনে আল্লাহ্কে বিশ্বাস করা বা তাঁর বর্ণিত জান্নাত-জাহান্নাম, মীযান-সীরাত প্রভৃতির উপর ঈমান আনা সবল মানসিকতার লক্ষণ। দুর্বল মনের অধিকারিগণ অদেখা জিনিসের উপর দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। আখিরাতের জীবনকে সাধারণ মানুষের কাছে অদৃশ্য রাখার কারণে বিশ্বাসের মধ্যে তারতম্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং বিশ্বাসের তারতম্যের কারণে আমলের পার্থক্য; আর আমলের পার্থক্যের কারণে আখিরাতের জীবনের মর্যাদারও তারতম্য হবে।

মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নুমানীর মতে মানুষের কাছে অদৃশ্য জগতের রহস্য অনাবৃত করে দিলে মানুষের মনের শান্তি বিপন্ন হতো এবং তারা খিলাফতের যিম্মাদারী পালন করতে সক্ষম হতো না। কবর বা দোযখের আযাবের আসল হাকীকত মানুষের চোখের সামনে অনাবৃত করে দিলে মানুষ কোনরূপ কাজকর্ম করতে পারত না এবং বেশি দিন জীবিতও থাকতে পারত না বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

নবী করীম (সা) আখিরাতের জীবনের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ দেননি। শুধুমাত্র তার প্রতি ইশারা করছেন। তাঁর ইশারা এত অর্থবহ যে, সাহাবী আবূ যর গিফারী (রা) তার ভয়াবহতা থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করতে পারবেন তার জন্য উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেছেন মানুষ হিসাবে যদি তিনি জন্মগ্রহণ না করতেন এবং মানুষের পরিবর্তে কোন গাছ হিসেবে জন্ম নিতেন, তাহলে আখিরাতের যিন্দেগীতে কোনরূপ হিসাবের ঝামেলা তাঁকে পোহাতে হতো না। বস্তুত আখিরাতের দৃশ্য খুব ভয়াবহ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তা থেকে বাঁচার জন্য সব সময় সতর্ক থাকেন। নিজে সৎকর্ম করা, অন্যকে সৎকর্ম করতে উদ্বুদ্ধ করা বা হুকুম করা এবং মন্দকাজ থেকে

নিজে দূরে থাকা এবং অন্যকেও তা'করতে নিষেধ করার মধ্যে আখিরাতের যিন্দেগীর কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

কবর জান্নাতের বাগান কিংবা দোযখের গর্ত

(٣) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلٰوةٍ فَرَأَى النَّاسَ كَاَنَّهُمْ يَكْتَشِرُوْنَ قَالَ اَمَا اِنَّكُمْ لَوْ اَكْثَرْتُمْ ذِكْرَهَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا اَرَىَ الْمَوْتِ وَاَكْثِرُوْاذِكْرَهَا ذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ فَاِنَّهٗ لَمْ يَاْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ اِلاَّ تَكَلَّمَ فَيَقُوْلُ اَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَاَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَاَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَاَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ وَاِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَّاَهْلاً اَمَا اِنْ كُنْتَ لَاَحَبَّ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى ظَهْرِىْ اِلَىَّ فَاِذَا وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَىَّ فَسَتَرٰى صَنِيْعِىْ بِكَ قَالَ فَيَتَّسِعُ لَه مَدَّ بَصَرِهٖ وَيُفْتَحُ لَهٗ بَابٌ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ اَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لاَ مَرْحَبًا وَّلاَ اَهْلاً اَمَا اِنْ كُنْتَ لَاَبْغَضَ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى ظَهْرِىْ اِلَىَّ فَاِذَا وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَىَّ فَسَتَرٰى صَنِيْعِىْ بِكَ قَالَ فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتّٰى تَخْتَلِفَ اَضْلاَعُهٗ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَصَابِعِهٖ فَاَدْخَلَ بَعْضَهَا فِىْ جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ وَيُقَيَّضُ لَهٗ سَبْعُوْنَ تِنِّيْنًا لَوْ اَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِى الْاَرْضِ مَا اَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا فَيَنْهَسْنَهٗ وَيَخْدِشْنَهٗ حَتّٰى يُقْضٰى بِهٖ اِلَى الْحِسَابِ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْحُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ.

হাদীস-৩ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) নামাযের জন্য (ঘর থেকে) বের হলেন এবং লোকজনকে হাসি-ঠাট্টা করতে দেখে বললেন, আমি তোমাদেরকে বলছি, যদি তোমরা স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে অধিক

স্মরণ করতে, তাহলে আমি যা দেখেছি তা তোমাদেরকে (এই গাফলতিতে) মশগুল করত না।

তাই তোমরা স্বাদ বিনষ্টকারী (উপভোগস্পৃহা অপহরণকারী) মৃত্যুকে অধিক স্মরণ কর। এমন কোন দিন নেই যখন কবর এ কথা না বলে যে, আমি মুসাফিরের গৃহ, আমি নিঃসঙ্গ থাকার গৃহ, আমি মাটির গৃহ, আমি কীটের গৃহ। যখন কোন মু'মিন বান্দাকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে বলে 'আহ্‌লান ওয়া সাহ্‌লান' বা স্বাগতম। জেনে রেখো, যারা আমার পিঠে বিচরণ করত, তাদের মধ্যে তুমিই আমার কাছে বেশি প্রিয় ছিলে। তোমাকে আমার কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। তুমি আমার কাছে এসেছ, তাই দেখবে তোমার সাথে আমি কি আচরণ করি। নবী (সা) বলেন ঃ অতঃপর কবর তার জন্য তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে এক দরজা খোলা হয়। যখন বদকার এবং কাফির ব্যক্তিকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে স্বাগত জানায় না, বরং তাকে বলে জেনে রেখো, যারা আমার পিঠে বিচরণ করত, তাদের মধ্যে তুমি আমার কাছে বেশি ঘৃণ্য ছিলে। তোমাকে আমার কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। তুমি আমার কাছে চলে এসেছ। তুমি এখন দেখবে তোমার সাথে আমি কি আচরণ করি। নবী (সা) বলেন ঃ অতঃপর কবর তার জন্যে এমনভাবে সংকীর্ণ হয়ে যাবে যে, তার একদিকের পাঁজর অপরদিকে চলে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (সা) তাঁর এক হাতের আংগুলের ফাঁকের মধ্যে অন্য হাতের আংগুল প্রবেশ করিয়ে তা বললেন। নবী (সা) আরো বললেন ঃ তার উপর '৭০'টি 'তিন্নীন'[১] নিয়োজিত করা হবে, যদি তার একটিও দুনিয়ায় শ্বাস ফেলতো, তা হলে দুনিয়া যত দিন থাকবে ততদিন তাতে কোন উদ্ভিদ জন্মাত না। হাশরের দিন হিসেবের জন্য আহূত না করা পর্যন্ত এসব সাপ তাকে কাটবে এবং ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকবে। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী (সা) আরো বলেন ঃ নিশ্চয়ই কবর জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান কিংবা দোযখের গর্তসমূহের একটি গর্ত।

(তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ার যিন্দেগীর সাথে আখিরাতের যিন্দেগী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সৎকর্মশীলদের প্রতি আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা অত্যধিক মেহেরবানী প্রদর্শন করেন এবং তাদের পরিণাম ভাল হয়ে থাকে। যিনি দুনিয়ার জীবনে হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ পরখ করে চলেন, আল্লাহ্‌র হুকুমের কাছে সর্বদা মাথা নত করেন, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আইন মেনে চলেন, রাসূলের প্রচলিত তরীকা ও আইনকে দুনিয়ার যাবতীয় তরীকা ও আইনের উপর স্থান দেন, আল্লাহ ও তাঁর

১. ইলিয়াস এন্টনী ইলিয়াস তাঁর আরবী-ইংরেজী অভিধানে তিন্নীনের তরজমা-ড্রাগন করেছেন। অনলবর্ষী পাখাযুক্ত এক প্রকার প্রাণী।

রাসূলের বিরোধিতাকারীদের মনে প্রাণে ঘৃণ্য করেন, আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখলে চঞ্চল হয়ে ওঠেন এবং নিজের ধন-দৌলত ও প্রাণ দিয়ে বাতিলের মুকাবিলা করেন—তিনি আল্লাহ্‌র মাহবুব বান্দা। আল্লাহ দুনিয়ার যিন্দেগীতে এ ধরনের ঈমানদার ব্যক্তির বন্ধু ও অভিভাবক এবং আখিরাতের যিন্দেগীতে তিনি তার সুহৃদ ও মুহাফিয। মৃত্যুকালেও তিনি ঈমানদার ব্যক্তিকে শয়তানের কঠিন আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন এবং ফেরেশতার মাধ্যমে অভয়বাণী দেন; আলমে বরযখেও মু'মিন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা হয়। কবর মৃত ব্যক্তিকে স্বাগতম জানায়। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীর ফলে মু'মিন ব্যক্তির জন্য কবর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়। শুধু তাই নয়, শান্তি ও প্রাচুর্য পরিপূর্ণ জান্নাতের সাথে আলমে বরযখে শায়িত মু'মিনদের বাসস্থানকে সংযুক্ত করে দেয়া হয়।

অপরপক্ষে দুনিয়ার জীবনে যে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস করেনি, নবী করীম (সা)-কে একমাত্র পথ প্রদর্শক, আইন রচয়িতা এবং চূড়ান্ত ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করেনি, নিজের ও পরিবার-পরিজনের স্বার্থের জন্য ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র বিরুদ্ধে কাজ করেছে বা ফিসক ও ফুজুরীর যিন্দেগী যাপন করেছে, সে মৃত্যুর কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ্‌র দয়া থেকে বঞ্চিত থাকে। মৃত্যুকালে যাবতীয় মন্দ তাকে স্পর্শ করে, মৃত্যুর পরও সে কোনরূপ আরামের মুখ দেখে না। ফেরেশতারা তার সঙ্গে কঠিন আচরণ করে থাকেন। কবর তার জন্য এমন সংকীর্ণ হয় যে, তার এক পাঁজর অপর পাঁজরে ঢুকে যায়। অজগর সাপ তাকে কিয়ামত অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দংশন করতে থাকে। এ জন্য নবী করীম (সা) কবরকে জান্নাতের একটি বাগান কিংবা দোযখের একটি গর্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। দুনিয়ার জীবনে যে অপবিত্র জীবন-যাপন করল, যে অপবিত্র খাদ্য খেল, বরযখের জীবনে সে শান্তি লাভ করতে পারে না। যাবতীয় অন্যায় ও অপবিত্রতার বিষ দংশনে সে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকবে। যারা ইয়াওমুল আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী, যারা আল্লাহ্‌র সাথে মুলাকাতের প্রত্যাশী, তারা দুনিয়ার জীবনে অপবিত্রতা পরিহার করে চলেন এবং বরযখের জীবনে জান্নাতের শান্তি লাভ করেন।

নবী করীম (সা) তাহাজ্জুদে বলতেন, প্রথম শিংগা-ধ্বনি আসন্ন, দ্বিতীয় শিংগা-ধ্বনি তাকে অনুসরণ করছে

(٤) عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اُذْكُرُوا اللّٰهَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ.

হাদীস-৪ ঃ হযরত উবাই ইবন কা'আব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতের দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর নবী (সা) উঠতেন এবং বলতেন ঃ হে মানুষ! আল্লাহকে স্মরণ কর। হে মানুষ! আল্লাহকে স্মরণ কর। রাজিফাত বা প্রথম শিংগা-ধ্বনি আসন্ন এবং রাদিফাত বা দ্বিতীয় শিংগা-ধ্বনি তা অনুসরণ করছে। এসব কিছু নিয়ে মৃত্যু হাযির। এসব কিছু নিয়ে মৃত্যু হাযির। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সা)-এর অভ্যাস ছিল রাতের প্রথমাংশে এশার নামাযের পর বিশ্রাম নিতেন। অতঃপর তিনি বিছানা থেকে উঠে আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল হতেন। তিনি কখনো রাতের প্রায় তিন ভাগের দু'ভাগ, কখনো অর্ধাংশ আবার কখনো রাতের তিন ভাগের একভাগ সময় আল্লাহ্র ইবাদত করতেন। সূরা মুযযাম্মিলে নবী করীম (সা)-এর রাতের এ অভ্যাস সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَىِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ–

"অবশ্যই আপনার রব্ব অবগত আছেন যে, আপনি কখনো রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ, আবার কখনো এক-তৃতীয়াংশ ইবাদতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন। (সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ২০)

বস্তুত নবী করীম (সা) বিশ্বাসীদেরকে রাতের শেষাংশে ইবাদতের জন্যে জাগ্রত করতেন। ঘুমের গাফলতি দূর করার জন্য আমাদের প্রিয় নবী (সা) তাঁর অনুসারীদেরকে কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা 'সূরা নাযিয়াতে' (৭৯ নং সূরা) কিয়ামতের ভয়াবহতা বর্ণনা করার জন্য যে দু'টো শব্দ 'রাজিফাত' ও 'রাদিফাত' ব্যবহার করেছেন তাঁর নবীও সে দু'টো শব্দ ব্যবহার করে মানুষকে সাবধান করতেন। রাজিফাত বা প্রথম শিংগা-ধ্বনি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস ধ্বংস করে দিবেন। রাদিফাত বা দ্বিতীয় শিংগা-ধ্বনি দ্বারা তিনি সকল মৃতকে জীবিত করবেন। তখন মানুষ ভয়ে কাঁপতে থাকবে এবং তাদের দৃষ্টি ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। সূরা যুমারে কিয়ামতের এ দুই অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ– ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ.

"যে দিন শিংগার ফুৎকার দেয়া হবে, (ফলে) আসমান ও যমীনের সবাই বেহুঁশ হয়ে পড়বে; তবে তারা নয়, যাদের আল্লাহ রক্ষা করার ইচ্ছা করবেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার শিংগার ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা (সব প্রাণী) দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে।" (সূরা যুমার ঃ ৬৮)

কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে উদাসীন থাকে এবং মনে করে যে, তা নিকটবর্তী নয়। কিয়ামত সম্পর্কে শয়তান এভাবে মানুষকে গাফিল রাখে যে, হযরত আদম (আ) থেকেই তো দুনিয়ার মানুষ কিয়ামতের কথা শুনে আসছে। আসলে কিয়ামত হলেও অতিশীঘ্র হবে না। দূরবর্তী কোন এক সময়ে তা অনুষ্ঠিত হবে। নবী (সা) এ ভুল ধারণা নিরসনের জন্য কিয়ামতের ভয়াবহতার সাথে সাথে মানুষের মৃত্যুর কথাও উল্লেখ করেছেন। বস্তুত মৃত্যু কিয়ামতের প্রথম মন্যিল। যার মৃত্যু হ'ল তার কিয়ামত শুরু হল। মৃত্যুর পূর্বে যে আমল করেছে, সে আমলের ভিত্তিতে কিয়ামতের দিন তার ফয়সালা হবে। সুতরাং সময় ও সুযোগ থাকতে মৃত্যুর আগেই পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করতে হবে, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী করতে হবে। এই জন্য নবী করীম (সা) শেষ রাতে তাঁর সাহাবীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে মশ্গুল হওয়ার জন্য আহ্বান করতেন। মানুষ যাতে ঘুমের আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারে, তার জন্য তিনি কিয়ামতের ভয়াবহতা ও মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দিতেন।

ভীত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা রাতের প্রথম প্রহরে রওনা দেয় :
আল্লাহ্র পণ্য জান্নাত

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ اَدْلَجَ وَمَنْ اَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ اَلاَ اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ اَلاَ اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ.

হাদীস-৫ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)- বলেছেন ঃ যে ভয় পায় সে রাতের শুরুতে যাত্রা করে এবং যে রাতের শুরুতে যাত্রা করে, সে (নিরাপদে) মন্যিলে পৌঁছে। স্মরণ রাখ, আল্লাহ্র পণ্য খুবই মূল্যবান, স্মরণ রাখ, আল্লাহ্র পণ্য জান্নাত। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আরব দেশের একটা সাধারণ রীতি ছিল, সওদাগর ও মুসাফিরদের কাফেলা শেষরাতে যাত্রা করত। মরুদস্যু ও ছিনতাইকারীরা শেষরাতেই সাধারণত এসব কাফেলা আক্রমণ করতো। এ জন্য বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার মুসাফিররা শেষরাতের পরিবর্তে প্রথম রাতেই রওনা দিত। এই কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে তারা দস্যুদের দৃষ্টি এড়িয়ে নিরাপদে মন্যিলে মাকসূদে পৌঁছে যেত। নবী করীম (সা) এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়েছেন, দস্যুদের আক্রমণের ভয়ে ভীত কাফেলা যেমন রাতের আরাম ও ঘুম ত্যাগ করে প্রথম প্রহরেই রওনা দেয় এবং কঠোর পরিশ্রম করে নিরাপদে মন্যিলে মাকসূদে পৌঁছতে সক্ষম হয়, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি আখিরাতের জীবনে দোযখের ভয়

করে, পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, নিজের লোভ-লালসা সংযত করে এবং আরাম-আয়েশ পরিহার করে, সে আখিরাতের জীবনে আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে কামিয়াবীর মন্‌যিলে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য যে পণ্যের ওয়াদা করেছেন তা কোন নগণ্য জিনিস নয় যে, বিনাপরিশ্রমে তা লাভ করা যাবে। আল্লাহ্ যে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন তা পণ্য হিসেবে খুবই মূল্যবান এবং তা লাভের জন্য ইহজীবনের সকল সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশ, লোভ-লালসা এবং বাসনা কুরবান করে দেয়া উচিত এবং যারা দোযখকে ভয় করে, তাদের জন্য এটা কোন কঠিন কাজ নয়।

কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করে আমরা আমাদের প্রাণ ও সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচের যে ওয়াদা করেছি, তা যদি বাস্তব জীবনে কার্যকর করি এবং ওয়াদা খেলাফীর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত না হই, তাহলে আশা করতে পারি যে, আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওয়াদা পালন করবেন এবং মূল্যবান জান্নাত আমাদেরকে দান করবেন। অবশ্য এ জন্য কঠোর ত্যাগ ও সাধনা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَاعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের নফ্‌স এবং মাল খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্‌র পথে লড়ে, তারা হত্যা করে ও নিজেরা নিহত হয়। তওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে ওয়াদা করা হয়েছে এবং কে আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশি ওয়াদা পূরণকারী। তাই তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য সুসংবাদ দাও এবং ইহাই সবচেয়ে বিরাট কামিয়াবী।"

মৃত্যুকে অধিক স্মরণকারী ও অধিক প্রস্তুতি গ্রহণকারী ব্যক্তি সবচেয়ে জ্ঞানী

(٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَنْ اَكْيَسُ النَّاسِ وَاَحْزَمُ النَّاسِ قَالَ اَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَاَكْثَرُهُمْ اِسْتِعْدَادًا اُوْلٰئِكَ الْاَكْيَاسُ ذَهَبُوْا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْاٰخِرَةِ.

হাদীস-৬ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মানুষের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ? নবী (সা) বললেন ঃ যারা মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্য বেশি প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী। তারা দুনিয়ার শরাফত ও ইয্যত এবং আখিরাতের শ্রেষ্ঠত্ব ও কারামত লাভ করেছে। (তাবারানী)

ব্যাখ্যা ঃ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ভবিষ্যত সম্পর্কে কখনো উদাসীন থাকতে পারে না। নির্বোধ ও অবিবেচক ব্যক্তি ভবিষ্যতের জন্য কখনো চিন্তা করে না; শুধুমাত্র বর্তমানের সুযোগ-সুবিধার অনুসন্ধানে নিজেকে মশগুল রাখে।

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যু আমাদের দুনিয়ার যিন্দেগী শেষ করে দেয়। মৃত্যুর দরজা দিয়ে আমরা আখিরাতের স্থায়ী যিন্দেগীতে পদার্পণ করি। মৃত্যু আমাদেরকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দুনিয়ার যিন্দেগীর যাবতীয় চাকচিক্য ও প্রলোভন আমাদেরকে কখনো বেঁধে রাখতে পারবে না। আখিরাতের পথে আমাদের যাত্রা অবশ্যই করতে হবে। আর যাত্রা যখন করতে হবে, তখন দীর্ঘ সফরের প্রস্তুতি ও পাথেয় আমাদের সংগ্রহ করা উচিত। নবী করীম (সা) এদিকের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন এবং এ ধরনের পাথেয় সংগ্রহকারীকে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান আখ্যায়িত করেছেন।

বুদ্ধিমান নফ্সকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে

(٧) عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ.

হাদীস-৭ ঃ হযরত শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের নফ্সকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। পক্ষান্তরে দুর্বল ব্যক্তি নিজের নফ্সের আনুগত্য করে আল্লাহ্র উপর ভরসা স্থাপন করে। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী। তাই আখিরাতের জীবনের কামিয়াবীর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সাফল্য অর্জন করার জন্য মানুষ যখন তার বিশ্রাম ত্যাগ করে দিনরাত

পরিশ্রম করে, তখন আখিরাতের যিন্দেগীর কামিয়াবীর জন্য কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হবে তা চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। আখিরাতের সুখ-শান্তি এবং দুঃখ-কষ্ট মানুষ ইহজীবনে দেখতে পায় না। তাই মানুষ তার প্রবৃত্তির প্ররোচনায় পরজীবনের কথা ভুলে চোখের সামনে অবস্থিত দুনিয়ার সুখ-শান্তি লাভ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে থাকে। দুনিয়ার লক্ষ্য অর্জন করার জন্য নফ্স মানুষকে বার বার উদ্বুদ্ধ করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল এবং গলদ রাস্তা অবলম্বন করতে বাধ্য করে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি নফ্সের এ জাতীয় প্ররোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। সত্যিকার বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতের যিন্দেগীর তুলনামূলক বিচার করে থাকেন এবং চিরস্থায়ী যিন্দেগীর কামিয়াবীর জন্য নিজেকে যথাসাধ্য চেষ্টা-সাধনায় নিয়োজিত করেন।

যে ব্যক্তি নফ্সের হুকুমের তাঁবেদারী করে, আল্লাহ্‌র হুকুমের অবাধ্যতা করে এবং সম্পূর্ণ বিপরীত ফল লাভের জন্য আশা করে, সে বস্তুত চূড়ান্ত পর্যায়ের বোকামী করে। দুনিয়ার যিন্দেগীতে যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে না এবং আল্লাহ্‌র হুকুমের পরিবর্তে নিজের নফ্সের হুকুমকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে, সে কি করে আশা করতে পারে যে, আখিরাতের জীবনে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন না। প্রত্যেককেই আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের আশা করতে হবে। কিন্তু নিজে নফসের তাঁবেদারী করে আল্লাহ্‌র রহমতের আশা নিয়ে বসে থাকা বোকামী ছাড়া কিছু নয়। মানুষ যাতে নফসের এই ধোঁকায় না পড়ে তার জন্য উক্ত হাদীসে নবী করীম (সা) মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

দান-খয়রাত ও ইবাদত-বন্দেগী করেও যারা সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত

(٨) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ **وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ** اَهُمُ الَّذِيْنَ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُوْنَ ؟ قَالَ لَا يَا ابْنَةَ الصِّدِّيْقِ وَلٰكِنَّهُمُ الَّذِيْنَ يَصُوْمُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَهُمْ يَخَافُوْنَ اَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ.

হাদীস-৮ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কুরআনের আয়াত "এবং যাদের অবস্থা এরূপ যে, তারা যা দান করার, তা দান করে এবং অন্তর তাদের কাঁপতে থাকে"—সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি ঐসব লোক যারা শরাব পান করে এবং চুরি করে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে সিদ্দীক

তনয়া! তা নয়, বরং যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে, যাকাত দান করে অথচ এ ভয় করে যে, তাদের এসব ইবাদত কবূল হবে কি না। (বস্তুত) এসব লোকই মঙ্গল কাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে থাকে।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ, হাকিম ও ইবনে জরীর)

ব্যাখ্যা ঃ আরবী ভাষায় اتى। শব্দ শুধু সম্পদ বা পার্থিব জিনিস দান করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং একাধিক অর্থে তা ব্যবহার করা হয়। যেমন اتى الامر 'সে কোন কাজ করল' اتى الجرم 'সে অপরাধ করল'। তাই আয়েশা (রা)-এর মনে সন্দেহ হয়েছিল, হয়ত يوتون ما اتو এর অর্থ, 'তারা যা করার তা করল' অর্থাৎ চুরি করার বা শরাব পান করার পর তাদের মনে আল্লাহ্‌র ভয় উদিত হল এবং এ কারণে তারা নেকীর কাজে অগ্রগামীদের অন্তর্গত হল। নবী (সা) তাঁর ভুল ধারণা নিরসন করে দিয়ে বললেন ঃ নেক কাজে দ্রুত ধাবমান এবং অগ্রগামীরা নামায, রোযা ও দান-খয়রাত করার পরও ভয় করে থাকে যে, তাদের এসব ইবাদত কবূল করা হবে না। সূরা মু'মিনুনে মু'মিন বান্দার এ গুণের উল্লেখ রয়েছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দারা আল্লাহ্‌র পথে দিনরাত মেহনত করে ও আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করার জন্য নিজের প্রাণ ও সম্পদ বিলিয়ে দিয়েও ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন। তাঁরা গর্ববোধ করেন না। তাই সারা জীবন ইসলামের অতুলনীয় খিদমত করার পরও মৃত্যুকালে উমর (রা) অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। তিনি আখিরাতের হিসেব-নিকাশকে ভীতির চোখে দেখতেন এবং আফসোস করে বলতেন যে, তিনি যদি পশু-পাখি হয়ে জন্ম নিতেন, তাহলে কোনরূপ হিসেব দিতে হতো না। এ ব্যাপারে ইমাম হাসান বসরী (র) অত্যন্ত সুন্দর বলেছেন ঃ "মু'মিন ইবাদত করেও সন্ত্রস্ত থাকে এবং মুনাফিক অপরাধ করেও ভয়শূন্য থাকে।"

আজন্ম সিজদারত থাকলেও কিয়ামতের দিন তা নগণ্য মনে হবে

(৯) عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَفَعَهُ لَوْ اَنَّ رَجُلاً يَخِرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ اِلَى يَوْمٍ يَمُوْتُ فِى مَرْضَاةِ اللّٰهِ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

হাদীস-৯ ঃ হযরত উতবা ইবন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ যদি কোন লোক তার জন্মের দিন থেকে শুরু করে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সিজদায় পড়ে থাকে, তাহলেও কিয়ামতের দিন সে তার ইবাদতকে খুব নগণ্য মনে করবে। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ কিয়ামতের দিন দোযখ, জান্নাত, মীযান, পুলসিরাত প্রভৃতি অদৃশ্য জিনিস জিন্ন ও ইনসানের সামনে বাস্তবরূপে দেখা দিবে। দুনিয়াতে নবী-রাসূলগণ যেসব জিনিস সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং যেসব জিনিসের ওয়াদা করেছেন, পরকালে মানুষ তার চোখের সামনে সেগুলো দেখতে পাবে। আযাবের ভয়াবহতা এবং পুরস্কারের অকল্পনীয় ও অচিন্ত্যনীয় রূপ ও মর্যাদা দেখে মানুষ তার দুনিয়ার যিন্দেগীর সকল নেককাজ নগণ্য মনে করবে। যে ব্যক্তি দিনরাত ইবাদতের মধ্যে মশগুল ছিল, সেও চিন্তা করবে প্রতিদানের তুলনায় তার ইবাদত কত অল্প, কত নগণ্য। তখন মনে হবে যদি সে আরো বেশি সময় ইবাদতে নিজেকে মশগুল রাখত, তাহলে আরো বেশি পুরস্কার লাভ করতে পারত। আখিরাতের অনন্ত যিন্দেগীর জন্য অফুরন্ত নিয়ামত আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদত গুযার বান্দাদের জন্য রেখে দিয়েছেন। তাই জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তেই আল্লাহর বন্দেগী এবং আনুগত্যের মধ্যে ব্যয় করা জিন্ন ও ইনসানের একান্ত কর্তব্য।

কিয়ামতের দিন ছোট গুনাহ্ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

(١٠) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاعَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا.

হাদীস-১০ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেনঃ হে আয়েশা! সগীরা বা ছোট গুনাহ থেকে বাঁচবার চেষ্টা কর। কেননা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(ইবনে মাজাহ, দারেমী ও বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ কবীরা গুনাহ থেকে বাঁচবার জন্য চেষ্টা করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সগীরা (ছোট) গুনাহ সম্পর্কে কোন খেয়াল করা হয় না এবং তা থেকে বাঁচবার জন্যও চেষ্টা করা হয় না। কিন্তু তার পরিণাম খুবই খারাপ। সগীরা গুনাহ্ সম্পর্কে কোন খেয়াল না করার কারণে অজ্ঞাতসারে মানুষ গুনাহ্ করতে থাকে এবং আমলনামা গুনাহতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন মানুষের সামনে যখন আমলনামা খোলা হবে, তখন দেখতে পাবে যে, ছোট থেকে ছোট গুনাহ্ও আমলনামা থেকে বাদ পড়েনি। প্রত্যেককে তার ছোট-বড় গুনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে এবং তার শাস্তি প্রদান করা হবে।

সূরা যিলযালে এ হাকীকতের উপর আলোকপাত করা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.

"এবং যে অণু পরিমাণ মন্দকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।"

মুসনাদে আহমদে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ সাবধান! ছোট গুনাহ থেকে বেঁচে থাক। কেননা তা মানুষের উপর আপতিত হবে এবং তাকে ধ্বংস করে দিবে।

কবীরা গুনাহর তুলনায় সগীরা গুনাহ ছোট। কিন্তু প্রত্যেক গুনাহ আল্লাহর হুকুমের নাফরমানী বিধায় আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হবে। তাই সগীরা গুনাহ ছোট অপরাধ হলেও সে সম্পর্কে মোটেই উদাসীন থাকা উচিত নয়। কবীরা ও সগীরা গুনাহর তুলনা হচ্ছে অতি বিষাক্ত এবং অল্প বিষাক্ত সাপের মত। যেরূপ উভয় ধরনের সাপের দংশন থেকে আমরা আত্মরক্ষা করতে চাই, সেরূপ গুনাহ বড় হোক আর ছোট হোক, তা থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে।

যদিও নবী করীম (সা) আয়েশা (রা)-কে উদ্দেশ্য করে উক্ত উপদেশ ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু আসলে উম্মতে মুহাম্মদীর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্যেই তা প্রযোজ্য।

যে গুনাহর পরিণতির ভয় এবং আল্লাহর রহমতের আশা করে, সে নিরাপদ থাকবে

(١١) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلٰى شَابٍّ وَهُوَ فِى الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ اَرْجُوااللّٰهَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنِّىْ اَخَافُ ذُنُوْبِىْ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبٍ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ اِلاَّ اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَا يَرْجُوْ مِنْهُ وَاٰمَنَهٗ مِمَّا يَخَافُ.

হাদীস-১১ ঃ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) মৃত্যুশয্যায় শায়িত এক যুবকের নিকট গেলেন। তিনি তাকে বললেন ঃ তোমার কেমন লাগছে? সে জবাব দিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী এবং আমার গুনাহ সম্বন্ধে ভীত। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এ ধরনের দুটো জিনিস (আল্লাহর রহমতের আশা এবং গুনাহর শাস্তির ভয়) একত্র হয়েছে। আল্লাহ তাকে তা দান করবেন যা সে তাঁর কাছে (আল্লাহর কাছে) আশা করে এবং তাকে তা থেকে নিরাপদ রাখবেন যা থেকে সে ভয় করে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ যে মু'মিনের হৃদয়ে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা এবং আযাবের ভয় রয়েছে, এ ধরনের ভীতি ও প্রত্যাশা তাকে দুনিয়ার যিন্দেগীতে মন্দ আমল ও যাবতীয়

প্রলোভন থেকে দূরে রাখতে এবং সৎকর্মের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে উদ্বুদ্ধ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয় ও তাঁর রহমতের আশা অন্তরে নিয়ে জীবন যাপন করে, আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তার গুনাহ্ মাফ করে দিবেন এবং তাকে জান্নাতে স্থান দিবেন। বস্তুত মু'মিন ব্যক্তির মনের এ ধরনের ভীতি ও প্রত্যাশা আখিরাতের যিন্দেগীর সাফল্যের চাবি। এজন্য আমরা প্রত্যহ দু'আ কুনূতের মধ্যে পড়ে থাকি ঃ

نَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ -

"আমরা তোমার রহমতের আশা করি এবং তোমার আযাবের ভয় করি।"

যে আল্লাহকে ভয় করেছে তাকে দোযখ থেকে বের করা হবে

(١٢) عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ جَلَّ ذِكْرُهٗ اَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِىْ يَوْمًا اَوْخَافَنِىْ فِىْ مَقَامٍ

হাদীস-১২ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন আল্লাহ্ (কিয়ামতের দিন) বলবেন, যে আমাকে কোনদিন স্মরণ করেছে অথবা কোন স্থানে আমাকে ভয় করেছে, তাকে দোযখ থেকে বের কর। (তিরমিযী ও বায়হাকী, কিতাবুল বা'স ওয়ান নুশূর)

ব্যাখ্যা ঃ শিরক ও কুফরের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত রয়েছে যে, মুশরিক ও কাফিরগণ চিরদিন জাহান্নামে থাকবে। কাফির ও মুশরিকের কোন মঙ্গল কাজও কোন উপকারে আসবে না। তাই আলোচ্য হাদীসে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হল সে সব ব্যক্তি যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী কিন্তু অপরাধের মধ্যে দিনরাত লিপ্ত। নেক আমলের কোন পাথেয় তাদের সাথে না থাকায় আল্লাহ্ তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু ইহজীবনের কোন এক পর্যায়ে তারা আল্লাহকে স্মরণ করেছিল বা ভয় করেছিল। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে দোযখ থেকে বের করার হুকুম দেবেন।

আল্লাহর ভয়ে বের হওয়া চোখের পানির বরকত

(١٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوْعٌ وَاِنْ كَانَ

مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ثُمَّ يُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ.

হাদীস-১৩ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মু'মিন বান্দার চোখ থেকে আল্লাহর ভয়ে মাছির মাথা পরিমাণ (এক ফোঁটা) পানি বের হয়ে তার চেহারার মধ্যে গড়িয়ে পড়লেও আল্লাহ অবশ্যই সে চেহারাকে দোযখের আগুনের জন্য হারাম করবেন। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ দোযখ আল্লাহর অসন্তুষ্টির স্থান, আল্লাহ যাদের উপর নারায একমাত্র তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে। মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট জীব এবং খালিক তাঁর মাখলূককে অফুরন্ত মহব্বত করেন। তাই তাঁর পথভ্রষ্ট বান্দা যখন তাঁর দিকে ফিরে আসে, তখন তিনি খুব সন্তুষ্ট হন। বস্তুত আল্লাহ যার উপর সন্তুষ্ট, সে কোনভাবে দোযখে যেতে পারে না।

উলামায়ে কিরাম মনে করেন, এ হাদীসে যে সুসংবাদ দান করা হয়েছে, তা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যারা দিনরাত গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকে বা আকীদার দিক থেকে আল্লাহর শরীআতের বা আল্লাহর কোন একটি হুকুমের বিরোধিতা করে বা আল্লাহর আইনের প্রতি মানুষের অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে বা এমন সব অপরাধ করতে থাকে যার জন্য আল্লাহ দোযখ নির্ধারণ করে রেখেছেন। কিন্তু সারা রাজ্যের অপরাধের পরও যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করে, নিজের অপরাধের জন্য খালেস মনে মাফ চায় এবং এ ধরনের গুনাহ না করার জন্য ওয়াদা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিতে পারেন। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গাফূরুর রাহীম। তাঁর কোন সিফাত কোন কিছুর দ্বারা সীমিত বা সীমাবদ্ধ নয়।

আল্লাহ তা'আলা কার তওবা কবূল করেন আর কার কবূল করেন না, তার উল্লেখ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ১৬-১৭ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ "তাদের তওবা কবূলের হক আল্লাহর যিম্মাতে রয়েছে যারা নির্বুদ্ধিতাবশত মন্দ আমল করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে। এ ধরনের লোকের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং আল্লাহ যাবতীয় জিনিসের খবর রাখেন এবং তিনি বিজ্ঞ হাকিম। তওবা তাদের জন্য নয়, যারা মন্দ আমল করতে থাকে। এমনকি তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে তখন বলে, আমি এখন তওবা করলাম। এবং (এরূপভাবে) তওবা তাদের জন্য নয়, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থাকে। এ ধরনের লোকের জন্য আমি কঠিন আযাব তৈরি করে রেখেছি।"

তাদের তওবা কবূল করা হয় না যারা আল্লাহকে ভয় করে না। তাঁর প্রতি বেপরোয়া মনোভাব পোষণ করে। সারা জীবন অপরাধে ডুবে থাকে। জীবনের

অন্তিম মুহূর্তে মৃত্যুর ফেরেশতাকে সামনে উপস্থিত দেখে তওবা করার জন্য প্রস্তুত হয়।

নবী করীম (সা)-এর এক হাদীসে এ অবস্থা এভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

"মৃত্যুর যন্ত্রণা (মৃত্যুর চিহ্ন) শুরু না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ বান্দার তওবা কবূল করেন।"

এটা এজন্য যে, যখন পরীক্ষার সময় শেষ হয় এবং জীবন গ্রন্থ পুরোপুরি সমাপ্ত হয়, তখন আল্লাহর দিকে ফিরে আসার বা তাঁর কাছে অনুতাপ করার অবকাশ থাকে না। অনুরূপভাবে যে কাফির অবস্থায় মারা যায় এবং পরপারের জীবন-সীমান্তে পা রেখে নিজের চোখ দিয়ে দেখে যে, দুনিয়ার যিন্দেগীতে যা কিছু বিশুদ্ধ মনে করেছিল, তা সম্পূর্ণ বিপরীত ও মিথ্যা, তখন আল্লাহর কাছে তওবা করার এবং তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার কোন সুযোগ তার জন্য অবশিষ্ট থাকে না।

অপরাধ করার পর বান্দা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে মাফ চাইলে এবং নিজের মন্দ আমলকে সংশোধিত করে নিলে আল্লাহ্ তা'আলা সংশোধিত ব্যক্তিকে অতীত অপরাধের জন্য কোন শাস্তি প্রদান করেন না। সংশোধিত ও অনুতপ্ত বান্দার প্রতি তিনি ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করেন।

আল্লাহর ভয়ে শরীরের লোম শিউরে ওঠার সৌভাগ্য : এতে গুনাহ্ ঝরে পড়ে

(١٤) عَنِ الْعَبَّاسِ رَفَعَهُ اِذَا اقْشَعَرَّ جِلْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَحَاتَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ عَنِ الشَّجَرَةِ الْبَالِيَةِ وَرَقُهَا.

হাদীস-১৪ ঃ হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক মরফূ হাদীস বলা হয়েছে ঃ আল্লাহর ভয়ে বান্দার শরীরের লোম শিউরে উঠলে তার গুনাহ্ মরাগাছের পাতা ঝরার মত ঝরে পড়ে। (আল-বায্যার)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর ভয়ে বান্দার শরীরের লোম শিউরে উঠার অর্থ হল বান্দা মানবীয় দুর্বলতার কারণে যা করেছে তা যে মন্দ ও অন্যায় এবং তার কৃত অপরাধের জন্য যে তাকে শাস্তি দান করা হবে, তা সে উপলব্ধি করেছে। মানুষ যখন অপরাধ স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়, মনেপ্রাণে আল্লাহর আযাবকে ভয় করে এবং তা থেকে বাঁচতে চায়, তখন আল্লাহ্ তার অপরাধ মাফ করে দেন। যার হৃদয়ে আল্লাহর ভয় রয়েছে, আল্লাহ তাকে আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহর শাস্তি থেকে মানুষ একমাত্র তখনই রক্ষা পেতে পারে যখন আল্লাহ্ দয়া পরবশ হয়ে তার কৃত অপরাধ মাফ করে দেন। আল্লাহ্ আমাদের গুনাহ্ মাফ করে দিন এবং আমাদেরকে তাঁর রহমতের চাদরে আবৃত রাখুন। আমীন।

আল্লাহর ভয়ে নিজের মৃত দেহ পোড়ানোর ওসীয়তকারীকে তিনি মাফ করে দিয়েছেন

(১৫) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْرَفَ رَجُلٌ عَلٰى نَفْسِهٖ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ اَوْصٰى بَنِيْهِ اِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوْهُ ثُمَّ اذْرُوْا نِصْفَهٗ فِى الْبَرِّ وَنِصْفَهٗ فِى الْبَحْرِ فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قَدَرَ اللّٰهُ لَيُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهٗ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوْا مَا اَمَرَهُمْ فَاَمَرَ اللّٰهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ وَاَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لَهٗ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَاَنْتَ اَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهٗ.

হাদীস-১৫ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি তার নিজের নফসের উপর যুলম করে। তার মৃত্যু উপস্থিত হলে সে তার ছেলেদেরকে ওসীয়ত করল, সে মারা গেলে তারা যেন তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। তার অর্ধেক যেন স্থলে ছিঁটিয়ে দেয় এবং বাকি অর্ধেক সাগরে ভাসিয়ে দেয়। সে বলল, আল্লাহর শপথ, যদি আল্লাহ্ তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হন তাহলে তাকে এমন ভয়ানক শাস্তি দিবেন যা তিনি দুনিয়া জাহানে কাউকেও দিবেন না। তার মৃত্যু হলে সন্তানগণ তার ওসীয়ত মুতাবিক কাজ করল। অতঃপর আল্লাহ্ সাগরকে হুকুম করলেন এবং তাতে যা ছিল একত্র হল। স্থলকেও হুকুম করলেন এবং তাতে যা ছিল তাও একত্র হল। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে বললেন, কেন তুমি এরূপ করলে? সে জবাব দিল, হে আল্লাহ! তুমি জান আমি তোমার ভয়ে এরূপ করেছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিলেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার জন্য হাদীসে বর্ণিত ব্যক্তির সঠিক তরীকা জানা ছিল না। আল্লাহর নাফরমানী করার পর তার মনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার জন্য মন্দ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মৃতদেহকে পোড়ান এবং সে ভস্ম জলে-স্থলে ছড়িয়ে দেয়া খুবই অন্যায় ও অবৈধ কাজ। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য এরূপ কাজ করেছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা লোকটির মৃত্যুকালীন মূর্খতা এবং পূর্ববর্তী অপরাধ মাফ করে দিয়েছিলেন। এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে, আল্লাহ তাকে

কখনো লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন না। আল্লাহ তাঁর বান্দার মনের অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে ওয়াকিফহাল। তাই তিনি কোন ব্যক্তিকে শাস্তিদান করলে বুঝতে হবে যে, তিনি তার উপর বিন্দুমাত্র যুলম করেননি এবং পুরোপুরি ইনসাফ করেছেন। কোন অপরাধীকে মাফ করে দিলে বুঝতে হবে যে, তিনি তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন।

তাকওয়া ছাড়া এক মানুষের উপর অপর মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই

(١٦) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهٗ اِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ اَحْمَرَ وَلَا اَسْوَدَ اِلاَّ اَنْ تَفْضُلَهٗ بِتَقْوٰى.

হাদীস-১৬ ঃ আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বলেছেন, একমাত্র তাকওয়া ছাড়া কোন লাল ও কোন কালো ব্যক্তির উপর তোমার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। (আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম ধন-সম্পদ, চেহারা-সুরত, রং-রূপ, কাল-সাদা, আরব-অনারব এবং ভাষার ভিত্তিতে মানব জাতির মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না। আমাদের পৃথিবী ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতার কারণে বহুধা বিভক্ত। বর্তমান দুনিয়ার অশান্তির মূলেও ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা অনেকাংশে দায়ী। এক ভাষায় কথা না বলার কারণে পাশের মানুষকেও দূরের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। অনুরূপ শরীরের বর্ণের কারণেও মানুষে মানুষে বৈষম্যের সৃষ্টি করা হয়। মানবতাকে বহুধা বিভক্তকারী এ বিষাক্ত মতবাদকে আকর্ষণীয় করে পেশ করার জন্য মানুষ যুগে যুগে নতুন নতুন দর্শন উচ্চারণ করেছে। নতুন নতুন ধর্মের সৃষ্টি করেছে, সামাজিক বিধি-বিধান রচনা করেছে। রাজা-বাদশাহ ও শাসকগণ যুগে যুগে এই ভেদ-বৈষম্যকে ইন্ধন যুগিয়েছে। মানব জাতিকে চরম গুমরাহীর অতল গহ্বরে ফেলে দিয়েছে। মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘৃণা-বিদ্বেষ, হানাহানি, লুটতরাজ, যুদ্ধ-বিগ্রহ মানব জাতির শান্তি বিনষ্ট করেছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সমাজকে শতধা বিভক্তকারী এসব প্রাচীর কৃত্রিম ও অবৈধ। ইসলাম গোটা মানব জাতিকে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে সমাজকে যাবতীয় পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রাখতে চায়। এ মহান লক্ষ্য তখনই অর্জিত হতে পারে যখন মানুষ তার স্রষ্টার গোলামী ইখতিয়ার করে এবং আল্লাহ-ভীতির ভিত্তিতে নিজের জীবন পরিচালিত করে। সবচেয়ে আল্লাহ-ভীরু ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী। তাই আল্লাহ সূরা আল-হুজুরাতে ঘোষণা করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ-

"হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে পয়দা করেছি এবং যাতে একে অন্যকে জানতে পার তজ্জন্য তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে পরিণত করেছি। বস্তুত তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বেশি সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ-ভীরু।"

উপরে বর্ণিত আয়াতের দ্বারা আল্লাহ পাক বিশ্বের সকল মানুষকে এক শ্রেণীভুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। বস্তুত মানুষ এক পিতামাতা থেকে সৃষ্টি, তাই বর্ণ-ভাষা ও আঞ্চলিক পার্থক্যের কারণে তাদের মধ্যে কোনরূপ মর্যাদার পার্থক্য হতে পারে না। বর্ণ, ভাষা ও গোত্রের স্রষ্টা এক এবং অভিন্ন। কোন বিশেষ ভাষাভাষী অঞ্চলে বা কোন ভৌগলিক এলাকায় জন্মগ্রহণ করার কারণে কোন ব্যক্তি বা জাতিকে কোন বিশেষ মর্যাদা দান করা যেতে পারে না। কারণ কোন বিশেষ এলাকায় জন্মগ্রহণ করায় ব্যক্তির কোন নিজস্ব কৃতিত্ব নেই। নিজে ইচ্ছা করেও কোন এলাকায় জন্মগ্রহণ করা যায় না। আল্লাহ্ যাকে যে জনপদে সৃষ্টি করতে চান, তিনি তাকে সে জনপদে সৃষ্টি করেন। তাই মর্যাদার ভিত্তি বিশেষ এলাকায় জন্মগ্রহণে হতে পারে না। মর্যাদার একমাত্র ভিত্তি হলো চারিত্রিক সৌন্দর্য এবং সৎকর্ম। যে আল্লাহকে যত বেশি ভয় করে, তার চারিত্রিক সৌন্দর্যও তত বেশি এবং এজন্য সে অন্যের তুলনায় অধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। মক্কা বিজয়ের পর নবী (সা) ঐ একই কথা ঘোষণা করেছেন ঃ

"আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা, যিনি তোমাদের থেকে জাহিলিয়াতের দোষ এবং অহংকার দূর করে দিয়েছেন। হে মানব জাতি! তামাম মানুষ দু'অংশে বিভক্ত। এক নেক, যে আল্লাহর নিকট মর্যাদার অধিকারী। দ্বিতীয় কাফির ও দুর্ভাগা, যে আল্লাহ্‌র নিকট খুবই ঘৃণিত ও হেয়।"

পরহেযগার লোক যে কোন স্থানে থাকুক না কেন, আমার সবচেয়ে সন্নিকটবর্তী

(١٧) عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْصِيْهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِىْ تَحْتَ رَاحِلَتِهٖ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا مُعَاذُ اِنَّكَ عَسٰى اَنْ لاَ تَلْقَانِىْ بَعْدَ

عَامِي هٰذَا وَلَعَلَّكَ اَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هٰذَا وَقَبْرِي فَبَكٰى مُعَاذٌ جُشَعًا لِفِرَاقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَاَقْبَلَ بِوَجْهِهٖ نَحْوَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُوْنَ مَنْ كَانُوْا وَحَيْثُ كَانُوْا.

হাদীস-১৭ ঃ মা'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন তখন তিনিও [নবী (সা)] তাঁর সাথে বের হোন। মা'আয (রা) (ঘোড়া বা উটের পিঠে) সওয়ার ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সওয়ারীর সাথে পায়ে হেঁটে চলছিলেন এবং তাঁকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। উপদেশ প্রদানের পর তিনি বললেন ঃ হে মা'আয! সম্ভবত এ বছরের পর আমার সাথে তোমার সাক্ষাত হবে না। এবং (তার পরিবর্তে) সম্ভবত তুমি আমার এ মসজিদ ও আমার কবর দর্শন করবে। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিচ্ছেদের জন্য মা'আয (রা) খুব কাঁদলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং মদীনার দিকে চেহারা করে বললেন ঃ মুত্তাকি বা পরহেযগার যে কোন লোক হোক এবং যে কোন স্থানে থাকুক না কেন, তারা আমার নিকটবর্তী মানুষ।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্র ভয় ও তাকওয়া মান-মর্যাদা ও আল্লাহর রাসূলের নৈকট্যের সঠিক মাপকাঠি। যার মনে আল্লাহর ভয় রয়েছে, যে জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর হুকুম মুতাবিক করার চেষ্টা করে, হালাল-হারামের পার্থক্য করে এবং কোন কাজ করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন আর কোন কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন, এ খেয়াল সদা-সর্বদা নিজের মনের মধ্যে রাখে, সে দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে থাকুক না কেন এবং তার গোত্র-বংশ, ভাষা ও বর্ণ যাই হোক না কেন, সে আল্লাহর রাসূলের নিকটবর্তী। সে দুনিয়ার যিন্দেগীতে প্রকৃতপক্ষে রাসূলের জামাআতে শামিল এবং আখিরাতের জীবনেও রাসূলের ও সকল মুত্তাকী পরহেযগারের সংগে থাকবে। যার মনে তাকওয়া নেই এবং যে আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন করে না, সম্পর্কের দিক দিয়ে সে নবী করীম (সা)-এর নিকটে থাকলে বা সে নবী করীম (সা)-এর গোত্রের লোক হলে কিংবা নবী (সা)-এর ভাষায় কথা বললেও সে তাঁর নিকটবর্তী নয়, তাঁর জামাআতভুক্ত নয়। তাই ইয়েমেনের আবূ হুরায়রা (রা), ইরানের সালমান ফারসী (রা), আবিসিনিয়ার বিলাল (রা) এবং রোমের মুসায়্যিব (রা) আল্লাহর রাসূল (সা)-এর নিকটবর্তী এবং তাঁর জামাআতভুক্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে আবূ জাহল, আবূ লাহাব বংশ ও ভাষার দিক থেকে রাসূলের নিকটবর্তী হলেও তারা রাসূল (সা) থেকে অনেক দূরে ছিল, মতবাদ ও আদর্শের দুনিয়ায় স্থান-কাল ও বংশ মর্যাদার কোন

স্থান নেই। আসমানী মতবাদ ও আদর্শে বিশ্বাসী সকল মানুষ এক উম্মত ও এক জামাআতভুক্ত; আর রাসূল (সা) তার নেতা। তাই নবীর বিচ্ছেদ ব্যাথায় কাতর মা'আয (রা)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য নবী করীম (সা) বলেছেন, দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সৎব্যক্তির ন্যায় তিনি সুদূর ইয়েমেনে থাকলেও নবীর দলে শামিল থাকবেন। তাঁর দুঃখ করার কোন কারণ নেই।

মদীনার দিকে নবী করীম (সা) কেন মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তার কারণ কারও জানা নেই। এক্ষেত্রে দুটো সম্ভাবনা হতে পারে।

এক ঃ মা'আয (রা)-এর চোখে পানি দেখে সম্ভবত তাঁর চোখেও পানি এসেছিল।

দুই ঃ বিশ্বস্ত সহচর মা'আয (রা)-কে দূরদেশে প্রেরণ করার মুহূর্তে নবীজীর চোখে হয়তো পানি এসেছিল। মা'আয (রা) তা দেখলে হয়ত তিনি আরো কাঁদবেন, তাই তিনি তাঁর দৃষ্টি মদীনার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। ভাব ও মহব্বতের দুনিয়ায় এ ধরনের ঘটনা বিরল নয়।

মা'আয (রা) তাঁর যানবাহনের উপর সওয়ার ছিলেন। আর নবীজী পায়ে হেঁটে তাঁর সাথে চলছিলেন। মা'আয (রা) নবী করীম (সা)-এর হুকুমে তা করেছিলেন বলে আমাদের ধারণা। নবী করীম (সা) এ উদাহরণের দ্বারা উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, অধীনস্থদেরকে এরূপ করতে দিলে পদস্থ ব্যক্তির মর্যাদার কোন ক্ষতি হয় না, বরং তাতে পদস্থ ব্যক্তির মহব্বত ও মহানুভবতার প্রকাশ ঘটে। নায়েবে রাসূলের আসনে যারা সমাসীন, তারা তা অনুসরণ করলে খুবই কল্যাণকর ফল পাওয়া যাবে। এ হাদীসে বর্ণিত যাবতীয় বিষয়ের উপর যাতে আমল করতে পারি তার তাওফীক আল্লাহ আমাদের দান করুন। আমীন।

জান্নাতে যাওয়া ও দোযখ থেকে রক্ষা আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভরশীল

(١٨) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُدْخِلُ اَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلاَ يُجِيْرُهُ مِنَ النَّارِ وَلاَ اَنَا اِلاَّ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ.

হাদীস-১৮ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর রহম-করম ব্যতীত তোমাদের কোন ব্যক্তির আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না এবং তাকে দোযখ থেকেও রক্ষা করতে পারবে না। এমনকি আমিও আল্লাহর রহম ছাড়া দোযখ থেকে রক্ষা পাব না এবং বেহেশতে প্রবেশ করতে পারব না। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ কথা দ্বারা এ হাদীসে এটা বুঝানো হয়নি যে, মানুষ নেক আমলের দ্বারা কোন ফল পাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হিসাব-নিকাশ ও পাপ-পূণ্যের প্রতিদানের যে ব্যবস্থা করেছেন, তার ভিত্তি হল মানুষের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা। আখিরাতের আদালতে মানুষের ভাল ও মন্দ কর্মের ওযন হবে, সে অনুসারে মানুষকে জান্নাত বা জাহান্নামে পাঠানো হবে।

মানুষ অনেক সৎকর্ম করতে পারে। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা এত বেশি রয়েছে যে, যদি আল্লাহ তার হিসেব নেয়া শুরু করেন এবং দয়া করে তা মাফ না করেন, তা হলে সে তার সৎকর্মের ভিত্তিতে বেহেশত লাভ করতে পারবে না। বেহেশতের আলা মাকাম হাসিলের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার উপর যাতে মানুষ পূর্ণভাবে ভরসা করে ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য দিন-রাত প্রচুর শ্রম-মেহনত করে, নবী করীম (সা) সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

বাতাস প্রবলবেগে প্রবাহিত হলে নবী করীম (সা) যা করতেন ও বলতেন

(١٩) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهٗ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَاَقْبَلَ وَاَدْبَرَ فَاِذَا مُطِرَتْ سُرِّىَ عَنْهُ فَعَرَفَتْ ذَالِكَ عَائِشَةُ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ لَعَلَّهٗ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ **فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا.**

হাদীস-১৯ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাতাস প্রবলবেগে প্রবাহিত হলে নবী (সা) বলতেন ঃ "হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সওয়াল করছি এর মঙ্গলের, এতে যে মঙ্গল রয়েছে তার এবং যে মঙ্গল পাঠান হয়েছে তার। আর তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এর (বাতাসের) অমঙ্গলের, এতে যে অমঙ্গল রয়েছে এবং এতে যে অমঙ্গল পাঠানো হয়েছে।" আকাশে মেঘ দেখা দিলে তাঁর [নবী (সা)-এর] রঙ বদলে যেত। তিনি বের হতেন, ঘরে ঢুকতেন, সামনে অগ্রসর হতেন এবং কখনোও পিছনে সরে যেতেন। বৃষ্টি হওয়ার পর তাঁর চিন্তা দূর হতো। আয়েশা (রা) নবী (সা)-এর এ অবস্থা দেখার পর তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে, নবী (সা) বলেছেন ঃ হে আয়েশা! যেরূপ আদ জাতি বলেছিল, সেরূপ হতে পারে (আদ জাতির

কাছে প্রেরিত বাতাসের ন্যায় হতে পারে এবং সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ) "তারা যখন দেখল যে, মেঘ তাদের উপত্যকাসমূহের দিকে আসছে, তখন তারা বলল, এ মেঘ আমাদের জন্য বৃষ্টি বহনকারী।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ-ভীতি নবী করীম (সা)-এর মনে অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি দিন-রাত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন এবং আল্লাহর পয়গাম মানুষের কাছে পৌছানোর জন্য যাবতীয় কষ্ট হাসিমুখে বরণ করতেন। মানব জাতির কল্যাণের জন্য তিনি তাদেরকে আল্লাহর পয়গাম কবূল করার আহ্বান জানাতেন। কিন্তু তারা তাঁর বাণীকে স্বাগতম জানানোর পরিবর্তে তাঁকে নানাবিধ কষ্টদান করত। অতীতের জাতিসমূহ তাদের পয়গম্বরগণের সাথে যেরূপ মন্দ আচরণ করত, তাঁর জাতিও তাঁর সঙ্গে সেরূপ আচরণ করেছে। তাঁর পয়গাম প্রত্যাখ্যান করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, তারা তাঁকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করেছে। শেয়াবে আবি তালিবে তাঁকে নযরবন্দী করে রেখেছে। বন্দী জীবনের অবসানের পর তিনি পার্শ্ববর্তী শহর তায়েফে গমন করেও কোন ফল পাননি। আল্লাহর দীন কবূল করার জন্য তিনি যে আহ্বান জানিয়েছেন তার জবাব দেশবাসী নির্মম প্রত্যাখ্যান ও অসহনীয় নির্যাতনের মাধ্যমে দিয়েছে। তাঁকে হত্যা করার জন্য তারা উদ্যত হয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করেছেন। দূরবর্তী মদীনায় গিয়েও তিনি শান্তি পাননি। মক্কার শাসকগণ তাঁর বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ তের বছর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেছে। এ সত্ত্বেও নবী করীম (সা) তাঁর কওমের মানুষকে ভালবাসতেন। তিনি আশঙ্কা করতেন যে, তাঁর জাতি আল্লাহর দীনকে প্রত্যাখ্যান করায় আল্লাহর গযব তাদের উপর নেমে আসতে পারে। তাই আসমান মেঘাচ্ছন্ন হলে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতেন তাদের মঙ্গলের জন্য। হাদীসে সূরা আল-আহকাফের ২৪ নং আয়াতের যে উল্লেখ রয়েছে, তাতে আদ জাতির ধ্বংসকালীন অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর আযাব মেঘের আকৃতি ধারণ করে তাদের উপর নাযিল হয়েছিল। আদ জাতির অবস্থা বর্ণনা করে প্রকারান্তরে নবী (সা)-এর বিরুদ্ধবাদীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি তারা নবী (সা)-এর বিরোধিতা ত্যাগ না করে, তাহলে তাদের উপরও আল্লাহর আযাব যে কোন সময় নাযিল হতে পারে। পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে এ ধরনের সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তাই মেঘ দেখলে নবী করীম (সা) খুব বেশি ভীত-সন্ত্রস্ত হতেন।

নবীজীকে কুরআনের যে সব সূরা বৃদ্ধ করে দিয়েছিল

(٢٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْشِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِىْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلٰتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ.

হাদীস-২০ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি বলেন ঃ হূদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, 'আম্মা ইয়াতাসাআলূন ও সূরা তাকবীর (ইযাশ-শামসু কুওয়িরাত) আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সা) প্রকৃতিগতভাবে উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। বার্ধক্যের প্রভাব তাঁর শরীরে ও স্বাস্থ্যের উপর বিলম্বে প্রকাশ পাওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। কুরআনের উপরোল্লিখিত সূরাসমূহে আখিরাত ও আখিরাতে অবিশ্বাসীদের শাস্তির বিবরণ রয়েছে। এসব সূরা নবী করীম (সা)-এর শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এসব সূরার অধ্যয়ন তাঁর মনে প্রবল আল্লাহ-ভীতির সৃষ্টি করত। যেহেতু মানুষের মনের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক রয়েছে, তাই তাঁর মানসিক অবস্থা তাঁর শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর ভয় ও পরকালের চিন্তায় নবী করীম (সা)-এর মনের অবস্থা কিরূপ ছিল। বস্তুত ভয় ও চিন্তা মানুষকে দ্রুত বৃদ্ধ করে ফেলে। পবিত্র কুরআনেও একথা বলা হয়েছে যে, "কিয়ামতের দিন শিশুদের বৃদ্ধ করে ফেলবে।"

রাসূলুল্লাহর যুগে গুনাহ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা

(٢١) عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اَعْمَالاً هِيَ اَدَقُّ فِيْ اَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِكُنَّا نَعُدُّهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ يَعْنِى الْمُهْلِكَاتِ.

হাদীস-২১ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (তাঁর যুগের লোকদের) বলেন, তোমরা অনেক কাজ কর, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও সরু (অতি সাধারণ ও নগণ্য) কিন্তু রাসূলুল্লাহর যুগে আমরা সে সবকে বড় অপরাধ অর্থাৎ ধ্বংসকারী জিনিস গণ্য করতাম। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর অবাধ্যতার নাম হল অপরাধ। স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে আল্লাহর হুকুমের সামান্যতম খেলাফ করাকে দূষণীয় মনে না করা খুব দূষণীয় কাজ। ছোট ছোট গুনাহ, যার প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় না, তা একত্র করা হলে বড় গুনাহর মত হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ছোট-বড় সকল গুনাহ সম্পর্কে মানুষ ও জিন্নকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আল্লাহ তা'আলা দয়া পরবশ হয়ে সেগুলো মাফ না করে দিলে ছোট অপরাধের অপরাধীও শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। সাহাবায়ে কিরামের ঈমানী শক্তি খুব বেশি ছিল এবং সাচ্চা মু'মিন হিসেবে কখনো

তাঁরা ছোট অপরাধকে নগণ্য মনে করতেন না। আল্লাহর হুকুমের সামান্যতম বিপরীত কাজ করাকে দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংসকারী কাজ গণ্য করে তারা কাজ করার সময় বিচার-বিবেচনার আশ্রয় নিতেন এবং আল্লাহর অসন্তুষ্ট হওয়ার মত কাজ পরিত্যাগ করতে সচেষ্ট থাকতেন। বস্তুত পাপের প্রতি এ ধরনের মনোভাব তখনই জন্মাতে পারে যখন প্রকৃতপক্ষে আখিরাতে বিশ্বাসী হয় এবং তার দৃঢ় প্রত্যয় থাকে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহর দরবারে তার দুনিয়ার জীবনের হিসাব দিতে হবে। হাদীসে বর্ণিত দুটি শব্দ 'মুবিকাত' (পাপ, অপরাধ, অবাধ্যতা) এবং 'মুহলিকাত' (ধ্বংসকারী) খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সাহাবায়ে কিরাম (রা) পাপকে ক্ষতিকারক ও ধ্বংসকারী মনে করতেন। তাই হাদীসে এই দুটো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, সাহাবায়ে কিরাম (রা) পাপ সম্পর্কে কিরূপ চিন্তা-ভাবনা করতেন। আল্লাহ আমাদের ছোট-বড় সকল গুনাহ থেকে বাঁচার তওফিক দিন।

সামান্য তীব্র বাতাসে সাহাবাগণ কিয়ামতের ভয়ে মসজিদে দৌড়াতেন

(٢٢) عَنِ النَّضْرِ قَالَ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلٰى عَهْدِ اَنَسٍ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَلْ كَانَ هٰذَا يُصِيْبُكُمْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتِ الرِّيْحُ لَتَشْتَدُّ فَنُبَادِرُ اِلَى الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ اَنْ تَكُوْنَ الْقِيَامَةُ.

হাদীস-২২ ঃ নযর তাবিঈ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রা)-এর যুগে একবার অন্ধকারময় ধূলি-ঝড় এসেছিল। আমি তাঁর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ হামযা! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে কি আপনাদের উপর এরূপ ধূলি-ঝড় প্রবাহিত হয়েছিল? তিনি বলেন ঃ আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তখন বাতাস সামান্য তীব্র হলে কিয়ামতের ভয়ে আমরা মসজিদের দিকে দৌড়ে যেতাম। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রা) আল্লাহ নিয়ামতকে যেমন ভালবাসতেন, তেমনি তাঁর গযবকে ভয় করতেন। মেঘ-বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার দ্বারা পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির ধ্বংস সাধন হওয়ার কারণে মেঘ-বৃষ্টি বা ঝড়ো-হাওয়া প্রবাহিত হতে দেখলে নবী করীম (সা)-এর ন্যায় তাঁর সাহাবায়ে কিরামও খুব ভয় পেতেন। তাঁরা ভাবতেন হয়ত আল্লাহ তা'আলা তাঁদের জাতিকে আযাব দেয়ার জন্য মেঘ ও ঝড় নামিয়ে দিয়েছেন। তাই আল্লাহর কাছে তাঁরা সাহায্যও প্রার্থনা করতেন। বস্তুত যাদের অন্তরে আল্লাহ-ভীতি সদা জাগ্রত, একমাত্র তাঁরাই এরূপ করতে পারেন। আফসোস, আমাদের যুগে মানুষ বিলকুল গাফিল, আযাবকে চোখের সামনে দেখেও কোনরূপ সবক হাসিল

করতে চায় না। আল্লাহ আমাদের মনে তাঁর ভীতি সৃষ্টি করুন এবং আমরাও যেন সাহাবায়ে কিরামের মত আল্লাহকে ভয় করে জীবনের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করতে শিখি। আমিন।

হযরত হানযালা কেন বললেন তিনি মুনাফিক হয়ে গেছেন

(২৩) عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاُسَيْدِىْ قَالَ لَقِيَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ اَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ ؟ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا تَقُوْلُ ؟ قُلْتُ نَكُوْنُ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَانَّا رَأْىَ عَيْنٍ فَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهٖ عَافَسْنَا الْاَزْوَاجُ وَالْاَوْلاَدُ وَالضَّيْعَاتُ وَنَسِيْنَا كَثِيْرًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَوَاللّٰهِ اِنَّا لَنَلْقٰى مِثْلَ ذَالِكَ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قُلْتُ نَكُوْنُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَانَّا رَأْىَ عَيْنٍ فَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْاَزْوَاجُ وَالاَوْلاَدُ وَالضَّيْعَاتُ وَنَسِيْنَا كَثِيْرًا فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلٰى مَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِىْ وَفِى الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلٰى فُرُشِكُمْ وَفِىْ طُرُقِكُمْ وَلٰكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلٰثَ مَرَّاتٍ.

হাদীস-২৩ ঃ হযরত হানযালা ইবন রাবী আল-উসাইদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) আমার সাথে মুলাকাত করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে হানযালা! কেমন আছ? আমি বললাম, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্। তুমি কি বলছ? আমি বললাম, যখন আমরা নবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত থাকি, তিনি দোযখ-বেহেশত সম্পর্কে আমাদের উপদেশ দেন, তখন মনে হয় তা যেন আমাদের চোখের সামনে। যখন আমরা তাঁর কাছ থেকে বের হই, তখন পরিবার, সন্তান ও ক্ষেত-খামার আমাদেরকে মশগুল রাখে। আর আমরা অনেক

কিছুই ভুলে যাই। আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমিও এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হই।

অতঃপর আমি ও আবূ বকর (রা) রওনা হলাম এবং রাসূলুল্লাহর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, আপনার কাছে থাকলে আপনি যখন জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে আমাদেরকে নসীহত করেন, তখন মনে হয় যেন তা আমাদের চোখের সামনে। যখন আমরা আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যাই, তখন পরিবারবর্গ, সন্তানাদি এবং বিষয়-সম্পত্তি আমাদেরকে মশগুল করে ফেলে। তাতে আমরা অনেক কিছুই ভুলে যাই। আল্লাহ্র রাসূল (সা) বললেন ঃ আমার জীবন যাঁর হাতে তাঁর শপথ! তোমরা যদি সর্বদা যিকির করতে এবং আমার কাছে যে অবস্থায় থাক সে অবস্থায় থাকতে, তাহলে ফেরেশতা তোমাদের বিছানায় ও রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফাহা করতেন। কিন্তু হে হানযালা, (সব সময় এমন অবস্থায় থাকার জন্য আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেননি, বরং) কোন কোন সময় হলেই যথেষ্ট। তিনবার তিনি এ কথা বললেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ জান্নাত ও জাহান্নামকে জিন্ন ও মানুষের চোখের অন্তরালে রাখা হয়েছে। জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনাকালে মানুষের মনে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা সর্বদা মনে বর্তমান থাকলে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতির এমন এক পর্যায়ে পৌছত যে, স্বয়ং ফেরেশতারা তাদের সাথে মুলাকাত করার জন্য দুনিয়ায় নেমে আসতেন। কিন্তু আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার খিলাফতের যে যিম্মাদারী অর্পণ করেছেন, তা পুরোপুরি পালন করা সম্ভব হতো না যদি মানুষ দিন-রাত জান্নাত ও জাহান্নামের বয়ান বা যিকির-আযকারে মশগুল থাকত। সঠিক তরীকা হলো, যিকির-আযকার ও দুনিয়ার কাজ-কর্মের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলা। আল্লাহর আহকাম মুতাবিক দুনিয়ার কাজ-কর্ম পরিচালনা করা ইবাদতের অন্তর্গত। খিলাফতের যিম্মাদারী পালনে যতসব কাজ-কর্ম করা হোক না কেন, আর তা আপাতদৃষ্টিতে যত পার্থিব মনে করা হোক না কেন, তা ইবাদতের মধ্যে শামিল। এ যিম্মাদারী পালনের জন্য আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) দুনিয়াতে আগমন করেছেন এবং দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে তাঁরা তা করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী (সা) দিনের বেলা ইসলামের প্রচার, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম, ইসলামী সমাজের হিফাযত, যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি, প্রভৃতি কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন, আর রাতের বেলা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত করতেন। অধিকন্তু তিনি পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ ও দেখাশুনা করতেন। তিনি হাট-বাজারে যাতায়াত করতেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও অন্যান্য সাক্ষাতপ্রার্থীদের সাথে মুলাকাত করতেন, দুঃস্থজনের সাহায্য

করতেন, ছোটদের সাথে হাসি-তামাশা করতেন। এসব কিছুই তাঁর ইবাদতের মধ্যে শামিল ছিল।

'কোন কোন সময়' বলে নবী (সা) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, মানুষ পার্থিব ব্যাপার পরিত্যাগ করে সব সময় পরকালের চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে না, বরং কোন সময় যিকির-আযকার করবে, আবার কোন কোন সময় পার্থিব যিম্মাদারী পালন করবে। এতেই যথেষ্ট হবে।

উমর (রা) রাসূল (সা)-এর ইন্তিকালের পর কৃত তামাম আমল থেকে রেহাই পেতে চান

(٢٤) عَنْ اَبِى بُرْدَةَبْنِ اَبِىْ مُوْسى قَالَ قَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ عُمَرَهَلْ تَدْرِىْ مَاقَالَ اَبِىْ لاَ بِيْكَ-قَالَ قُلْتُ لاَ-قَالَ فَاِنَّ اَبِىْ قَالَ لاَبِيْكَ يَا اَبَا مُوْسى هَلْ يَسُرُّكَ اَنَّ اِسْلاَمَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهِجْرَتَنَا وَ جِهَادَ نَا مَعَهٗ وَعَمَلَنَا كُلَّهٗ مَعَهٗ بَرِدَلَنَا وَاَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَا بَعْدَهٗ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقَالَ اَبُوْكَ لاَبِىْ لاَوَاللّٰهِ قَدْجَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيْرًا وَاَسْلَمَ عَلٰى اَيْدِيْنَا بَشَرٌكَثِيْرٌ وَاِنَّا لَنَرْجُوْ ذَاكَ قَالَ اَبِىْ لٰكِنِّىْ اَنَا وَالَّذِىْ نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ اَنَّ ذَالِكَ بَرِدَلَنَا وَاَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهٗ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ، فَقُلْتُ اِنَّ اَبَاكَ وَاللّٰهِ كَانَ خَيْرًا مِنْ اَبِىْ.

হাদীস-২৪ ঃ হযরত আবূ বুরদা ইবন আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) আমাকে বলেছেন, তুমি কি জান আমার বাবা তোমার বাবাকে কি বলেছিলেন? তিনি বলেন, আমি (বর্ণনাকারী) বললাম, না। ইবন উমর (রা) বলেন, আমার পিতা তোমার পিতাকে বলেছিলেন, হে আবূ মূসা! তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট হবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে আমাদের ইসলাম কবূল, তাঁর সাথে আমাদের হিজরত ও জিহাদ এবং প্রত্যেকটি কাজ বা আমরা তাঁর সাথে করেছি, সেগুলো আমাদের জন্য সংরক্ষিত হোক এবং তাঁর মৃত্যুর পর আমরা যত সব ভাল ও মন্দ আমল করেছি, তা থেকে সমান সমানভাবে নিস্তার পেয়ে যাই? তোমার পিতা

আমার পিতাকে বললেন ঃ না, আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূলের পরও আমরা জিহাদ করেছি, নামায আদায় করেছি, রোযা রেখেছি, অনেক ভাল কাজ করেছি এবং আমাদের হাতে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে, আমরা তার প্রতিদানের প্রত্যাশী। আমার পিতা উমর (রা) বললেন ঃ যাঁর হাতে উমরের প্রাণ রয়েছে তাঁর কসম! আমি রাসূল (রা)-এর আমলে কৃত আমাদের আমলের হিফাযত কামনা করি এবং তাঁর ইন্তিকালের পর কৃত ভাল-মন্দ আমল থেকে সমানভাবে পরিত্রাণ চাই। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আপনার পিতা আমাদের পিতার চেয়ে উত্তম ছিলেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আসহাবে রাসূলের আল্লাহ-ভীতি ও তাকওয়ার এক জীবন্ত উদাহরণ এ হাদীসে অঙ্কিত হয়েছে। নবী করীম (সা)-এর পাক যবান থেকে উমর ইবন খাত্তাব (রা)-কে বারবার জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের আমল সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকতেন। যথাযথভাবে সৎকর্ম করা সত্ত্বেও মনে ভয় পোষণ করতেন এবং ভাবতেন, আল্লাহ যদি তা কবূল না করেন, তাহলে তাঁর কি পরিণতি হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের সুউচ্চ মনযিলে অবস্থান করার পরও তাঁর মনে আল্লাহর আযাবের আশঙ্কা অত্যধিক থাকার কারণে তিনি ভাবতেন, নবী করীম (সা)-এর তিরোধানের পর কৃত আমলের কোন হিসাব করা না হলে অর্থাৎ সমান সমানভাবে ভাল কাজের জন্য পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য কোন আযাব প্রদান করা না হলে কোনরূপ ঝামেলার সৃষ্টি হবে না। কারণ নবী করীম (সা)-এর আমলে যত ইবাদত সহীহ নিয়্যতে তাঁর সাহাবিগণ করেছেন, তা যে আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

সাহাবী আবূ মূসা আশআরী (রা) বিষয়টাকে এমনভাবে পরখ করে দেখেননি যেভাবে খলীফা উমর ইবন খাত্তাব (রা) দেখেছেন। আবূ মূসা আশআরী (রা) আল্লাহর রাস্তায় সাহাবীগণের দিন-রাতের আমলের আধিক্য লক্ষ্য করে ভেবেছেন ঃ যে, নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর সম্পাদিত এসব আমলের ফল থেকে সাহাবিগণ কেন বঞ্চিত হবেন। তিনি আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। উমর (রা)-এর মত সূক্ষ্মভাবে চিন্তা-করেন নি যে, তা গৃহীত হবে, না পরিত্যক্ত হবে।

আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া

(٢٥) عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَاالدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ مِثْلَ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهٗ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ.

হাদীস-২৫ ঃ হযরত মুসতাওরিদ ইবন শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ কসম! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হল, তোমাদের কোন ব্যক্তি সমুদ্রের মধ্যে তার আঙ্গুল ডুবিয়ে দেখল যে, তাতে কত পানি লেগে এসেছে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আখিরাতের জীবন কামিয়াব ও রওশন করতে যে নিরলস ও অবিরাম প্রচেষ্টার প্রয়োজন, তা মানুষ করতে সক্ষম হবে যখন সে আখিরাতের লোমহর্ষক ভয়াবহতা ও চোখ শীতলকারী অফুরন্ত নিয়ামতসমূহের সঠিক জ্ঞান হাসিল করতে সক্ষম হবে। আখিরাতের অফুরন্ত নিয়ামত দু'চোখে দেখার পর দুনিয়ার সবচেয়ে অভাবী মানুষ তাঁর দারিদ্র্যের আঘাতের নির্মম স্মৃতি ভুলে যাবে। সত্য পথে দৃঢ়পদ থাকার ও আল্লাহর হুকুম-আহকাম পুরোপুরি পালন করার জন্য দুনিয়ার জীবনে মানুষ যত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করুক না কেন, আখিরাতের নিয়ামত তাকে অফুরন্ত তৃপ্তি ও শান্তি দান করবে। দুনিয়াতে সে যা কষ্ট করেছে, আখিরাতে তা নগণ্য মনে হবে। সে ভাববে দুনিয়াতে আরও পরিশ্রম করলে মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেত। দুনিয়াতে যে আকণ্ঠ প্রাচুর্যে নিমজ্জিত ছিল, যে কোনদিন অভাবের মুখে দেখেনি, আখিরাতের অবস্থা অবলোকন করে সে তার দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ভুলে যাবে। মনে হবে সে দুনিয়ায় যে আরাম উপভোগ করেছে, আখিরাতের কষ্টের তুলনায় তা খুবই সামান্য। সারা দুনিয়ার প্রাচুর্য আখিরাতের ব্যর্থতার তুলনায় কিছুই নয়। দুনিয়ার সারা রাজ্যের ব্যর্থতা আখিরাতের সাফল্যের কাছে খুবই নগণ্য মনে হবে। তাই নবী করীম (সা) আখিরাতের বাস্তব চিত্র অংকন করে আমাদেরকে আখিরাতের জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।

দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা

দুনিয়া আল্লাহর কাছে ছোট কানওয়ালা মৃত ছাগলছানার চেয়েও নগণ্য

(٢٦) عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَرَّ بِجَدْيٍ اَسَكَّ مَيِّتٍ فَقَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنَّ هٰذَا لَهٗ بِدِرْهَمٍ؟ فَقَالُوْامَا نُحِبُّ اَنَّهٗ لَنَا بِشَيٍّ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ.

হাদীস-২৬ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) একটি ছোট মৃত ছাগলছানার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় (তাঁর সঙ্গীদেরকে) বললেন ঃ তোমাদের কে এটাকে এক দিরহামে পেতে চাও? তারা বলল, আমরা তা কোন কিছু দিয়ে খরিদ করতে ইচ্ছুক নই। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের কাছে এটা যতটুকু নগণ্য, দুনিয়া আল্লাহর কাছে তার চেয়ে আরও বেশি নগণ্য। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ার প্রলোভন ও চাকচিক্য মানুষকে আখিরাতের জীবন থেকে গাফিল করে রাখে। মানুষ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ততোধিক ক্ষণস্থায়ী জিনিস লাভ করার জন্য জীবনের সুখ-শান্তি, আদর্শ-নীতি-বিশ্বাস ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। দুনিয়া হাসিলের জন্য মানুষ অনুচিত ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণ হল, সে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারে না। অধিকন্তু মানুষ আখিরাতের জীবনের সীমাহীন অফুরন্ত নিয়ামত সম্পর্কে কোন ধারণা না রাখার দরুন আখিরাতের যিন্দেগী সুন্দর ও সুখী করার জন্য যে কঠিন প্রচেষ্টার প্রয়োজন, তা করতে অপারগ হয় বা তা করতে কোন ইচ্ছা করে না। তাই নবী করীম (সা) বিভিন্ন হাদীসে আখিরাতের জীবনের স্থায়িত্ব ও দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে মানুষকে আখিরাতের জীবন সম্পর্কে প্রেরণা দিয়েছেন। মৃত ছাগলছানা যেরূপ কোন উপকারী বস্তু নয় এবং বিনাপয়সায়ও মানুষ তা নিতে চায় না, সেরূপ নগণ্য মূল্যের বস্তু হল আমাদের চাকচিক্যময় পৃথিবী। এর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে যারা জ্ঞান রাখেন, তাঁরা এটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারেন। মৃত ছাগলছানাকে যে আঁকড়ে থাকবে, সে তার নিজের উপর ভারী অন্যায় করবে। কোন দিক থেকেই সে লাভবান হবে না, বরং সর্বদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অনুরূপভাবে যে দুনিয়াকে আঁকড়ে থাকতে চাইবে, সে নিজের উপর ভারী যুলম করবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের অশান্তি আহ্বান করবে।

চিন্তাশীলদের জন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে শিক্ষা রয়েছে। মৃত ছাগলছানার দিকে মানুষ তাকাতেও চায় না, তার দুর্গন্ধ থেকে দূরে থাকতে চায়। কিন্তু সন্ধানী মুসলমানদের নিকট এ ধরনের জিনিসের মধ্যেও শিক্ষা রয়েছে। এভাবে নবী করীম (সা) তাবলীগের বাস্তবধর্মী পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

দুনিয়া মাছির পাখার সমতুল্য মূল্যবান হলে কাফিরদের এক ফোঁটা পানিও পান করতে দেওয়া হতো না

(٢٧) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَاسَقٰى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً.

হাদীস-২৭ ঃ হযরত সাহল ইবন সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ দুনিয়া যদি মাছির পাখার সমতুল্য মূল্যবানও হতো, তাহলে কাফিরদেরকে তা থেকে এক ফোঁটা পানিও পান করতে দেয়া হতো না।

(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ার উপায়-উপকরণ, ঐশ্বর্যের চাকচিক্য ও প্রলোভন খুব বেশি হলেও তার স্থায়িত্ব খুবই অল্প। মানুষ তার যাবতীয় শক্তি ব্যয় করেও দুনিয়ার তামাম জিনিস আয়ত্ত করতে পারে না। অধিকন্তু অক্লান্ত পরিশ্রমে মানুষ যা কিছু হাসিল করুক না কেন, মৃত্যুর সাথে সাথে দুনিয়ার সম্পদ দুনিয়ায় থেকে যায়, মানুষ শূন্য হাতে পরপারে যাত্রা করে। তার বিপরীতে আখিরাতের যিন্দেগী অনন্ত ও তার উপায়-উপকরণ ও ঐশ্বর্য অনুরূপভাবে অমর ও অমূল্য। স্থায়িত্ব, স্বাদ, আকর্ষণ ও মূল্যের দিক থেকে আখিরাতের সামান্যতম জিনিসকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জিনিসের সাথেও তুলনা করা যায় না। অধিকন্তু আখিরাতে যে ব্যক্তি যে জিনিস লাভ করবে তা থেকে সে কোনদিন বঞ্চিত হবে না। তাই আখিরাতের সাথে তুলনা করলে দুনিয়ার জীবন ও তার আরাম-আয়েশের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামের কোন মূল্য নেই। জ্ঞানের চোখে দেখলে মানুষ বুঝতে পারবে যে, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্যও আখিরাতের দৃষ্টিতে মাছির পাখার চেয়েও নগণ্য ও অকিঞ্চিতকর।

হাদীসে অপর যে জিনিসটির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তা হল আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের উপর নারাজ। যেহেতু দুনিয়ার জীবনের ঐশ্বর্য ও চাকচিক্যের কোন স্থায়িত্ব ও মূল্য নেই, তাই আল্লাহ কাফিরদের উপর নারাজ থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে তা উপভোগ করতে দিচ্ছেন। দুনিয়ার উপায়-উপকরণ ও আসবাবপত্র যদি আখিরাতের

উপায়-উপকরণ ও আসবাবপত্রের ন্যায় স্থায়ী ও মূল্যবান হতো, তাহলে আল্লাহ কাফিরদেরকে তা থেকে সামান্যও উপভোগ করতে দিতেন না। কাফিরদের ঐশ্বর্য ও বাহার দেখে অনেকে মনক্ষুণ্ন হয়ে ভাবে, কাফিরদেরকে আল্লাহ কেন এত ঐশ্বর্য দিলেন। দুনিয়া ও তার মধ্যস্থ মৃত কিছুর আসল হাকীকত চোখের সামনে থাকলে অনুরূপ চিন্তা না হওয়ার কথা। আল্লাহ আমাদেরকে আখিরাতের অফুরন্ত জীবনের অফুরন্ত সাজ-সরঞ্জাম হাসিলের তওফিক দিন। আমিন।

দুনিয়া মু'মিনের বন্দীশালা এবং কাফিরের জান্নাত

(২৮) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

হাদীস-২৮ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দুনিয়া মু'মিনের বন্দীশালা এবং কাফিরের জান্নাত। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বন্দীখানার মানুষ কখনো স্বাধীন নয়। বন্দী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অন্যের হুকুমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যখন যে হুকুম করা হয়, তখন সে হুকুম বন্দীকে পালন করতে হয়। বন্দী কখনো এ কথা বলতে পারে না যে, সে জেল কর্তৃপক্ষের হুকুম মানবে না। দুনিয়ার জীবনও মু'মিনের জন্য কারাগারের অনুরূপ। মন যা চায় তা মু'মিন করতে পারে না। প্রবৃত্তির প্রত্যেক হুকুমকে সে পরখ করে দেখে। আল্লাহর হুকুমের বিপরীত প্রবৃত্তির হুকুম সে মানতে পারে না। প্রবৃত্তির প্রলোভন যত প্রবল হোক না কেন, মু'মিন ব্যক্তি তা প্রত্যাখ্যান করে প্রগাঢ় প্রত্যয়ের পরিচয় দেন।

জান্নাতে কোন কাজ নিয়ন্ত্রিত নয়। মানুষের কোন কামনা অপূর্ণ থাকবে না। নিয়ামতভরা জান্নাতের সর্বত্র সম্ভোগ, আরাম ও তৃপ্তি। জান্নাত হল জান্নাতবাসীদের স্থায়ী বাসস্থান। জান্নাতের আরাম-আয়েশ ছেড়ে জান্নাতী কখনো বাইরে যেতে চাইবে না। বন্দীগণ যেমন জেলখানাকে নিজেদের গৃহ মনে করে না এবং তাকে সুশোভিত করতে চায় না, বরং গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য সর্বদা তাদের মন ব্যাকুল থাকে, অনুরূপ মু'মিনগণ দুনিয়াকে নিজেদের স্থায়ী বাসস্থান মনে করতে পারে না। তাকে সুশোভিত করার চেষ্টা করতে পারে না। বরং তাদের মন সদা নিয়ামত ভরা জান্নাতের জন্য ব্যাকুল থাকে। তারা জান্নাত লাভের জন্য দিন-রাত কঠিন প্রচেষ্টা করতেও কুণ্ঠিত হন না।

দুনিয়া কখনো জান্নাত বা জান্নাতের সহস্রাংশেরও সমতুল্য হতে পারে না। জান্নাতের সামান্য জিনিস দুনিয়ার রাজাধিরাজের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। দুনিয়াকে কাফিরদের জান্নাত বলার অর্থ হল, কাফিররা দুনিয়াকে জান্নাত মনে করে।

তারা তাদের জীবনকে আল্লাহর আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখে না। তারা দুনিয়ার জীবনকে উপভোগ করার সম্ভাব্য সকল পথ অবলম্বন করে থাকে। প্রবৃত্তির হুকুম মুতাবিক জীবন যাপন করে। আখিরাতের চিরন্তন বাসস্থানে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে তারা দুনিয়ার বাসস্থানকে সুন্দর ও সুশোভিত করার জন্য জীবনের যাবতীয় শক্তি ও যোগ্যতা নিয়োজিত করে থাকে। দুনিয়ার জীবন কিভাবে দীর্ঘায়িত করা যায়, সে চিন্তায় তারা দিনরাত অস্থির থাকে।

দুনিয়াকে ভালবাসলে আখিরাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়

(২৯) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰ خِرَتِهٖ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهٗ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى.

হাদীস-২৯ ঃ হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে দুনিয়াকে ভালবাসে, সে তার আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে! আর যে আখিরাতকে ভালবাসে, সে নিজের দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই ক্ষণস্থায়ীর পরিবর্তে চিরস্থায়ীকে গ্রহণ কর। (মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকী শুয়বুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন যেমন এক ও অভিন্ন নয়, ঠিক তেমনি উভয় স্থানের সুখ-শান্তি লাভের পদ্ধতিও এক নয়। দুনিয়ার সুখ-শান্তি-ঐশ্বর্য হাসিল করার জন্য যে নিজেকে নিয়োজিত করে এবং যে মনে করে দুনিয়াই তার সর্বস্ব, সে কখনো আখিরাতের জীবনের সুখ-শান্তি আহরণের জন্য কঠিন মেহনত করতে পারে না। যারা অদূরদর্শী তারা কখনো আখিরাতের ফায়দার জন্য দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ফায়দা বিসর্জন দিতে পারে না। তাই তারা যে শ্রম ও মেহনত করে, তার দ্বারা শুধু দুনিয়ার আসবাবপত্র ও ধন-দৌলত হাসিল করা যায়, তার দ্বারা আখিরাতের সামান্য পাথেয়ও অর্জন করা যায় না।

অপরদিকে আখিরাতকে যে চিরস্থায়ী মনে করে এবং তার সুখ-শান্তি লাভের জন্য কঠোর চেষ্টা করে, সে দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও ধন-দৌলত লাভ করার জন্য কি করে তার মূল্যবান সময় ব্যয় করতে পারে? ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ততোধিক ক্ষণস্থায়ী জিনিসের গুরুত্ব তার কাছে মোটেই নেই। সে দুনিয়া ততটুকু হাসিল করতে চায় যতটুকু না করলে তার সংসার জীবন চালাতে সে অক্ষম হয়। তাই আখিরাত লাভকারীরা যে চেষ্টা করে, তার দ্বারা দুনিয়ার ঐশ্বর্য লাভ করা যায় না। এর অর্থ এ নয় যে, দুনিয়ার হিস্‌সা থেকে তারা বঞ্চিত থাকে। তাদের ভাগ্যে দুনিয়ার যে হিস্‌সা রয়েছে, অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে তা দান করেন।

হাদীসের শেষাংশে অস্থায়ী জিনিসকে স্থায়ী জিনিসের জন্য পরিহার করতে বলা হয়েছে। যে বুদ্ধিমান, দূরদর্শী ও ভবিষ্যতের ভাবনা বেশি করে, সে আখিরাতের জীবনকে বেছে নিতে পারে। যে দুর্বল, অদূরদর্শী ও বর্তমানের চিন্তায় বেশি মশগুল থাকে, সে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জিনিসকে আখিরাতের স্থায়ী জিনিসের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ ধরনের অপরিণামদর্শী লোক এবং নির্বোধ শিশুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শিশুরা প্রয়োজনীয় জিনিসের চেয়ে খেলার সামগ্রীর প্রতিই বেশি গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

আল্লাহর যিকির ও দাওয়াত ছাড়া দুনিয়া অভিশপ্ত

(٣٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ اِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَافِيْهَا اِلاَّ ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا وَالاَهُ وَعَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمٌ.

হাদীস-৩০ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সাবধান আল্লাহর যিকির, তাঁর বন্ধুত্ব ও সম্পর্কিত বিষয় এবং দীনি জ্ঞানের শিক্ষক ও শিক্ষা গ্রহণকারী ব্যতীত দুনিয়া ও তার যাবতীয় বস্তু অভিশপ্ত ও আল্লাহর রহমত বঞ্চিত। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়া ও এর যাবতীয় বস্তুর আকর্ষণ খুব প্রবল, তার আকর্ষণে যারা সাড়া দেয় ও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ততোধিক ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশের উপায়-উপাদান আহরণে যাবতীয় যোগ্যতা নিয়োগ করে, তারা বস্তুত মহাভুল করে থাকে। শয়তান শঙ্কা ও সংঘাতময় পৃথিবীকে তাদের সামনে মনোরম আর আল্লাহ ও রাসূলের তরীকা মোতাবিক জীবনকে খুব কঠিন হিসেবে পেশ করে।

আল্লাহ দুনিয়া এবং এর যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা। গুণগত ও সৃষ্টিগত দিক থেকে দুনিয়ার কোন উপাদান অপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বহীন নয়। প্রত্যেক বস্তু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল ও ভরপুর। এসব আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তৈরি করেছেন। আল্লাহর নির্দেশিত সীমার মধ্যে থেকে তাঁর বান্দাদের কল্যাণ এবং তাঁর নাম ও মহিমা বুলন্দ করার জন্য এগুলো ব্যবহার করার মধ্যে কোনরূপ আপত্তি নেই; বরং তাতে রয়েছে স্রষ্টার সন্তুষ্টি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবী। এর বিপরীত কাজে আল্লাহর সৃষ্ট কোন উপায়-উপকরণ যখন কেউ ব্যবহার করে, তখন আল্লাহ নারাজ হন। বলাবাহুল্য, আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও তাঁর রহমত এক স্থানে একত্র হতে পারে না।

আল্লাহর নিকট কোন্ জিনিস গুরুত্বপূর্ণ তার উল্লেখও হাদীসে রয়েছে। আল্লাহর যিকির সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী। আমাদের দেশে যিকির যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে অর্থে এখানে ব্যবহার করা হয়নি। যিকিরের অর্থ শুধু কয়েকটা নাম উচ্চারণ নয়, যিকিরের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে স্মরণ। তাই যেসব পদ্ধতি ও উপায়ে আল্লাহকে স্মরণ করা যায়, তার সবকিছুই তাতে শামিল রয়েছে। আল্লাহর মহিমা, কুদরত, ক্ষমতা, সিফাত ও ইখতিয়ার প্রভৃতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা, তাঁর কুরআন পাঠ করা, তাঁর হুকুম-আহকামের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, তাঁর হুকুম-আহকাম কিভাবে সমাজে কার্যকরী করা যায়, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা ও বাস্তব কর্মসূচী প্রণয়ন করা প্রভৃতি যিকিরের সাথে শামিল।

দীনী জ্ঞানার্জন ও তা মানুষের কাছে পৌছে দেয়া খুবই মহান ও অত্যাবশ্যক কাজ। এর জন্য আল্লাহ যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) প্রেরণ করেছেন। তাঁদের তিরোধানের পর এর যিম্মাদারী তাঁর উম্মতের। আমাদের সমাজের যাবতীয় ক্রটির অবসান এর মধ্যে রয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজস্ব সীমার মধ্যে এ কাজ অবশ্যই করতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসন্তুষ্টির সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

দুনিয়াদার ব্যক্তি গুনাহ্ থেকে বাঁচতে পারে না

(٣١) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْشِيْ عَلَى الْمَاءِ الاَّ ابْتَلَّتْ قَدَمَاهُ ؟ قَالُوْا لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ- قَالَ كَذَالِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا لاَ يَسْلَمُ مِنَ الذُّنُوْبِ.

হাদীস-৩১ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ এমন কেউ আছে কি, যে পানিতে হাঁটল অথচ পানিতে তার পা সিক্ত হল না? তারা (সাহাবায়ে কিরাম) বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! এ হতে পারে না। তিনি বললেন, এভাবে দুনিয়াদার ব্যক্তি গুনাহ্ থেকে বাঁচতে পারে না।

(বায়হাকী ঃ শুয়বুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ারদার ব্যক্তি দুনিয়ার উপায়-উপকরণ আহরণ ও তা উপভোগের মধ্যে নিজেকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাখে। নিজের যাবতীয় প্রচেষ্টা-যোগ্যতা দুনিয়ার আরাম-আয়েশের শ্রীবৃদ্ধিকরণে ব্যয়িত হয়। দুনিয়ার ধন-দৌলত উপার্জন ছাড়া যে জীবনের আরো কোন মহৎ লক্ষ্য রয়েছে, তা দুনিয়াদার ব্যক্তির কল্পনায়ও স্থান পায় না। এ ধরনের ব্যক্তি যখন দুনিয়ার অন্বেষণে বের হয়, তখন দুনিয়ার যাবতীয় গোলামী কবূল করতে ইতস্তত করে না। দুনিয়াকে হাসিলের জন্য সত্যকে মিথ্যা এবং

মিথ্যাকে সত্যতে রূপান্তরিত করে। এভাবে দুনিয়া প্রেমিক ব্যক্তি দুনিয়ার উপায়-উপকরণের সঙ্গে দোষখের উপায়-উপকরণ অর্থাৎ পাপ হাসিল করে।

দুনিয়ার যাবতীয় উপায়-উপকরণ মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ তৈরি করেছেন এবং কিভাবে এগুলো ব্যবহার করতে হবে তারও বিধি-বিধান তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মানুষের কল্যাণের মহান উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে দুনিয়ার উপায়-উপকরণ আহরণের মধ্যে কোনরূপ বাধা নেই, বরং তাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি রয়েছে।

আল্লাহ্ তাঁর মাহবুব বান্দাদেরকে দুনিয়ার অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন

(٣٢) عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظِلُّ اَحَدُكُمْ يَحْمِيْ سَقِيْمَهُ الْمَاءَ.

হাদীস-৩২ ঃ হযরত কাতাদা ইবন নুমান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যাকে আল্লাহ্ ভালবাসেন তাকে তিনি এমনভাবে দুনিয়া থেকে রক্ষা করেন যেভাবে তোমাদের কোন ব্যক্তি রোগীকে পানি থেকে হিফাযত করে থাকে।

(মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের স্পৃহা এমন এক রোগের সমতুল্য যা মানুষের অন্তরের সুকুমার বৃত্তিসমূহকে নষ্ট করে দেয়। দুনিয়া উপভোগ করার রোগ যার রয়েছে, সে কখনো জ্ঞান-বিজ্ঞানের কঠিন সাধনায় নিজেকে নিযুক্ত করতে পারে না বা দীনের কঠিন পথ অতিক্রম করার সাহস সে করতে পারে না। দুনিয়া-পরস্ত ব্যক্তি দুনিয়ার অপরাপর মঙ্গল থেকে বঞ্চিত থাকে। তাই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যাকে তাঁর নিয়ামত ও বরকত দান করতে চান, তাকে তিনি দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের স্পৃহা থেকে রক্ষা করেন, যাতে সে উত্তম মন-মানসিকতা নিয়ে সুন্দর ও কল্যাণের সেবা করতে পারে।

উপায়-উপকরণ এবং ধন-দৌলতের প্রাচুর্য ও অপ্রতুলতাকে মানুষ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য মনে করে থাকে। ধন-দৌলত আল্লাহ্র অন্যতম নিয়ামত হলেও তার বণ্টন সর্বদা সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের ভিত্তিতে করা হয় না। ধন-দৌলত কোন কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষার বিষয়বস্তু হয়ে থাকে এবং ধন-দৌলতের অপ্রতুলতা কল্যাণকর বিবেচিত হয়। তাই সর্বদা প্রার্থনা করা দরকার যাতে ধন-দৌলত আমাদের জন্য ফিতনার কারণ না হয়।

দুনিয়ায় পথিকের মত অবস্থান কর

(٣٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكَبِىَّ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ.

হাদীস-৩৩ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার উভয় কাঁধ ধরে বললেন ঃ দুনিয়াতে ভিনদেশী বা পথিকজনের ন্যায় অবস্থান কর। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, মানুষের জীবন আরো ক্ষণস্থায়ী। অপরদিকে আখিরাত চিরস্থায়ী এবং মানুষের আখিরাতের জীবন অফুরন্ত। দুনিয়ার জীবনের এ ক্ষণস্থায়ী অবস্থা সম্পর্কে নবী করীম (সা) এক উদাহরণ দিয়েছেন, দুনিয়ার জীবনকে তিনি মুসাফিরের জীবনের সংগে তুলনা করেছেন। তিনি মানুষকে মায়াময় দুনিয়াতে একজন খাঁটি মুসাফিরের ন্যায় জীবন যাপন করতে উপদেশ দিয়েছেন।

দুনিয়ার জীবনের এ বাস্তব দিক সম্পর্কে যে ওয়াকিবহাল নয় বা তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম ও অসমর্থ, সে কখনো দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। একজন মুসাফির পথ চলাকালে অনেক সুন্দর জিনিস দেখতে পায়; কিন্তু সেগুলো ভোগ-দখল করার চিন্তা বা চেষ্টা সে কখনো করতে পারে না। কারণ পথিক পথের জিনিস সংগ্রহ করা শুরু করলে পথ কখনো ফুরাবে না, ফলে সে মনযিলে মাকসূদেও পৌঁছতে পারবে না। অনুরূপ অস্থায়ী দুনিয়ার চাকচিক্যে বিমুগ্ধ হয়ে দুনিয়া হাসিলের চেষ্টা করলে আখিরাতের মনযিল হাসিল করা যাবে না। আখিরাতের মনযিলে তারাই পৌঁছতে পারে যারা দুনিয়ার জীবনকে পথিকের জীবন মনে করে এবং দুনিয়ার যিন্দেগীতে নিজেদেরকে অহেতুকভাবে জড়িত করে না।

ইমাম বুখারী (র)-এ হাদীসের রিওয়ায়াতের শেষাংশে আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-এর যে বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, তা এক উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা ঃ

وَكَانَ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ اِذَا امْسَيْتَ فَالَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءِ وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

হযরত ইবন উমর (রা) বলেন ঃ "তুমি সন্ধ্যা যাপন করলে ভোরের অপেক্ষা করবে না এবং ভোর যাপন করলে বিকালের ইনতিযার করবে না। তোমার সুস্থতাকে অসুস্থতার ও জীবনকে মৃত্যুর পূর্বেই কাজে লাগাও।"

ইমাম নববী তাঁর মশহূর হাদীস সংগ্রহ 'রিয়াযুস-সালিহীন'-এ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ করেছেন ঃ

দুনিয়ার উপর ভরসা করো না, দুনিয়াকে 'ওয়াতন' বা স্বদেশ মনে করো না, দীর্ঘ জীবনের আশা পোষণ করো না, দুনিয়ার প্রতি অনুরক্ত হইও না। ভিনদেশে মুসাফির যতটুকু সংশ্লিষ্ট হয়, তার চেয়ে বেশি তোমরা নিজেদেরকে সংশ্লিষ্ট করো না এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন-ইচ্ছুক মুসাফির ভিনদেশে যতটুকু কাজকর্ম করে, তার চেয়ে বেশি কাজ করো না।

দুনিয়া উপস্থিত সামগ্রী যা নেককার ও বদকার উপভোগ করে

(٣٤) عَنْ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ فِيْ خُطْبَتِهٖ اَلاَ اِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَاْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ اَلاَ وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ اَجَلٌ صَادِقٌ وَّيَقْضِىْ فِيْهَا مَلَكٌ قَادِرٌ اَلاَ وَاِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيْرِهٖ فِى الْجَنَّةِ اَلاَ وَاِنَّ الشَّرَّ كُلَّهٗ بِحَذَافِيْرِهٖ فِى النَّارِ اَلاَ فَاعْمَلُوْا وَاَنْتُمْ مِنَ اللّٰهِ عَلٰى حَذَرٍ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُعْرَضُوْنَ عَلٰى اَعْمَالِكُمْ **فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ**

হাদীস-৩৪ ঃ হযরত আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী (সা) ভাষণ দান করলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বললেন ঃ সাবধান, দুনিয়া এক উপস্থিত সামগ্রী যা নেককার ও বদকার উপভোগ করে থাকে, আর মনে রাখ, আখিরাত সুনির্দিষ্ট ও সত্য এবং তাতে সর্বশক্তিমান বাদশাহ্ ফয়সালা করবেন। (আরো) মনে রাখ! যাবতীয় মঙ্গল জান্নাতের মধ্যে এবং যাবতীয় অমঙ্গল দোযখের মধ্যে রয়েছে। (তাই) সাবধান, আল্লাহ্কে ভয় করে তোমরা আমল কর এবং মনে রাখ, তোমাদেরকে তোমাদের আমলসহ (আল্লাহ্র কাছে) পেশ করা হবে। অতঃপর "অণু পরিমাণ মঙ্গল যে করেছে, সে তা দেখতে পাবে এবং অণু পরিমাণ অমঙ্গল যে করেছে, তাও সে দেখতে পাবে।" (শাফিঈ)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ার যিন্দেগীর উপায়-উপকরণ আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে দান করেছেন। দুনিয়ার রিযক ও ধন-দৌলত বণ্টন করার ক্ষেত্রে তিনি ঈমান ও আনুগত্যের শর্ত আরোপ করেননি। আল্লাহ্দ্রোহী ব্যক্তিগণও আল্লাহ্র দুনিয়ার যাবতীয়

উপায়-উপকরণ ভোগ করে। আল্লাহ্ তাদেরকে কোনরূপ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করেননি।

আখিরাতের যিন্দেগীর ব্যাপার আমাদের দুনিয়ার যিন্দেগীর সম্পূর্ণ বিপরীত। আখিরাতের যিন্দেগীর আরাম-আয়েশ একমাত্র তারাই ভোগ করবে যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করে জীবনে যাবতীয় কাজ করে থাকে। আখিরাতের যিন্দেগীর ফসল একমাত্র তারা কাটবে যারা দুনিয়ায় ক্ষণস্থায়ী আরাম এবং যাবতীয় প্রলোভন পরিহার করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে থাকে।

দুনিয়ার যিন্দেগীর সাথে আখিরাতের যিন্দেগী অতুলনীয়। দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিও আখিরাতের সাধারণ আরাম-আয়েশের সমতুল্য আরামও দুনিয়াতে ভোগ করতে অক্ষম। আখিরাতের জীবন আমাদের চোখের অন্তরালে থাকার কারণে আমরা তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম। দুনিয়ার অস্থায়ী উপায়-উপকরণ চোখের সামনে থাকার কারণে সেগুলো হাসিল করার প্রতি আমরা খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করি। আমাদের যাবতীয় যোগ্যতা ও শ্রম-মেহনত তাতে ব্যয়িত হয়। আখিরাতের স্থায়ী আরাম-আয়েশ হাসিলের জন্য একটু সময়ও আমাদের অবশিষ্ট থাকে না। এটা মানুষের চরম নির্বুদ্ধিতা। মানুষ যত চেষ্টা করুক না কেন, বেহেশেতের সমতুল্য আরাম সে দুনিয়াতে পেতে পারে না। অধিকন্তু দুনিয়া হাসিল করার প্রতিযোগিতায় যদি আখিরাত বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে দোযখের নির্মম আগুনের আযাব ভোগ করতে হবে। তাই নবী করীম (সা) আখিরাতের জীবনের কামিয়াবীর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করেছেন। দুনিয়ার প্রলোভন থেকে বাঁচার জন্য তিনি আল্লাহকে স্মরণ করে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কারণ দুনিয়ার ক্ষুদ্রতম কাজও আখিরাতের মীযানে ওযন হবে।

উম্মতের 'খাহেশ' ও 'সুদীর্ঘ আশা' সম্পর্কে নবী করীম (সা)-এর ভয়

(৩৫) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَتَخَوَّفُ عَلٰى اُمَّتِى الْهَوٰى وَطُوْلُ الْاَمَلِ فَاَمَّا الْهَوٰى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَاَمَّا طُوْلُ الْاَمَلِ فَيُنْسِى الْاٰخِرَةَ وَهٰذَا الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ وَهٰذِهِ الْاٰخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ وَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَنُوْنَ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَا تَكُوْنُوْا مِنْ بَنِى الدُّنْيَا فَافْعَلُوْا فَاِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِىْ دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابَ وَاَنْتُمْ غَدًا فِىْ دَارِ الْاٰخِرَةِ وَلَا عَمَلَ.

হাদীস-৩৫ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে যা ভয় করি, তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ের বিষয় হলো, 'খাহেশ' ও 'সুদীর্ঘ আশা'। কেননা খাহেশ (মানুষকে) হক থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং দীর্ঘ আশা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয়। এ দুনিয়া দ্রুত গমনকারী এবং আখিরাত দ্রুত আগমনকারী আর তাদের উভয়ের সন্তান রয়েছে। তোমাদের ক্ষমতা থাকলে তোমরা যেন দুনিয়ার সন্তান না হও। আমল কর, কেননা বর্তমানে তোমরা দারুল আমলে (কর্মস্থলে) অবস্থান করছ, এখানে হিসাব নেয়া হবে না। আগামীকাল তোমরা থাকবে দারুল আখিরাতে (আখিরাতের গৃহে), সেখানে আমল করার কিছু থাকবে না। (বায়হাকী ঃ শুয়বুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ নফ্সের খাহেশ বা প্রবৃত্তিকে 'হাওয়া' বলা হয়। 'হাওয়া' মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ করে দেয় এবং মানুষ নিজের প্রবৃত্তির আনুগত্য ও অনুসরণের মধ্যে আনন্দ লাভ করে। এ ধরনের নফ্সের পূজারী ব্যক্তি নফ্সের আনন্দকে জীবনের সকল গ্রহণ ও বর্জনের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে। নফ্সকে আনন্দ দান করার জন্য মানুষ যখন দুনিয়ার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার পেছনে ধাওয়া করে বা আরাম-আয়েশ হাসিল করার সংগ্রামে নিজের যাবতীয় যোগ্যতা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন সে তাকে নৈতিক দুর্বলতার সমুদ্রে নিমজ্জিত করে। মানুষ যখন নৈতিক সত্তার বন্ধন ছিন্ন করে দুনিয়ার উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা শুরু করে, তখন শয়তান তাকে পূর্ণভাবে বিপথগামী করার চেষ্টা করে। প্রবৃত্তির আনুগত্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণায় নিজের বিবেক থেকে ফায়দা হাসিলে ব্যর্থ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা 'হাওয়া'-র পূজারীকে কুকুরের সংগে তুলনা করেছেন। যেরূপ কুকুর নিজের যোগ্যতাকে খাদ্যের অন্বেষণে ব্যয় এবং ভাল-মন্দ প্রত্যেক বস্তু থেকে নিজের ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করে, সেরূপ দুনিয়ার কুকুরও তার যোগ্যতাকে ধন-দৌলত আহরণ ও যৌনক্ষুধা নিবারণের কাজে খুব জঘন্যভাবে ব্যয় করে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

.... وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ.

"এবং সে খাহেশে নফ্সের ইত্তিবা করল। তাই তার দৃষ্টান্ত হলো কুকুরের ন্যায়। তুমি ওর ওপর বোঝা চাপালে সে হাঁফাতে থাকে এবং তুমি বোঝা না চাপালেও সে হাঁফায়।" (সূরা আরাফ ঃ ১৭৬)

নফ্সের গোলামী মানুষকে দীন ইসলামের রাস্তা থেকে দূরে নিয়ে যায়। প্রবৃত্তির কারণে হককে গ্রহণ করতে পারে না। এ ধরনের মানুষ হককে গ্রহণ করতে নিজের প্রবৃত্তিকে সংশোধন করে না, বরং হককে প্রবৃত্তির সংগে সামঞ্জস্যশীল করার চেষ্টা

করে। বলা বাহুল্য, এ ধরনের প্রবৃত্তির গোলামী মানুষকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেনঃ

وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ.

"প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, তা তোমাকে আল্লাহ্র রাস্তা থেকে বিপথগামী করবে। যারা আল্লাহ্র রাস্তা থেকে বিপথগামী, তাদের জন্য কঠিন আযাব এজন্য রয়েছে যে, তারা হিসেবের দিনকে (কিয়ামতকে) ভুলে গেছে।" (সূরা সাদ ঃ ২৬)

যে নফসকে সংযত করতে সক্ষম, সে সকলকাম এবং যে নফসের আহ্বানে সাড়া দেয়, সে ব্যর্থ ও পরাজিত। পবিত্র কুরআনের অপর এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

"অবশ্যই সে কৃতকার্য যে নফসের তাযকিয়া বা পবিত্র করল এবং সে অকৃতকার্য যে নফ্সের ভাল প্রবণতাকে দাবিয়ে দিল।" (সূরা আশ-শামস ঃ ৯-১০)

নবী করীম (সা) দীর্ঘ আশা পোষণ করতে অনুৎসাহিত করেছেন। নেক কাজের জন্য বড় আশা করা দূষণীয় নয়, বরং তাতে সওয়াব রয়েছে। কিন্তু দুনিয়াকে হাসিলের জন্য আশার সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়া খুবই দূষণীয়। এ ধরনের আশার সমুদ্র মানুষকে আখিরাত সম্পর্কে গাফিল করে দেয়। সে তার প্রতিভা ও যোগ্যতাকে তথাকথিত দুনিয়াবী কামিয়াবীর জন্য পূর্ণভাবে নিয়োগ করে। আখিরাতের অফুরন্ত নিয়ামত হাসিল করার চেষ্টা-সাধনার সামান্যতম অবকাশ তার থাকে না। দুনিয়া সে ততটুকু পায় যতটুকু আল্লাহ্ তার জন্য নির্ধারিত রেখেছেন, কিন্তু আখিরাতের মহান নিয়ামত থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করে। যা আল্লাহ্ তাঁর নেক বান্দাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। অথচ একটু পরিশ্রম করলে সে তা হাসিল করতে পারত।

সন্তানের ভালবাসা মায়ের প্রতি অফুরন্ত থাকে। সন্তান মহব্বত ও ভক্তি সহকারে মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। মহব্বত ও ভক্তির কারণে মা ও সন্তানের সম্পর্ক সহজে নির্ণয় করা যায়। দুনিয়ার প্রতি যে মহব্বত রাখে, তাকে দুনিয়ার সন্তান আর আখিরাতের প্রতি যে ভক্তি ও মহব্বত রাখে, তাকে আখিরাতের সন্তান বলে নবী করীম (সা) আখ্যায়িত করেছেন। দুনিয়ার সন্তান না হয়ে আখিরাতের সন্তান হওয়ার জন্য তিনি তাঁর উম্মতকে উপদেশ দিয়েছেন। নবী করীম (সা)-এর উপদেশ মুতাবিক তারা কামিয়াব হবেন যারা দুনিয়ার মহব্বত ত্যাগ করে আখিরাতের মহব্বত অন্তরে পোষণ করেন এবং কর্মজীবনে তা বাস্তবায়িত করেন।

হাদীসে আরও বলা হয়েছে, দুনিয়া দ্রুত গমনকারী অর্থাৎ দুনিয়া তার সমাপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকের মৃত্যুর সাথে সাথে তার দুনিয়ার অবসান

ঘটে। মৃত্যুর পর শত চেষ্টা করেও দুনিয়ার ফায়দা হাসিল করা যায় না। তার বিপরীতে আখিরাতের জীবন দ্রুত আগমনকারী, মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষ বুঝতে পারে দুনিয়ার যিন্দেগীতে সে যা করছে তা তার জন্য কল্যাণকর না অক্যাণকর। সে আরো বুঝতে পারে যে, তার সাথে আখিরাতে কি ধরনের আচরণ করা হবে। কিন্তু আফসোস! সরেজমিনে পরিস্থিতি সচক্ষে অবলোকন করার পর যে অভিজ্ঞতা সে হাসিল করে, তাতে তার কোন উপকার হয় না। কারণ আখিরাত হিসেবের গৃহ। সেখানে আমল করে নিজের রেকর্ড ভাল করার কোন উপায় নেই। দুনিয়াকে আল্লাহ্ কর্মের জন্য তৈরি করেছেন। এখানে আল্লাহ্ কারো হিসাব-নিকাশ নেন না। প্রত্যেককে তার মর্জিমাফিক চলতে দেয় হয়। এ কারণে অদূরদর্শী মানুষ ভুল করে। সে মনে করে তার জীবন বন্ধনহীন। দুনিয়ার যিন্দেগীতে সে যেভাবে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে না, আখিরাতেও তেমনি কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না। এ ভুল ধারণা নিরসনের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, দুনিয়া আমল-গৃহ। অর্থাৎ এখানে যেভাবে আমল করা হবে, ঠিক সেভাবে আখিরাতে ফল লাভ করা যাবে।

আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের ভয় করি না

(٣٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ اللّٰهِ لاَ الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ.

হাদীস-৩৬ ঃ হযরত আমর ইবন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র শপথ, আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের ভয় করি না; বরং আমি তোমাদের ব্যাপারে ভয় করছি যে, দুনিয়া তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দেয়া হবে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য করে দেয়া হয়েছিল। তোমরা তার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে যেভাবে তারা তার প্রতিযোগিতা করেছিল এবং তা তোমাদেরকে হালাক করবে যেভাবে তাদেরকে করেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সা) আশঙ্কা করেন যে, দারিদ্র্য নয়, বরং প্রাচুর্য তাঁর উম্মতকে হালাক করবে। অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য অবশ্যই কষ্টদায়ক কিন্তু তা মানুষের মন-মানসিকতা ও চরিত্রকে ধ্বংস সাধন করে না। অভাব-অনটন অলংঘনীয় বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। নিরলস প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় এবং চারিত্রিক শক্তির দ্বারা দারিদ্র্যের মোকাবিলা করে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। নবী করীম (সা) এবং তাঁর আসহাবে কিরামের

অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না। অপরদিকে মক্কার রাষ্ট্রশক্তি যাদের হাতে ছিল, তাদের প্রাচুর্য ও শান-শওকতের বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না। তবু নবী করীম (সা) তাঁর দীনহীন মুসলিম সৈন্যের দ্বারা আরবের প্রাচুর্যের অধিকারী নেতৃবর্গ এবং তাদের সৈন্য-সামন্তদের বারবার পরাজিত করেছেন। নবী করীম (সা)-এর তিরোধানের পরও মদীনার গরীব রাষ্ট্রের গরীব সিপাহিগণ ঈমানী তেজে বলীয়ান হয়ে তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি ইরান ও রোমকে পরাজিত করেন। প্রাচুর্য ও ধন-দৌলত মানুষের আরাম-আয়েশ এবং ভোগ-বিলাসের বস্তু। তাই স্বাভাবিকভাবে মানুষ ধন-দৌলত কামনা করে থাকে। কিন্তু ধন-দৌলত যেভাবে মানুষের উপকার করে, ঠিক সেভাবে লোকসানও করে। মানুষ যখন ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের মধ্যে নিজেকে লিপ্ত করে, তখন উৎসাহ-উদ্দীপনা, কর্মস্পৃহা, বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ প্রভৃতি গুণাবলীর অভাব তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। দৌলতের নেশাগ্রস্ত বা দৌলত উপভোগে লিপ্ত ব্যক্তি কখনো চিন্তা করতে পারে না যে, আরাম-আয়েশের যে স্বর্গ সে দুনিয়াতে সৃষ্টি করতে চায়, তার ঊর্ধ্বে এক বৃহত্তর সমাজ রয়েছে এবং সে সমাজের মঙ্গল ও স্থায়িত্বের জন্য সমাজের সদস্য হিসেবে তারও কিছু করণীয় রয়েছে। এ ধরনের দুনিয়া-পরস্ত ব্যক্তিকে ভোগলিপ্সা সমাজ, জাতি এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। মুসলিম হিসেবে তার যে যিম্মাদারী রয়েছে, তা পালনে সে ব্যর্থ হয়। আশরফী ও দীনারের গোলাম কখনো নিজেকে আশরাফুল মাখলূকাত হিসেবে চিন্তাও করতে পারবে না।

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের রাস্তা থেকে দূরে সরে গিয়ে যখন কোন জাতির প্রতিপত্তির অধিকারিগণ ফিস্ক-ফুজূরের ফিতনায় নিজেদেরকে লিপ্ত করে, তখন আল্লাহ্ সে জাতিকে ধ্বংস করেন। বিভিন্ন কওমের উপর আল্লাহ্ বিভিন্ন ধরনের আযাব নাযিল করেন। কোন কওমের উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ নাযিল করেন, আবার কোন কওমকে তিনি আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে লিপ্ত করেন, কোন কওমের উপর যালিম ব্যক্তিদেরকে শাসক হিসেবে বসিয়ে দেন কিংবা এ ধরনের আল্লাহদ্রোহী জাতির উপর অপর কোন যালিম কওমকে শাসক নিযুক্ত করেন। এ নীতি অলংঘনীয়। অতীতে এভাবে আল্লাহদ্রোহী জাতিদের ধ্বংস করা হয়েছে। তাই নবী করীম (সা) আশঙ্কা করেছেন, প্রাচুর্যের মধ্যে তার উম্মতের লোকসান নিহিত।

প্রত্যেক উম্মতের এক ফিতনা রয়েছে, আমার উম্মতের ফিতনা সম্পদ

(৩৭) عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ اُمَّتِي الْمَالُ.

হাদীস-৩৭ ঃ হযরত কা'ব ইবন ইয়ায (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক উম্মতের এক ফিতনা রয়েছে, আমার উম্মতের ফিতনা হল মাল বা সম্পদ। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আরবী ভাষায় 'ফিতনা' শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। পরীক্ষা, গুমরাহী, লাঞ্ছনা, কুফর, অন্তর্দ্বন্দ্ব, আকর্ষণ, মোহ প্রভৃতি। আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জাতিকে পরীক্ষা করেছেন। সাধারণ অর্থে ও সম্পদ বা সম্পদের মোহই ফিতনা। কুরআনে মালকে ফিতনা বলা হয়েছে। মুসলিম উম্মতের অন্যতম ফিতনা হচ্ছে মাল বা সম্পদ। নবী করীম (সা) যে আশঙ্কা করেছেন, আমাদের সমাজে তা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। সম্পদের রাস্তায় আমাদের পতন এসেছে। যখন থেকে মুসলিম উম্মত্ সম্পদকে প্রিয় জ্ঞান করা শুরু করেছে বা মালের মহব্বত তাদের কাছে অগ্রাধিকার লাভ করেছে, তখন থেকে এ উম্মতের পতন শুরু হয়েছে। মালের মহব্বত ত্যাগ করে আদর্শের মহব্বত পোষণ করতে পারলে কখনো মুসলিম উম্মত বিশ্বসভায় তার হৃত আসন ফিরে পেতে পারে। কারণ মুসলিম জাতিকে সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি; বরং তাদেরকে 'আমর বিল মারূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' বা ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করার দায়িত্ব ও যিম্মাদারী প্রদান করা হয়েছে। আর সম্পদের মোহ এ মহান যিম্মাদারীর পরিপন্থি। আল্লাহ্ আমাদেরকে মালের ফিতনা থেকে দূরে রাখুন। আমীন।

সম্পদ ও মর্যাদার লোভ দীনের জন্য ক্ষতিকর

(٣٨) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِىْ غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ.

হাদীস-৩৮ ঃ হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ দুটো ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছাগলের পালে ছেড়ে দেয়া হলে তারা যা ধ্বংস করতে পারে না, তার চেয়ে বেশি মানুষের দীনের লোকসান করে তার সম্পদ ও শরাফতের লোভ। (তিরমিযী ও দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ বাঘ ছাগলের শত্রু। ছাগলের পালে দুটো ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ প্রবেশের অর্থ হলো অনেক ছাগলের প্রাণ সংহার করা। ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের চেয়েও মারাত্মক শত্রু মানুষের রয়েছে, আর তা বাইরের শত্রু নয়, বরং ভিতরের শত্রু। সম্পদ ও শরাফতের লোভ মানুষের দীনকে ক্ষতবিক্ষত করে। আল্লাহ্র দীনের অর্থ ব্যাপক।

নির্দিষ্ট সময়ে গোটা কয়েক ইবাদত পালনের নাম দীন নয়; বরং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্‌র আইনের অধীনে রাখার নাম হল দীন। ব্যক্তির পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে কর্মজীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এবং মসজিদ থেকে শুরু করে আদালত, পার্লামেন্ট, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ্‌র হুকুমের অধীনে নিজেকে রাখার নাম হল আল্লাহ্‌র দীনের অধীনে রাখা। দীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে শুধু মসজিদের ভেতরে অল্প সময়ের জন্য নয়, বরং তার বাইরের তামাম সময়ের জন্য আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিয়োজিত করা। দীনের এ যিম্মাদারী সার্বক্ষণিক যিম্মাদারী। এ যিম্মাদারী যোগ্যতার সাথে সম্পাদনের জন্য দিন-রাত সাধনা করতে হয়, শ্রম ও অর্থের কুরবানী দিতে হয়, প্রয়োজনের খাতিরে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। শুধু নিজের জীবনকে আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিযুক্ত করলে যিম্মাদারী শেষ হয় না, বরং আশেপাশের মানুষকেও শয়তানের গোলামী হতে নাজাত দানের চেষ্টা করতে হয়। মু'মিন এটা কখনো বরদাশ্‌ত করতে পারে না যে, আশেপাশের মানুষ আল্লাহ্‌র ইবাদতের পরিবর্তে সম্পদের গোলামী করবে। অন্যকে শয়তানের ইবাদতে নিযুক্ত দেখে যে নিজের অন্তরে তীব্র ক্ষোভ ও জ্বালা অনুভব করে না, সে ঈমানের পরিপন্থি কাজ করে। ঈমানের দাবি হল নিজের যাবতীয় যোগ্যতা দিয়ে আল্লাহদ্রোহী শক্তির মুকাবিলা করা। এই দায়িত্ব কঠিন নিষ্কলুষ মনের অধিকারী লোক সম্পাদন করতে পারে। ঈমানের বহ্নিশিখা যাদের অন্তরে রয়েছে, আর যাদের অন্তর পার্থিব লোভ-লালসায় কর্দমাক্ত হয়নি, তাদের দ্বারা এ মহান কাজ সম্পাদিত হতে পারে। সম্পদ ও শরাফতের মোহ যাদের অন্তরকে আচ্ছাদিত করেছে, তাদের দ্বারা এ কঠিন কাজ হতে পারে না। বরং তারা নিজেদের স্বার্থের জন্য দীনের এমন ক্ষতি সাধন করতে প্রস্তুত হয় যা ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ মেষপালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েও করতে পারে না। তাই লোভ-লালসার নেকড়ে বাঘের আক্রমণ থেকে আমাদের ঈমানের হিফাযত করা একান্ত কর্তব্য।

হে দয়াময় আল্লাহ্! সম্পদ ও শরাফতের লোভ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন। সুম্মা আমীন।

বৃদ্ধ বয়সেরও সম্পদ ও জীবনের লোভের যৌবন থাকে

(৩৯) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَشِبُّ فِيْهِ اثْنَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ.

হাদীস-৩৯ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আদম সন্তান বুড়ো হয় কিন্তু তার দুটো জিনিস—মালের লোভ ও জীবনের লোভের যৌবন থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি ও কামনাশক্তি দান করেছেন। মানুষ এ দুটোকে ভাল-মন্দ উভয় কাজে ব্যবহার করতে পারে। কোন মহান কাজ শুধু বুদ্ধির দ্বারাই সম্পাদন করা সম্ভব নয়; বুদ্ধির সাথে যখন আবেগ-উদ্দীপনা এবং ভালবাসা সংযোজিত হয়, তখন মানুষের সৃষ্টি সুন্দর ও মহান হয়। আবার মানুষের আবেগ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা যখন বুদ্ধি বিবর্জিত হয়, তখন তার দ্বারা কোন মহৎ কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আশা-আকাঙ্ক্ষা বা প্রবৃত্তিকে বুদ্ধির অধীন রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। মু'মিন ব্যক্তি সর্বদা তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনাকে বুদ্ধির অধীন ও বুদ্ধিকে আসমানী কিতাবের অধীনে রাখেন। তাই মু'মিনের জীবনে বল্গাহীন কামনা-বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে না। মু'মিনের নিকট দুনিয়া-আখিরাতের হাকীকত অনাবৃত থাকার কারণে মু'মিন ব্যক্তি সীমাহীন সম্পদ এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করতে পারে না।

সম্ভবত মানুষ বৃদ্ধ হলে তার আবেগ-উদ্দীপনা ও বুদ্ধি-বিবেচনার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে সম্পদ ও দীর্ঘ জীবনের মোহ বেশি করতে থাকে। বৃদ্ধ বয়সে সম্পদ ও জীবনের লোভের যৌবন অবস্থা কেন থাকে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। আল্লাহ্ আমাদের বার্ধক্যের এ দুটো ফিতনা থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

দুনিয়ার মহব্বত ও সুদীর্ঘ কামনা যৌবন লাভ করে

(٤٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيْرِ شَابًّا فِىْ اِثْنَيْنِ فِىْ حُبِّ الدُّنْيَا وَطُوْلِ الْاَمَلِ.

হাদীস-৪০ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ বৃদ্ধ মানুষের হৃদয়ে দুটো জিনিস-দুনিয়ার মহব্বত ও সুদীর্ঘ কামনার যৌবন থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী হাদীসে বৃদ্ধ মানুষের সম্পদ ও জীবনের লোভের কথা বলা হয়েছে। এ হাদীসে দুনিয়ার মহব্বত ও দীর্ঘ কামনার কথা বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, উভয় হাদীসে বর্ণিত বিষয় এক ও অভিন্ন। দুনিয়ার মহব্বত ও মালের মহব্বত, দীর্ঘ জীবন ও দীর্ঘ কামনা সমার্থবোধক। একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত এবং আখিরাতের ফিকির মানুষের মন থেকে দুনিয়ার এ মোহজাল দূর করতে পারে।

আখিরাতের অনন্ত জীবন ও নিয়ামতভরা জান্নাতের অফুরন্ত কামনা মানুষের মনে নীড় রচনা করলে অস্থায়ী দুনিয়ার ততোধিক অস্থায়ী জিনিস মানুষের মনে শিকড় গাড়তে পারবে না। এ ফিতনা থেকে নিজেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে নিজেকে আল্লাহ্র দীনের প্রচার-প্রসার এবং 'আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার'-এর কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সকল প্রকার তাগূত ও বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ ব্যতীত তাযকিয়ায়ে নফসে্র বুলন্দ মরতবায় অধিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। এ তাযকিয়া ছাড়া হৃদয়কে দুনিয়ার ধূলোবালিমুক্ত রাখা সম্ভব নয়।

সম্পদ বৃদ্ধি করার লোভ কখনো মেটে না

(٤١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَ بْتَغٰى ثَالِثًا وَلاَ يَمْلاَءُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ.

হাদীস-৪১ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ আদম সন্তানের কাছে যদি সম্পদের দুটো উপত্যকা থাকে, তাহলেও সে তৃতীয়টা চাইবে। মাটি ছাড়া অন্য কিছু বনী অদমের পেট ভরতে পারবে না। যে তওবা করে, আল্লাহ্ তার তওবা কবূল করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ স্বভাবতই সাধারণভাবে মানুষ সম্পদের প্রতি অত্যন্ত লোভী। আল্লাহ্ তাকে এক দুনিয়া সম্পদ দান করলেও তাতে তার তৃপ্তি হয় না এবং যিনি সম্পদ দিয়েছেন তাঁর শুকরিয়া আদায় করে না। বুদ্ধি-বিবেচনার দাবি-হল, যে আল্লাহ্ সম্পদ দান করেছেন সে আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হওয়া, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর হুকুম মোতাবিক অর্থ ব্যয় করা এবং জীবনের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা। কিন্তু আফসোসের বিষয়, খোশহাল মানুষ এ বাস্তবতাকে স্বীকার করতে চায় না; বরং তার বিপরীত আল্লাহ্র হুকুমকে অমান্য করে সম্পদ অর্জন করে এবং আল্লাহদ্রোহী কাজে তা ব্যয় করে। সূরা আল-আদিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এক অকৃতজ্ঞতা ও অবিবেচক মনোভাবের উল্লেখ করে বলেন ঃ

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَدِيْدٌ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ.

—"মানুষ অবশ্যই তার রব্বের প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং সে অবশ্যই এ বিষয়ে অবহিত এবং অবশ্যই সে ধন-দৌলতের লালসায় উন্মত্ত।"

(সূরা আল-আদিয়াহ্ ঃ ৫-৭)

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক পন্থা হল, আল্লাহ যে সম্পদ দিয়েছেন সে সম্পদকে নিজের প্রয়োজন পূরণ, পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ, দুঃস্থ ও গরীব মানবতার সেবায় বিনিয়োগ এবং আল্লাহ্র পয়গামকে তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজে ব্যয় করা। কিন্তু সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হাসিলের পর মানুষ এ কথা বেমালুম ভুলে যায়, যে আল্লাহ্ তাকে সম্পদ দান করেছেন। তাঁর কাছে তাকে ফিরে যেতে হবে। প্রত্যেকটি বস্তুর হিসাব তাকে দিতে হবে এবং আখিরাতের কঠিন মুহূর্তে সম্পূর্ণ একাকী ও কোন সাহায্যকারী বন্ধু ছাড়া আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াতে হবে। সম্পদের নেশা মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্ধারিত পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। প্রভাব-প্রতিপত্তির নেশা মানুষকে তার আখিরাত সম্পর্কে গাফিল করে দেয়। নিজেকে খোশহাল রাখা ও অর্থনৈতিক জীবনে বুলন্দ মাকামে অধিষ্ঠিত হওয়ার মারাত্মক নেশায় লিপ্ত মানুষ হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ সব ভুলে যায়। পন্থা যত গর্হিত হোক না কেন, তাতে তার কিছু আসে যায় না, সম্পদ তার চাই। সম্পদের নেশায় বিভোর ব্যক্তি মানুষকে অভুক্ত রেখে অগণিত মানুষকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করে বা প্রয়োজনবোধে এ ধরনের কাজে বাধাদানকারীকে হত্যা করে রাশি রাশি সম্পদ আয়ত্ত করতে চায়। সম্পদের নেশা অফুরন্ত, এর কামনা অতৃপ্ত। কবরে না যাওয়া পর্যন্ত মানুষের এ নেশা কাটে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ- حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ-

— "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত মোহাচ্ছন্ন করে রাখে।" (সূরা তাকাসুর ঃ ১-২)

আখিরাতের প্রথম মনযিল কবরে পা দিয়ে মানুষ বুঝতে পারবে তার অঢেল সম্পদ কোন কাজে আসবে না এবং হাড়ে হাড়ে টের পাবে, সম্পদ আহরণের জন্য সারা জীবন সে যা কিছু করেছে, তা তার বিফল ও ব্যর্থ হয়েছে। তার ভাগ্যে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে শুধু পাপের পাহাড়, যুলমের যুলমাত এবং লাঞ্ছনার তওক ও তকমা।

এ অবস্থা থেকে রেহাই পেতে হলে আখিরাতের প্রতি অটল বিশ্বাস ও আল্লাহ্র মুলাকাতের খাহেশ মযবূত থাকতে হবে। সম্পদের বল্গাহীন কামনা মানুষকে যেন আখিরাতের কামিয়াবীর রাজপথ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে, সেজন্য সদা ইস্তিগফার করতে হবে। নিজের আখলাক-আমলকে সংশোধিত এবং কামনা-বাসনাকে সংযত করতে হবে। এ পথে দৃঢ় ও মযবূত থাকার জন্য আল্লাহ্র কাছে ওয়াদা করতে হবে এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। এভাবে যারা আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হন আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করে দেন এবং তাদেরকে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক উপায়- উপকরণ হতে রক্ষা করেন। দয়াময় আল্লাহ! দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের সহায় হোন।

আল্লাহ দুনিয়া তলবকারীর অবস্থা ব্যাকুল করে দেন এবং আখিরাতপ্রার্থীর কলবে প্রশান্তি দান করেন

(٤٢) عَنْ اَنَسٍ اَنَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الْاٰ خِرَةِ جَعَلَ اللّٰهُ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهٗ شَمْلَهٗ وَاَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الدُّنْيَا جَعَلَ اللّٰهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَشَتَّتَ عَلَيْهِ اَمْرَهٗ وَلَا يَاْتِيْهِ مِنْهَا اِلَّا مَاكُتِبَ لَهٗ.

হাদীস-৪২ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ আখিরাতের অন্বেষণ যার নিয়্যতে রয়েছে, আল্লাহ তার কলবে প্রশান্তি দান করেন, তার অন্তরের ব্যাকুলতা দূর করে দেন এবং দুনিয়া অবনত হয়ে তার কাছে আসে। আর যার নিয়্যতে রয়েছে দুনিয়া লাভ করা, আল্লাহ তার চেহারায় অভাব-অনটনের ভাব সৃষ্টি করেন। তার অবস্থা ব্যাকুল ও অশান্ত করে দেন এবং তকদীরে নির্ধারিতের চেয়ে অধিক দুনিয়া (ধন-সম্পদ) সে লাভ করতে পারে না।

(তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ ও দারেমী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাত লাভের প্রার্থীদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। সম্পদের প্রাচুর্যের চেয়ে অন্তরের প্রশান্তি সুমহান। আল্লাহ্ আখিরাত অন্বেষণকারীদের অন্তরে প্রাচুর্য বা প্রশান্তি দান করার কারণে তারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হন না। তারা অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন না। আল্লাহ তাদের যা দান করেন তারা তাতে সন্তুষ্ট থাকেন। ফলে কোনরূপ দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন তাদের হতে হয় না। আখিরাতের চিন্তায় যারা দিনরাত মশগুল, তাদের পার্থিব সমস্যা কোনদিন অমীমাংসিত থাকে না। আল্লাহ তা'আলা দয়া পরবশ হয়ে তাঁর প্রিয় বান্দাদের অবস্থা সংশোধন করেন, সমস্যার সমাধান করে দেন এবং তাদের যে সব বিষয় বিক্ষিপ্ত ও অগোছালো ছিল এবং সম্ভবত নিজে তারা যেগুলো গোছাতে পারত না, সেগুলো সুন্দর ও সঠিকভাবে গুছিয়ে দেন। আল্লাহ্র এ ধরনের বান্দারা কখনো দুনিয়ার উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত থাকেন না। কোন না-কোনভাবে আল্লাহ তাদের হিসসা পূরণ করে দেন। আখিরাতের জন্য যারা চেষ্টা করেন, আল্লাহ তাদের আখিরাতের অনন্ত জীবনকে সমুজ্জ্বল করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার জীবনেও তাদেরকে শান্তি ও সম্মান দান করেন। বস্তুত, এ ধরনের মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব।

দুনিয়া প্রার্থীগণ সর্বদা ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। আখিরাতের সুখ-শান্তির পরিবর্তে তারা দুনিয়ার আরাম-আয়েশ হাসিলের জন্য দিনরাত ব্যাকুল থাকে। ফলে তাদের আখিরাত চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হয়ে যায় এবং যে দুনিয়ার জন্য আখিরাত বিসর্জন দেয়, সে দুনিয়া ততটুকু পায় যতটুকু আল্লাহ তাদের জন্য লিখে রেখেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের একমাত্র মালিক-মুখতার আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। দুনিয়া ও আসমানের সবকিছু তাঁর ব্যবস্থাধীন। দুনিয়ার তামাম মাখলূকের রোযগার ও কিসমতের বিলি-বণ্টন তাঁর হুকুমে হয়ে থাকে। তিনি মানুষের জন্য যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন সে তাই লাভ করবে। শত চেষ্টা করেও মানুষ তার ভাগ্যের নির্ধারিত জিনিস থেকে একবিন্দু বেশি লাভ করতে পারবে না। দুনিয়াপ্রার্থীরা এ সত্য উপলব্ধি না করার কারণে দুনিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি হাসিলের জন্য সর্বদা নিজেকে ব্যস্ত রাখে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মোতাবিক পার্থিব প্রয়োজন পূরণ না করার কারণে তাদের অন্তরে কোনরূপ তৃপ্তির সৃষ্টি হয় না। এ ধরনের দুনিয়াপ্রার্থীদের প্রয়োজন বহুমুখী। এক প্রয়োজন পূরণ না হতেই নতুন প্রয়োজন সৃষ্টি হয়। সম্পদের এক পাহাড় লাভ করার পর দ্বিতীয় পাহাড় লাভ করার চিন্তা-ভাবনায় ব্যাকুল থাকে। সম্পদ ও প্রাচুর্যের মধ্যে থাকলেও এ ধরনের মানুষকে আরও সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হাসিলের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। বলা বাহুল্য, আল্লাহ এ ধরনের বান্দাদের উপর অসন্তুষ্ট থাকার কারণে তাদের দুনিয়ার জীবন কখনো সুখ-শান্তিপূর্ণ হয় না। তারা দুনিয়ার জীবনে বিভিন্ন বিড়ম্বনা ও অশান্তির শিকার হয়। শুধু তাই নয়, অশান্তির অনলভরা আখিরাতের অনন্ত জীবন তাদের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছে।

মানুষের প্রকৃত সম্পদ কি কি : যা সে খেয়েছে, পরিধান করেছে ও দান করেছে

(٤٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِىْ مَالِىْ وَاِنَّ مَالَهٗ مِنْ مَالِهٖ ثَلٰثٌ مَا اَكَلَ فَاَفْنٰى اَوْلَبِسَ فَاَبْلٰى اَوْاَعْطٰى فَاَقْتَنٰى وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهٗ لِلنَّاسِ.

হাদীস-৪৩ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ বান্দা বলে, আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। প্রকৃতপক্ষে তার অংশ হ'ল তিনটি; যা সে খেয়ে খতম করেছে; যা সে পরিধান করে পুরনো করেছে কিংবা

যা দান করে সে (আখিরাতের জন্য) সঞ্চয় করেছে। এছাড়া সব কিছু মানুষের জন্য তাকে ছাড়তে হবে এবং তার নিজেকেও (দুনিয়া ছেড়ে) চলে যেতে হবে।

(মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সম্পত্তির নেশা মানুষের এক মারাত্মক ব্যাধি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করা হয়। আমাদের বস্তুতান্ত্রিক যুগে সম্পদ সঞ্চয়কারী বা বিরাট ব্যাংক-ব্যালান্সের অধিকারীকে সম্মান ও সমীহের চোখে দেখা হয়। যে যত বেশি ব্যাংক-ব্যালান্সের অধিকারী, সে নিজেকে তত বেশি গৌরবের অধিকারী মনে করে। যদি সে সুস্থভাবে একটু চিন্তা করে, তাহলে তার এই ভ্রান্তি নিজের চোখে ধরা পড়বে। সে বুঝতে পারবে, যে সম্পদের জন্য নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে বা নিজেকে সে সম্পদের মালিক হিসেবে কল্পনা করে, মৃত্যুর পর তা তার কোন উপকারে আসবে না; বরং দিনকে রাত বা রাতকে দিন করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে সম্পদ সে উপার্জন করেছে, তা অন্যের ভোগ-দখলে চলে যাবে। বস্তুত সম্পদের ব্যবহারের মধ্যে সম্পদের সঠিক মূল্য নিহিত। তাই মানুষ নিজের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যা দুনিয়াতে ব্যয় করেছে, তা তার সম্পদ হিসেবে গণ্য। অনুরূপভাবে যদি কেউ আল্লাহ্র রাস্তায় বা দুঃস্থ মানবতার সেবায় ব্যয় করে থাকে, তাহলে তার প্রতিফল সে আখিরাতে লাভ করবে। দুনিয়ার জীবনে যতটুকু তার কাজে লেগেছে বা আখিরাতে যতটুকু কাজে লাগবে, শুধু ততটুকুই তার সম্পত্তি। অবশিষ্টের মালিক সে নয়, বরং অন্য লোক। মৃত্যুর পূর্বে আখিরাত ও দুনিয়ার কল্যাণে সম্পদ ব্যয় করার মধ্যে সফলতা রয়েছে।

উত্তরাধিকারীর সম্পদ কার কাছে বেশি প্রিয়

(٤٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهٖ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِن مَّالِهٖ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَامِنَّا اَحَدٌ اِلاَّ مَالُهٗ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَّالِ وَارِثِهٖ قَالَ فَاِنَّ مَالَهٗ مَاقَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهٖ مَااَخَّرَ.

হাদীস-৪৪ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার কাছে নিজের সম্পদের চেয়ে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদ অধিক প্রিয়? তারা (আসহাবে রাসূল) জবাব দিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার কাছে তার নিজের সম্পদের চেয়ে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদ অধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ (সা)

বললেন ঃ তার (মানুষের) সম্পদ হল যা সে অগ্রে পাঠিয়ে দিয়েছে। আর যা সে রেখে দিয়েছে, তা তার উত্তরাধিকারীর সম্পদ। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ নিজের ও পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থ ব্যয় করা কর্তব্য। গরীব আত্মীয়-স্বজন, ফকীর-মিসকীন এবং সওয়ালকারীদের বৈধ হক ও হিস্‌সা আমাদের সম্পদের মধ্যে রয়েছে। তাই সম্পদকে কুক্ষিগত করে না রেখে নিঃস্ব ও অভাবীদের প্রয়োজনে ব্যয় করা কর্তব্য। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র পয়গাম মানুষের মানুষের দুয়ারে পৌঁছানোর জন্য বা জিহাদের অস্ত্রশস্ত্র খরিদ বা তার প্রচার-প্রোপাগান্ডার জন্য অর্থ ব্যয় করা কর্তব্য। যখন বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ্ সম্পদ দান করেন তখন তারা তা ব্যয় করার ব্যাপারে কোনরূপ কৃপণতা করে না। বরং তারা তার সদ্ব্যবহার করে এবং এ কারণে তারা তাদের সম্পদের ফায়দা দুনিয়া ও আখিরাতে লাভ করে। এভাবে ব্যয়ের পর যা কিছু বেঁচে যায়, তা তাদের নিজেদের ওয়ারিসদের জন্য ছেড়ে যেতে হয়। বস্তুত এ ধরনের মানুষ সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ করে যে, নিজেদের সম্পদের জন্য তাদের প্রকৃত মহব্বত রয়েছে এবং ওয়ারিসদের সম্পদের জন্য অহেতুক সতর্ক ও চিন্তিত নয়।

কৃপণরা দেশ, জাতি, পরিবার-পরিজন এবং তার নিজের নফসের সঙ্গে শত্রুতা করে। তাই কৃপণদেরকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন না। কৃপণ ব্যক্তি নিজে না খেয়ে এবং পরিবার-পরিজন ও হকদারদের বৈধ প্রয়োজন পূরণ না করে যে সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে, তা দুনিয়া ও আখিরাতে তার কোন কল্যাণে আসে না। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, এ ধরনের মূর্খ কৃপণ ব্যক্তিদের সঞ্চিত এসব সম্পদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন হিস্‌সা নেই। সে আজীবন অন্যের সম্পদ পাহারা দেয়। অন্যের সম্পদের নিরাপত্তার চিন্তায় সে দিনরাত অস্থির থাকে। অন্যের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যাবতীয় নিয়ম-নীতিও বিসর্জন দিতে সে একটু দ্বিধাবোধ করে না। এটা এক চূড়ান্ত পর্যায়ের জাহালত বা মূর্খতা। আসমানী কিতাবের সঙ্গে সম্পর্কহীন মানুষ এ ধরনের মূর্খতা থাকে।

মৃত ব্যক্তিকে ফেরেশতা এবং মানুষ যা জিজ্ঞেস করেন

(٤٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهٖ قَالَ اِذَامَاتَ الْمَيِّتُ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ مَاقَدَّمَ وَ قَالَ بَنُوْ اٰدَمَ مَاخَلَّفَ.

হাদীস-৪৫ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ ব্যক্তির মৃত্যুর পর ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করেন, সে কি পাঠিয়েছে এবং মানুষ জিজ্ঞেস করে সে কি রেখে গেছে। (বায়হাকী ঃ শুয়াবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নেশায় বিভোর মানুষ ধন-দৌলত হাসিলে যাবতীয় গর্হিত কাজ করে থাকে। কিন্তু শত কষ্ট ও দুর্নীতির সাহায্যে যে সম্পদ সে সঞ্চয় করে, তার মৃত্যুর পর তার উপার্জিত সম্পদের উপর তার কোন অধিকার থাকে না। অন্য লোক তা বিলি-বণ্টন করার জন্য সিন্ধুকের চাবি বা ব্যাংকের কাগজপত্র তালাশ করতে থাকে। অপরদিকে ফেরেশতারা তাকে জিজ্ঞেস শুরু করেন, দুনিয়ার যিন্দেগী সে কিভাবে যাপন করেছে? আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পয়গাম মোতাবিক যিন্দেগীর তামাম কাজ কি সে সম্পাদন করেছে? কিভাবে সে সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় করেছে? আল্লাহ্র হুকুম মান্যকারী সেদিন খুব খুশি হবে। ফেরেশতারা তাকে পরম সুহৃদের ন্যায় স্বাগত জানাবেন। দুনিয়ার যিন্দেগীতে সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নেশায় যে মত্ত ছিল এবং আল্লাহ্র হুকুম পালনের কোন প্রয়োজন মনে করেনি, সে ফেরেশতার প্রশ্নের জবাব দিতে ব্যর্থ হবে। এ ধরনের বদনসীবদের সঙ্গে তাঁরা কঠিন আচরণ করবেন। দুনিয়ায় ফেলে যাওয়া ধন-দৌলত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি তখন তার বিন্দুমাত্র কাজে আসবে না। আল্লাহ্র আযাব থেকে কোন কিছুই তাকে রেহাই দিতে পারবে না।

দীনার ও দিরহামের দাসকে আল্লাহ্র রাসূল (সা) অভিসম্পাত দিয়েছেন

(٤٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُعِنَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَلُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ.

হাদীস-৪৬ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ দীনারের দাস অভিশপ্ত এবং দিরহামের দাস অভিশপ্ত। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ দীনার এবং দিরহাম আরব দেশের প্রচলিত মুদ্রা। এগুলোকে সম্পদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদকে মানুষের সুখ-শান্তি ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ মানুষকে সম্পদের মালিকানাও দান করেছেন। নিজের ইচ্ছানুযায়ী সে তা ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু সম্পদের মালিক সম্পদের গোলামে পরিণত হওয়া খুবই গর্হিত ও দুঃখজনক ব্যাপার। আল্লাহ্ যে উদ্দেশ্যে সম্পদ সৃষ্টি করেছেন তা চরিতার্থ করার জন্য সম্পদের মালিক সম্পদকে বিনিয়োগ করেনি। সে সম্পদের খাতিরে সম্পদ সঞ্চয় এবং সম্পদ উপার্জন করার জন্য নিজের যাবতীয় যোগ্যতা ও জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে নিয়োজিত করে। সম্পদ হাসিলের জন্য সে দেশ, জাতি, দীন, ধর্ম ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত। অর্থের জন্য যত বড় কুরবানীই প্রয়োজন হোক না কেন, তা তার কাছে মোটেই বড় নয়। ধন-দৌলত উপার্জনের পন্থা বৈধ কি না বা তাতে অন্যের হক নষ্ট হচ্ছে কিনা, তা সে যাচাইয়ের

প্রয়োজন মনে করে না। তার নিজের সামান্য লাভের জন্য অন্যের বিরাট লোকসান করতেও ইতস্তত করে না। শুধু তাই নয়, এ ধরনের বিরাট ত্যাগের মাধ্যমে যে সম্পদ অর্জিত হয়, তা সংরক্ষণের জন্য সে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। সম্পদের পাহারা ও হিফাযতের জন্য নিজেকে দিনরাত নিয়োজিত রাখে। আল্লাহ্ যা মানুষের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সৃষ্টি করেছেন, মানুষ নিজের বোকামীর কারণে সে সম্পদের গোলামী করা শুরু করে। এ কারণে উপরোক্ত হাদীসে এ ধরনের অর্থ পূজারীদের আল্লাহ্র অভিশপ্ত বলা হয়েছে।

আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর দৃষ্টিতে সবচেয়ে ঈর্ষার যোগ্য ব্যক্তি

(٤٧) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَغْبَطُ اَوْلِيَاىِٔ عِنْدِىْ لَمُؤْمِنٌ خَفِيْفُ الْحَاذِذُوْحَظٍّ مِنَ الصَّلٰوةِ اَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَاَطَاعَهُ فِى السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِى النَّاسِ لَايُشَارُ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلٰى ذَالِكَ ثُمَّ نَقَدَ بِيَدِهٖ فَقَالَ عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ قَلَّتْ بِوَاكِيْهِ قَلَّ تُرَاثُهُ.

হাদীস-৪৭ ঃ হযরত আবূ উমামা (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ আমার কাছে আমার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে ঈর্ষার যোগ্য হ'ল ঐ মু'মিন যার পার্থিব বস্তু সামান্য, নামাযে যার বিরাট অংশ, খুব সুন্দরভাবে যে তার রব্বের ইবাদত করে, খুব গোপনে আল্লাহ্র আনুগত্য করে, যে মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে, কেউ (তার এসব কাজের জন্য) যার দিকে আঙ্গুল দিয়েও ইশারা করে না, যার রিয্ক সামান্য, কিন্তু সে তাতে সবর করে। অতঃপর নবী (সা) হাতের আঙ্গুল দিয়ে শব্দ করে বললেন ঃ যার শীঘ্র মৃত্যু হল, যার জন্য কাঁদল অল্প সংখ্যক এবং যার পরিত্যক্ত সম্পদ খুবই অল্প। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে ইবাদত-বন্দেগীর বুলন্দ মাকামে অবস্থানকারী ব্যক্তির চিত্র অংকন করা হয়েছে। আল্লাহ্র রাস্তায় নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি দুনিয়াতে খাঁটি মুসাফিরের ন্যায় জীবন যাপন করেন। পার্থিব জীবনের উপায়-উপকরণের স্বল্পতা তাঁদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আল্লাহ্ তাঁর অন্তরে প্রাচুর্য এমনভাবে ঢেলে দেন যে, তিনি দুনিয়ার কোন অভাব-অনটনকে অভাব-অনটন মনে করেন না। প্রয়োজন মিটানোর জন্য কারো কাছে হাত পাতেন না; বরং যা পেয়েছেন তাতে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকেন। জীবন-যাপনের সরঞ্জাম আয়ত্ত করাকে জীবনের লক্ষ্য মনে করেন না।

আল্লাহ্র রাহের মুসাফির সর্বদা আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এমনভাবে করেন যাতে কোনরূপ প্রচার ও রিয়ার কোনরূপ চিহ্ন খুঁজে পাওয়া না যায়। তার কোন কাজ লোক দেখানোর জন্য নয়, বরং তার সকল কাজের একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করা। সংগোপনে ইবাদত করার কারণে লোক অহেতুক বাহবা দিয়ে তার ইবাদতে বাধা সৃষ্টি করে না, এ ধরনের আবিদ দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষীও নন, মৃত্যুর সঙ্গে শীঘ্র তিনি মুলাকাত করেন। তার জন্য কাঁদার লোকও বেশি থাকে না এবং তিনি যা রেখে যান তা এত অল্প যে, তার জন্য দুনিয়াতে কোন ঝগড়া-বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আখিরাতেও এ কারণে তাঁর কোন সওয়ালের সম্মুখীন হতে হয় না। জান্নাতের বাগানে তিনি সহজে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। পুণ্যের পাল্লা তার সর্বদা ভারী থাকে। তিনি খাঁটি মু'মিন, তাঁর জীবন প্রত্যেকের ঈর্ষার যোগ্য। ইবাদত-বন্দেগী তাঁর জীবনের বিশেষ পরিচয় এবং ইশকে ইলাহী তার অন্তরের অনির্বাণ অনল।

কিয়ামতের দিনের ভারী বোঝা ধন-দৌলত

(٤٨) عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ قُلْتُ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ مَالَكَ لاَ تَطْلُبُ كَمَا يَطْلُبُ فُلاَنٌ فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَئُوْدًا لاَ يَجُوْزُهَا الْمُثْقِلُوْنَ فَاُحِبُّ اَنْ اَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ.

হাদীস-৪৮ ঃ হযরত উম্মে দারদা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবূ দারদাকে বললাম, তোমার কি হল! অমুক ব্যক্তি যেভাবে (ধন-দৌলত) তালাশ করে, তুমি সেভাবে কর না? তিনি (আবূ দারদা) বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেছেন ঃ) তোমাদের সামনে এক বিরাট দুর্গম গিরিপথ রয়েছে। ভারী বোঝা বহনকারিগণ তা সহজে অতিক্রম করতে পারবে না। তাই আমি সে গিরিপথ অতিক্রমের জন্য নিজেকে হালকা রাখতে পসন্দ করি।

(বায়হাকী ঃ শুয়াবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে যে দুর্গম গিরিপথের দিকে ইশারা করা হয়েছে, তা হলো আখিরাতের বিভিন্ন মনযিল। বান্দার মৃত্যুর সাথে সাথে তার আখিরাতের মনযিল শুরু হয়। দুনিয়ার ধন-দৌলতের মধ্যে লিপ্ত ব্যক্তি আখিরাতের প্রত্যেক মনযিলে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবে। কঠিন অবস্থা এজন্য সৃষ্টি হয় যে, দুনিয়াপ্রার্থীকে তার ধন-দৌলত আখিরাত সম্পর্কে গাফিল করে দেয়ার কারণে সে আখিরাতের স্থায়ী সুখ

হাসিল করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না। বরং দুনিয়ার অস্থায়ী সুখের জন্য দিন-রাত চিন্তা করে, কঠিন পরিশ্রম করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের মূল্যবান জীবন বিসর্জন দেয়। যারা আখিরাতের অনন্ত আরামের তুলনায় দু'দিনের অস্থায়ী দুনিয়ার আরামকে বেশি মূল্যবান মনে করে, তারা বস্তুত সে সব নির্বোধ শিশুর মত আচরণ করে যারা পিতামাতার শত আদেশ-উপদেশ সত্ত্বেও নিজেদের প্রধান খাদ্য না খেয়ে শুধু টফি-লজেন্স বা কোনরূপ মিষ্টিদ্রব্য খায় বা খেতে চায় এবং যার ফল হিসেবে শারীরিক দুর্বলতা বা বিভিন্ন রোগে ভুগতে থাকে।

আলমে বরযখ থেকে শুরু করে পুলসিরাত, আমলের ওযন প্রভৃতি মন্‌যিলে কি অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে তার খবর ওলী-দরবেশ-কুতুব কারও জানা নেই। এসব মন্‌যিলে মানুষ 'ইয়া নাফসি। ইয়া নাফসি!' করতে থাকবে। বন্ধু বন্ধুকে সাহায্য করবে না, মা ছেলেকে, ছেলে মাকে সাহায্য করবে না। প্রত্যেক মানুষ স্বীয় চিন্তায় অস্থির থাকবে। ছোট-খাট প্রত্যেক নিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বান্দাদের জিজ্ঞেস করা হবে। সম্পদের আহরণ ও ব্যয় সম্পর্কে কড়ায়-গন্ডায় হিসাব দিতে হবে। দুনিয়ার জীবনে ঘুষ-রিশওয়াতের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও গরীবের হক নষ্ট করে বড় বড় কন্ট্রাক্ট হাসিল করে লাখ লাখ টাকা লাভ করা সম্ভব হলেও আখিরাতের আদালতে আল্লাহ্‌র বাহিনীকে অনুরূপ ঘুষ-রিশওয়াত দিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করা যাবে না। দুনিয়ার বড় বড় চালবাজ আখিরাতের এ অবস্থা দেখে দিশেহারা হয়ে পড়বে। পার্থিব জীবনের কোন তথ্য গোপন করার চেষ্টা করলে অপরাধীদের মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে। আল্লাহ্‌র হুকুমে হাত-পা কথা বলতে শুরু করবে। অপরাধীরা হয়রান পেরেশান হয়ে দেখবে নিজের হাত-পা নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। দুনিয়ার বড় বড় অহঙ্কারিগণ, যারা ধন-দৌলত ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বাণীকে হেয় চোখে দেখত, দীন ইসলামের প্রচারকারীদের মন্দ বলত এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করত, তারা আখিরাতের অবস্থা অবলোকন করে মাথানত করে ফেলবে এবং দুনিয়াতে যে বোকামী করেছে তার জন্য আফসোস করবে। যেহেতু ইনসান ও জিন্নের হিসাব হবে ও তাদের আমলনামা ওযন করা হবে, সেহেতু ধনীদের হিসাব খুব লম্বা এবং গরীবদের হিসাব খুব অল্প হবে। তাই গরীব ব্যক্তিগণ ধনীদের পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবেন। ধনীদের ছোট অংশ ও গরীবদের বড় অংশ জান্নাতে স্থান পাবেন। এ জন্য নবী করীম (সা) তাঁর উম্মতকে দুনিয়ার জীবনে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের জঞ্জাল সংগ্রহ করে আখিরাতকে নষ্ট করতে বারণ করেছেন। তাই আবূ দারদা (রা) তাঁর বিবি উম্মে দারদাকে দুনিয়ার আরাম-আয়েশের ফিকির না করে আখিরাতের কঠিন মন্‌যিল কিভাবে অতিক্রম করা যাবে তার চিন্তা করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন।

আদম সন্তানের অপসন্দনীয় দুটো জিনিস মু'মিনের জন্য উত্তম

(٤٩) عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِثْنَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ اٰدَمَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِّلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ اَقَلُّ لِلْحِسَابِ.

হাদীস-৪৯ ঃ হযরত মাহমূদ ইবন লবীদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেনঃ আদম সন্তান দুটো জিনিস অপসন্দ করে। সে মৃত্যুকে অপসন্দ করে, অথচ মু'মিনের জন্য মৃত্যু ফিতনা থেকে উত্তম। সে সম্পদের স্বল্পতাকে অপসন্দ করে, অথচ সম্পদের স্বল্পতা আখিরাতের হিসাব সংক্ষিপ্ত করবে। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ দীর্ঘ জীবন ও সম্পদের প্রাচুর্যকে মানুষ দুনিয়ার জীবনের সাফল্য জ্ঞান করলেও এ দুটো জিনিস আখিরাতের সাফল্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী। দীর্ঘায়ু দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য উত্তম, যদি তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে ব্যয়িত হয়। অন্যথায় আখিরাতের ময়দানে দীর্ঘ জীবনের ভারী বোঝা মানুষকে দোযখে নিক্ষেপ করবে। অনুরূপভাবে সম্পদ দুনিয়ার সাফল্যের প্রতীক। যদি সম্পদ নেক ও বৈধ পথে উপার্জিত এবং ব্যয়িত হয়, তাহলে তা আখিরাতে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে। তা না হলে সম্পদের হিসাব দিতে গিয়ে মানুষ হিমশিম খেয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র রাস্তায়, দুঃস্থ মানবতার সেবায় ও যাবতীয় বৈধ কাজে সম্পদ ব্যবহার না করলে বা অন্যায় অসংগত উপায়ে তা উপার্জন করলে ধনীদেরকে সোনা-রূপা গরম করে দাগ দেয়া হবে। সম্পদ তার অধিকারীকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। তাই দীর্ঘ জীবন ও প্রাচুর্যকে আখিরাতের সাফল্যের অন্তরায় গণ্য করা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ مَوْتَ رَاحَتَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ-

—"হে আল্লাহ্! মৃত্যুকে আমাদের সকল অমঙ্গল থেকে বাঁচবার উপায় বানিয়ে দিন।"

আল্লাহ্‌র পসন্দনীয় পরিবার

(٥٠) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ اَبَا الْعِيَالِ.

হাদীস-৫০ ঃ হযরত ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ এমন মু'মিন বান্দাকে মহব্বত করেন, যে গরীব, পরিবার-পরিজনওয়ালা এবং সৎ চরিত্রের অধিকারী। (ইবনে মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে ব্যবহৃত متعفف (মুতাআফ্ফিফ) শব্দের অর্থ ব্যাপক। মহৎ, সৎ, ন্যায়পরায়ণ, খাঁটি, লজ্জাশীল। অর্থাৎ আফিফ এমন ব্যক্তি যিনি লজ্জাশীল, নিখুঁত চরিত্রবান এবং ন্যায়পরায়ণ। যে মু'মিন গরীব অবস্থায়ও চরিত্র কলুষিত করেন না, অন্যায়ভাবে প্রয়োজন পূরণ করেন না বা অন্যের কাছে হাত পাতেন না, আল্লাহ্ তাকে মহব্বত করেন। যখন মু'মিন ব্যক্তি ইশকে ইলাহীর উঁচু মরতবায় অধিষ্ঠিত থাকেন, তখন আল্লাহ্ তাঁর অন্তরে প্রাচুর্য ঢেলে দেন। তিনি সামান্য জিনিসে সন্তুষ্ট থাকেন, অন্যের নিকট হাত সম্প্রসারিত করে নিজেকে অবনত ও লাঞ্ছিত করেন না। তিনি অন্যায়ভাবে প্রয়োজন পূরণ করে আল্লাহ্র ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি অর্জন করেন না। আল্লাহ্র এ ধরনের বান্দাগণ পার্থিব উপায়-উপকরণের অভাবকে খুব বড় করে দেখেন না। তাঁরা সবর ও সন্তুষ্টির উঁচু মাকামে অবস্থান করার দরুন আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন, তিনি যাদের ভালবাসেন, দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁদের কামিয়াবী নিশ্চিত। কোন কিছুর জন্য তারা দুনিয়ার কোন রাজা-বাদশাহ, আমীর-ওমরাহের মুখাপেক্ষী নন।

অভাব গোপনকারীর জন্য সুসংবাদ : এক বছরের হালাল রিযক প্রদান করা হয়

(٥١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاعَ اَوْ احْتَاجَ فَكَتَمَهُ النَّاسَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَنْ يَّرْزُقَهُ رِزْقَ سَنَةٍ مِّنْ حَلَالٍ.

হাদীস-৫১ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে উপোস করল বা কোনরূপ প্রয়োজন অনুভব করল, অথচ তা মানুষের কাছে গোপন রাখল, সে ব্যক্তিকে এক বছরের হালাল রিযক প্রদান করা মহান ইয্যত ও জালালের অধিকারী আল্লাহ্র যিম্মাদারী।

(বায়হাকী ঃ শুয়াবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ বান্দাকে রিযক দান করা বা না করা আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন ব্যাপার। তিনি যাকে ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা, যতটুকু ইচ্ছা, দান করেন। আর তিনি যাকে যা দান করেন তাকে তার উপর সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য। রিযকের উপর সন্তুষ্ট বান্দাকে তিনি খুব পসন্দ করেন। কোন বান্দা রিযকের জন্য কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনে অপর কোন লোকের

নিকট হাত পাতলে আল্লাহ্ তা'আলা তা অত্যন্ত অপসন্দ করেন। শুধু হাত সম্প্রসারণ নয়, রিযকের স্বল্পতা বা অপর্যাপ্ততা সম্পর্কে আলোচনা কিংবা অনুযোগ করাও অন্যায়। আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ আচরণও অপসন্দ করেন। বান্দা যতক্ষণ তার রিযকের রহস্য অন্যের কাছে অনাবৃত রাখে, ততক্ষণ তার রিযকের সংস্থান করার যিম্মাদারী স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন গ্রহণ করেন। বান্দা একবার অভাবগ্রস্ত অবস্থায় ধৈর্যধারণ করলে এবং অন্যের মুখাপেক্ষী না হলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট ও দয়াপরবশ হয়ে তাঁর এরূপ বান্দার এক বছরের প্রয়োজন পূরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

أَنَّ مِنْ كُنُوْزِ الْبِرِّ كِتْمَانِ الْمُصَائِبِ–

—"বিপদ গোপন রাখা এক সওয়াবের ভান্ডার।"

এই হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, ধৈর্যধারণকারীকে আল্লাহ্ অত্যন্ত ভালবাসেন।

হে দয়াময় আল্লাহ্! আমরা সর্বাবস্থায় যেন ধৈর্যধারণকারী হই এবং কোন অবস্থায়ই যেন অন্যের মুখাপেক্ষী না হই। আমীন সুম্মা আমীন।

আল্লাহ্ ও মানুষের মহব্বত লাভের পথ : আখিরাতের মহব্বতে দুনিয়ার আরাম ত্যাগ করা

(৫২) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا اَنَا عَمِلْتُه اَحَبَّنِى اللّٰهُ وَاَحَبَّنِى النَّاسُ قَالَ اِزْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللّٰهُ وَاَزْهَدْ فِىْ مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ.

হাদীস-৫২ ঃ হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর নিকট হাযির হয়ে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন আমল বাতলে দিন যা আমল করলে আল্লাহ্ এবং মানুষ আমাকে মহব্বত করবে। নবী (সা) বললেন ঃ আখিরাতের মহব্বতে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ত্যাগ কর। আল্লাহ্ তোমাকে মহব্বত করবেন এবং মানুষের কাছে যা আছে তার প্রতি নির্লিপ্ত হও, মানুষ তোমাকে ভালবাসবে। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ ও দুনিয়ার মহব্বত এক অন্তরে এক সাথে অবস্থান করতে পারে না। আল্লাহ্র মহব্বত অন্তরে সৃষ্টির অর্থ হ'ল বাস্তব জীবনে তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতিফলন করা। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ও ক্ষেত্রে নিষ্ঠাসহকারে আল্লাহ্র আনুগত্য

যিনি করতে পারেন, তিনি আল্লাহ্‌র প্রেমিক। আল্লাহ্‌র দীনের দাবি পূরণে আল্লাহ্-প্রেমিক তার শ্রম-সম্পদ ও সর্বাধিক প্রিয় প্রাণ অকাতরে কুরবান করেন। দুনিয়ার আরাম-আয়েশ যার অন্তরে আস্তানা গেড়েছে, সে কখনো আল্লাহ্-প্রেমিক হতে পারে না। দুনিয়ার চাকচিক্য ও আকর্ষণ তাকে সর্বদা আল্লাহ্‌র মহব্বত থেকে দূরে রাখে। তাই যে দুনিয়ার মহব্বত ত্যাগ করতে পারবে, সে ইশকে ইলাহীর বুলন্দ মরতবা হাসিল করতে পারবে। যে আল্লাহ্‌কে ভালবাসবে, আল্লাহ্ তাকে ভালবাসবেন। আর আল্লাহ্ যাকে ভালবাসবেন সে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য ও সাফল্যের সুউচ্চ মর্যাদায় অবস্থান করবে। আল্লাহ্‌কে ভালবেসে দুনিয়া ত্যাগ করার অর্থ এ নয় যে, সংসার বিরাগী হয়ে যেতে হবে; বরং এর অর্থ হল একজন মুসাফির যে ধরনের নির্লিপ্ততা সহকারে পথ চলেন, ঠিক সে ধরনের নির্লিপ্ততা সহকারে সংসার ধর্ম পালন করতে হবে এবং মু'মিন ব্যক্তি যখন আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য সংসার ধর্ম পালন করেন, তখন তার প্রত্যেকটি পার্থিব কাজে সওয়াব হয়। আল্লাহ্‌র নিকট মু'মিনের মর্যাদা ও মরতবা অতুলনীয়। এ সম্পর্কিত অন্য এক হাদীসের সারকথা হল, মু'মিন ব্যক্তি নিজে যা খায় তা সদকা, সে পরিবার-পরিজনকে যা খেতে দেয় তা সদকা। মু'মিনের প্রত্যেকটি পার্থিব কাজ সদকার সমতুল্য; অর্থাৎ সওয়াব হাসিলকারী। যিনি আল্লাহ্‌র রাহের মুসাফির তিনি মানুষের সম্পদের প্রতি নির্লিপ্ত। তিনি সম্পদের জন্য মানুষের সাথে প্রতিযোগিতা করেন না। মনে কোন ঈর্ষা পোষণ করেন না। তিনি মানুষকে হক ও ইনসাফের পথে যে আহ্বান করেন, তার জন্য তাদের কাছে কোন প্রতিদান দাবি করেন না। এ ধরনের মুজাহিদকে মানুষ ভালবাসে।

যুহদ এবং এর ফলাফল ও বরকত

যাহিদ ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভের উপদেশ

(৫৩) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ خَلاَّدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْعَبْدَ يُعْطِىْ زُهْدًا فِى الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوْا مِنْهُ فَاِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ.

হাদীস-৫৩ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও আবূ খাল্লাদ (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন, যখন তোমরা দেখবে কোন বান্দাকে 'যুহদ'-ফিদ্-দুনিয়া বা আখিরাতের মহব্বতে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ত্যাগ করা ও সংক্ষিপ্ত কথন দান করা হয়েছে, তখন তার সান্নিধ্য লাভ কর। কেননা তাকে হিকমত দান করা হয়েছে। (বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ হিকমত দান করার অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত সঠিক জ্ঞান। হিকমত লাভকারী ব্যক্তি প্রতিটি কাজ সঠিক মূল্যায়নের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি সব সময় সঠিক ও কল্যাণকর কথা বলেন। হিকমত এমন এক বস্তু যার তুলনা দুনিয়ার অন্য কোন জিনিসের সাথে করা যায় না। হিকমত এমন এক প্রাচুর্যের নাম যার সমকক্ষ দুনিয়ার অন্য কোন প্রাচুর্য নেই। অন্তরে হিকমত দান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا.

—"যাকে হিকমত বা জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাকে অনেক মঙ্গল দান করা হয়েছে।"

আল্লাহ্ যাকে হিকমত দিয়েছেন তিনি কখনো লোকসানের সম্মুখীন হবেন না। তার ছোট বড় প্রত্যেক কাজে হিকমত প্রতিফলিত হবে। তিনি অবিবেচক ও অদূরদর্শীর ন্যায় কোন কাজ করবেন না। কাকে আল্লাহ্ হিকমত দান করেন তার পরিচয় হাদীসে দেয়া হয়েছে। যিনি যাহিদ এবং স্বল্পভাষী, তিনিই হিকমতের অধিকারী। যাহিদ ব্যক্তি আখিরাতের মহব্বতে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ত্যাগকারী।

তাই আল্লাহ্ তাকে মহব্বত করেন। আল্লাহ্ তাঁর মাহবূবকে দুনিয়া ও আখিরাতে তামাম অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ.

—"আল্লাহ মু'মিনদের বন্ধু, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান।"

পবিত্র কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

نَحْنُ اَوْلِيَائُكُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

—"আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের বন্ধু।"

হিকমতের অধিকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন বা তাদের সান্নিধ্য লাভের অর্থ হল তাদের নিকট থেকে উপদেশ গ্রহণ করা এবং তারা যেভাবে যিন্দেগী যাপন করেন সেভাবে যিন্দেগী যাপন করা এবং তারা যেভাবে কামিয়াবী হাসিল করেছেন, সেভাবে কামিয়াবী হাসিল করা।

যুহদকারীর তামাম কাজকর্ম হিকমতে ভরপুর

(٥٤) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَهِدَ عَبْدٌ فِى الدُّنْيَا اِلاَّ اَنْبَتَ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فِىْ قَلْبِهِ وَاَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهٗ وَبَصَّرَهٗ عَيْبَ الدُّنْيَا وَدَاءَهَا وَدَوَاءَهَا وَاَخْرَجَهٗ مِنْهَا سَالِمًا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ.

হাদীস-৫৪ ঃ হযরত আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে বান্দা দুনিয়াতে যুহদ করবে, আল্লাহ্ তার কলবে হিকমত পয়দা করবেন। তার জিহ্বা দিয়েও হিকমতের কথা বলাবেন। তার চোখের মধ্যে ধরিয়ে দেবেন দুনিয়ার দোষ-ত্রুটি, তার রোগ-ব্যাধি ও তার চিকিৎসা এবং দুনিয়া থেকে তাকে নিরাপদে বের করে নিয়ে যাবেন দারুস সালাম—শান্তির গৃহে।

(বায়কাহী ঃ শুয়াবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ ইতিপূর্বে দুনিয়াতে 'যুহদ' করার অর্থ কি, তা আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, আখিরাতের মহব্বতে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ত্যাগ করা ও আখিরাতকে সফল ও সুন্দর করার জন্য দুনিয়ার যিন্দেগীতে সকল সম্ভাব্য উপায়ে চেষ্টা করা বা আল্লাহ্র পথে শ্রম, সম্পদ ও প্রাণ কুরবান করার

জন্য সদা প্রস্তুত থাকা। পূর্বের হাদীসে এ কথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ 'যাহিদ' বান্দাদের অন্তরে হিকমত ঢেলে দেন। আলোচ্য হাদীসে আরো সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যাহিদ বান্দার জীবনে হিকমতের প্রতিফলন কিভাবে ঘটে। যিনি আল্লাহ্কে মহব্বত করেন, আখিরাতের গৃহকে সুন্দর করার জন্য দুনিয়ার অস্থায়ী ক্ষতি বরদাশত করেন, আল্লাহ্ তাঁর অন্তর, দৃষ্টি এবং জিহ্বার মধ্যে হিকমত সৃষ্টি করে দেন। এ ধরনের বান্দারা দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে অন্তর দিয়ে যা অনুভব করেন তা সঠিক হয়, তাঁর মুখ দিয়ে যে কথা ও বাণী উচ্চারিত হয়, তা মানবজাতির জন্য অশেষ কল্যাণকর হয় এবং তিনি তাঁর সম্প্রসারিত দৃষ্টি দিয়ে নিজের ও সমাজের দোষ-ত্রুটি সহজে ধরতে পারেন।

সমাজ ও জাতির কল্যাণ কিভাবে হবে বা সমাজের সমস্যা, সঠিক সমাধান কি, তাও তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। আল্লাহ্ তাঁর যাহিদ বান্দাদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ও সদয়। তিনি তাদের উপর মেহেরবানীর বারি বর্ষণ করেন। তাই তারা যা অনুভব করেন তা হিকমত, যা বলেন তা হিকমত, যা দেখেন তা হিকমত এবং তাঁরা যা করেন তা হিকমত। এজন্য অন্য হাদীসে রাসূল (সা) যাহিদ বান্দাদের সাহচর্য লাভের উপদেশ দিয়েছেন।

প্রাচুর্যের যিন্দেগী পরিহার করার নসীহত

(৫৫) عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ بِهٖ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ اِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَاِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ.

হাদীস-৫৫ ঃ হযরত মা'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বললেন ঃ প্রাচুর্যের যিন্দেগী সম্পর্কে সাবধান; অবশ্যই আল্লাহ্র বান্দাগণ আরাম-আয়েশের জীবন যাপনকারীদের অন্তর্গত নন।

(মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ যাহিদ বান্দারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে আল্লাহ্র দীনকে গালিব করার জন্য নিজেদের যাবতীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করেন। যাহিদ বান্দাগণ আল্লাহ্র সৈনিক হিসেবে জীবন যাপন করেন। ইসলামের পতাকা সমুন্নত করার জিহাদে কখন তাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে দিন-রাত তার প্রতীক্ষায় তারা থাকেন। আখিরাতের অনন্ত সুখ-শান্তির উদ্দেশ্যে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী যিন্দেগী বিসর্জন দেয়ার জন্য তারা সর্বদা প্রস্তুত। তাই ধন-দৌলত উপার্জন করা অবৈধ না হলেও তারা নিজেদের সময় ও যোগ্যতাকে এ কাজে নিয়োজিত করেন না। দুনিয়ার জীবনের তারা

এতটুকু প্রার্থী, যতটুকু তাদের ও পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূরণের জন্য অপরিহার্য। মনে রাখতে হবে, নিজের ও পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য পরিশ্রম করা সওয়াবের কাজ। মু'মিন বান্দা এ যিম্মাদারী হাসি মুখে পালন করেন। তিনি নির্বোধ ও অবিবেচকের ন্যায় তার গোটা জীবন ও সময় এ কাজে নিয়োজিত করেন না। আল্লাহ্র বান্দা হিসেবে তার উপর আরো যে সব যিম্মাদারী রয়েছে, সে সবও তিনি পালন করেন। তিনি বিচক্ষণতার সাথে প্রতিটি যিম্মাদারী পালনের জন্য নিজের সময় বন্টন করেন।

যাকে হিদায়ত দান করা হয় ইসলামের জন্য তার বুক খুলে দেয়া হয়

(٥٦) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ تَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ**. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ النُّوْرَ اِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انْفَسَحَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِتِلْكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهٖ قَالَ نَعَمْ اَلتَّجَافِىْ مِنْ دَارِ الْغُرُوْرِ وَالْاِنَابَةُ اِلٰى دَارِ الْخُلُوْدِ وَالْاِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِهٖ.

হাদীস-৫৬ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) তিলাওয়াত করলেন ঃ

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ.

"আল্লাহ যাকে হিদায়াত দিতে চান তার বুক ইসলামের জন্য খুলে দেন।"

অতঃপর বললেন ঃ নূর বুকে প্রবেশ করলে তা প্রশস্ত হয়ে যায়। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার কি কোন আলামত রয়েছে, যার দ্বারা তার পরিচয় লাভ করা যায়? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ! অস্থায়ী দুনিয়ার প্রবঞ্চনার গৃহের প্রতি বিমুখতা, আখিরাতের চিরস্থায়ী গৃহের প্রতি আসক্তি এবং মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। (বায়হাকী ঃ শুবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামের জন্য বুক খুলে যাওয়ার তিনটি লক্ষণ আল্লাহ্র রাসূল (সা) উল্লেখ করেছেন।

এক ঃ বান্দার মনে অস্থায়ী দুনিয়ার আরাম-আয়েশের প্রতি কোনরূপ লোভের সৃষ্টি হবে না। বান্দা প্রবঞ্চনাভরা দুনিয়ার গৃহের আকর্ষণ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে।

দুই ঃ আখিরাতের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির প্রার্থী হবে। তার মনে আখিরাতের মহব্বত প্রবল হবে। আখিরাতের সুখ-শান্তির জন্য দুনিয়ায় চেষ্টা-সাধনা করবে।

তিন ঃ মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। সর্বদা উৎকৃষ্ট আমল করবে ও মৃত্যুকে ভয় করবে। সর্বদা তার মনের মধ্যে এ চিন্তা থাকবে, যে কোন মুহূর্তে তার পরপারের নোটিশ এসে যেতে পারে। তাই আয়ু থাকা অবস্থায় যত বেশি ইবাদত করা যায়, ততই মঙ্গল। এ ধরনের বান্দা কখনো মৃত্যুর প্রতি গাফিল থাকে না। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার অর্থ হল, অন্যায় অপরাধ থেকে দূরে থাকা, আল্লাহ্র হুকুমকে লংঘন না করা, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা, নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য খুব বেশি তওবা ও ইস্তিগফার করা।

মুসলিম উম্মতের পহেলা কল্যাণ এবং পহেলা ফাসাদ

(৫৭) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَوَّلُ صَلَاحِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الْيَقِيْنُ وَالزُّهْدُ وَاَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْاَمَلُ.

হাদীস-৫৭ ঃ হযরত আমর ইবন শু'আয়ব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ এ উম্মতের পহেলা সওয়াব ও কল্যাণ হল, ইয়াকীন ও যুহদ এবং এ উম্মতের পহেলা ফাসাদ হল, কৃপণতা ও আকাঙ্ক্ষা।

(বায়হাকী ঃ শুয়াবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ মুসলিম উম্মতের সর্বোত্তম কল্যাণ হল ইয়াকীন ও যুহদ। মুহাদ্দিসগণ হাদীসে বর্ণিত ইয়াকীন[১] শব্দকে বিশ্বাস অর্থে গ্রহণ করেছেন। ভাল-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল যা কিছু মানুষকে স্পর্শ করে, তা আল্লাহ্র ফয়সালা মোতাবিক ও ইশারা-ইঙ্গিতে যে হয়ে থাকে, তা বিশ্বাস করাকে ইয়াকীন বলা হয়। নবী (সা) বিভিন্ন সময়ে দু'আর মধ্যে 'ইয়াকীন' শব্দ এ অর্থে ব্যবহার করেছেন। নবী (সা) তাঁর দু'আতে বলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا دَائِمًا يُبَاشِرُ قَلْبِىْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اِنَّهٗ لَا يُصِيْبُنِىْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِىْ-

---

১. কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে 'ইয়াকীন' মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ.

—"এবং তোমার রব্বের ইবাদত কর, ইয়াকীন বা মৃত্যু আসা পর্যন্ত।"

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি ঈমানের জন্য যা সর্বদা আমার অন্তরকে প্রফুল্লতা দান করে এবং এক সত্য ইয়াকীনের জন্য যাতে আমি বুঝতে পারি। তুমি আমার ভাগ্যলিপিতে যা লিখেছ, তাছাড়া কোন কিছু আমার উপর পতিত হবে না।"

বান্দা যখন কিসমতের ফয়সালার উপর সম্পূর্ণ ইয়াকীন স্থাপন করে বা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, রিযকের স্বল্পতা ও প্রাচুর্য সম্পূর্ণ আল্লাহ্র এখতিয়ারের মধ্যে, তখন সে কিসমতের ফয়সালা পরিবর্তন করার জন্য কোন মানুষের শরণাপন্ন হবে না। বান্দা যখন দৃঢ়প্রত্যয় রাখে যে, দুনিয়ার কোন শক্তি আল্লাহ্র ফয়সালা কার্যকরী করতে বাধা দিতে সক্ষম নয়, আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষের কোন তদবীর কার্যকরী নয় বা আল্লাহ্ যে মুসীবত দিয়েছেন তা কোন শক্তি দূর করতে পারবে না, তখন সে নির্ভীক-চিত্তে আল্লাহ্র রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। রাজার রক্তচক্ষু, আমীর- ওমরাহের গরম কথা, ভাই-বন্ধুর মায়া-মমতা, সম্পদের লোকসান কোন কিছুই তাকে হক পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

যাহিদ সাধক মানুষ দুনিয়ার আরাম-আয়েশের প্রতি বিমুখ। তাঁরা দুনিয়ার জীবন ও তার প্রাচুর্যকে অস্থায়ী মনে করেন। তাঁরা আখিরাতের যিন্দেগীকে মহব্বত করেন, আখিরাতের চিত্র সুস্পষ্ট থাকায় তারা আখিরাতের জীবনের কল্যাণ হাসিল করতে দুনিয়ার সর্বোচ্চ কুরবানীকেও কুরবানী মনে করেন না। আল্লাহ্র সুন্নাত মোতাবিক দুনিয়া তাঁদের কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে ধরা দেয়, তাই আল্লাহ্র যাহিদ বান্দারা আখিরাতের জীবনের সাথে সাথে দুনিয়ার জীবনের ফায়দাও হাসিল করেন। এ জন্য নবী (সা) তাঁর উম্মতের জন্য যুহুদ (দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি) ও ইয়াকীনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যতদিন ইয়াকীন ও যুহদের রজ্জু মুসলিম উম্মাহ দৃঢ়হস্তে ধারণ করে রাখবে, ততদিন তারা দুনিয়ার জীবনে কামিয়াব থাকবে এবং মৃত্যুর পর আখিরাতের কামিয়াবী তাদের নসীব হবে।

কৃপণতা ও আকাঙ্ক্ষাকে মুসলিম উম্মতের ফাসাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কৃপণ ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক থাকার কারণে ধন-দৌলত কুক্ষিগত করা ছাড়া তার জীবনের অন্য কোন লক্ষ্য নেই। দেশ, জাতি বা সমাজের জন্য তার কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। সে সমাজের কল্যাণে কোন কাজ করতে প্রস্তুত নয়। যে কাজে তার ধন-দৌলত উপার্জনে বিঘ্ন ঘটে, তা তার কাছে অপসন্দনীয়। এ ধরনের কৃপণ ব্যক্তি সমাজ তথা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শত্রু।

অনুরূপভাবে আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। মৃত্যুকে অপসন্দ করে দুনিয়াতে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে চায়। এ ধরনের লোকের দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না। কোন কাজে হাত দেয়ার পূর্বে তারা বারবার চিন্তা করে

দেখে, তাতে বিপদের ঝুঁকি কতটুকু। কোন কঠিন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত মন-মানসিকতা এবং হিম্মত তাদের নেই। তাই নবী (সা) তাঁর উম্মতের জন্য এ দুটো জিনিসকে ক্ষতিকারক বলেছেন। প্রথমে যে দুটি গুণের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো যতদিন মুসলিম উম্মত আঁকড়ে ধরেছিল, ততদিন তাদের দুনিয়াতে জয়জয়কার ছিল, দুনিয়া তাদের কাছে নত ছিল। শেষে যে দুটি বদ অভ্যাসের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর অভিশাপে মুসলিম উম্মত আজ মাগলূব বা পরাজিত। দুনিয়ার অন্যান্য জাতি তাদের উপর গালিব বা বিজয়ী। দুনিয়া তাদের জন্য সংকীর্ণ, এমনকি নিজের গৃহ ও দিলও তাদের জন্য সংকীর্ণ এবং অন্যের প্রভাব ও কর্তৃত্বাধীন। আখিরাতের ব্যর্থতা ও গ্লানি। পরবর্তী পর্যায়ে আখিরাতের আদালতে অবশ্যই তাদেরকে তামাম ব্যর্থতার জবাব দিতে হবে।

হালালকে হারাম এবং সম্পদ বরবাদ করার নাম যুহ্দ নয়

(৫৮) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيْمِ الْحَلَالِ وَلاَ بِاِضَاعَةِ الْمَالِ وَلٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِى الدُّنْيَا اَنْ لاَ تَكُوْنَ بِمَا فِىْ يَدَيْكَ اَوْثَقَ مِمَّا فِىْ يَدَىِ اللّٰهِ وَاَنْ تَكُوْنَ فِىْ ثَوَابِ الْمُصِيْبَةِ اِذَا اَنْتَ اُصِبْتَ بِهَا اَرْغَبَ فِيْهَا لَوْ اَنَّهَا اُبْقِيَتْ لَكَ.

হাদীস-৫৮ ঃ হযরত আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হালালকে হারাম এবং সম্পদ বরবাদ করার নাম যুহ্দ নয়, বরং দুনিয়াতে যুহ্দ করার অর্থ হল, তোমার হাতে যা আছে তার চেয়ে বেশি ভরসা কর যা আল্লাহ্র হাতে আছে তার উপর এবং তোমার উপর মুসীবত পতিত হলে তা তোমার উপর পতিত না হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করার চেয়ে সওয়াবের আকাঙ্ক্ষা বেশি কর।

(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ বৈরাগ্য সাধনের নাম যুহ্দ নয়। বাড়ি-ঘর, ধন-দৌলত, পরিবার-পরিজন ত্যাগের নাম যুহ্দ নয়। আল্লাহ্র যাহিদ বান্দা কখনো হালাল বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করেন না এবং আল্লাহ্র দেয়া সম্পদ বরবাদ করেন না। যাহিদ ব্যক্তি সম্পদ সংগ্রহকে তাঁর জীবনের লক্ষ্য মনে করেন না। সম্পদের খাতিরে সম্পদ সংগ্রহকে তিনি পসন্দ করেন না। সম্পদের মহব্বতে বা সম্পদ উপার্জনের জন্য তিনি কখনো তাঁর আখিরাত বরবাদ করেন না। দুনিয়ার যে কাজ আখিরাতকে খারাপ করে,

তা আপাতদৃষ্টিতে খুব লাভজনক হলেও তা তিনি পরিত্যাগ করেন। দুনিয়া- প্রার্থী না হওয়া সত্ত্বেও যাহিদ ব্যক্তির কাছে সম্পদ আসতে পারে এবং এ ধরনের পরিস্থিতিতে তিনি সম্পদকে বরবাদ করেন না। তিনি তা নিজের ও পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ এবং আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করেন।

যাহিদ ব্যক্তি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। আখিরাতের যিন্দেগীতে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদেরকে যে নিয়ামত ও ফযীলত দান করবেন তা যাহিদ ব্যক্তির নিকট দুনিয়ার নিয়ামতের চেয়ে অধিক প্রিয়। আখিরাতের ফযীলত ও নিয়ামতের উপরই যাহিদ ব্যক্তির একমাত্র আশা-ভরসা। যাহিদ বান্দা বিপদে ধৈর্যশীল। কখনো হা-হুতাশ করেন না, বিপদ কেন পতিত হল বা বিপদ পতিত না হলে ভাল হতো, এরূপ কথা তিনি বলেন না এবং এ ধরনের চিন্তাও মনের কোণে স্থান দেন না। তিনি বিপদে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিল করতে চান। বিপদে ধৈর্য ধারণকারীর উপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন এবং তাকে তিনি এত বেশি সওয়াব দেন যা তিনি বিপদমুক্ত অবস্থায় আমল করে হাসিল করতে পারতেন না।

সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য ওহী নাযিল করা হয়নি

(৫৯) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُوْحِيَ اِلَيَّ اَنْ اَجْمَعَ الْمَالَ وَاَكُوْنَ مِنَ التَّاجِرِيْنَ وَلٰكِنْ أُوْحِيَ اِلَيَّ اَنْ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ.

হাদীস-৫৯ ঃ এক মুরসাল হাদীস জুবায়র ইবন নুফায়র তাবিঈ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সম্পদ জমা করা এবং ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়নি, বরং আমার উপর ওহী নাযিল করা হয়েছে ঃ তোমার রব্বের তাসবীহ্ ও হামদ পাঠ কর, সিজদাকারীদের অন্তর্গত হও এবং আমরণ তোমার রব্বের ইবাদত কর। (শারহুস সুন্নাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ তিজারত, ব্যবসা-বাণিজ্য বৈধ এবং জায়েয কাজ। সৎ ব্যবসায়ীদের সওয়াব ও মরতবা খুব বেশি, তারা আম্বিয়া, শুহাদা এবং সিদ্দীকদের সাথে থাকবেন। ব্যবসা খুব কঠিন নেশা এবং এতে প্রতি মুহূর্তে ঈমানের পরীক্ষা হয়ে থাকে। তাই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের বিপুল সওয়াব দেয়া হবে। আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (সা) তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছেন। নবূওয়াতের কঠিন যিম্মাদারী পালনের জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন। তাঁর যিম্মাদারী ছিল বহুমুখী। তিনি মানুষের কাছে আল্লাহ্র

বাণী পেশ করতেন। যারা তাঁর দাওয়াত কবূল করে মুসলমান হতেন তিনি তাদের আমল-আখলাক সুন্দরভাবে গঠনের তালিম দান করতেন, ইসলাম কবূলকারীদেরকে ইসলামের প্রচার কাজে নিয়োজিত করতেন এবং ইসলাম ও ইসলামী সমাজের বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতেন। এসব কাজ পৃথকভাবে এবং সম্মিলিতভাবে ইবাদত। এমতাবস্থায় তিজারত বা অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ করার সময় তাঁর ছিল না। হাদীসে বর্ণিত তাঁর কথার অর্থ হল, আল্লাহ্ তাঁকে নবূওতের যেসব মহান দায়িত্ব প্রদান করেছেন, তা সম্পাদন করা তাঁর কর্তব্য। তিজারতের মাধ্যমে সম্পদ সঞ্চয় করা যিম্মাদারীর অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ্র যেসব বান্দা ইসলামের প্রচার-প্রসার কাজে দিন-রাত মশগুল রয়েছেন, তাঁরা ইচ্ছা করলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করতে পারবেন না। তাদের যিম্মাদারী তাদেরকে বাধা দিবে। অবশ্য তাবলীগ বা ইসলাম প্রচার-প্রসারের যিম্মাদারী ব্যবসায়ীদের উপরও রয়েছে এবং তা পালনের জন্য সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ না করলে আল্লাহ্র কাছে তাদেরও জবাবদিহি করতে হবে।

বাতহা উপত্যকা স্বর্ণে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব

(٦٠) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَىَّ رَبِّىْ لِيَجْعَلَ لِىْ بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ لاَ يَا رَبِّ وَلٰكِنْ اَشْبَعُ يَوْمًا وَاَجُوْعُ يَوْمًا فَاِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ اِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ وَاِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ.

হাদীস-৬০ ঃ হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মক্কার বাতহা উপত্যকাকে আমার জন্য স্বর্ণে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব আমার রব্ব আমাকে দিয়েছিলেন। নবী (সা) বলেন ঃ আমি বললাম, হে রব্ব ! না, আমি একদিন পেটপুরে খাব আর একদিন ভূখা থাকব। যখন ভূখ লাগবে, তখন আপনার কাছে অবনত হব এবং আপনাকে স্মরণ করব এবং যখন পেটপুরে খাব তখন আপনার প্রশংসা করব এবং শোকর আদায় করব। (আহ্মদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সা)-এর মনের প্রাচুর্য ছিল অফুরন্ত। দুনিয়ার ধন-দৌলত তাঁর সামনে হাযির করার পরও তিনি তা কবূল করেননি। গরীব হালতের মধ্যে জীবন যাপন করে তিনি ইবাদতের বুলন্দ মরতবা হাসিল করতে চেয়েছেন। তিনি একটানা প্রাচুর্যের চেয়ে কখনো সম্পদ আবার কখনো অভাব-অনটন চেয়েছেন। দুঃখের পর সুখ এবং অভাবের পর সম্পদ লাভের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূলের তৃপ্তি রয়েছে। তিনি

উভয় অবস্থায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করতে চেয়েছেন। অভাব-অনটনে ধৈর্য ধরে সবরকারী বান্দা হিসেবে নিজের মর্যাদাকে উন্নত করতে এবং খোশহাল অবস্থায় শোকরকারী বান্দা হিসেবে আল্লাহ্র মহব্বত হাসিল করতে চেয়েছেন। আম্বিয়ায়ে কিরামের সরদার হযরত মুহাম্মদ (সা) ইশকে ইলাহীর সর্বোচ্চ মাকামে অবস্থান করার কারণে সুখ-দুঃখ মিশ্রিত জীবন পসন্দ করেছেন।

মনে রাখতে হবে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের জন্য সম্পদ হালাল এবং কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ্র কাছে অভাব এবং দুঃখ-কষ্টের জন্য প্রার্থনা করা উচিত নয়। কারণ অভাব-অনটন এক ধরনের পরীক্ষা এবং বান্দা এ কথা সঠিক করে বলতে সক্ষম নয় যে, সে এ ধরনের পরীক্ষায় কামিয়াব হবে, না ব্যর্থ হবে। যদি কোন সময় আল্লাহ্র কোন বান্দা এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, অভাব-অনটন সৃষ্টি হয়, তাহলে হা-হুতাশ না করে বা অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে আল্লাহ্র একজন শোকর গুযার বান্দা হিসেবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য চেষ্টা করতে হবে।

সর্বাবস্থায় মিসকীন থাকার জন্য রাসূল (সা) -এর দু'আ

(٦١) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ.

হাদীস-৬১ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে মিস্কীনের জীবন দান কর, মিস্কীন অবস্থায় আমার মৃত্যু দান কর এবং মিস্কীনদের সাথে আমার হাশর কর।

[তিরমিযী ও বায়হাকী ঃ শুয়াবুল ঈমান এবং ইবন মাজাহ হাদীসটি আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন]

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সা) আমরণ মিস্কীনের যিন্দেগী যাপন করেছেন। তিনি যেমন মিস্কীনি যিন্দেগী পসন্দ করতেন, তেমনি মিস্কীনদেরকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। তাঁর আসহাব অধিক সংখ্যক মিস্কীন ছিলেন। তিনি তাদের খুব মহব্বতের সংগে তালিম-তারবিয়াত দিতেন, আর এসব গরীব-মিসকীন সাহাবীর দ্বারাই তিনি বাতিলের মোকাবিলা করেছেন। যাদের বিত্ত ও সহায়-সম্বল বেশি, তাদের দ্বারা সমাজ সংস্কার এবং তাবলীগের কাজ খুব কম হয়। ধন-দৌলতের রক্ষণাবেক্ষণে তাদের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন সফলকামদের অধিকাংশ হবেন গরীব-মিসকীন। আল্লাহ্র ধনী নেক বান্দাগণ গরীব নেক বান্দাদের মত সহজে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না। সম্পদের হিসাব তাদের দিতে হবে। তাই নবী করীম (সা) মিসকীনের যিন্দেগী চেয়েছেন, আজীবন মিসকীন হিসেবে ও মিসকীনদের

সাথে বসবাস করেছেন এবং আখিরাতের যিন্দেগীতেও তাঁর হাশর মিসকীনদের সাথে চেয়েছেন।

খাদ্যের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নবীর দু'আ

(٦٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا وَّفِيْ رِوَايَةٍ كَفَافًا.

হাদীস-৬২ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত; আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! মুহাম্মদের পরিবার-পরিজনকে তুমি পরিমিত রিযক দান কর। অন্য রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, সামান্য। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য পরিমিত রিযক চেয়েছেন। অর্থাৎ যে রিযকের দ্বারা কোন প্রকারে জীবন ধারণ করা যায় এবং অন্যের কাছে হাত পাততে না হয়। আর এমন রিযক যাতে কোন প্রকার উদ্বৃত্তও না থাকে। এ ধরনের জীবনকে কোন অবস্থাতেই খোশহাল যিন্দেগী বলা চলে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র নবী (সা) তাতে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে আখিরাতের জীবনে 'মাকামে মাহমূদ' দান করুন। আমীন।

একাধারে দু'দিন পেটপুরে না খেয়ে নবীর পরিবার

(٦٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীস-৬৩ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-কে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত মুহাম্মদের পরিবার-পরিজন একাধারে দু'দিন পেট পুরে যবের রুটি খাননি। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) ও তাঁর পরিবার-পরিজন একযোগে দু'দিন ও যবের রুটি খেতে পাননি। একদিন খেয়েছেন, অন্যদিন ভূখা থেকেছেন। এ অবস্থায় নবূওতের যিম্মাদারী পুরাপুরি পালন করেছেন। রিযকের অপ্রতুলতার কারণে ইসলামের প্রচারকার্য বন্ধ করে ঘরের কোণে আশ্রয় নেননি। এ থেকে একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট হয়েছে যে, উপায়-উপকরণের অভাব, রিযকের অস্বচ্ছলতা প্রভৃতি ইসলামের পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছানোর কাজে বাধার সৃষ্টি করতে পারে না।

এমনকি না খেয়েও নবী করীম (সা) যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল, আখিরাতের মহব্বত এবং বাতিলকে পর্যুদস্ত ও পরাভূত করার দৃঢ় সংকল্প অপরাজেয় মনোবল সৃষ্টি করে।

নবী করীম (সা) কোনদিন পেট পুরে যবের রুটি খেতে পাননি

(٦٤) عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ شَاةٌ مَّصْلِيَّةٌ فَدَعَوْهُ فَاَبٰى اَنْ يَّاْكُلَ وَقَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ.

হাদীস-৬৪ ঃ হযরত সাঈদ আল-মাকবুরী আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন আবূ হুরায়রা (রা) কতিপয় লোকের নিকট গিয়েছিলেন। তাদের সামনে ভূনা বকরী ছিল। তারা তাঁকে খাওয়ার জন্য আহ্বান করলে, তিনি খেতে অস্বীকার করে বললেন ঃ নবী (সা) দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় চলে গেছেন যে, কোনদিন পেটপুরে যবের রুটি খেতে পাননি। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে আল্লাহ্র রাসূল (সা) যে অবস্থায় মধ্যে ছিলেন, তার বিবরণ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ অবস্থা সম্পর্কে তাঁর আসহাবে কিরাম পূর্ণভাবে ওয়াকিবকাল ছিলেন। নবী করীম (সা)-এর এ অবস্থা তাঁদের মনে কিরূপ কষ্ট দিত তা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহ্র রাসূলের তিরোধানের পরও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের সামনে কোন উত্তম খাদ্য আনা হলে তাঁদের মনে সে স্মৃতি ভেসে উঠত। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা)-কে কত ভালবাসতেন তার প্রমাণ এ হাদীসে পাওয়া যায়। আল্লাহ্র নবীর স্মৃতি তাঁর মনে জেগে উঠার দরূণ তিনি উত্তম খাদ্য খেতে অস্বীকার করলেন। রাসূলের মহব্বতের অম্লান নমুনা প্রতিটি যুগের মু'মিনের ঈমান তাজা করবে।

নবী করীম (সা)-কে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছে

(٦٥) عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ اُخِفْتُ فِى اللّٰهِ مَا يُخَافُ اَحَدٌ وَلَقَدْ اُوْذِيْتُ فِى اللّٰهِ وَمَا يُوْذٰى اَحَدٌ وَلَقَدْ اَتَتْ عَلَىَّ ثَلٰثُوْنَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَالِىْ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَّاْكُلُهٗ ذُوْكَبِدٍ اِلاَّ شَيْئٌ يُّوَارِثِيْهِ اِبِطُ بِلَالٍ.

হাদীস-৬৫ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ্র রাস্তায় আমাকে যা ভয় দেখানো হয়েছে তা অন্য কাউকে দেখানো হয়নি। আল্লাহ্র রাস্তায় আমাকে যে কষ্ট দেয়া হয়েছে তা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। এবং এমন এক সময় আমার উপর এসেছে যে, ত্রিশ দিন ও রাত বিলালের বগলের নীচে যা রাখা হয়েছিল তা ছাড়া আমার এবং বিলালের জন্য কোন বস্তু ছিল না যা কোন প্রাণী খেতে পারে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্র দীন আল্লাহ্র বান্দাদের কাছে যাতে প্রচারিত না হয় তার জন্য মক্কার নগর রাষ্ট্রের হোমড়া চোমরাদের পক্ষ থেকে সীমাহীন চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন গোত্রের প্রধানদের হাতে মক্কার শাসন ব্যবস্থা ছিল। তারা তাদের গোত্রের নিষ্ঠুর চরিত্রের লোকদেরকে নবী করীমের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ্র পয়গাম মানুষের কাছে পেশ না করার জন্য তারা নবী (সা)-কে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের ভয় প্রদর্শন করত। যখন তাদের ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে তিনি দীনের দাওয়াত দিতে থাকলেন, তখন তারা তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে দৈহিক নির্যাতন করতে লাগল। তাতেও যখন তিনি ক্ষান্ত হলেন না, তখন তাঁর বিরুদ্ধে তারা অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করল। শে'বে আবূ তালিবে তাঁকে ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে অন্তরীণ রাখা হ'ল। সীরাত বা জীবন চরিত বিষয়ক কিতাবসমূহে সে সময়ের করুণ অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। অসহায় শিশুদের চীৎকার ও ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অন্তরীণ অবস্থায়ও নবী করীম (সা) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ নিরুৎসাহিত হননি। তিনি ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ যেভাবে নির্যাতীত হয়েছেন, তার উদাহরণ বিরল। হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রূপ-নির্যাতন, প্রিয় সাথীদের হত্যা, স্বয়ং নবী করীমকে হত্যার ষড়যন্ত্র, অর্থনৈতিক বয়কট, খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করা প্রভৃতি কোন কিছুর দ্বারা নবী করীম (সা)-কে ইসলাম প্রচারের পথ থেকে বিরত রাখা যায়নি। এ ধরনের কঠিন অবস্থায়ও তিনি মুসলমানদেরকে বলতেন ঃ হে মুসলমানগণ! স্মরণ রাখ, যদি ইসলাম প্রচারের যিম্মাদারী পরিত্যাগ কর তাহলে উত্তম উম্মত হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে এবং হক সুবহানাহু তা'আলা প্রদত্ত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর যালিমদের কর্তৃত্ব দিয়ে দিবেন, তারা তোমাদের উপর যুলম করবে। যদিও তখন তোমাদের উত্তম ব্যক্তিগণ দু'আ করবেন; কিন্তু তাদের দু'আ কবূল হবে না।

রাসূলের আনুগত্য ও তাঁর প্রতি মহব্বত রাখা উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। আনুগত্য ও মহব্বতের দাবি পূরণ করতে হলে সর্বাবস্থায় ইসলাম প্রচারের হক আদায় করতে হবে। কোন অবস্থাতেই এ মহান যিম্মাদারী ত্যাগ করা যাবে না। 'আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার'-এর যিম্মাদারী অবশ্যই

পালন করতে হবে। বলা বাহুল্য, এ যিম্মাদারী পালন করার মধ্যেই উম্মতের স্থায়িত্ব ও সাফল্য রয়েছে।

একাধারে দু'মাস হযরতের গৃহে উনুন জ্বলেনি

(٦٦) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنَ اُخْتِيْ اِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ اِلَى الْهِلاَلِ ثَلٰثَةَ اَهِلَّةٍ فِيْ شَهْرَيْنِ وَمَا اُوْقِدَتْ فِيْ اَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ فَقُلْتُ مَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ قَالَتْ اَلْاَسْوَدَانِ التَّمَرُ وَالْمَاءُ اِلاَّ اَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيْرَانٌ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوْا يَمْنَحُوْنَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْقِيْنَاهُ.

হাদীস-৬৬ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি উরওয়াকে বললেন ঃ হে আমার বোনের ছেলে, দু'মাসে তিন চাঁদের উদয় আমরা দেখেছি, কিন্তু মুহাম্মদের বাসগৃহে আগুন (উনুন) জ্বালান হয়নি। আমি (উরওয়া) জিজ্ঞেস করলাম, কি জিনিস আপনাদেরকে বাঁচিয়ে রাখত? তিনি বললেন, খেজুর ও পানি। অবশ্য (কোন কোন সময়) প্রতিবেশী আনসারদের শীতকালে দুগ্ধ দানকারী উটনী ছিল এবং তারা আল্লাহর রাসূলের জন্য দুধ হাদিয়া পাঠাত, আমরা সে দুধ পান করতাম।

(বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ যে গৃহে দু'মাসের মধ্যে উনুন জ্বালান হয়নি, সে গৃহের মানুষের অবস্থা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। তাঁরা যে কত নিদারুণ অভাব-অনটনের মধ্যে ছিলেন তা সহজে অনুমেয়। আল্লাহর নবী ও তাঁর পরিবার-পরিজন হাসিমুখে তা বরদাশত করেছেন। আল্লাহর উপর অটুট বিশ্বাস থাকলে বান্দা অপরাজেয় মনোবলের অধিকারী হন এবং পৃথিবীর কোন বাধাই তাকে দমিত ও পরাজিত করতে পারে না। তিনি সকল প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজের লক্ষ্যে উপনীত হন। আল্লাহর যে সব বান্দা বিত্তের অধিকারী নন, তাঁরা নবী করীমের মিসকীনি যিন্দেগী থেকে সবক হাসিল করতে পারেন। গরীব অবস্থার মধ্যে যে সব আল্লাহর বান্দা নিজেদেরকে খুব ছোট ও হীন মনে করেন এবং এই কারণে আল্লাহর পয়গাম মানুষের কাছে পৌছাতে অগ্রসর হন না, তাঁরা নবী করীমের অবস্থা নিজেদের চোখের সামনে রাখলে সহজে অগ্রসর হতে পারবেন এবং হীনমন্যতার ব্যাধি তাদের পথকে রুখতে পারবে না।

মহানবী (সা) একাধারে বহু রাত্রি না খেয়ে কাটিয়েছেন

(٦٧) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيْتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا هُوَ وَاَهْلُهُ لاَ يَجِدُوْنَ عَشَاءً وَاِنَّمَا كَانَ عَشَاءُهُمْ خُبْزُ الشَّعِيْرِ.

হাদীস-৬৭ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) একাধারে বহু রাত না খেয়ে কাটিয়েছেন। তিনি ও তাঁর পরিবার-পরিজন বহুরাতে খাবার পাননি। (এবং যখন পেতেন) তাও হতো যবের রুটি। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে রাসূল (সা) -এর জীবনের করুণ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সা) ও তাঁর পরিবার-পরিজন একাধারে বহু রাত না খেয়ে কাটাতেন এবং যখন রাতের খাবার পেতেন তখন তা কোন উঁচুমানের হতো না, খুব সাধারণ খাদ্য। যবের রুটি পাওয়া গেলে খুশি হতেন, খেয়ে তৃপ্ত হতেন এবং আল্লাহর শোকর আদায় করতেন। খাদ্য না পেলে অসন্তুষ্ট হতেন না। সবর করতেন, আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করতেন, তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করতেন। ধৈর্যধারণ করে আবিদ হিসেবে মর্যাদা বৃদ্ধি করতেন। তাঁর অধিকাংশ আসহাবের অবস্থা প্রায় অনুরূপ ছিল। তিরমিযীর অপর এক হাদীস থেকে জানা যায়, কোন এক রাতে ক্ষুধার যন্ত্রণায় আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) রাস্তায় পায়চারী করছিলেন। এ অবস্থায় নবী করীম (সা)-এর সংগে তাঁদের সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁদেরকে জানালেন যে, তিনিও তাঁদের মত না খেয়ে রয়েছেন।

আল্লাহ তাঁদেরকে এবং তাঁদের সাথে সমস্ত মুসলমানদের আখিরাতের জীবনে নিয়ামতভরা জান্নাত দান করে চিরস্থায়ী সুখ দান করুন। হে দয়াময়! আমাদের যামানার ঈমানদাররা এ ধরনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না, তাই আমাদের উপর রহম করুন। আমাদের জন্য অবস্থা সহজ করুন যাতে আমরা এ ধরনের কঠিন পরীক্ষা না দিয়ে দীনের কাজ করতে পারি।

নবীর বর্ম ৩০ সা' যবের বিনিময়ে বন্ধক

(٦٨) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلٰثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ.

হাদীস-৬৮ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাসূলের ইনতেকালের সময় তাঁর বর্ম ৩০ সা' যবের বিনিময়ে জনৈক ইয়াহূদীর নিকট বন্ধক ছিল। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর রাসূল (সা) আমরণ অভাবের মধ্যে ছিলেন। আল্লাহর দীনের পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করার মধ্যেই রাসূল (সা)-এর দিন-রাত কেটে যেত। জীবিকা উপার্জনের কোন সময় তাঁর ছিল না। তিনি ও তাঁর পরিজন যখন খাবার পেয়েছেন, খেয়েছেন, না পেলে উপোস করেছেন। কোন কোন সময় আল্লাহর নবী (সা) মানুষের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন। এখন প্রশ্ন হল, তিনি মুসলমানদের পরিবর্তে ইয়াহূদীর নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন কেন? তার কোন সঠিক জবাব আমাদের জানা নেই। তার রহস্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল জানেন। কোন কোন হাদীস ব্যাখ্যাতা মনে করেন, আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে নিজের অভাবের কথা স্বেচ্ছায় জানতে দেননি। কারণ তাতে তাঁরা কষ্ট পাবেন। শুধু তাই নয়, তিনি সাহাবীদের নিকট ঋণ চাইলে তারা তাঁকে ঋণের পরিবর্তে হাদিয়া দিয়ে দিতেন। নিজের অভাব অন্যকে জানিয়ে হাদিয়া গ্রহণ করা নবী করীমের স্বভাব ও মর্যাদার পরিপন্থি ছিল। অধিকন্তু এ ধরনের লেনদেনের মাধ্যমে অমুসলমানগণ নবী করীম (সা)-এর আদব ও আখলাক জানার সুযোগ পেত। বলা বাহুল্য, নবী করীম (সা)-এর সংস্পর্শে যারা এসেছিল, তারা কোন না কোন দিক থেকে লাভবান হয়েছিল। আল্লাহ তাদের হিদায়ত করেছেন, তারা মুসলমান হয়েছেন। যারা মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেনি, তারাও হয়ত নবী করীমের চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত আচার-আচরণ পরিবর্তন করেছে। তাই ইয়াহূদীর নিকট থেকে ঋণ গ্রহণের মধ্যে হিকমত নিহিত রয়েছে।

রাসূল (সা)-এর শরীরে মাদুরের দাগ

(٦٩) عَنْ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى رِمَالِ حَصِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ فِرَاشٌ قَدْ اَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهٖ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلٰى اُمَّتِكَ فَاِنَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ فَقَالَ اَوَفِىْ هٰذَا اَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اُولٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِىْ رِوَايَةٍ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْاٰخِرَةَ.

হাদীস-৬৯ ঃ হযরত উমর (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহর রাসূলের নিকট গেলাম। তিনি খেজুর পাতার মাদুরে শুয়েছিলেন। তাঁর (শরীর) ও মাদুরের

মধ্যস্থলে কোন বিছানা ছিল না। তাঁর শরীরের পাশে মাদুরের দাগ পড়ে গিয়েছিল। তিনি পাতা ভর্তি চামড়ার বালিশে ভর দিয়েছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি আপনার উম্মতকে প্রাচুর্য দান করবেন। পারস্য ও রোমকে প্রাচুর্য দান করা হয়েছে। অথচ তারা আল্লাহর ইবাদত করে না। আল্লাহর রাসূল বললেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এরূপ চিন্তা কর? তারা এমন কওম যাদেরকে তাদের যাবতীয় কল্যাণ দুনিয়ার যিন্দেগীতে দান করা হয়েছে। অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ তুমি কি রাযী নও (বা কেন তুমি রাযী নও) যে, তাদের জন্য দুনিয়া এবং আমাদের জন্য আখিরাত? (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উমর (রা) আল্লাহর রাসূলের তকলিফ দেখে সীমাহীন ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি জানতেন, দুনিয়ার তামাম ধন-দৌলত আসমান-যমীনের মালিক আল্লাহর পূর্ণ এখতিয়ারে রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। যদি তিনি ইরান ও রোমের কাফির জাতিদের ধন-দৌলত দান করতে পারেন, তাহলে তাঁর ইবাদতকারী মুসলমানদেরকে কেন দান করতে পারবেন না? অধিকন্তু আল্লাহ তাঁর নবীর দু'আ কখনো ফেলে দিবেন না। উমর (রা) আরো জানতেন, নবী করীম (সা) তাঁর ব্যক্তিগত যিন্দেগীর প্রাচুর্যের জন্য কখনো দু'আ করবেন না। তাই তিনি গোটা উম্মতের প্রাচুর্যের জন্য দু'আ করতে অনুরোধ করেন কিন্তু আল্লাহর রাসূল তাঁর উম্মতের জন্য প্রাচুর্যের দু'আ করেননি। তিনি অন্য হাদীসে প্রাচুর্যকে তাঁর উম্মতের ফিতনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাই কি করে তিনি তাঁর উম্মতের বিড়ম্বনার জন্য দু'আ করতে পারেন? তিনি তাঁর উম্মতের আখিরাতের আরাম-আয়েশ চেয়েছেন। নবী করীম (সা)-এর অপর এক হাদীসের সারমর্ম হল ঃ যারা আখিরাতের সুখ-শান্তির প্রার্থী এবং তার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, দুনিয়া তাদের নিকট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে ফিরে আসে। দুনিয়ার জীবনে যা তাদের জন্য লিখা হয়েছে তা অবশ্যই তাদেরকে দেয়া হয়। ঈমানদারদের আখিরাতের সাফল্য সর্বাধিক। তাই "তাদের (দুনিয়াদারদের) জন্য দুনিয়া এবং আমাদের জন্য আখিরাত" বলার অর্থ এ নয় যে, ঈমানদারগণ দুনিয়া থেকে বঞ্চিত। নবী করীম (সা) তাঁর উম্মতকে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল প্রার্থনা করার জন্য বলেছেন ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً.

—"হে আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন।" আখিরাতকে ছেড়ে শুধু দুনিয়ার কল্যাণ চাওয়া ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থি। কাফিরগণ আখিরাতের জীবনে বিশ্বাসী নয় এবং তারা নিজেদের যাবতীয় চেষ্টা দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও ধন-দৌলত আয়ত্ত করার জন্য নিয়োজিত করে। তাই আল্লাহ

তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে তামাম প্রাচুর্য দান করেন এবং আখিরাতের অফুরন্ত নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করেন।

ছায়ার জন্য অপেক্ষমান মুসাফিরের মত দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক

(٧٠) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَلٰى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ اَثَّرَ فِىْ جَسَدِهٖ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمَرْتَنَا اَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ فَقَالَ مَالِىْ وَلِلدُّنْيَا وَمَا اَنَا وَالدُّنْيَا اِلاَّ كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.

হাদীস-৭০ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) মাদুরের উপর ঘুমিয়েছিলেন। ঘুম থেকে উঠার পর তাঁর শরীরে মাদুরের চিহ্ন ছিল। ইবন মাসঊদ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি হুকুম করলে আমরা আপনার জন্য ব্যবস্থা করব এবং (কোন কিছু) তৈরি করব। তিনি বললেন ঃ আমি কেন দুনিয়ার জন্য এরূপ করব? দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক এক আরোহী (পথিকের) ন্যায়, যে গাছের নীচে ছায়ার জন্য বসে। অতঃপর তা ত্যাগ করে (মনযিলের দিকে) যাত্রা শুরু করে। (আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন অতি সংকীর্ণ। নবী করীম (সা) দুনিয়ার যিন্দেগীকে গাছের নীচের ছায়ায় পথিক ব্যক্তির বিশ্রাম গ্রহণের সথে তুলনা করেছেন। পথিক যেমন গাছতলাকে নিজের বাসস্থান মনে না করে তাকে সুসজ্জিত সুশোভিত করার কোন চিন্তা করে না, বরং কোন রকম বিশ্রাম নিতে পারলেই তৃপ্তি লাভ করে এবং সামনের পথের চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে, তেমনি একজন মু'মিন দুনিয়াকে নিজের বাসগৃহ মনে করতে পারেন না। কিছুদিনের বাসস্থলকে স্থায়ী আবাসস্থলের মর্যাদাও দিতে পারেন না। মু'মিন ব্যক্তি অস্থায়ী দুনিয়াকে সুসজ্জিত ও সুশোভিত করার জন্য নিজের যোগ্যতা ব্যয় করেন না, বরং আখিরাতের চিরস্থায়ী সুখ হাসিলের জন্য নিজের শ্রম, অর্থ ও যোগ্যতা আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম নিজে পালন করেন, অন্যকে তা পালন করতে বলেন। আল্লাহর আহকামের বিরোধিতা বরদাশত করতে পারেন না, আল্লাহর বিরুদ্ধবাদীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য নিজের প্রাণ কুরবান করতে দ্বিধাবোধ করেন না। মু'মিন ব্যক্তি জীবনের আসল লক্ষ্যের জন্য দিন-রাত চিন্তা-ভাবনা করেন। দুনিয়ার অস্থায়ী সুখ-শান্তির অভাব তার উপর তেমন কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। নবী করীম (সা) তাঁর জীবনের উদাহরণকে উম্মতের অনুসরণের জন্য পেশ করেছেন। যিনি যত বেশি মযবূত ঈমানের অধিকারী, তিনি ততবেশি এ উদাহরণ থেকে উপকৃত হবেন।

যে আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য সম্পদ আপত্তিকর নয় : মনের প্রফুল্লতা আল্লাহর নিয়ামতের অন্তর্গত

(৭১) عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا فِيْ مَجْلِسٍ فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى رَاْسِهٖ اَثَرُ مَاءٍ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ قَالَ اَجَلْ قَالَ ثُمَّ خَاضَ الْقَوْمُ فِيْ ذِكْرِ الْغِنٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ بَأْسَ بِالْغِنٰى لِمَنِ اتَّقَى اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالصِّحَّةُ لِمَنِ التَّقٰى خَيْرٌ مِّنَ الْغِنٰى وَطِيْبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيْمِ.

হাদীস-৭১ ঃ নবী (সা)-এর জনৈক সাহাবী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসে ছিলাম। আল্লাহর রাসূল (সা) আমাদের নিকট এলেন। তাঁর মাথায় পানির চিহ্ন ছিল (মনে হচ্ছিল তিনি এখন গোসল করেছেন)। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে প্রফুল্ল দেখছি। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। অতঃপর মজলিসের লোকেরা ধন-দৌলত সম্পর্কে আলোচনা শুরু করল। নবী (সা) বললেন ঃ মহান ইয্যত ও জালালের অধিকারী আল্লাহকে যে ভয় করে, তার জন্য ধন-দৌলত আপত্তিকর নয়। যে আল্লাহকে ভয় করে, তার কাছে স্বাস্থ্য সম্পদের চেয়ে উত্তম এবং মনের প্রফুল্লতা আল্লাহর নিয়ামতের অন্তর্গত। (আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ যারা আল্লাহকে ভয় করেন তারা নিজেদের ধন-দৌলত ভুল-পথে খরচ করেন না। মুত্তাকী ব্যক্তি দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতের ভোগ-বিলাসকে অগ্রাধিকার দেন। তাই তিনি ধন-দৌলতকে এমন সব কাজে ব্যয় করেন যার প্রতিফল আল্লাহ তাকে আখিরাতের জীবনে দান করবেন। আল্লাহ-ভীরু ব্যক্তিগণ অসৎ ও অন্যায় উপায়ে অর্থ উপার্জনে করেন না; সম্পদ উপার্জনের জন্য নিজের যাবতীয় যোগ্যতাও নিয়োজিত করেন না। মুসলমান হিসেবে তাদের অবশ্য পালনীয় যে সব যিম্মাদারী রয়েছে, তা সম্পাদন করার ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জন বাধা সৃষ্টি করলে তা তারা উপেক্ষা করে দীনের যিম্মাদারী পালন করেন। সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তারা খুব সতর্ক থাকেন। তারা সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করেন। প্রয়োজন মোতাবিক খরচ করেন। খরচের ব্যাপারে কার্পণ্য করেন না আবার ইসরাফ বা অতিব্যয়ও করেন না। তাই আল্লাহর নবী তাকওয়া ও আল্লাহ-ভীতির সাথে ধন-দৌলতকে আপত্তিকর মনে করেননি।

নবী করীম (সা) আল্লাহ-ভীরু ব্যক্তির স্বাস্থ্যকে তার সম্পদের চেয়েও উত্তম জ্ঞান করেছেন। কারণ আল্লাহ-ভীরু ব্যক্তি দিন-রাত আখিরাতের চিন্তা করেন এবং আখিরাত যাতে সুন্দর ও সুখকর হয়, তার জন্য আমলও করেন। তাই তিনি ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হলে আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয়ে বেশি সময় ও শ্রম কুরবান করে আল্লাহর কুরবত বা নৈকট্য হাসিল করতে পারবেন। অধিকন্তু আল্লাহ-ভীরু মালদার ব্যক্তিকে আখিরাতের যিন্দেগীতে হিসাব-নিকাশের যে ঝামেলা পোহাতে হবে, আল্লাহ-ভীরু স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিকে তা পোহাতে হবে না। সম্পদ যেরূপ আল্লাহর নিয়ামত, মনের প্রফুল্লতাও সেরূপ আল্লাহর নিয়ামত। সম্পদের দ্বারা মনের প্রফুল্লতা হাসিল করা যায় না। বস্তুত আল্লাহর যিকিরে মনের শান্তি ও প্রফুল্লতা রয়েছে।

ধনী মুত্তাকী গোপনে অবস্থানকারী বান্দাকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন

(৭২) عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ.

হাদীস-৭২ ঃ হযরত সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ মহব্বত করেন মুত্তাকী-মালদার, চোখের অন্তরালে অবস্থানকারী বান্দাকে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ খালেসভাবে আল্লাহর জন্য যা করা হয় আল্লাহ তা পসন্দ করেন। রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত ইখলাস বিবর্জিত। তাই আল্লাহ তা অপসন্দ করেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ সেসব আমল গ্রহণ করবেন যে সব আমলের মধ্যে কোনরূপ রিয়া ছিল না, বরং শুধু তাঁর জন্যই করা হয়েছিল। যখন বান্দা চোখের অন্তরালে ইবাদত বা দান-খয়রাত করবে; তাতে রিয়া প্রবেশ করতে পারবে না। যে আবিদের ইবাদত মানুষের কাছে প্রচারিত নয় বা যে মালদারের দান-খয়রাত সম্পর্কে মানুষ ওয়াকিবহাল নয়, সে আবিদ বা মালদার ব্যক্তি রিয়ার ফিতনা থেকে মাহফূয বা নিরাপদ। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুত্তাকী মালদার মুখফী ব্যক্তিকে পসন্দ করেন।

নেক নিয়্যতে ধন উপার্জনের ফযীলত

(৭৩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلاَلاً اسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَسَعْيًا عَلٰى اَهْلِهٖ وَتَعَطُّفًا عَلٰى جَارِهٖ لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَوَجْهُهٗ مِثْلُ

الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلاَلاً مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ .

হাদীস-৭৩ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে সমস্যা থেকে বাঁচবার, পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ করার এবং প্রতিবেশীদের সাথে সহানুভূতি প্রকাশ করার জন্য হালাল উপায়ে দুনিয়া তলব করে, সে কিয়ামতের দিন পূর্ণিমা রাতের চাঁদের চেহারা (উজ্জ্বল ও সুশোভিত) নিয়ে আল্লাহর সাথে মুলাকাত করবে এবং যে অতি মালদার হওয়ার, ফখর করার এবং প্রদর্শনের জন্য হালাল উপায়ে দুনিয়া তলব করে, সে আল্লাহর সাথে যখন মুলাকাত করবে তখন তিনি তার উপর ভীষণ রাগান্বিত থাকবেন। (বায়হাকী ঃ শুয়াবুল ঈমান এবং আবূ নুআঈম ঃ হিলইয়া)

ব্যাখ্যা ঃ অন্যের মুখাপেক্ষী না হওয়ার, পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ এবং পাড়া-প্রতিবেশীর সাহায্য-সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে হালাল উপায়ে দুনিয়া তলব বা ধন-সম্পদ উপার্জনের মধ্যে প্রচুর সওয়াব রয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর মহব্বত, কুরবত ও দিদার লাভ করবেন। আল্লাহ কিয়ামতের দিন এ ধরনের খোশ নসীব ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল ও সুশোভিত করে দিবেন। পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় তার চেহারা সুন্দর ও নূরানী প্রভাযুক্ত হবে। অপরপক্ষে মালদার হওয়ার, মালের ফখর করার এবং প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে হালাল উপায়ে দুনিয়ায় ধন-দৌলত উপার্জন করলেও কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না; বরং তাতে গুনাহ হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ ঐ ধরনের ব্যক্তির উপর খুব ক্রোধান্বিত থাকবেন। বলা বাহুল্য, আল্লাহ যার উপর নারাজ থাকবেন তার আখিরাত বিলকুল বরবাদ হবে। আল্লাহ রিয়াকার, অহঙ্কারী ও মালের খাতিরে মাল উপার্জনকারীকে পসন্দ করেন না। তাই মাল উপার্জনের ক্ষেত্রে উপার্জনের পন্থা শুধু হালাল হলে চলবে না, বরং সম্পদ উপার্জনের উদ্দেশ্য বৈধ ও হালাল হতে হবে। অন্যথায় আখিরাত বরবাদ হবে।

রাসূল (সা)-এর শপথকৃত তিনটি জিনিস

(٧٤) عَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ الْاَنْمَارِىْ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ثَلٰثٌ اُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَاُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ فَاَمَّا الَّذِىْ اُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ فَاِنَّهٗ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا اِلاَّ زَادَهُ اللّٰهُ بِهَا عِزًّا وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ

اِلاَّ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بَابَ فَقْرٍ وَاَمَّا الَّذِىْ اُحَدِّثُكُمْ فَاحْفَظُوْهُ فَقَالَ اِنَّمَا الدُّنْيَا لِاَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِىْ فِيْهِ رَبَّهٗ وَيَصِلُ رَحِمَهٗ وَيَعْمَلُ لِلّٰهِ فِيْهِ بِحَقِّهٖ فَهٰذَا بِاَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لِىْ مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَاَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِىْ مَالِهٖ لِغَيْرِ عِلْمٍ لاَ يَتَّقِىْ فِيْهِ رَبَّهٗ وَلاَ يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهٗ وَلاَ يَعْمَلُ فِيْهِ بِحَقٍّ فَهٰذَا بِاَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللّٰهُ مَالاً وَلاَ عِلْمًا فَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لِىْ مَالاً لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ نِيَّتُهٗ وَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ.

হাদীস-৭৪ ঃ হযরত আবূ কাবশাহ আল-আনমারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমি তিনটি জিনিসের শপথ করছি এবং এ ছাড়া আরো একটা কথা বলছি, তোমরা তা স্মরণ রেখো। যে সব জিনিসের শপথ করছি, সেগুলো হল দান-খয়রাতের দ্বারা বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না, যুলমে ধৈর্য-ধারণকারী কোন মযলূম বান্দা নেই যার ইযযত আল্লাহ বৃদ্ধি করেন না এবং এমন কোন বান্দা নেই যে সওয়ালের দরজা খুলেছে অথচ আল্লাহ তার উপর দারিদ্র্যের দরজা খুলে দেননি। অতঃপর নবী (সা) বললেন ঃ তোমাদের যা বলছি তোমরা তা স্মরণ রেখ। নিশ্চয়ই দুনিয়া চার প্রকার ব্যক্তির জন্য। (এক) যে বান্দাকে আল্লাহ সম্পদ ও ইলম দিয়েছেন এবং এজন্য সে আল্লাহকে ভয় করে তা দিয়ে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে এবং তাতে আল্লাহর যে হক রয়েছে তা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে। সে শ্রেষ্ঠ মনযিলের অধিকারী। (দুই) যে বান্দাকে আল্লাহ ইলম দিয়েছেন সম্পদ দেননি; কিন্তু তার সৎ নিয়্যত রয়েছে। সে বলে, আমার সম্পদ থাকলে আমিও অমুক ব্যক্তির মত করতাম। তাদের উভয়ের সমান সওয়াব হবে। (তিন) যে বান্দাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, ইলম দেননি এবং সে মূর্খের ন্যায় আল্লাহকে ভয় না করে নিজের সম্পদ যথেচ্ছভাবে ব্যয় করে, তা দিয়ে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি রহম করে না এবং যেভাবে ব্যয় করা দরকার সেভাবে ব্যয় করে না, সে নিকৃষ্ট মনযিলের অধিকারী। (চার) যে বান্দাকে আল্লাহ সম্পদ ও ইলম কোনটাই দেননি এবং সে বলে, যদি আমার সম্পদ থাকত তাহলে আমি অমুক ব্যক্তির মত ব্যয় করতাম। সুতরাং এটাই তার নিয়্যত এবং তাদের উভয়ের সমান গুনাহ হবে।

(তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের প্রথম অংশে নবী (সা) তিনটি জিনিসের প্রতি তাঁর উম্মতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দান-খয়রাতের দ্বারা সম্পদ হ্রাস পায় না। দানের মাধ্যমে সম্পদ এক হাত হতে অন্য হাতে পৌঁছে। অর্থের হস্তান্তরের মাধ্যমে সমাজের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়, বহু লোক তাতে লাভবান হয়, সমাজের সমষ্টিগত সম্পদ বৃদ্ধি পায়। দানকারী ব্যক্তি সমাজের একজন সদস্য বিধায় সমাজের বর্ধিত সম্পদের হিসসা সে সরাসরি না পেলেও পরোক্ষভাবে লাভ করে থাকে। অধিকন্তু আল্লাহ্ দাতা ব্যক্তির সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন এবং আখিরাতেও তাকে বহুগুণ সওয়াব দেবেন। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

يُرْبِى الصَّدَقَاتِ– "আল্লাহ দানকে বৃদ্ধি করেন।"

অন্যের মুখাপেক্ষী বান্দাকে আল্লাহ পসন্দ করেন না। যে বান্দা অন্যের নিকট হাত সম্প্রসারণ করে, সে নিজের ব্যক্তিত্বকে মানুষের কাছে খর্ব করে এবং যেহেতু সে আল্লাহর কাছে না চেয়ে মানুষের কাছে সাহায্য-সহযোগিতা চায়, তাই সে আল্লাহর সহানুভূতির দৃষ্টি লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। অধিকন্তু সওয়ালের মাধ্যমে যে প্রয়োজন পূরণ করে, সে কখনো নিজের শ্রম ও যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয় না। এ কারণে সে দারিদ্র্যের অভিশাপ কাটিয়ে উঠতে পারে না। অপরপক্ষে যে নিজের অভাব গোপন রাখে এবং প্রফুল্ল চিত্তে তা বরদাশত করে, আল্লাহ্ তার এক বছরের রিযকের ব্যবস্থা করে দেন।

মযলূমকে আল্লাহ্ ভালবাসেন। তাদের ও আসমানের মাঝে কোন পর্দা নেই। মযলূম বান্দা যে দু'আ করে, আল্লাহ তা কবূল করেন। বিনীত সবরকারী মযলূম বান্দার হিসসা কখনো বিনষ্ট করেন না। বিলম্বে হলেও আল্লাহ্ অহঙ্কারীর অহঙ্কার খর্ব করেন, যালিমকে শাস্তি দেন এবং সবরকারী মযলূমের মর্যাদা উন্নত করেন।

হাদীসের শেষাংশে চার প্রকারের লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এক ঃ যাদের সম্পদের সাথে ইলম ও আল্লাহ-ভীতি রয়েছে এবং যাদের সম্পদ থেকে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের হক সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়, তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি।

দুই ঃ যাদের ইলম রয়েছে, হক-হালালের জ্ঞান রয়েছে, যাদের জ্ঞান ও আমলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং যাদের অন্তরে আল্লাহ-ভীতি রয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। শুধু ইলম থাকলে চলবে না, ইলমের সঙ্গে আমলও থাকতে হবে। এ ধরনের সৎকর্মশীল ব্যক্তি ধনী না হলেও তাকে আল্লাহ্ তার নিয়্যতের জন্য ধনী ব্যক্তির দান-খয়রাতের সমতূল্য সওয়াব দিয়ে থাকেন।

আল্লাহ-ভীরু ব্যক্তির সৎ নিয়্যতের জন্যও আল্লাহ্ তাকে অজস্র পূণ্য দান করে থাকেন। মুত্তাকী বান্দার প্রতি আল্লাহ অশেষ মেহেরবান।

তিন ঃ আল্লাহ্ যাদের সম্পদ দিয়েছেন, ইলম দেননি এবং তারা তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করে না, আল্লাহ ও তাঁর বান্দার হক আদায় করে না। আল্লাহ তাদেরকে পসন্দ করেন না। তারা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট মর্যাদার অধিকারী। তারা তাদের অন্যায় আচরণের জন্য শাস্তি পাবে।

চার ঃ যাদেরকে আল্লাহ সম্পদ ও ইলম কোনটাই দেননি এবং যাদের অন্তরে খারাপ পথে অর্থ ব্যয়ের বাসনা রয়েছে। আর মুখ থেকে তার ঘোষণাও প্রচারিত হয় যে, মালদার হলে অমুক ব্যক্তির মত সম্পদ ব্যয় করতাম; তাহলে তাদের গুনাহ্ তৃতীয় পর্যায়ে বর্ণিত ব্যক্তির ন্যায় হবে।

এক্ষেত্রে স্বভাবতই পাঠকদের মনে একটা প্রশ্ন জাগবে, যারা প্রকৃতপক্ষে গুনাহ করল না এবং অসৎ পথে সম্পদ খরচ করতে সমর্থও নয়, তারা কেন মাল খরচ করে গুনাহ্ উপার্জনকারী ব্যক্তিদের ন্যায় গুনাহ্গার হবে? তাছাড়া শুধু নিয়্যতের জন্য বান্দার আমলনামায় কোন গুনাহ্ লিখা হবে না। গুনাহ না করা পর্যন্ত কারও আমলনামায় কোন গুনাহ্ লেখা হয় না। গুনাহর নিয়্যত করার পর গুনাহ্ থেকে বিরত থাকলে এক সওয়াব লিখা হয়। তা অপর সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। এ সম্পর্কিত একটি সহীহ্ হাদীস আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। নবী করীম (সা) বলেন ঃ আমার উম্মতের অন্তরের চিন্তা-ভাবনা মাফ করে দেয়া হয়েছে। যা বলা হবে ও করা হবে, তার হিসাব গ্রহণ করা হবে। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ নবী (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেন, মন্দকাজ না করা পর্যন্ত শুধু মন্দকাজের বাসনা মনে পোষণ করার জন্য আমার বান্দার নামে কিছু লিখো না। মন্দকাজ করলে এক গুনাহ লিখো। কিন্তু নেকীর নিয়্যত পোষণ করলে এক নেকী লিখো এবং নিয়্যত মোতাবিক সৎকর্ম করলে দশ নেকী লিখো। আল্লাহ্ উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এ খাস মেহেরবানী করেছেন। এমতাবস্থায় আলোচ্য হাদীসে মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা বা চিন্তা-ভাবনার জন্য শাস্তি দেয়ার তাৎপর্য কী?

সম্ভবত আলোচ্য হাদীসটি প্রথমদিকের। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদিয়ার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তিনি তাদের মনের কুধারণা ও চিন্তা-ভাবনার জন্য শাস্তি দেয়া থেকে অব্যাহতি দান করেন। আর আল্লাহ তা'আলার এই বিশেষ অনুগ্রহের কথাই নবী করীম (সা)-এর পরবর্তী বিভিন্ন হাদীসে প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ্ উক্ত বান্দাকে তাঁর মনের গোপন বাসনার জন্য গুনাহ্ দিবেন না, বরং নিজের ইচ্ছা মুখে প্রকাশের দরুন গুনাহ্ দিবেন। আমরা সহীহ হাদীসের যে হাওয়ালা উপরে দিয়েছি, তাতেও বলা হয়েছে ঃ যা বলা হবে এবং করা হবে, তার হিসাব গ্রহণ করা হবে। এসব হাদীসের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বিশেষ অবগত রয়েছেন। তবে মন্দ বাসনা মনে স্থান দেয়া উচিত নয়। শয়তান মনে কুবাসনা নিক্ষেপ করলে তা দূরে নিক্ষেপ করা মু'মিনের কর্তব্য।

পাপ করা সত্ত্বেও অঢেল ধন-সম্পদ লাভ আল্লাহর তরফ থেকে দেয়া অবকাশ

(٧٥) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا رَأَيْتَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ عَلٰى مَعَاصِيْهِ مَا يُحِبُّ فَاِنَّمَا هُوَ اِسْتِدْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ.**

হাদীস-৭৫ ঃ হযরত উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন ঃ যখন দেখবে মহান ইযযত ও জালালের অধিকারী আল্লাহ্ নাফরমানী ও পাপ করা সত্ত্বেও বান্দাকে তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দিচ্ছেন, তাহলে তা ইস্তেদরাজ (রশি ঢিল দেয়া) মনে করবে। অতঃপর নবী (সা) তিলাওয়াত করলেন ঃ "যখন তারা ভুলে গেল তাদেরকে যা নসীহত করা হয়েছিল, তখন আমরা তাদের উপর প্রত্যেক জিনিসের (নিয়ামতের) দরজা খুলে দিলাম। এমনকি যা তাদেরকে দেয়া হয়েছে তার জন্য যখন তারা খুব আনন্দ-স্ফূর্তি করতে লাগল, তখন তাদেরকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করলাম এবং তারা নিরাশ হয়ে পড়ল।" (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ পাপী ব্যক্তি ও কওমকে অনেক সময় অঢেল ধন-দৌলত দান করা হয়। এজন্যে অনেকে অনেক ধরনের চিন্তা করেন। কেউ মনে করেন তারা যোগ্য, তাই তাদের উপর রহমতের বারি বর্ষিত হয়েছে। আবার কেউ মনে করেন তারা যা করছে তা দূষণীয় নয়। আবার কেউ কেউ দারুণ শঙ্কা ও দ্বন্দ্বে ভোগেন এবং প্রশ্ন করেন, আল্লাহ্ কেন পাপী ও যালিম ব্যক্তি বা কওমকে ধন-দৌলত, প্রাচুর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করেন?

অনেক ক্ষেত্রে পাপী ও আল্লাহদ্রোহীদেরকে ধ্বংস করার জন্য ধন-দৌলত দান করা হয়। ধন-দৌলত লাভের পর তারা আরও বেশি আল্লাহদ্রোহিতা শুরু করে। তাদের পাপের খাতা সম্পূর্ণ ভরে যায়। ধন-দৌলত ও প্রাচুর্য লাভ করার পর তারা আরাম-আয়েশের মধ্যে নিজেদেরকে নিমজ্জিত রাখে ও অর্থের দ্বারা মানুষ সমাজের ধ্বংস করে। এভাবে আর্থিক দিক দিয়ে অগ্রসর করে দেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হল তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা। শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে সম্মুখে অগ্রসর করাকে আলোচ্য হাদীসে 'ইস্তেদরাজ' বলা হয়েছে।

স্তরে স্তরে বা পর্যায়ক্রমে কোন কাজ করাকে ইস্তেদরাজ বলা হয়। দীনের পরিভাষায় পাপী ব্যক্তি বা কওমকে কঠিন শাস্তি প্রদানের জন্য যে অবকাশ দেয়া হয়, বা আরো পাপ করার যে সুযোগ দেয়া হয়, তাকে ইস্তেদরাজ বলে। কুরআন শরীফে উল্লিখিত مَهِّلْهُمْ قَلِيْلاً "তাদেরকে সামান্য অবকাশ দান কর" একই পটভূমিতে ব্যবহার করা হয়েছে।

বদকারের খোশহালে ঈর্ষা করো না

(٧٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَغْبِطَنَّ فَاجِرًا بِنِعْمَةٍ فَاِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ مَا هُوَ لاَقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ اِنَّ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ قَاتِلاً لاَ يَمُوْتُ يَعْنِى النَّارَ.

হাদীস-৭৬ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ বদকার ব্যক্তির খোশহালের জন্য কখনো ঈর্ষা করো না। তুমি জান না মৃত্যুর পর সে কীরূপ মুসীবতে পতিত হবে। আল্লাহ্‌র কাছে তার জন্য এক হত্যাকারী রয়েছে যার কখনো মৃত্যু হবে না। অর্থাৎ দোযখের আগুন।

(ইমাম বাগাবী ঃ শারহুস সুন্নাহ)

ব্যাখ্যা ঃ ফাসিক, ফাজির, কাফির ও বদআমল ব্যক্তিকে আল্লাহ্ যে প্রাচুর্য দান করেন তা মু'মিনের ঈর্ষার বস্তু হওয়া উচিত নয়। কারণ তারা আখিরাতের হিস্সা থেকে বিলকুল বঞ্চিত। দুনিয়াতে তাদের প্রাচুর্য লাভ ও আরাম-আয়েশ অনেকটা ফাঁসির আসামীর মত। ফাঁসির আসামীকে যেমন ফাঁসি দেয়ার ক'দিন আগে ইচ্ছেমত খেতে-পরতে দেয়া হয়, তেমনি বদকার লোকদের অস্থায়ী দুনিয়াতে তাদের ইচ্ছেমত আরাম-আয়েশে জীবন যাপনের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু আখিরাতের জীবনে এমন এক আগুন আল্লাহদ্রোহীদের জন্য প্রজ্বলিত রাখা হয়েছে যা কখনো নির্বাপিত হবে না। সর্বদা আগুন জ্বলতে থাকবে এবং তারাও তাতে সর্বদা জ্বলতে থাকবে। জাহান্নামের আগুনকে কাতিল (হত্যাকারী) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই অসৎ, বদকার বা আল্লাহদ্রোহীর সম্পদের প্রতি ঈর্ষান্বিত না হয়ে বরং কিয়ামতে তাদের যে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে, তার জন্য একটু চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে। তাদেরকে এ কঠিন আযাব থেকে বাঁচবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। শয়তান অনেক সময় কাফিরের চাকচিক্যময় জীবনের দ্বারা মু'মিনের মনে বিভিন্ন ধরনের ওয়াসওয়াসা ও ঈর্ষার সৃষ্টি করে। মনের মধ্যে এ অবস্থার সৃষ্টি হলে ইস্তিগফার করা দরকার।

ধনী ও গরীব ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলের মন্তব্য : অসংখ্য ধনীর চেয়ে গরীব মুত্তাকী ব্যক্তি উত্তম

(৭৭) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهٗ جَالِسٌ مَا رَأْيُكَ فِىْ هٰذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَشْرَافِ النَّاسِ هٰذَا وَاللّٰهِ حَرِىٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ يُّنْكَحَ وَاِنْ شَفَعَ اَنْ يُشَفَّعَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأْيُكَ فِىْ هٰذَا ؟ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ هٰذَا حَرِىٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ لاَّ يُنْكَحَ وَاِنْ شَفَعَ اَنْ لاَ يُشَفَّعَ وَاِنْ قَالَ اَنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَوْلِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ مِلْأِ الْاَرْضِ مِثْلِ هٰذَا.

হাদীস-৭৭ ঃ হযরত সাহল ইবন সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর সম্মুখ দিয়ে গেল, আল্লাহ্র রাসূল তাঁর নিকটে উপবেশনকারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার অভিমত কি? তিনি জবাব দিলেন, এ ব্যক্তি আশরাফ বা অভিজাতদের একজন। আল্লাহ্র শপথ, সে যদি বিয়ের প্রস্তাব দেয় তার সাথে বিয়ে দেয়া হবে। কোন ব্যাপারে সে সুপারিশ করলে তা মেনে নেয়া হবে। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সা) নীরবতা অবলম্বন করলেন। অতঃপর আর এক ব্যক্তি তাঁর নিকট দিয়ে গেল। আল্লাহ্র রাসূল জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? তিনি জবাব দিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি একজন ফকির মুসলমান, তিনি যদি কোথাও বিয়ের প্রস্তাব করেন তার সাথে বিয়ে দেয়া হবে না, কোন সুপারিশ করলে তা কবূল করা হবে না, কোন কথা বললে তা কেউ শুনবে না। আল্লাহ্র রাসূল (সা) বললেন ঃ ঐ ধরনের দুনিয়াভরা লোকের চেয়ে এই এক ব্যক্তি উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ মানুষের ধন-দৌলত ও বংশ মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করেন না, তিনি মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্যের কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না। আল্লাহ্ মানুষের আদব-আখলাক ও চরিত্রের দিকে নজর দেন। যার আখলাক যত উন্নত, সে তত বেশি আল্লাহ্র নিকটবর্তী। ধন-দৌলতহীন আল্লাহ-ভীরু ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে মহান মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ্র রাসূলের দৃষ্টিতে সৎচরিত্রবান একজন আল্লাহ-ভীরু ব্যক্তি

অসংখ্য মালদারের চেয়ে উত্তম। সম্পদ ও প্রাচুর্য সম্মানের মাপকাঠি হওয়া উচিত নয়। বরং আল্লাহ-ভীতি ও সচ্চরিত্র সম্মানের একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত। আল্লাহ-ভীরু নিঃস্ব হলেও তার সম্মান করতে হবে। এ ধরনের সম্মান প্রদর্শন করার মধ্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি রয়েছে। আলোচ্য হাদীসে বিত্তবান ও বিত্তহীন দুই ব্যক্তির দ্বারা নবী করীম (সা) এ কথাই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ যাদের শপথ কবূল করেন

(৭৮) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ اَشْعَثَ اَغْبَرَ مَدْفُوْعٍ بِالْاَبْوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهٗ.

হাদীস-৭৮ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ অনেক লোক রয়েছে যাদের চুল এলোমেলো, শরীর ধূলা-বালিতে পূর্ণ এবং যাদেরকে সকল দরজায় ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দেয়া হয় (কোথাও তাদের খাতির ও মেহমানদারী করা হয় না) কিন্তু তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করলে আল্লাহ্ তা পূরণ করেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্র দুনিয়ায় বিভিন্ন ধরনের লোক রয়েছে। অনেকে রয়েছেন যারা খুব অভাব-অনটনের মধ্যে যিন্দেগী যাপন করেন। তারা নিজেদের ও পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূরণের জন্য দিন-রাত ব্যস্ত থাকেন। সমস্যা তাদেরকে সর্বদা পেরেশান করে রাখে। তারা নিজেদের জামা-কাপড়, শরীর ও চুলের কোন যত্ন নিতে পারেন না, যত্ন নেয়ার মত সামর্থ্যও তাদের নেই। সর্বত্র তাদেরকে গরীব-মিসকীন মনে করা হয়। কোথাও তাদেরকে আদর-যত্ন করা হয় না। ধাক্কা খেয়ে এক দরজা থেকে অন্য দরজায় ঘুরে বেড়ান। কিন্তু আল্লাহ্র এসব বান্দা চরম দুরবস্থার মধ্যেও আল্লাহ্র উপর অসন্তুষ্ট নন। তারা চরম ধৈর্যের সঙ্গে সমস্যার মোকাবিলা করেন। নিজেদেরকে কোন পাপকাজে লিপ্ত করেন না। আল্লাহ্ তাঁর এ ধরনের সাবের ও মুত্তাকী বান্দাদেরকে পসন্দ করেন, তাই তারা আল্লাহ্র উপর ভরসা করে কোন কথা বলে ফেললে আল্লাহ্ তা কবূল করেন। তাদের আবদার, তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা এবং দু'আ আল্লাহ্ প্রত্যাখ্যান করেন না। বলা বাহুল্য, এ ধরনের বান্দা আল্লাহ্র নৈকট্য হাসিলকারী এবং মহব্বতের বুলন্দ মাকামের অধিকারী।

মনে রাখতে হবে, এলোকেশ, অপরিচ্ছন্ন জামা এবং ধূলাবালিপূর্ণ শরীরের কারণে তারা আল্লাহ্র মহব্বত ও কুরবত হাসিল করেননি; মূলত তারা বিপদে ধৈর্যধারণ,

চরম দূরবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং প্রয়োজন পূরণে পাপের পথ এখতিয়ার না করার কারণে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের মর্যাদা হাসিল করেছেন। হাদীসে যে অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে তা তাদের ইচ্ছাকৃত নয়, তারা বাধ্য হয়ে এ অবস্থার মধ্যে ছিলেন। কোন গরীব-মিসকীনকে তার আর্থিক অবস্থার কারণে ছি! ছি! দূর! দূর! করা মহা অন্যায়। আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে তাদেরকে মর্যাদা দেয়া উচিত। অধিকন্তু তাদের অনেকের মর্যাদা আল্লাহ্‌র কাছে অনেক বেশি থাকতে পারে। তাই এ ধরনের কোন লোকের সাথে খারাপ ব্যবহার করা উচিত নয়।

যাদের জন্য ধনীদের রিযক দেয়া হয়

(٧٩) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَاٰى سَعْدٌ اَنَّ لَهٗ فَضْلاً عَلٰى مَنْ دُوْنَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ اِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ.

হাদীস-৭৯ ঃ হযরত মুসআব ইবন সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (তাঁর পিতা) সা'আদ ভাবতেন, গরীব-মিসকীনদের উপর তার ফযীলত রয়েছে। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমাদের গরীব-মিসকীনদের কারণেই তোমাদেরকে সাহায্য করা হয় এবং রিযক দেয়া হয়। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ সা'আদ (রা) তাঁর বীরত্ব, সাহসিকতা, বদান্যতা, দান-খয়রাত, দূরদর্শিতা প্রভৃতির জন্য নিজেকে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। তাই নবী (সা)-তার এ ধরনের মানসিকতা ত্যাগ করার জন্য গরীব-মিসকীনদের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করেছেন। গরীব-মিসকীন তাদের আন্তরিকতা ও ধৈর্যের কারণে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও মহব্বত হাসিল করেন। তারা দিন রাত নিজেদের এবং কওমের জন্য যে দু'আ করেন আল্লাহ্ তা কবূল করেন। তাদের দু'আর বরকতে আল্লাহ্ তাদের কওমকে নিয়ামত, বরকত ও ফযীলত দান করেন। তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا يَنْصُرُ اللّٰهُ هٰذِهِ الْاُمَّةَ بِضَعِيْفِهِمْ بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلٰوتِهِمْ وَاِخْلَاصِهِمْ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এ উম্মতের গরীব-মিসকীনদের দু'আ, নামায এবং আন্তরিকতার জন্য এ উম্মতকে সাহায্য করেন।"

কওমের বিপদ দূর করার জন্য গরীব-মিসকীনদের দ্বারা দু'আ করান উচিত।

নিজের চেয়ে ধনী বা সুন্দর লোক দেখলে কি করতে হবে

(٨٠) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلٰى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلٰى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ.

হাদীস-৮০ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে দেখে যে সম্পদ ও চেহারা-সুরতের দিক থেকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহলে সে যেন এমন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে যে (এসব ব্যাপারে) তার চেয়ে নিকৃষ্ট। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেকে মানুষের যোগ্যতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য সমান নয়। আল্লাহ্ বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতা দিয়েছেন। যোগ্যতা ও ধন-দৌলতের বিভিন্নতার মধ্যে বড় হিকমত নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্ দুনিয়ার জীবনে বিভিন্ন ধরনের নিয়ামত ও ফযীলত দান করে তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন। কোন কোন বান্দাকে সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত করেও পরীক্ষা করেন। কিন্তু মানুষ তার স্বভাব-সুলভ দুর্বলতার কারণে এই হাকীকত উপলব্ধি করতে পারে না। অন্যের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে ঈর্ষা করে বা মনের মধ্যে দুঃখ অনুভব করে। কোন কোন সময় আফসোস করে, কেন সে এরকম প্রাচুর্য বা প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হতে পারল না? এটা সুস্থ চিন্তা নয়, দুর্বল মানুষের মনের দুর্বলতা। এ ধরনের দুর্বল চিন্তা মানুষের মনে অশান্তির সৃষ্টি করে এবং অনেক সময় মানুষকে পাপপথে পরিচালিত করে। এ রোগ থেকে বাঁচবার একমাত্র পথ হল মানুষ নীচের দিকে তাকাবে। তার চেয়ে নিম্নস্তরে অবস্থানকারীর দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন এবং অসুবিধার প্রতি নজর দিলে মনের এ রোগ দূর হবে।

যাদেরকে আল্লাহ্ শোকর গুযার বান্দা হিসেবে লিখবেন

(٨١) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيْهِ كَتَبَهُ اللّٰهُ شَاكِرًا صَابِرًا مَنْ نَظَرَ فِىْ دِيْنِهِ إِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدٰى بِهِ وَنَظَرَ فِىْ دُنْيَاهُ إِلٰى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى مَا فَضَّلَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ كَتَبَهُ

اللّٰهُ شَاكِرًا صَابِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دِيْنِهٖ اِلٰى مَنْ هُوَ دُوْنَهٗ وَنَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَهٗ فَاَسِفَ عَلٰى مَا فَاتَهٗ مِنْهُ لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا.

হাদীস-৮১ ঃ হযরত আমর ইবন শু'আয়ব থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যার মধ্যে দুটো স্বভাব রয়েছে, আল্লাহ্ তাকে শোকর গুযার ও সবরকারী হিসেবে লিখবেন। যে দীনের ব্যাপারে তার চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারীর দিকে নজর করে ও তাকে অনুসরণ করে; আর দুনিয়ার ব্যাপারে তার চেয়ে নিম্ন মর্যাদার অধিকারীর দিকে নজর করে এবং আল্লাহ্ তাকে যে নিয়ামত দান করেছেন তার জন্য প্রশংসা করে, তাকে আল্লাহ্ শোকর গুযার ও সবরকারী হিসেবে লিখবেন। যে দীনের ব্যাপারে তার নিম্ন মর্যাদার অধিকারীর দিকে নজর করে এবং দুনিয়ার ব্যাপারে তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারীর দিকে নজর করে এবং যা তাকে দান করা হয়নি তার জন্য আফসোস করে, আল্লাহ্ তার নাম শোকর গুযার ও সবরকারী হিসেবে লিখবেন না। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ দীনের ব্যাপারে নজর উর্ধ্বমুখী করার মধ্যে ফায়দা রয়েছে। সৎকর্মের জন্য মনের মধ্যে ঈর্ষা পোষণ করা বা ভাল কাজ করার জন্য কারো সাথে প্রতিযোগিতা করার মধ্যে কোন লোকসান নেই, বরং কল্যাণ রয়েছে। যে সৎ নিয়্যত সহকারে দীনি কাজে প্রতিযোগিতা করে, সে নিজেকে উন্নত করে। যে দীনি কাজে উর্ধ্বতন মর্যাদার অধিকারীর দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং তাকে অনুসরণ করে, সে দীনের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য শ্রম ও মেহনত করে। অনেক লোভনীয় ও আকর্ষণীয় বস্তু ত্যাগ করে এবং নফসের অনেক দাবি প্রত্যাখ্যান করে। বস্তুত নফসের সাথে অবিরাম সংগ্রাম করার কারণে সে নিজের মধ্যে সবর ও শোকরের গুণাবলী সৃষ্টি করে।

অনুরূপভাবে যখন সে দুনিয়ার ব্যাপারে তার চেয়ে কম সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তির দিকে নজর করে, তখন সে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ এবং নিজের বিত্ত ও সম্পদের উপর সন্তুষ্ট থাকে। বান্দা যখন তার অবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং যা আল্লাহ্ তাকে দিয়েছেন তার জন্য আল্লাহ্র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তখন আল্লাহ্ও তার উপর সন্তুষ্ট হন। দুনিয়া ও আখিরাতে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। তাই এ দুটো গুণের অধিকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সবর ও শোকরের বুলন্দ মাকাম দান করেন।

হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে, এ দুটো স্বভাবের বিপরীত স্বভাব যাদের রয়েছে, তাদেরকে শোকর গুযার ও সবরকারী হিসেবে গণ্য করা হবে না। যার ভিতর এ দুটো গুণ নেই, তার মধ্যে বিপরীতধর্মী দুটো মন্দ অভ্যাস সৃষ্টি হয়। দীনের ব্যাপারে সে নীচের দিকে নজর দেয়ার কারণে তার তরক্কী না হয়ে বরং অবনতি হয় এবং দুনিয়ার ব্যাপারে উপরের দিকে নজর দেয়ার কারণে তার মন হিংসা ও অশান্তির অনলে পুড়তে থাকে। বান্দা যখন তার দোষে নিজেকে অশান্তি ও অবনতির দিকে ঠেলে দেয়, তখন আল্লাহ্ তাকে কি করে সবর ও শোকরের আলীশান মাকাম দান করতে পারেন? বরং এ দুটো বদ অভ্যাসের কারণে বান্দা যদি সীমা অতিক্রম করে বসে, তাহলে আল্লাহ্ তার উপর অসন্তুষ্ট ও নারায হবেন।

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তির পরিচয়

(٨٢) عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ اَىُّ النَّاسِ شَرٌ ؟ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ.

হাদীস-৮২ ঃ আবূ বাকরা (র) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ যার জীবন দীর্ঘ এবং আমল সুন্দর। সে জিজ্ঞেস করল, নিকৃষ্ট মানুষ কে? তিনি বললেন ঃ যার জীবন দীর্ঘ এবং আমল মন্দ। (আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের জীবন এক ধরনের পুঁজি। বেশি বয়স বেশি পুঁজির সমতুল্য। যেরূপ ব্যবসায়ী বেশি পুঁজি ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োগ করে বেশি মুনাফা করতে পারে, সেরূপ দীর্ঘ জীবনের পুঁজিকে সৎকর্মে নিয়োগ করে প্রচুর সওয়াব হাসিল করা যেতে পারে। অপরপক্ষে যেরূপ অপরিণামদর্শী ব্যবসায়ী বেশি পুঁজিকে লোকসানযোগ্য ব্যবসায় নিয়োগ করলে ভারী লোকসানের সম্মুখীন হবে, অনুরূপ দীর্ঘ জীবনের পুঁজিকে অসৎকর্মে নিয়োগ করলে বান্দা অসংখ্য গুনাহ্ হাসিল করে বিরাট লোকসানের সম্মুখীন হবে। সৎকর্মশীল দীর্ঘায়ুসম্পন্ন ব্যক্তির দুনিয়া ও আখিরাত সুন্দর ও সফল। আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাগণ তাকে মহব্বত করেন। অসৎকর্মশীল ব্যক্তির দুনিয়া ও আখিরাত অশান্তি, অসম্মান ও ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ। আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাগণ তাকে ঘৃণা ও অসম্মান করেন। দীর্ঘায়ু হওয়ার কারণে কিয়ামতের দিন সৎকর্মশীল ব্যক্তি ডান হাতে দীর্ঘ আমলনামা লাভ করবেন এবং অসৎ ব্যক্তি দীর্ঘায়ু হওয়ার কারণে বাম হাতে সুদীর্ঘ আমলনামা লাভ করবে। তাই উত্তম আমলকারীর জন্য দীর্ঘায়ু উত্তম এবং মন্দ আমলকারীর জন্য দীর্ঘায়ু খুবই মন্দ ও ক্ষতিকর।

অধিক আমলের মর্যাদা

(৮৩) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰخٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ اَحَدُهُمَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتَ الْاٰخَرُ بَعْدَهٗ بِجُمْعَةٍ اَوْ نَحْوِهَا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ ؟ قَالُوْا دَعَوْنَا اللّٰهَ اَنْ يَّغْفِرَلَهٗ وَيَرْحَمَهٗ وَيُلْحِقَهٗ بِصَاحِبِهٖ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَيْنَ صَلٰوتُهٗ بَعْدَ صَلٰوتِهٖ وَعَمَلُهٗ بَعْدَ عَمَلِهٖ اَوْ قَالَ صِيَامُهٗ بَعْدَ صِيَامِهٖ لَمَا بَيْنَهُمَا اَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ.

হাদীস-৮৩ ঃ হযরত উবায়দ ইবন খালিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) দুই ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। তাদের এক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেন। অপর ব্যক্তি এক সপ্তাহ বা তার নিকটবর্তী সময়ে মৃত্যুবরণ করেন। সাহাবাগণ তার জানাযা পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা (তার সম্পর্কে) কি বল? তারা বললেন ঃ আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছি তাকে মাফ করার, দয়া প্রদর্শন এবং তার শহীদ সাথীর সাথে তাকে মিলিত করার জন্য। অতঃপর নবী (সা) বললেন ঃ শহীদ ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে যে সালাত এবং আমল করেছে তা কোথায় গেল? বা তিনি বলেছিলেন ঃ তার রোযার পর সে যে রোযা করল তা কোথায় গেল? তাদের উভয়ের মাঝের দূরত্ব আসমান যমীনের চেয়েও বেশি। (আবূ দাউদ ও নাসাঈ)

ব্যাখ্যা ঃ শহীদের মর্যাদা অত্যন্ত বেশি। শাহাদাতের মাধ্যমে এ সুমহান মর্যাদা লাভ করার জন্য সর্বদা প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত। শাহাদাতের কামনা মনে থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে আশা করা যায় আল্লাহ্ তার নেক নিয়্যতের জন্য তাকে শাহাদাতের সওয়াব দান করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেসব নেক কাজ করেছেন, সে সবের জন্য তাকে বর্ধিত সওয়াব দান করা হবে।

নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামের নিকট থেকে যখন শুনতে পেলেন যে, তাঁরা শহীদ ব্যক্তির কাছে শেষে মৃত্যুবরণকারীকে পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করেছেন, তখন তিনি তাদেরকে যা বলেছিলেন তার অর্থ হল, প্রথম ব্যক্তির শাহাদাতের পর দ্বিতীয় ব্যক্তি এক সপ্তাহ বা অনুরূপ সময় দুনিয়াতে বেঁচেছিলেন। সে সময়ের মধ্যে নামায-রোযা এবং সৎকর্ম এমন আন্তরিকতার সাথে করেছিলেন যে.

আল্লাহ্ তার উপর প্রীত ও সন্তুষ্ট হয়ে তাকে শহীদ ব্যক্তির চেয়েও বেশি মর্যাদা দান করেছেন। ফলে উভয়ের মর্যাদার মধ্যে আসমান যমীনের ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম ব্যক্তিকে শাহাদাতের সওয়াব দান হয়েছে, তাতে তাকে কোনরূপ কম দেয়া হয়নি। কিন্তু শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী যাহিদ ব্যক্তি তার বন্ধুর মৃত্যুর পর অল্প সময়ের মধ্যে আন্তরিকতা সহকারে যে নেক আমল করেছিলেন, সে নেক আমলের দরুন তিনি তার শহীদ বন্ধুর চেয়েও বেশি মর্যাদা লাভ করেছেন। কাজেই প্রত্যেক নেক কাজে ইখলাস থাকা উচিত এবং ইখলাসের সাথে সামান্য সময়ের মধ্যেও যে ইবাদত-বন্দেগী করা হয়, তার ফল এত বিরাট ও মহান যে, তা আমরা সহজে ধারণাও করতে পারি না।

দীর্ঘ জীবন ইসলামী যিন্দেগীর উপর থাকার ফযীলত

(٨٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ اَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِىْ عُذْرَةَ ثَلٰثَةً اَتَوُا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْلَمُوْا-فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّكْفِلُنِيْهِمْ قَالَ طَلْحَةُ اَنَا فَكَانُوْا عِنْدَهٗ فَبَعَثَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيْهِ اَحَدُهُمْ فَاسْتَشْهَدَ ثُمَّ بَعَثَ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيْهِ الْاٰخَرُ فَسْتَشْهَدَ ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ عَلٰى فِرَاشِهٖ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ فَرَاَيْتُ هٰؤُلَاءِ الثَّلٰثَةَ فِى الْجَنَّةِ وَرَاَيْتُ الْمَيِّتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ اَمَامَهُمْ وَالَّذِىْ اسْتَشْهَدَ اٰخِرًا يَلِيْهِ وَاَوَّلُهُمْ يَلِيْهِ فَدَخَلَنِىْ مِنْ ذَالِكَ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَالِكَ فَقَالَ وَمَا اَنْكَرْتَ مِنْ ذَالِكَ ؟ لَيْسَ اَحَدٌ اَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ مُّؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِى الْاِسْلَامِ لِتَسْبِيْحَةٍ وَتَكْبِيْرَةٍ وَتَهْلِيْلَةٍ.

হাদীস-৮৪ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত, বনূ উযরা গোত্রের তিন ব্যক্তি আল্লাহ্র নবীর কাছে আসলেন এবং ইসলাম কবূল করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তাদের যিম্মাদারী নেবে ? তালহা বললেন, আমি। অতঃপর তাঁরা তাঁর সাথে অবস্থান করলেন। অতঃপর নবী (সা) একদল মুজাহিদ (কোন স্থানে) প্রেরণ করলেন। তাদের একজন মুজাহিদ দলের সাথে বেরিয়ে শাহাদাত বরণ করলেন। অতঃপর নবী (সা) আরও একদল মুজাহিদ

পাঠালেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি এই দলের সাথে বের হলেন এবং শাহাদাত বরণ করলেন। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তালহা (রা) বলেছেন, আমি ঐ তিন ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যে দেখতে পেলাম। শয্যায় মৃত্যু-বরণকারীকে তাদের অগ্রে দেখলাম, শেষে শাহাদাত বরণকারী তার নিকটে রয়েছেন এবং তাদের মধ্যে যিনি প্রথম শহীদ হয়েছিলেন, তিনিও তার নিকট রয়েছেন। এটা আমার মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করল। আমি নবী (সা)-কে বললাম। তিনি বললেন ঃ তাতে তুমি কি জিনিস ইনকার কর (সঠিক নয় মনে কর) ? আল্লাহ্র কাছে সেই মু'মিনের চেয়ে কেউ শ্রেষ্ঠ নয়, যে দীর্ঘ জীবন ইসলামের মধ্যে তাসবীহ্, তাকবীর ও তাহ্লীল করে অতিবাহিত করে। (আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ সর্বোচ্চ ইবাদত। যিনি এ ইবাদাতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন তিনি খোশ নসীব। তার চেয়েও তিনি বেশি খোশ নসীব যিনি জিহাদে অংশ নিলেন এবং শত্রুর হাতে শাহাদাত বরণ করলেন। নবূওয়তের তরীকা ও পদ্ধতিতে আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র বিধান কায়েমের মহান উদ্দেশ্যে ঈমান-দারগণকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করা রাসূলের মিশনের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং জিহাদের বাস্তব ময়দানে নিয়োজিত করেছেন। তাই সাহাবী তালহা শাহাদত ও জিহাদের সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকার কারণে স্বপ্নের বর্ণিত ঘটনার সাথে একমত হতে পারছিলেন না। তাঁর অবস্থা টের পেয়ে নবী করীম (সা) তাঁর সামনে ইসলামের গোটা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য তিনটি শব্দের মাধ্যমে–তসবীহ্, তাকবীর ও তাহ্লীল পেশ করেছেন। যে ব্যক্তি জিহাদে অংশ নেয়ার জন্য মানসিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও অংশগ্রহণের সুযোগ পেল না কিন্তু সে নিজের জীবনকে ইসলামের অধীন রাখল, সর্বদা আল্লাহ্র হামদ ও সানা করল, আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করল অর্থাৎ আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ এবং আসমান-যমীনে একমাত্র তাঁরই কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব রয়েছে, মনে-প্রাণে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কালেমায় বিশ্বাস করল এবং কলেমার দাবি অনুযায়ী জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে তাগূত ও বাতিলের বন্ধন থেকে মুক্ত করে প্রকৃত ও একমাত্র আল্লাহ্র অধীন করল, সে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। তার সঙ্গীদের মধ্যে যারা আগে শাহাদাত বরণ করে জান্নাতবাসী হয়েছেন, তারা তার চেয়ে কম সময় আমলের সুযোগ পেয়েছেন। তাই তাদের চেয়ে তার মর্যাদা বেশি হবে। আলোচ্য হাদীসে এই কথার প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে।

মানুষকে কল্যাণের প্রতি আহ্বান এবং তাদেরকে অন্যায় থেকে বিরত রাখা, যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার বলা হয়, এটা এক মহান যিম্মাদারী, এ যিম্মাদারী পালন করার জন্য মু'মিন ব্যক্তিকে সর্বদা প্রস্তুত

থাকতে হয় এবং প্রয়োজনবোধে এ উদ্দেশ্যে নিজের প্রিয় জীবন এবং সম্পদ কুরবান করে দিতে হয়।

ভাল কাজ মন্দ কাজকে মুছে ফেলে

(٨٥) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

হাদীস-৮৫ ঃ হযরত আবূ যর (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আমাকে বলেছেন ঃ তুমি যেখানে থাক না কেন, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, মন্দ কাজের পর ভাল কাজ কর, ভাল কাজ মন্দ কাজকে মুছে ফেলবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর। (আহমদ, তিরমিযী ও দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ চির দুশমন শয়তান মানুষকে বিপথগামী করার ষড়যন্ত্রে সর্বদা লিপ্ত। শয়তান মানুষকে অসতর্ক মুহূর্তে পাপ ও অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করে। দুর্বলতম মুহূর্তে শয়তানের প্ররোচনায় কোন অন্যায় কাজ মু'মিন ব্যক্তি করে ফেললে তার উচিত খুব বেশি পরিমাণ ইবাদত-বন্দেগী, দান-খয়রাত প্রভৃতি সওয়াবের কাজ করা। কারণ যার অন্তরে ঈমান রয়েছে, তার সৎকর্ম তার মন্দ কর্মকে মুছে দেয় বা আবৃত করে দেয়। এ ব্যবস্থা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর ঈমানদার বান্দাদের জন্য করেছেন। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ.

"নিশ্চয়ই সৎকর্ম মন্দ কাজকে দূর করে দেয়।"

আল্লাহ্‌র বান্দাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করাও এক ধরনের নেক আমল। প্রত্যেক নেক আমল মন্দ আমলকে মুছে ফেলে এবং তার ফলস্বরূপ বান্দা আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি হাসিল করে।

এক ব্যক্তির প্রতি নবী (সা)-এর তিনটি মূল্যবান উপদেশ

(٨٦) عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِظْنِىْ وَاَوْجِزْ فَقَالَ اِذَا قُمْتَ فِىْ صَلٰوتِكَ فَصَلِّ صَلٰوةَ مُوَدِّعٍ وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا وَاَجْمِعِ الْاِيَاسَ مِمَّا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ.

হাদীস-৮৬ ঃ হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বলেন,এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর নিকট এসে বলল ঃ আমাকে উপদেশ দিন এবং তা খুব সংক্ষিপ্তভাবে। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে, তখন তা বিদায়ী ব্যক্তির ন্যায় পড়বে। এমন কোন কথা বলবে না যার জন্য আগামীকাল তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে এবং মানুষের হাতে যা আছে তার ব্যাপারে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে ফেল। (আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথমত, বলা হয়েছে নামায খুব মনযোগ সহকারে আদায় করতে হবে। নামাযী ব্যক্তি নিজের নামাযকে জীবনের শেষ নামায মনে করবে। আমাদের জীবন যে কোন মুহূর্তে শেষ হয়ে যেতে পারে। আমরা বলতে পারি না কোন সময় আমাদের কাছে মৃত্যুর পরোয়ানা আসবে। তাই নামায আদায়ের সময় এই বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের জীবন সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করে যে, পরপারের নোটিশ যে কোন সময় আসতে পারে, সে একাগ্রতা সহ নামায আদায় করতে সক্ষম হবে। যে নিজের নামাযকে জীবনের শেষ নামায হিসেবে আদায় করে, সে কত একাগ্রতা সহকারে নামায আদায় করে তা সহজে অনুমেয়। একাগ্রচিত্তে ইব্যদত করা হলে আখিরাতে বিরাট ফল পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়ত, সংযতভাবে কথা বলতে বলা হয়েছে। দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় অশান্তি মুখ এবং লজ্জাস্থানের অসংযত ব্যবহারের জন্য হয়ে থকে। নবী করীম (সা) অপর এক হাদীসে ঈমানদারদেরকে বলেছেন, তারা মুখ ও লজ্জাস্থানের যামানত দান করলে তিনি তাদেরকে জান্নাতের যামানত দান করবেন। তাই মুখের দ্বারা এমন কোন কিছু বলা উচিত নয় যা পরবর্তীকালে মানুষের কাছে বা আখিরাতে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে, জিহ্বার হিফাযত অতি উত্তম কাজ।

তৃতীয়ত, যেহেতু মানুষের হাতে কোন কল্যাণ বা মঙ্গল নেই, এ জন্য মানুষের উপর ভরসা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যাবতীয় কল্যাণ আল্লাহ্র হাতে এবং তিনিই বান্দার একমাত্র ভরসাস্থল। যে ব্যক্তি মানুষের উপর ভরসা করে, সে বস্তুত বোকামী করে এবং লোকসানের সম্মুখীন হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে ও তাঁর কাছে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য প্রার্থনা করে, সেই বস্তুত সঠিক কাজ করে। তিনি তাকে কোন বস্তু দান করবেন, না হয় তার উপর থেকে কোন বিপদ অপসারিত করবেন বা কিয়ামতের দিন তাকে বিরাট সওয়াব দান করবেন। তাই আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনাকারী ও তাঁর উপর ভরসাকারী ব্যক্তি কখনো নিরাশ হবে না।

তিনটি নাজাতদানকারী ও তিনটি হালাককারী জিনিস

(٨٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
ثَلٰثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلٰثٌ مُهْلِكَاتٌ فَاَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللّٰهِ فِى

السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَا وَالْفَقْرِ وَاَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهُوَى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ وَهِيَ اَشَدُّ هُنَّ.

হাদীস-৮৭ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস নাজাত দানকারী এবং তিনটি জিনিস হালাককারী। নাজাত দানকারী তিনটি জিনিস হল ঃ প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ্‌কে ভয় করা, খুশি এবং রাগের অবস্থায় হক কথা বলা এবং দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। হালাককারী জিনিস হল, নফসের খাহেশের অনুসরণ করা, কৃপণতার তাঁবেদারী করা এবং নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করা, এটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

(বায়হাকী ঃ শুয়বুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ নাজাত দানকারী তিনটি জিনিস উত্তম আখলাকের বুনিয়াদী উপাদান। ঈমানদার ব্যক্তির অবশ্য পালনীয় গুণ। তাকওয়া ব্যতীত ঈমানদার ব্যক্তি ঈমানের এক কদমও অগ্রসর হতে পারবে না। তাকওয়া তার রক্ষাকবচ এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার নিয়ামক। যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার দিলের মধ্যে হিকমত ঢেলে দেন, তার দিলকে ইসলামের জন্য খুলে দেন, তার কথা ও কাজের দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধিত হয়।

খুশি ও রাগের অবস্থায় ইনসাফের কথা বলা বিশ্বাসী ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। হক ও ইনসাফ কখনো নিজের পসন্দ ও অপসন্দের উপর নির্ভরশীল নয়। কার পক্ষে হক কথা বলা হবে বা তার দ্বারা কে লাভবান হবে তা বিচার্য নয়। সর্বাবস্থায় হক কথা বলা ঈমানদারের ঈমানের দাবি এবং এ দাবি পূরণের মধ্যেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে।

প্রাচুর্য ও দারিদ্র্য অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা আল্লাহ্‌র বিশ্বাসী বান্দাদের অন্যতম গুণ। বিশ্বাসী বান্দাগণ ধন-দৌলত অযথা ব্যয় করেন না। তারা প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে কোনরূপ কার্পণ্য করেন না বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন খরচও করেন না। মু'মিনদের অন্যতম গুণ হল ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا.

-"এবং যারা খরচ করার সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না, বরং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে।"

ধ্বংস সাধনকারী তিনটি জিনিস মন্দ স্বভাবের বুনিয়াদী উপাদান। উল্লেখিত তিনটি জিনিস মানুষের সম্মান ও আখিরাত বিনষ্টকারী। এগুলো ঈমানদার ব্যক্তির

স্বভাবের বিপরীত। প্রবৃত্তি মানুষকে অনেক হুকুম করে। প্রবৃত্তির সকল দাবি পূরণ করা মু'মিন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। প্রভৃত্তি মানুষকে এমন সব হুকুম করে যা পালন করলে তার আখিরাত বিলকুল বরবাদ হবে। প্রবৃত্তির অনুসরণের মধ্যে জাহান্নাম এবং তার অস্বীকৃতির মধ্যে জান্নাত নিহিত রয়েছে।

কৃপণতার তাঁবেদারী করাও খুব গর্হিত কাজ। যে কৃপণ সে লোভ-লালসার তাঁবেদারী করে। তাই সে কখনো হক পথ অনুসরণ করতে পারে না। মূলত লোভী ব্যক্তি কৃপণ এবং কৃপণ ব্যক্তি লোভী হয়ে থাকে। কৃপণতা ও লোভ-লালসা একই মুদ্রার দুটি দিক। কৃপণ ব্যক্তি তার সম্পদের প্রতি এত বেশি অনুরক্ত থাকে যে, তার বা তার নিজের পরিবার-পরিজনের কোন দাবি সে পূরণ করতে পারে না। সম্পদ সঞ্চয়ের মধ্যেই তার তৃপ্তি এবং প্রয়োজনীয় খাতে সম্পদ ব্যয় করার মধ্যেও তার ঘোরতর অনিচ্ছা। বখিল ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজন এবং দেশের শত্রু। তাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কৃপণতাকে অপসন্দ করেন।

নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করা শুধু একটা মন্দ স্বভাব নয়, এটা নিকৃষ্টতম স্বভাব। নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণকারী ব্যক্তি অন্য মানুষের রায় এবং মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। সে যা ভাল মনে করে তাই ভাল। সে যা মন্দ মনে করে তাই মন্দ। সারা দুনিয়ার যুক্তি তার বিরুদ্ধে প্রদান করা হলেও তার মন তাতে সায় দেয় না। সর্বদা তার একান্ত ইচ্ছা তামাম সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে মানুষ তার নিজের মতের অনুরূপ মত দান করুক, তার চোখ দিয়ে অন্য মানুষ সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করুক এবং তার মাথা দিয়ে সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ করুক। হক তার মনমত না হলে সে তা গ্রহণ করতে চায় না; বরং তার বিপরীত যুক্তি প্রদর্শন করার জন্য সে চেষ্টা করে। এ ধরনের লোক তার নিজের ও সমাজের ক্ষতি সাধন করে। নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণকারী ব্যক্তি তার নিজের দোষ কখনো স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়, অন্য মানুষ তার দোষ-ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করলে সে তা খারাপ মনে করে। মানুষের এ রোগ তার নিজের ও অন্যের জন্যও ক্ষতিকর। এজন্য একে নিকৃষ্টতম স্বভাব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ ধরনের মন্দ স্বভাব থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত।

দুশ্চিন্তাহীন জীবন : আমানতের হিফাযত, সত্যবাদিতা, সুন্দর আখলাক ও হালাল খাদ্য

(৮৮) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ اِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلاَ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ الدُّنْيَا حِفْظُ اَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِىْ طُعْمَةٍ.

হাদীস-৮৮ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সারা দুনিয়া তোমার (হাতের মুঠোর) কাছে না আসুক তাতেও তোমার কোন চিন্তা নেই যদি চারটা জিনিস তোমার মধ্যে থাকে। আমানতের হিফাযত, কথাবার্তায় সত্যবাদিতা, সুন্দর আখলাক এবং খাদ্যের পবিত্রতা।

(আহমদ ও বায়হাকী ঃ শুয়বুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল চারটা জিনিসের মধ্যে রয়েছে। সারা দুনিয়ায় ধন-দৌলতের বিনিময়ে এ চারটা অমূল্য সম্পদ হাসিল করা অনেক শ্রেয়।

আমানতের হিফাযতকারী ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে কখনো লজ্জিত হবে না। আল্লাহ্ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান দান করবেন। আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের হক যথাযথভাবে আদায় করার অর্থ হল আমানতের হিফাযত করা। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নত মুসলিম উম্মতের নিকট এক বিশেষ আমানত। বিশ্ববাসীর কাছে তা পৌঁছে দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের যিম্মাদারী। কিয়ামতের দিন যেভাবে বান্দার হক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, ঠিক সেভাবে এ যিম্মাদারী সম্পর্কেও মুসলমানদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।

সত্যবাদিতা মু'মিনের লেবাস। যেরূপ পোশাকের মধ্যে মানুষের সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, সেরূপ সত্যবাদিতার মধ্যে বান্দার ঈমানের চিহ্ন রয়েছে। সত্যবাদী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আম্বিয়া ও শহীদদের জামাআতে শামিল থাকবেন।

আখলাকের সৌন্দর্যের দ্বারা মানুষের প্রেম-প্রীতি ও সম্মান হাসিল করা যায়। যে বান্দা ঈমানদারকে ভালবাসেন, আল্লাহ্ও তাকে ভালবাসেন। আখলাকের সৌন্দর্য তামাম মঙ্গল লুটে নিয়েছে বলে নবী করীম (সা) অপর এক হাদীসে উল্লেখ করেছেন।

খাদ্যের ব্যাপারে সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বনকারী ব্যক্তির মর্যাদাও খুব বেশি। হারাম খাদ্য গ্রহণকারী ইবাদত-বন্দেগীতে মনোযোগী হতে পারে না। যাদের দু'আ কবূল হয় না তাদের মধ্যে হারাম খাদ্য গ্রহণকারী শামিল রয়েছে। হালাল খাদ্যের অভাব হলে হারাম খাদ্যের দ্বারা পেট ভরা উচিত নয়। কারণ খাদ্যের বিশুদ্ধতার উপর বান্দার ইবাদতের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে এবং ইবাদত বিশুদ্ধ না হলে আখিরাতের যিন্দেগী বিলকুল বরবাদ ও বিনষ্ট হবে। খাদ্যের ব্যাপারে লক্ষণীয় বিষয় হল, খাদ্য হালাল উপায়ে অর্জন করতে হবে, খাদ্য বস্তু হালাল হতে হবে, হালাল খাদ্যবস্তু যথা পশুপাখি হালাল পদ্ধতিতে যবেহ করতে হবে, গায়রুল্লাহর নামে যবেহকৃত পশুর গোশত কোনভাবে খাওয়া যাবে না। অনেকে অজ্ঞতার কারণে মনে করে, এ ধরনের গোশত বিসমিল্লাহ্ বলে খেয়ে নিলে বৈধ হবে। এটা ঠিক নয়। সন্দেহযুক্ত খাদ্য থেকে দূরে থাকতে হবে। খাদ্যের ব্যাপারে যিনি এসব মেনে চলেন, তিনি প্রকৃত সতর্কতা অবলম্বনকারী এবং তিনি প্রকৃত সম্মানের অধিকারীও বটে। আশা করা যায়, কিয়ামতের দিন তিনি খাদ্যের ব্যাপারে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন না।

উপরে আলোচিত চারটা জিনিসের অধিকারী ব্যক্তি দুনিয়ার ধন-দৌলত থেকে বঞ্চিত হলেও দুর্ভাগ্যবান নন। দুনিয়ায় যিন্দেগীতে ধন-দৌলতের দ্বারা যে সম্মান হাসিল করা যায় না, তিনি সে সম্মান হাসিল করেন এবং আখিরাতের যিন্দেগীতে তিনি এমন নিয়ামত লাভ করেন যার সামান্য অংশও দুনিয়ার তামাম সম্পদের দ্বারা হাসিল করা যাবে না। তাই দুনিয়ার যিন্দেগীতে সারা দুনিয়ার ধন-দৌলত থেকে বঞ্চিত হলেও তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম।

সফলকাম ব্যক্তি : যার হৃদয়কে আল্লাহ্ ইসলামের জন্য খালেস করেছেন

(৮৯) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَخْلَصَ اللّٰهُ قَلْبَهٗ لِلْاِيْمَانِ وَجَعَلَ قَلْبَهٗ سَلِيْمًا وَّلِسَانَهٗ صَادِقًا وَّنَفْسَهٗ مُطْمَئِنَّةً وَّخَلِيْقَتَهٗ مُسْتَقِيْمَةً وَّجَعَلَ اُذُنَهٗ مُسْتَمِعَةً وَّعَيْنَهٗ نَاظِرَةً فَاَمَّا الْاُذُنُ فَقَمِعٌ وَاَمَّا الْعَيْنُ فَمُقِرَّةٌ لِمَا يُوْعِى الْقَلْبُ وَقَدْ اَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهٗ وَاعِيًا.

হাদীস-৮৯ ঃ হযরত আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সে সফল হয়েছে যার কলবকে আল্লাহ্ ইসলামের জন্য খালেস করেছেন, যার কলবকে সহীহ সালেম, যার জিহ্বাকে সত্য, নফস্কে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট, যার আখলাককে সুদৃঢ়, যার কানকে শ্রবণকারী এবং চোখকে দর্শনকারী করেছেন। যা দিলের মধ্যে সোপর্দ করা হয় তা কান বহন করে এবং চোখ স্থায়িত্ব দান করে। অবশ্যই সে কামিয়াব, যে তার দিলকে সতর্ক ও সদা জাগ্রত রাখে।

(মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকী ঃ শুয়াবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ তার উপর আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানী যার অন্তরকে তিনি ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছেন এবং দিলকে মন্দ ওসওয়াসা ও কল্পনা থেকে সহীহ্-সালামত রেখেছেন, যার জিহ্বাকে গীবত, অপবাদ, অশ্লীল, অন্যায়-অসত্য এবং বেহুদা কথাবার্তা থেকে হিফাযত করেছেন, যার কানকে ভাল কথা শোনার ও মন্দ কথা না শোনার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং যার চোখকে এমন এক দূরদৃষ্টি দিয়েছেন, সে যা দেখে তা তার নিজের এবং সকলের জন্য কল্যাণকর। এটা এক কামিল মু'মিনের জীবন। এ ধরনের যিন্দেগী যিনি লাভ করেছেন তিনি সৌভাগ্যবান। দুনিয়ার কোন শক্তি তাকে হেয় ও পরাজিত করতে পারবে না। আল্লাহ্ তাকে যে নিয়ামত দিয়েছেন তা দুনিয়ার তামাম সম্পদের চেয়ে উত্তম। তাই তিনি মহান ঐশ্বর্যের অধিকারী। বস্তুত এ ধরনের মানুষের কাছে থেকে ধনী-গরীব নির্বিশেষে দুনিয়ার সব মানুষ উপকৃত হয়।

আখিরাতের ময়দানে এ ধরনের মানুষ অপমান ও আযাব থেকে মাহ্ফূয থাকবেন। যারা দুনিয়ার যিন্দেগীতে আল্লাহ্কে ভয় করে চলেছেন এবং নিজের জিহ্বা, চোখ, কান এবং দিলকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের পরিপন্থি কোন কাজে ব্যবহার করেননি, তারা আখিরাতের যিন্দেগীতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করবেন। হিসাব তাদের জন্য সহজ হবে। হিসাবের ঝামেলা তাদের অস্থির ও পেরেশান করবে না। তাই তাদের আখিরাতের যিন্দেগী দুনিয়ার যিন্দেগীর চেয়ে বেশি কামিয়াব হবে।

বার্ধক্যের পূর্বে যৌবন, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতা, অভাবের পূর্বে প্রাচুর্য, ব্যস্ততার পূর্ব অবসর এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনের সদ্ব্যবহার কর•

(৯০) عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ الْاَوْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ..

হাদীস-৯০ ঃ হযরত আমর ইবন মায়মূন আওদী (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (সা) এক ব্যক্তিকে নসীহত করার সময় বলেছেন ঃ পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসের সদ্ব্যবহার কর। তোমার বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনের, তোমার অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতার, তোমার অভাবের পূর্বে তোমার প্রাচুর্যের, তোমার কর্মব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরের এবং তোমার মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনের।

(তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে পাঁচটা জিনিসের পূর্বে পাঁচটা জিনিসের সদ্ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। সদ্ব্যবহার করার অর্থ হল, আল্লাহ্ যে পাঁচটা নিয়ামত দিয়েছেন সেগুলোকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিল ও আখিরাতের যিন্দেগীতে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সদ্ব্যবহার করতে হবে। মু'মিন ব্যক্তি আগামীকালের জন্য কোন নেক আমল ফেলে রাখেন না। আগামীকাল কি ঘটবে তা কারো জানা নেই।

বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে ইবাদত-বন্দেগীতে নিয়োজিত করার প্রয়োজন রয়েছে। ইবাদত-বন্দেগীর জন্য প্রচুর উদ্যম ও শক্তির প্রয়োজন, যৌবনকালে মানুষ যত বেশি ইবাদত-বন্দেগী করতে সক্ষম, বার্ধক্যকালে তত বেশি করতে সক্ষম নয়। বার্ধক্যের বোঝা বহন করে সুন্দর ও নিখুঁতভাবে ইবাদত-বন্দেগী করা সম্ভব নয়। যৌবনকালে যে ইবাদত-বন্দেগী করা হয়, তার মর্যাদা আল্লাহ্র কাছে অনেক বেশি। কিয়ামতের

দিন অসহনীয় সূর্যতাপের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র আরশের ছায়া পেয়ে প্রাণ শীতল করবেন তাদের একজন হলেন, যিনি আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিজের যৌবনকে নিয়োজিত করেছেন।

স্বাস্থ্য আল্লাহ্‌র অমূল্য নিয়ামত। স্বাস্থ্য ভাল থাকা অবস্থায় আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী করা একান্ত আবশ্যক। মানুষ কখন রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে তা সে জানে না। তাই সুস্থ অবস্থাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য ব্যবহার করতে হবে। যারা এ ব্যাপারে অলসতা করে এবং সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে কাজে নিয়োজিত করে সফলতা অর্জন করে না, তারা মস্ত বোকামী করে এবং তাদের পরিণাম ফল খারাপ হবে।

প্রাচুর্য আল্লাহ্‌র অপূর্ব নিয়ামত, এটা চিরস্থায়ী ও অফুরন্ত নয়। যে কোন সময় এ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই দান-খয়রাতের দ্বারা বুলন্দ মরতবা হাসিল করার ক্ষেত্রে কোনরূপ গড়িমসি করা বা আজ নয় কাল করার মনোভাব পোষণ করা উচিত নয়। সময়মত সম্পদকে যথাযথ ব্যয় না করা শুধু সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া নয়, তাতে গুনাহ্‌ও রয়েছে। যে ব্যক্তির উপর হজ্জ করা ফরয ছিল, সে যদি অবহেলাবশত হজ্জ পালন না করে থাকে এবং পরবর্তীকালে সম্পদ না থাকার কারণে তা সম্পাদন না করতে পারে, তাহলে মালদার অবস্থায় হজ্জ না করার জন্য গুনাহ্‌গার হবে।

অবসরও এক ধরনের নিয়ামত। আল্লাহ্‌ কোন মানুষকে জীবিকার জন্য দিন-রাত মশগুল রাখেন, আবার কোন কোন ব্যক্তিকে অতি সহজে তা দান করেন। এভাবে অবসর দান করে বা ব্যস্ত রেখে আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন। আমাদের সমাজে এ অনুভূতি খুবই কম। অনেক দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি নিজের মূল্যবান অবসর সময়কে সৎকর্মে ব্যয় না করে তাস-পাশা, খোশগল্প বা বাজে পুস্তক পাঠে ব্যয় করেন। আল্লাহ্‌ কিয়ামতের দিন মানুষকে তার সময় সম্পর্কে সওয়াল করবেন। তাই পরকালের যিন্দেগীতে যাতে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হতে না হয় তার জন্য কর্মব্যস্ততার পূর্বে অবসরের সদ্ব্যবহার করা উচিত।

যিন্দেগী সবচেয়ে অনির্ভরযোগ্য ও ক্ষণস্থায়ী। এক মুহূর্তের খবরও মানুষের জানা নেই। যে কোন মুহূর্তে পরপারের নোটিশ আসতে পারে এবং নোটিশ এসে গেলে শত চেষ্টা করেও রেহাই পাওয়া যাবে না। মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলে ইস্তেগফারের দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং মৃত্যু হয়ে গেলে আমলনামা সিল হয়ে যায়। অথচ মৃত্যুর পর থেকে বান্দা নতুন আচরণ ও নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের হুকুমের অধীন করেনি এবং জীবনের গাড়ি আনন্দ-স্ফূর্তির অলিগলিতে পরিচালনা করেছে, সে আখিরাতের যিন্দেগীতে অনিশ্চয়তা, আশঙ্কা ও

অন্ধকারের সম্মুখীন হবে। তার প্রতি পদক্ষেপ বিপদসঙ্কুল হবে। কবরে রাখার সাথে সাথে তাকে সওয়াল-জওয়াব করা হবে। তাই মৃত্যুর পূর্বে জীবনের পুঁজিকে কাজে নিয়োজিত করে আল্লাহ্র মহব্বত ও কুরবত হাসিলের চেষ্টা করা দরকার।

সৎকর্মের জন্যে ইনতেজার করা অনুচিত

(৯১) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْتَظِرُ اَحَدُكُمْ اِلاَّ غِنِىً مُطْغِيًا اَوْ فَقْرًا مُنْسِيًا اَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا اَوْهَرَمًا مُفَنِّدًا اَوْمَوْتًامُجْهِزًا اَوِ الدَّجَّالَ وَالدَّجَّالُ شَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ اَوِ السَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ.

হাদীস-৯১ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (সৎকর্ম করার জন্য) ইনতেজার করে, সে বস্তুত প্রাচুর্য যা মানুষকে সীমা লংঘনকারী করে, অথবা দারিদ্র্য যা সব কিছু ভুলিয়ে দেয় বা অসুস্থতা যা এক ধ্বংসকারী কিংবা বার্ধক্য যা চিন্তা-বিবেচনা লোপ করে অথবা মৃত্যু যা আকস্মিকভাবে শেষ স্পর্শ দান করে বা দাজ্জাল যা প্রতিশ্রুত এক গায়েবী অমঙ্গল এবং কিয়ামত যা এক আদিষ্ট মারাত্মক মুসীবত—তার অপেক্ষা করে। (তিরমিযী ও নাসাঈ)

ব্যাখ্যা ঃ স্বাস্থ্য, অবসর ও যিন্দেগীর নিয়ামতকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিল করার জন্য যারা ব্যবহার করে না, তারা খুবই অনুচিত কাজ করে। যারা সময়ের সদ্ব্যবহার করে না, তারা মূলত বিপদ ও দুর্দিনের অপেক্ষা করে। বালা-মুসীবত যখন তামাম অমঙ্গলসহ মানুষকে হামলা করে, তখন মানুষ সৎকর্ম করে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তাই অবসর ব্যস্ততায় রূপান্তরিত হয় বা প্রাচুর্য দারিদ্র্যে পরিবর্তিত, স্বাস্থ্য অসুস্থতায় পরিবর্তন বা যৌবন বার্ধক্যে উপনীত বা জীবনের উদ্দাম স্রোত মৃত্যুর হাতে স্তব্ধ হওয়ার পূর্বে যাবতীয় নেক কাজে নিজের শ্রম ও সম্পদ ব্যয় করা উচিত। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক নিয়ামত সম্পর্কে মানুষকে জিজ্ঞেস করা হবে। মানুষের দুনিয়ার প্রত্যেক আমল আখিরাতের পাল্লায় ওযন করা হবে। নেকীর পাল্লা হালকা হলে তা পূরণ করার জন্য কোন জিনিস বান্দা তার হাতের কাছে খুঁজে পাবে না। কারণ আখিরাত দারুল আমল নয়। সেখানে আমল করার কোন সুযোগ মানুষকে দেয়া হবে না। আখিরাত হিসাবের গৃহ। সেখানে শুধু হিসাব গ্রহণ করা হবে। দুনিয়া দারুল আমল, আমলের গৃহ। মৃত্যু আমাদের দারুল আমল থেকে দারুল হিসাবে ঠেলে দেয়ার পূর্বে সৎকর্মের দ্বারা আমলনামা পরিপূর্ণ করা উচিত।

পাঁচটা জিনিস জিজ্ঞাসার পূর্বে আদম সন্তানের পা সরবে না : জীবন, যৌবন, সম্পদের আয়-ব্যয় এবং জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন

(৯২) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يُسْئَالَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اَكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَا اَنْفَقَهٗ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ.

হাদীস-৯২ ঃ হযরত ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন.ঃ কিয়ামতের দিন পাঁচটা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত কোন বনী আদমের পা সরতে পারবে না। সেগুলো হলো ঃ তার জীবন কি কাজে ধ্বংস করেছে। তার যৌবন সে কি কাজে ক্ষয় করেছে। তার সম্পদ সে কোথা থেকে উপার্জন করেছে এবং কি কাজে তা ব্যয় করেছে এবং তার যে জ্ঞান ছিল সে মোতাবিক সে কি আমল করেছে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সা) খুব ওযন করে কথা বলতেন। তাঁর প্রত্যেকটি শব্দ অর্থবোধক ও গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের জীবন সম্পর্কে আল্লাহ্ যে সওয়াল করবেন তাতে আফ্না' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ বান্দা কি কাজে তা ধ্বংস করেছে ? এ কথা বলা হয়নি, বান্দা তার জীবন কিভাবে ব্যয় করেছে। প্রশ্ন যাকে করা হবে সে সেদিন সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে, প্রশ্নকারী তার কাছে কি জানতে চাচ্ছেন। দুনিয়ার যিন্দেগীতে যত দুনিয়া-পরস্তী করুক না কেন, বান্দা তখন বুঝতে পারবে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে অন্য যে কাজে সে ব্যয় করেছে তা তার জীবনের সদ্ব্যবহার হয়নি, বরং তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস ও বরবাদ হয়েছে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আহকামের পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং আল্লাহ্র দীনের সম্প্রসারণ ও শোভা বর্ধনের কাজে যে জীবন ব্যয়িত হয়েছে, তা ধ্বংস ও বরবাদ হয়নি। আল্লাহ্র কাছে এ ধরনের ব্যক্তির কদর ও মর্যাদা রয়েছে। কিয়ামতের বিপদ তাদেরকে স্পর্শ করবে না।

যৌবন সম্পর্কে যে সওয়াল করা হবে তাতে 'আব্লা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে সে কি কাজে যৌবনকে ক্ষয় করেছে। অফুরন্ত সম্ভাবনাময় যৌবন মানুষের জীবনের বুনিয়াদী লক্ষ্য বাস্তবায়নের কাজে না থাকলে তা এক বিরাট অপচয় এবং খিয়ানত হিসেবে আল্লাহ্র কাছে গণ্য হবে। যৌবন এক অমূল্য নিয়ামত যা দুনিয়ার ধন-দৌলত ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্বারা আয়ত্ত করা যায় না। আল্লাহ্র ইঙ্গিতে মানুষের

মধ্যে যৌবনের প্রবাহ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী এ অমূল্য সম্পদ ব্যবহৃত না হলে তার কোন মূল্য ও প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছে নেই। যে যৌবন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, সে যৌবনের অধিকারী খোশ নসীব ও কামিয়াব।

সম্পদের উপার্জন ও ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ। হালাল উপায়ে সম্পদ উপার্জন এবং বৈধ খাতে আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবিক তা ব্যবহার করার উপর বান্দার কামিয়াবী নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে কোন ক্রুটি ও গাফলতি হলে জবাবদিহি করতে হবে। নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ, আল্লাহ্‌র দীনের প্রচার এবং গরীব-মিসকীনের সাহায্য-সহযোগিতায় সম্পদ ব্যয় করা হল পূণ্যের কাজ এবং সম্পদের সদ্ব্যবহার। জনপ্রিয়তা উপার্জন বা সুনাম ও সুখ্যাতির জন্য যে সম্পদ ব্যয় করা হয়, তার দ্বারা কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না। খালেস আল্লাহ্‌র জন্য যা ব্যয় করা হয় আল্লাহ্ তা কবূল করেন এবং প্রতিদান দেন।

জ্ঞান অর্থে কুরআন-হাদীসের জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। ছেলেমেয়েদেরকে দীনের জ্ঞান দান করা পিতামাতার কর্তব্য। নামায-রোযা, উযূ-গোসল সম্পর্কিত যে জ্ঞান, তা দীনের প্রাথমিক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও আল্লাহ্‌র কিতাবের অর্থ ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষা দান করা পিতামাতার কর্তব্য। কিয়ামতের দিন ছেলেমেয়েদেরকে দীনি তা'লিম ও তারবিয়াত সম্পর্কে পিতামাতাকে জিজ্ঞেস করা হবে। যেরূপ জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য, সেরূপ জ্ঞান মোতাবিক নিজের ব্যক্তিগত জীবনে আমল করা এবং তা অন্য মানুষের কাছে পৌঁছানোও কর্তব্য। প্রত্যেক ব্যক্তিকে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেছে কিনা তা জিজ্ঞেস করা হবে। অজ্ঞতার কারণে অনেকে মনে করেন আল্লাহ্‌র দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর কাজ একমাত্র আলিম-উলামার। অবশ্য আলিম-উলামার যিম্মাদারী খুব বেশি। কারণ দীনের জ্ঞান তাদের বেশি। কিন্তু দীনের জ্ঞান যার যতটুকু, তার ততটুকু অন্য মানুষের কাছে বা আশেপাশের মানুষের কাছে পৌঁছান কর্তব্য। নবী (সা) বিদায় হজ্জের মহান সমাবেশে উপস্থিত সকল মুসলমানকে আল্লাহ্‌র পয়গাম অন্য মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য হুকুম করেছেন। দীনের কাজ শুধু অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন সাহাবীদের যিম্মাদারী হলে নবী করীম (সা) সাধারণ মুসলমানদেরকে হুকুম করতেন না, বরং এমনভাবে বলতেন যাতে বুঝা যেত তিনি সকল মু'মিনের উপর এ যিম্মাদারী দান করেননি।

জ্ঞানের সাথে আমলের সামঞ্জস্য থাকতে হবে। অন্যথায় জ্ঞান দুনিয়া ও আখিরাতে কোন ফায়দা দান করবে না। আখিরাতের অপমান থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হলে জ্ঞানের সাথে আমল সংযোগ করতে হবে। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তওফিক দিন। আমীন।

গালির উত্তরে গালি দিতে ও গোড়ালীর নিচে কাপড় পরতে নিষেধ করা হয়েছে

(৯৩) عَنْ اَبِىْ جُرَىٍّ جَابِرِبْنِ سُلَيْمٍ قَالَ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَرَاَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ لاَ يَقُوْلُ شَيْئًا اِلاَّ صَدَرُوْا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوْا هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ قُلْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ قُلْتُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ الَّذِىْ اِنْ اَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَاِنْ اَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ اَنْبَتَهَالَكَ وَاِذَا كُنْتَ بِاَرْضٍ قَفْرٍ اَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ قُلْتُ اِعْهَدْ اِلَىَّ قَالَ لاَ تَسُبَّنَّ اَحَدًا قَالَ فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ بَعِيْرًا وَلاَشَاةً قَالَ وَلاَ تُحَقِّرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَاَنْ تُكَلِّمَ اَخَاكَ وَاَنْتَ مُنْبَسِطٌ اِلَيْهِ وَجْهُكَ اِنَّ ذَالِكَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَارْفَعْ اِزَارَكَ اِلٰى نِصْفِ السَّاقِ فَاِنْ اَبَيْتَ فَاِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِيَّاكَ وَاِسْبَالَ الْاِزَارِ فَاِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ وَاِنِ امْرُءٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ فَاِنَّمَا وَبَالُ ذَالِكَ عَلَيْهِ.

হাদীস-৯৩ ঃ হযরত আবূ জুরাই জাবির ইবন সুলায়ম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় আসলাম। আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম যাঁর রায় জানার জন্য তাঁর কাছে লোকজন হাযির হয়েছে। তিনি যা বলেন তা তারা গুরুত্বসহকারে পালন করে। আমি বললাম, ইনি কে ? উপস্থিত লোকজন বলল, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)। বর্ণনাকারী বলেন, আমি দু'বার বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আলাইকা সালাম। রাসূলুল্লাহ বললেন ঃ আলাইকা সালাম বলবে না। আলাইকা সালাম মৃত ব্যক্তিদের সালাম। বল, আসসালামু আলাইকা। আমি বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ? তিনি

বললেন ঃ আমি এমন এক আল্লাহ্‌র রাসূল যদি বিপদ তোমার উপর পতিত হয় এবং তুমি তাঁকে আহবান কর, তাহলে তিনি তোমার উপর থেকে তা দূর করেন, যদি তোমার উপর দুর্ভিক্ষের বছর উপস্থিত হয় এবং তুমি তাঁকে আহ্বান কর, তাহলে তিনি যমীন থেকে তোমার জন্য খাদ্য উৎপাদন করেন। যদি কোন মরুভূমি বা জনশূন্য প্রান্তরেও তোমার সওয়ারীর জানোয়ার হারিয়ে যায় এবং তুমি দু'আ কর, তাহলে তিনি তা তোমার কাছে ফিরিয়ে দেন। আমি বললাম, আমাকে নসীহত করুন। তিনি বললেন ঃ কখনো কাউকে গালি দিবে না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি কোন আযাদ ব্যক্তি বা দাস বা উট বা বকরীকেও গালি দেইনি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ কোন ভাল কাজকে কখনো হেয় জ্ঞান করো না, তোমার ভাইয়ের সাথে খোশ চেহারা নিয়ে আলাপ করবে। কেননা এটাও একটা (ভাল আচরণ বা নেক কাজ), তোমার তহবন্দ হাঁটু ও গোড়ালীর মধ্যস্থলে রাখ এবং তা না করলে গোড়ালীর উপরের হাড় পর্যন্ত রাখ, তহবন্দ বেশি নিচে ছেড়ে দেয়া থেকে সাবধান থাক, এটা অহঙ্কার এবং আল্লাহ্ অহঙ্কার পসন্দ করেন না; যদি কেউ তোমার দোষ জেনে তোমার নিন্দা করে এবং তোমাকে গালি দেয়, তাহলে তুমি তার যে দোষ জান তার জন্য তাকে নিন্দা করবে না, এরূপ হলে (মন্দ কথনের) যাবতীয় যিম্মাদারী তার উপর বর্তাবে।

(আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের প্রথম অংশে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের দলীল প্রদান করা হয়েছে। নবী করীম (সা) খুব সাধারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের দলীল দিয়েছেন। মানুষ তার যে বিপদ অন্য মানুষের দ্বারা দূর করতে পারে না এবং বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য যে শক্তির কাছে দু'আ করে এবং যিনি বস্তুত দু'আ কবূল করেন, তিনিই আল্লাহ। এ অভিজ্ঞতা মানুষ অহরহ তার দৈনন্দিন জীবনে হাসিল করে থাকে। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির জন্য যখন খাদ্যাভাব সৃষ্টি হয়, তখন মানুষ এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করেও অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির অবসান ঘটিয়ে শস্য উৎপাদন করতে পারে না। যিনি এ কাজ করেন এবং যাঁকে এ কাজের জন্য আহ্বান করা হয়। তিনিই আল্লাহ্, অনুরূপভাবে জনশূন্য বা মরুপ্রান্তরে সফরে হারানো বাহন ফিরিয়ে দেয়ার জন্য যাঁর কাছে দু'আ করা হয় এবং যিনি তা তাঁর অসহায় বান্দার কাছে পৌঁছে দেন, তিনিই আল্লাহ্। এ ধরনের ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব উপলব্ধি করার সুযোগ মানুষের জীবনে হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ বিপদ দূর হওয়ার পর তার পুরানো যিন্দেগীর অবিশ্বাস বা দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার মধ্যে নিজেকে লিপ্ত করে।

জিহ্বাকে সংযত রাখার জন্য বলা হয়েছে। বস্তুত জিহ্বাকে অন্য মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করার মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মু'মিন ব্যক্তি কখনো অন্যের বিরুদ্ধে জিহ্বা ব্যবহার করেন না।

সওয়াবের সামান্যতম কাজকে অবহেলা করা উচিত নয়। প্রত্যেক মা'রূফ বা নেক কাজ ছোট হোক বা বড় হোক, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির দরজা খুলে দেয়। সমাজের এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে প্রফুল্ল চিত্তে যে মুলাকাত করে বা কথাবার্তা বলে, বাহ্যত খুব ছোট মনে হলেও তা এক নেক কাজ, যার প্রতিফল আল্লাহ্র কাছে রয়েছে। এ ধরনের আচরণ মানুষের মাঝে প্রেম-প্রীতির সৃষ্টি করে।

অহঙ্কারী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন না। দোযখে যাদের নিক্ষেপ করা হবে তাদের বিভিন্ন অপরাধের মধ্যে অহঙ্কারের অপরাধও থাকবে। তহবন্দ পায়ের গোড়ালীর হাঁড়ের নীচে রাখাও এক ধরনের অহঙ্কারী ব্যক্তির কাজ। তাই এটা অপসন্দ করা হয়েছে এবং তা থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে। অপর এক হাদীসে আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَنْ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

"যে ব্যক্তি তার কাপড় (অহঙ্কারবশে) পায়ের গোড়ালীর নীচে ছেড়ে দিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না।" অহঙ্কারের প্রতীক হিসাবে তহবন্দকে ব্যবহার করা হয়েছে। অহঙ্কারবশে পোশাক-পরিচ্ছদ বা অন্য কোন কিছু ব্যবহার করা উচিত নয়।

কোন অবস্থাতেই অন্যের দোষ প্রচার করা বা নিন্দা করা কিংবা কাউকে অন্যের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করা উচিত নয়। এমনকি নিন্দার প্রতিবাদে নিন্দা করতে বারণ করা হয়েছে। সামাজিক পরিবেশ সঠিক রাখার জন্য এ ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতে এ ধরনের সবর এখতিয়ার করবে, সে আল্লাহ্র কাছে বিরাট প্রতিদান পাবে।

ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য আলোচ্য হাদীসে প্রচুর হিদায়াত রয়েছে। দীন সম্পর্কে একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে কোন জিনিস সর্বাগ্রে পেশ করা দরকার, তার আভাস রয়েছে। অধিকন্তু দীনের দাওয়াত যে সহজভাবে ও সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করতে হয়, তাও নবী করীম (সা) শিক্ষা দিয়েছেন। তাওহীদের আকীদা থেকে শুরু করে আল্লাহ্র বান্দাদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হবে এবং নিজের জীবনকে কিভাবে অহঙ্কারমুক্ত রাখতে হবে, তার উল্লেখ এ হাদীসে রয়েছে। যাকে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে নবী করীম (সা)-এর উপদেশের উপর আমল করা শুরু করেছেন। নবী করীম (সা)-এর সাহাবীদের মনোভাব ও আমল এ ধরনের উজ্জ্বল থাকার কারণে ইসলামের পয়গাম দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছেছিল। হাদীস পাঠকদের কাছে আরয, তারাও যেন অনুরূপ মনোভাব গ্রহণ করেন এবং নবীর উপদেশ, হুকুম পাঠ করার সাথে সাথে নেক আমলের দৃঢ় সংকল্প করেন।

অতি হাসি মানুষের কলবকে মেরে ফেলে

(٩٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَاْخُذُ عَنِّىْ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ اَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَّعْمَلُ بِهِنَّ قُلْتُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَعَدَّ خَمْسًا فَقَالَ اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَى النَّاسِ وَاَحْسِنْ اِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَّاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَّلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ.

হাদীস-৯৪ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কে আমার থেকে এ কথাগুলো শিখবে, নিজে আমল করার জন্য বা অন্য আমলকারীকে শেখানোর জন্য ? বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি। আল্লাহ্র নবী (সা) আমার হাত ধরে পাঁচটি জিনিস গুণলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা ভয় কর, তাহলে তুমি শ্রেষ্ঠ আবিদ হবে; আল্লাহ্ যা তোমার কিসমতে রেখেছেন তাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তুমি শ্রেষ্ঠ ধনী হবে; প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ কর, তাহলে তুমি (কামিল) মু'মিন হবে; তুমি নিজের জন্য যা পসন্দ কর তা মানুষের জন্য পসন্দ কর, তাহলে তুমি (প্রকৃত) মুসলিম হবে এবং অধিক হাসবে না; কেননা অধিক হাসি কলবকে মেরে ফেলে। (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে সাচ্চা মু'মিনের এক জীবন্ত নকশা অঙ্কন করা হয়েছে। যদি কেউ দুনিয়াতে কোন জান্নাতের অধিকারীকে দেখার আগ্রহ ও ঔৎসুক্য মনের মধ্যে পোষণ করে, তাহলে তার উচিত হবে এমন মু'মিনের সন্ধান করা যার মধ্যে এ পাঁচটি গুণ রয়েছে। শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারীর মর্যাদা লাভের জন্য নবী করীম (সা) অধিক নফল ইবাদত করার কথা বলেননি; বরং তিনি আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস পরিহার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নিষিদ্ধ জিনিসের নিকটবর্তী হওয়া বা তার সীমালংঘন করা খুবই নিন্দনীয় কাজ এবং দীনি পরিভাষায় একে 'মাআসিয়াত' বা আল্লাহর অবাধ্যতা বলা হয়। মা'আসিয়াত বান্দাকে জান্নাত থেকে দূরবর্তী এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী করে। নফসের হুকুমকে অমান্য করে, শয়তানের প্ররোচনা ও উস্কানীকে অস্বীকার করে এবং দুনিয়ার তথাকথিত স্বার্থ ও আকর্ষণকে উপেক্ষা করে বা পার্থিব লোকসান বরদাশত করে যে আল্লাহর নিষেধ থেকে দূরে থাকে, সে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ আবিদ। এক নিষিদ্ধ জিনিস থেকে দূরে থাকার মধ্যে যে সওয়াব রয়েছে, তার সমকক্ষতা অসংখ্য নফল ইবাদতের মাধ্যমেও পাওয়া যাবে না।

দৌলতের আধিক্যের নাম প্রাচুর্য নয়, বরং প্রকৃত প্রাচুর্য হল নিজের ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকা, নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যেই দৌলতের প্রকৃত সার্থকতা রয়েছে। কিন্তু যে নিজের ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট নয়, সে দৌলতের অধিকারী হলেও বারবার অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে দৌলতের মর্যাদাহানি করবে। যে ব্যক্তি নিজের ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট এবং লোভী নয়, সে তার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না, বরং নিজের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যিন্দেগী যাপন করবে। তাই যে বান্দা সন্তুষ্ট, সেই ধনী ও দৌলতমন্দ। সে এমন এক প্রাচুর্যের অধিকারী যা সম্পদ দিয়ে কেনা যায় না।

প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ করা ঈমানের অন্যতম শিক্ষা। মু'মিন ব্যক্তির উপর প্রতিবেশীর হক রয়েছে। প্রতিবেশীর সুখে-দুঃখে অংশগ্রহণ, তার অভাব মোচন করা, বিপদে তাকে সাহায্য করা, প্রতিবেশীর পরিবার-পরিজন ও বিষয়-সম্পত্তির কোনরূপ লোকসান না করা, বরং সর্বাবস্থায় প্রতিবেশীর স্বার্থের হিফাযত করা ও তার সাথে নরম ও ভদ্র আচরণ করা ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য। নবী করীম (সা) প্রতিবেশীদের সম্পর্কে ঈমানদারদের এত বেশি নসীহত করেছেন এবং সতর্ক থাকতে বলেছেন যে, সাহাবায়ে কিরাম মনে করেছিলেন হয়ত মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সম্ভবত প্রতিবেশীর হকও ধার্য হবে। প্রতিবেশীর প্রতি রহম-দিল হওয়া কামিল ঈমানের লক্ষণ।

প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তির অন্যতম লক্ষণ হল নিজের জন্য যা পসন্দ করে তা মানুষের জন্যও পসন্দ করে। দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় ব্যাপারে মু'মিন ব্যক্তি সকল মানুষের জন্য এমন কল্যাণ কামনা করেন যা তার নফসের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন। মুসলিম ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় তার এ অনুভূতির তীব্রতার উপর নির্ভরশীল।

অধিক হাসিখুশি মু'মিন ব্যক্তির কাজ নয়। আখিরাতের যিন্দেগী সম্পর্কে যে গাফিল, সে এ ধরনের আচরণ করতে পারে। যারা অধিক হাসিখুশিতে লিপ্ত থাকে, তাদের কলব মরে যায় এবং মৃত কলবের দ্বারা কোনদিনও ইবাদত-বন্দেগী করা যায় না।

নবী করীম (সা) গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করার পূর্বে তাঁর আসহাবে কিরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন এবং তাদেরকে হক কবূল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। দাওয়াত পেশ করার এ মহামূল্য হিকমত প্রত্যেক মুবাল্লিগের অবলম্বন করা উচিত। হাদীসে অন্য একটা বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তা হল দীনের জ্ঞান যে হাসিল করবে, তার উপর দুটো হক রয়েছে। সে নিজে তার উপর আমল করবে এবং অন্যকে তার শিক্ষাদান করবে। যদি আমল করার ব্যাপারে তার কোন শরঈ ওজর-আপত্তি থাকে বা কোনরূপ সাময়িক দুর্বলতা থাকে, তাহলেও জ্ঞানের কথা গোপন করা বা

নিজের মধ্যে সীমিত রাখা যাবে না; বরং অন্যকে তা বলতে হবে এবং এ ধরনের দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমে নিজের ত্রুটি দূর হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে জ্ঞান গ্রহণকারী দানকারীর চেয়ে উত্তম আমল করে থাকেন।

আরশের নিচের খাযানা

(৯৫) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اَمَرَنِىْ خَلِيْلِىْ بِسَبْعٍ اَمَرَنِىْ بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَاَمَرَنِىْ اَنْ اَنْظُرَ اِلٰى مَنْ هُوَ دُوْنِىْ وَلاَ اَنْظُرَ اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقِىْ وَاَمَرَنِىْ اَنْ اَصِلَ الرَّحْمَ وَاِنْ اَدْبَرَتْ وَاَمَرَنِىْ اَنْ لاَ اَسْأَلَ اَحَدًا شَيْئًا وَّاَمَرَنِىْ اَنْ اَقُوْلَ بِالْحَقِّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا وَاَمَرَنِىْ اَنْ لاَ اَخَافَ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ وَاَمَرَنِىْ اَنْ اُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَاِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ.

হাদীস-৯৫ ঃ হযরত আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বন্ধু, আমাকে সাতটা আদেশ করেছেন। তিনি আমাকে গরীব-মিসকীনকে মহব্বত করতে এবং তাদের নিকটবর্তী হতে হুকুম করেছেন। আমার থেকে যে নিচে রয়েছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করার এবং যে আমার চেয়ে উপরে রয়েছে তার দিকে দৃষ্টিপাত না করার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করেছেন। আত্মীয়-স্বজন মুখ ফিরিয়ে নিলেও তাদের সাথে রহম ও নরম আচরণ করার জন্য তিনি আমাকে হুকুম করেছেন। কারো কাছে কোন জিনিস সওয়াল না করার জন্য তিনি আমাকে হুকুম করেছেন। তিক্ত হলেও সত্য কথা বলতে তিনি হুকুম করেছেন। আল্লাহ্‌র পথে কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে ভয় না করার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করেছেন। তিনি আমাকে খুব বেশি লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ—(আল্লাহ্ ছাড়া কারো শক্তি ও ক্ষমতা নেই)— কালেমা পড়তে হুকুম করেছেন। এগুলো আরশের নিচের খাযানা (সম্পদ)।

(মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সা) গরীব-মিসকীনদের মহব্বত করতেন এবং অন্য-দেরকেও অনুরূপ করতে আদেশ করতেন। গরীব ঈমানদারদের মর্যাদা আল্লাহ্‌র কাছে খুব বেশি। তাদের দু'আ ও প্রার্থনার ফলস্বরূপ আল্লাহ্ উম্মতের উপর খায়ের ও বরকত নাযিল করেন। যে কওমের প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল লোক গরীব ও মিসকীন

সম্প্রদায়কে মহব্বত করেন এবং তাদের প্রতি দয়া ও রহম প্রদর্শন করেন, সে কওম অবশ্যই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিল করে।

পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি বা ধন-দৌলতের ব্যাপারে কখনো উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করা ঠিক নয়। নিজেকে সংযত ও সঠিক রাখার জন্য নিজের চেয়ে কম প্রভাব-প্রতিপত্তি বা ধন-দৌলতের অধিকারীদের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। এতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য সবক রয়েছে।

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দয়া ও রহম প্রদর্শন করা ঈমানদার ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। আত্মীয়-স্বজনের বাহবা কুড়ানোর জন্য এ কাজ করা উচিত হবে না। একমাত্র আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের প্রতি সদয় হতে হবে এবং নিয়্যত সঠিক হলে আল্লাহ্ তার প্রতিদান দেবেন।

মানুষের কাছে সওয়াল করা ঈমানদার ব্যক্তিদের স্বভাব ও আচরণ বিরুদ্ধ কাজ। আল্লাহ্ যাদের বন্ধু ও অভিভাবক, তারা কেন মানুষের কাছে হাত পেতে নিজেদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করবে? যারা মানুষের মুখাপেক্ষী নয়, আল্লাহ্ তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দেন।

অন্যের নিকট তিক্ত হলেও সত্য কথা বলা উচিত। কোনরূপ ভয়-ভীতি বা প্রেম-প্রীতি বা কারো স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য সত্য গোপন করা যাবে না। মু'মিন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলবেন এবং অনুরূপভাবে নিন্দুকের নিন্দা বা অপমানকারীর অপমান, ভয় প্রদর্শনকারীর ভীতি আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে দূরে সরাতে পারে না। কারণ ঈমানদার ব্যক্তি মনে করেন সারা দুনিয়ার মানুষ তার কোন অমঙ্গল করতে পারবে না। মানুষের উপর আল্লাহ্‌র যত হক রয়েছে তার মধ্যে এটাও অন্যতম যে, বান্দা অন্য মানুষের চেয়ে আল্লাহ্‌কে বেশি ভয় করবে।

'লা হাওলা ওলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' কালেমা খুব বেশি করে পড়ার মধ্যে এক দুনিয়ার নসীহত রয়েছে। দুনিয়ার যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য এবং যোগ্যতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। দুনিয়ার কোন শক্তি তাঁর ইচ্ছা কার্যকরী করতে বাধা দিতে পারে না। তিনি যার মঙ্গল করতে চান সারা দুনিয়ার মানুষ তার অমঙ্গল করতে পারবে না। তিনি যার অমঙ্গল করতে চান সারা দুনিয়ার মানুষ তার মঙ্গল করতে পারবে না। তিনি মানুষকে মঙ্গল ও কল্যাণের রাস্তায় পরিচালিত করেন। তিনি যাবতীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে। মানুষের বোধগম্য বা অবোধ-গম্য যত শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে, তার একচ্ছত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ্ তা'আলা। তাঁর শক্তি কখনো লয় হবে না। আল্লাহ্ সম্পর্কে এ ধরনের চিন্তা মনের মধ্যে পোষণ করা এবং মুখের দ্বারা তা স্বীকার করা ও প্রকাশ করার মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ রয়েছে।

নবী করীম (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র নয়টি নির্দেশ

(٩٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَنِىْ رَبِّىْ بِتِسْعٍ خَشْيَةِ اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ وَكَلِمَتِ الْعَدْلِ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَاءِ وَالْقَصْدِ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنَا وَاَنْ اَصِلَ مَنْ قَطَعَنِىْ، وَاُعْطِىَ مَنْ حَرَمَنِىْ وَاَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِىْ وَاَنْ يَّكُوْنَ صَمْتِىْ فِكْرًا وَّنُطْقِىْ ذِكْرًا وَّنَظْرِىْ عِبْرَةً وَّاٰمُرَ بِالْعُرْفِ وَقِيْلَ بِالْمَعْرُوْفِ.

হাদীস-৯৬ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার রব্ব আমাকে নয়টি আদেশ করেছেন। প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহ্‌কে ভয় করা; ক্রোধ ও সন্তুষ্টিতে ইনসাফের কথা বলা, দারিদ্র্য ও প্রাচুর্যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা; যে (আত্মীয়) আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক কায়েম করা; আমাকে যে বঞ্চিত করে তাকে দান করা; যে আমাকে যুলম করে তাকে মাফ করা; আমার নীরবতা হবে চিন্তা-ভাবনা; আমার কথাবার্তা হবে (আল্লাহ্‌র) যিকির এবং আমার দৃষ্টি হবে শিক্ষা গ্রহণমূলক; আর মানুষকে মারূফ বা ভাল কথা বলার হুকুম করতে আমাকে আদেশ করা হয়েছে। (রযীন)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে হাদীসে বর্ণিত ন'টি বিষয় সম্পর্কে নবী করীম (সা)-কে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়ার পিছনে এক বিরাট তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। মূলত এসব গুণ আমাদের প্রিয় নবীর মধ্যে এমনিতেই ছিল। এরপরও তাঁকে এসব গুণ সম্পর্কে নির্দেশ দেয়ার তাৎপর্য হলো, তাঁর উম্মতরা যাতে এগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে মানব জাতির মধ্যে নিজেদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। কারণ এসব গুণ ছাড়া কোন মানুষ নিজেকে যেমন আল্লাহ্ তা'আলার একজন খাঁটি বান্দা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না। তেমনি অন্য মানুষের জন্যও তিনি আদর্শ ব্যক্তিকে পরিণত হতে পারেন না। নবী করীম (সা) সুদীর্ঘ ২৩ বছরব্যাপী আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারের যে মহান দায়িত্ব পালন করেন, তাঁর ইন্তিকালের পর স্বভাবতই এই দায়িত্ব তাঁর উম্মতের উপর বর্তেছে। তাদেরকে এই দায়িত্ব পালনের যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে এসব গুণ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

বস্তুত রিসালতে মুহাম্মদীয় পয়গাম মানব সমাজে পেশ করার জন্য উন্নত মানসিকতা, বুলন্দ আখলাক, বলিষ্ঠ চিন্তাধারা এবং শিক্ষামূলক দৃষ্টি প্রত্যেক মু'মিনের জন্য অপরিহার্য। আর তাই হাদীসের প্রথম অংশে এ অপরিহার্য গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহ্‌কে ভয় করেন, রাগ ও খুশিতে ইনসাফের কথা বলেন, দুঃখ-দৈন্য ও প্রাচুর্যে আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট থাকেন, ধৈর্য সহকারে শয়তানের যাবতীয় হামলা মোকাবিলা করেন, যুলমের জবাব যুলমের দ্বারা দেন না, অবসর সময়ে আল্লাহ্‌র গুণগান, তাঁর সিফাত ও এখতিয়ার প্রচারের কাজে নিযুক্ত করেন, জিহ্বাকে অন্য কাজে নিয়োজিত করেন না এবং যিনি ইতিহাসের ঘটনা থেকে সবক হাসিল করেন, তিনি মূলত ঈমানের এক জীবন্ত নমুনা। তিনি মানবতার অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি। তাঁর গোটা জীবন এক নীরব দাওয়াত এবং তাবলীগ। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এ বুলন্দ আখলাক দান করুন। আমীন।

মা'আয (রা)-এর প্রতি রাসূল (সা)-এর ১০টি উপদেশ

(৯৭) عَنْ مَعَاذٍ قَالَ اَوْصَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلاَ تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلاَ تَتْرُكَنَّ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَلاَ تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَاِنَّهُ رَاْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَاِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَاَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَاَنْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ.

হাদীস-৯৭ ঃ মা'আয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে দশটা জিনিসের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ যদি তোমাকে হত্যা করা হয় এবং পোড়ান হয়, তবুও তুমি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক করবে না। যদি তোমাকে তোমার পরিবার ও সম্পত্তি ছেড়ে বের হয়ে যেতে বলা হয়, তবু কখনো তোমার পিতামাতার অবাধ্যতা করবে না। কখনো ইচ্ছাকৃত ফরয নামায ত্যাগ করবে

না, কেননা যে এক ফরয নামায ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করে, তার জন্য আল্লাহ্র কোন যিম্মাদারী থাকে না। কখনো শরাব পান করবে না, কেননা শরাব সকল অশ্লীল কাজের মূল। গুনাহ থেকে সাবধান, কেননা গুনাহ্র কারণে আল্লাহ্র ক্রোধ নাযিল হয়। মানুষ তোমাকে হালাক করলেও জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করবে না। যদি তুমি কোন জনপদে থাক এবং তাদের মধ্যে মহামারী দেখা দেয়, তাহলে দৃঢ়পদে থাকবে। তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করবে, তাদেরকে আদব শিখানোর ব্যাপারে কোনরূপ শিথিলতা করবে না এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ শিরক চূড়ান্ত পর্যায়ের অকৃতজ্ঞতা। আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী এবং এখতিয়ারের সাথে কোন জিনিস, মানুষ, কোন প্রাণী বা বস্তুকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট করা নাম শিরক। আসমান-যমীনের তামাম জিনিসের মালিকানা ও বাদশাহী একমাত্র আল্লাহ্র। দুনিয়ার যাবতীয় জিনিসের জন্য তিনি যে বিধান দিয়েছেন তাকে যদি কেউ অস্বীকার করে অন্য বিধান প্রণয়ন করে, তাহলে সে আল্লাহ্র অধিকার ও এখতিয়ারের সাথে শিরক করল।

শিরক সবচেয়ে বড় অপরাধ এবং এ অপরাধ কোন অবস্থাতে করা বৈধ নয়। জীবন বিপন্ন হলেও আল্লাহ্র সাথে কোন সত্তা, বস্তু বা প্রতিষ্ঠানকে শরীক করা যাবে না। শত্রুর হুমকি বা জীবনের লোভে নিজের দীনকে পরিত্যাগ করা ঈমানদার ব্যক্তির স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ। ফিরাউনের দরবারের লোকজন এবং সারা দেশবাসীর সামনে যাদুকরগণ একত্ববাদ কবূল করার পর ফিরাউন তাদেরকে কঠিন শাস্তির হুমকি প্রদানের পরও তারা একত্ববাদ ত্যাগ করেননি। আরবের মুশরিকদের হাতে কত নরনারী প্রাণ দিয়েছেন; কিন্তু তাঁরা ঈমান ত্যাগ করেননি। বর্তমান শতাব্দীতেও বিভিন্ন দেশে অনেক আল্লাহ্র বান্দা ঈমানের বিনিময়ে জীবন খরিদ করেননি, বরং শিরক থেকে বাঁচবার জন্য জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। জীবন রক্ষা করার জন্য শুধুমাত্র মুখের দ্বারা সাময়িকভাবে কুফর ও শিরকের এলান করা যেতে পারে।

সন্তানের উপর পিতামাতার হক অত্যধিক। তাই পিতামাতার খিদমত করা, পিতামাতার কথা শোনা, তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা সন্তানের কর্তব্য। পিতামাতার কোন হুকুম সন্তানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তা পালন করতে হবে। কিন্তু সাধ্যাতীত কোন হুকুম করলে খুব নম্রভাবে তাদেরকে নিজের অক্ষমতার কথা বলতে হবে। তাদের আচরণ কঠিন ও পীড়াদায়ক হলেও 'উহ' শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করা যাবে না। কিন্তু তাদের হুকুম আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুমের বিপরীত হলে তা পালন করতে হবে না। তাদেরকে খুব বিনয়ের সঙ্গে তার কারণ বলতে হবে। কোন অবস্থাতেই তাদের সাথে কটু আচরণ করা যাবে না। পরিবার ও সম্পত্তি বর্জন করার হুকুম করলে তা পালন

করার ব্যাপারেও শরীআতসম্মত পন্থা অবলম্বন করতে হবে। যদি তাদের এ হুকুম শরীআত মুতাবিক হয় বা তার দ্বারা শরীআতের কোন হুকুম লংঘিত না হয় কিংবা কোন লোকের বৈধ অধিকার উপেক্ষিত না হয় তাহলে তা পালন করা যাবে। পিতামাতার কল্যাণের জন্য সর্বদা দু'আ করা দরকার।

নামায দীনের স্তম্ভ। যেরূপ স্তম্ভ ধসে গেলে ইমারত ধসে যায়, সেরূপ নামায ত্যাগ করলে ইসলামের বিল্ডিং অন্তর থেকে ধসে পড়বে। তাই নবী করীম (সা) কোন অবস্থাতে নামায ত্যাগ করার অনুমতি দেননি। তায়েফবাসীদের পক্ষ থেকে সদকা, জিহাদ এবং সালাতকে সন্ধির বাইরে রাখার আবেদন করা হলে নবী করীম (সা) নামায ছাড়া অপর দুটো জিনিসের ব্যাপারে তাদের আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন। কারণ নামায দ্বারা বান্দা তার প্রকৃত মুনিব ও মালিকের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করে। নামায বান্দার মনকে মুনিবের তামাম হুকুম যথাযথভাবে পালন এবং পাপ-পঙ্কিল যিন্দেগী পরিহার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। দুনিয়ার যাবতীয় প্রলোভন ও বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ইসলামের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য যে শক্তি ও মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন, তা নামাযের মাধ্যমে লাভ করা যায়। এ জন্য নামায কায়েম করা ইসলামী হুকুমতের অন্যতম ফরয বিধান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

—"নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।"

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে যে, নামায কায়েম করতে হবে এবং নামায ত্যাগ করলে কুফর ও শিরকের বিপদে পতিত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

নামায ত্যাগ করাকে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের উম্মতদের বিপদের অন্যতম কারণ হিসেবে কুরআন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

—"তাদের পর আসল পরবর্তীগণ, তারা সালাত নষ্ট করল ও লালসা পরবশ হল। সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। (সূরা মারিয়ম ঃ ৫৯)

আলোচ্য হাদীস এবং অনুরূপ অন্যান্য হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম শাফিঈ নামায ত্যাগকারীকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মালিক নামায ত্যাগকারীকে ইসলামী শাসক কর্তৃক বন্দী করার এবং আরো যে কোন উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করার পক্ষে রায় দিয়েছেন। ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করার সামান্যতম অজুহাতও ইসলামে নেই।

শরাব যাবতীয় অশ্লীল কাজের উৎস। তাই শরাবকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে নির্মূল করা একান্ত আবশ্যক। যে মুসলমান শরাব পান করাকে হারাম জ্ঞান করে বা নিজে শরাব পান করে না, কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শরাবকে অবৈধ ঘোষণা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না, মনে করে তাতে দেশের আয় বৃদ্ধি হবে কিংবা শরাব খরিদ-বিক্রির পরিকল্পনার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে, সে গুনাহগার হবে। হয় সে শরাব বন্ধ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করবে, না হয় পরিকল্পনাকারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে। শরাবসহ প্রত্যেক দুষ্কর্ম আল্লাহ্র গযব আহ্বান করে। তাই ছোট-বড় সকল গুনাহ পরিহার করা উচিত।

মহামারী থেকে পলায়ন করার অর্থ হল পলায়নকারীর মনে বিপন্ন মানবতার জন্য কোন সহানুভূতি নেই। ঈমানদার ব্যক্তির মনে বিপন্ন মানবতার জন্য মহব্বত থাকে এবং তিনি মনে করেন যে, যাবতীয় মঙ্গল এবং অমঙ্গল আল্লাহ্র কাছ থেকে আসে। মহামারী থেকে পলায়ন করা বা বিপন্ন মানুষকে সাহায্য না করা মানবতা বিরোধী কাজ। যুদ্ধ থেকে পলায়ন করা কঠিন গুনাহ। যুদ্ধ থেকে পলায়নকারীকে আল্লাহ্র কখনো পসন্দ করেন না। আর তাই নবী করীম (সা) এই দুটি ক্ষেত্র থেকে না পলানোর উপদেশ দিয়েছেন।

সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ করা যেমন কর্তব্য, তেমনি তাদেরকে আদব-আখলাক এবং দীন সম্পর্কে শিক্ষাদান করাও কর্তব্য। আল্লাহ্কে ভয় করে যিন্দেগী যাপন করার জন্য পরিবার-পরিজনকে হুকুম করতে হবে। পরিবার-পরিজনকে ইসলামী শিক্ষাদান করার ব্যাপারে কোনরূপ ত্রুটি বা দুর্বলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। এ ব্যাপারে সামান্য শিথিলতা করলে মারাত্মক লোকসানের আশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন ঃ

قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا.

"তোমাদের নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা কর।"

আফসোস! বর্তমানকালে আমরা ছেলেমেয়েদেরকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তৈরি করার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করি; কিন্তু তাদের আখিরাতের সুদীর্ঘ যিন্দেগীকে সুন্দর ও সুখময় করার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করি না। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ছেলেমেয়েদেরকে ইসলামী তা'লীম-তারবিয়াত, কুরআন-হাদীসের জ্ঞান (অর্থসহ কুরআন পাঠের ব্যবস্থা) দান না করলে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত হতে হবে।

যে জিনিস হযরত মা'আয (রা)-কে কাঁদিয়েছে

(৯৮) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا اِلَى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مَعَا ذَبْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِيْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ يُبْكِيْنِىْ شَيْئٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ وَمَنْ عَادَى لِلّٰهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللّٰهَ بِالْمُحَارَبَةِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْاَبْرَارَ الْاَتْقِيَاءَ الْاَخْفِيَاءَ الَّذِيْنَ اِذَا غَابُوْا لَمْ يُتَفَقَّدُوْا وَاِنْ حَضَرُوْا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُقَرَّبُوْا قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدٰى يَخْرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ.

হাদীস-৯৮ ঃ হযরত উমর (রা) ইবন খাত্তাব থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি মসজিদে নববীর দিকে রওনা হলেন এবং সেখানে মা'আয (রা) ইবন জাবালকে পেলেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর রওযার কাছে বসে কাঁদছিলেন। উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কি জিনিস তোমাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছ থেকে যা শুনেছিলাম তা আমাকে কাঁদাচ্ছে। তিনি বলেছেন ঃ সামান্য রিয়া ও শিরক এবং যে আল্লাহ্‌র দোস্তের সাথে শত্রুতা করল, সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হল। আল্লাহ্ মহব্বত করেন কর্তব্যপরায়ণ মুত্তাকী এবং গোপনে ইবাদতকারীদেরকে, যারা অদৃশ্য হলে কেউ তাদের সন্ধান করে না এবং যারা উপস্থিত থাকলে কেউ তাদের আহ্বান করে না এবং নিকটেও যায় না। তাদের অন্তর হিদায়তের চেরাগ এবং তারা ফিতনার অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসেন।

(ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী ঃ শুয়বুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ রিয়া খুবই ঘৃণিত আমল। পানি যেভাবে আগুন নিভিয়ে দেয় সেভাবে রিয়া সৎকর্মের নূরক নিভিয়ে দেয়। রিয়াকার তার নিজের সুনাম ও জনপ্রিয়তার জন্য কাজ করে। এটা সৎকর্মের লেবাসে এক নিকৃষ্ট ধরনের শিরক। আল্লাহ্ রিয়াকারদের উপর অসন্তুষ্ট। তিনি তাদের প্রদর্শিত আমল কবূল করবেন না। লোক দেখানোর জন্য সাহায্য করা হলে বা কোন কাজ করার সময় সামান্য প্রদর্শনমূলক মনোভাব ও আচরণ করলে তা 'রিয়া' হিসেবে গণ্য হবে এবং ছোট রিয়াও শিরকের মধ্যে শামিল। খুব সতর্কতার সাথে সৎকর্ম এবং ইবাদত না করলে তা পুণ্যদানকারী না হয়ে

আযাবদানকারী হবে। কোন নফল ইবাদত না করলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন না কিন্তু রিয়ার সাথে যে ইবাদত করা হবে, তা শাস্তির যোগ্য অপরাধ হবে। যারা আল্লাহ্কে ভালবাসেন এবং রিয়ার হাকীকত্ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তারা রিয়ার আগুন থেকে নিজেকে বাঁচবার জন্য সর্বদা চিন্তিত ও সতর্ক থাকেন। তারা গোপনে ইবাদত করেন। তারা চোখের অন্তরালে সৎকর্ম করেন।

যেসব বান্দা যথাযথভাবে কর্তব্য সম্পাদন করেন, জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্কে ভয় করে চলেন এবং মানুষের চোখের অন্তরালে সৎকর্ম করেন, সেসব বান্দা খুবই ভাগ্যবান এবং তারা কখনো আল্লাহ্র রহমত ও নিআমত থেকে বঞ্চিত হবেন না।

অনেক সৎকর্ম ও ফরয রয়েছে যা মানুষের চোখের অন্তরালে করা সম্ভব নয়, বরং অসংখ্য মানুষের সামনে তা করতে হয়। যেমন দীনের দাওয়াত পেশ করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় যিম্মাদারী এবং তা মানুষের সামনে পেশ করতে হয়। এ শ্রেণীর লোকও আল্লাহ্র মাহবূব বান্দা। তাদের কথা এ হাদীসে উল্লেখ না করার অর্থ এ নয় যে, তারা প্রকাশ্যে যে মহান যিম্মাদারী পালন করছেন তার গুরুত্ব কম। কুরআন-হাদীস অনুসারে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার যিম্মাদারী বিরাট এবং তার সওয়াবও অত্যধিক। তবে নিয়্যত পরিষ্কার রাখতে হবে। নিজের সম্মান বা প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য নয়, বরং একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্র পয়গাম তাঁর বান্দাদের কাছে পেশ করতে হবে। বলা বাহুল্য, যারা আখিরাতের মহব্বতে দুনিয়ার যিন্দেগীর আরাম-আয়েশ কুরবান করেন, আল্লাহ্র দীনের পতাকা সমুন্নত করার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করেন এবং প্রয়োজনবোধে প্রিয় জীবন আল্লাহ্র রাস্তায় বিলিয়ে দেন, তারা আল্লাহ্র দোস্ত। যারা আল্লাহ্র দোস্তের কাজে বাধা দান করে, তারা নিজে তাদেরকে ঘৃণা করে এবং তাদের শত্রুতা করে বিরাট বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করে। কারণ আল্লাহ্র দোস্তদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করা বা যুদ্ধ করার অর্থ হল আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা শত্রুতা করা। আর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ব্যর্থ ও অপমানিত হবে। নির্বুদ্ধিতার কারণে অনেক লোক এ ধরনের আল্লাহদ্রোহী বা আল্লাহ্র দোস্তদের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সাময়িক সাফল্যকে খুব বড় চোখে দেখেন। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তাঁর বিদ্রোহী বান্দাদেরকে খুব বেশি শাস্তি প্রদান করার জন্য সাময়িক সাফল্য দান করেন।

অধিক হাসি চেহারার নূর নষ্ট করে

(৯৯) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ اِلٰى اَنْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

اَوْصِنِىْ! قَالَ اُصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَانَّهُ اَزْيَنُ لاَمْرِكَ كُلِّهِ قُلْتُ زِدْنِىْ! قَالَ عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَانَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِى السَّمَاءِ وَنُوْرٌ لَكَ فِى الْاَرْضِ قُلْتُ زِدْنِىْ! قَالَ عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ فَانَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى اَمْرِ دِيْنِكَ قُلْتُ زِدْنِىْ! قَالَ اِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحْكِ فَانَّهُ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِىْ! قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا قُلْتُ زِدْنِىْ! قَالَ لاَ تَخَفْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ لِيَحْجُزُكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَّفْسِكَ..

হাদীস-৯৯ ঃ হযরত আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলাম। অতঃপর বর্ণনাকারী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন; আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে ওসীয়াত (আদেশ এবং উপদেশ অর্থে) করুন। রাসূল (সা) বললেন ঃ আমি তোমাকে তাকওয়ার ওসীয়াত করছি যা তোমার প্রত্যেক কাজকে সুন্দর ও সুসম্পন্ন করবে। আমি বললাম, আমাকে আরও ওসীয়াত করুন। তিনি বললেন ঃ কুরআন তিলাওয়াত ও মহান ইয্যত ও জালালের অধিকারী আল্লাহ্র যিকির করা তোমার কর্তব্য। কেননা তার দ্বারা আসমানে তোমার যিকির হবে এবং দুনিয়াতে তা তোমার জন্য আলো স্বরূপ হবে। আমি বললাম, আমাকে আরো ওসীয়াত করুন। তিনি বললেন ঃ খুব বেশি চুপ থাকবে; কারণ এটা শয়তানকে বিতাড়িত করবে এবং দীনের ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করবে। আমি বললাম, আরো ওসীয়াত করুন। তিনি বললেন ঃ অধিক হাসি থেকে সাবধান থাক, কারণ এটা অন্তরকে মেরে ফেলে এবং চেহারার নূর বিদূরিত করে। আমি বললাম, আরো ওসীয়াত করুন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র পথে নিন্দাকারীদের নিন্দাকে ভয় করো না। আমি বললাম, আরো ওসীয়াত করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার নিজের নফস সম্পর্কে যা জান তা যেন তোমাকে মানুষের দোষ অন্বেষণ করা থেকে বিরত রাখে। (বায়হাকী ঃ শুয়াবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ তাকওয়ার ফল ও বরকত অবর্ণনীয়। যিনি আল্লাহ্কে ভয় করে যিন্দেগী যাপন করেন তিনি দুনিয়ার যিন্দেগীতে বেশুমার ফযীলত লাভ করেন এবং আখিরাতের যিন্দেগীতে উৎফুল্ল ও আনন্দিত হবেন। আল্লাহ্ মুত্তাকী বান্দাকে বে-ইনতেহা মহব্বত করেন এবং তার বিক্ষিপ্ত কাজকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করেন।

যিকির খুব ব্যাপক শব্দ। আল্লাহ্‌র স্মরণ, নামায, কুরআন তিলাওয়াত সব কিছুই আল্লাহ্‌র যিকিরের মধ্যে শামিল। শুধু স্মরণ বা ইয়াদ হিসেবে যখন যিকির ব্যবহৃত হবে, তখন বুঝতে হবে, মনের মধ্যে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব, কর্তৃত্ব, এখতিয়ার সম্পর্কে সঠিক ধারণার সৃষ্টি করা। আসমান-যমীন বা যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা, মুখে আল্লাহ্‌র গুণগান করা এবং অপর মানুষের কাছে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা। যখনই কোন মজলিসে আল্লাহ্‌র বাণী পাঠ করা হয় বা তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তখন ফেরেশতাদের মজলিসে তার আলোচনা করা হয়। যে আল্লাহ্‌কে ইয়াদ করে, আল্লাহ্ তাকে ইয়াদ করেন।

যিকর ও কুরআন পাঠের মাধ্যমে বান্দা দুনিয়াতে নূর লাভ করবে। দুনিয়াতে নূর লাভ করার জন্য প্রয়োজন হল, কুরআনের অর্থ বুঝতে হবে, কুরআনের হুকুম-আহকাম পালন করতে হবে, কুরআনের ফয়সালার কাছে মাথানত করতে হবে, কুরআন যাকে মন্দ বলে তাকে মন্দ এবং কুরআন যাকে ভাল বলে তাকে ভাল মনে করতে হবে। যখন কুরআনের সাথে ঈমানদার ব্যক্তির সম্পর্ক এ ধরনের হবে, তখন তার জীবন কুরআনের আলোয় আলোকিত হবে।

কাকে রাযী করতে হবে

(١٠٠) عَنْ مُعَوِيَةَ اَنَّهُ كَتَبَ اِلَى عَائِشَةَ اَنِ اكْتُبِىْ اِلَىَّ كِتَابًا تُوْصِيْنِىْ فِيْهِ وَلاَ تُكْثِرِىْ فَكَتَبَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ الْتَمَسَ رَضِىَ اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مَؤُنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَكَّلَهُ اللّٰهُ اِلَى النَّاسِ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ..

হাদীস-১০০ ঃ হযরত মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা)-কে লিখেছিলেন, আমাকে ওসীয়াত করে লিখুন এবং তা লম্বা করবেন না। উম্মুল মু'মিনীন লিখলেন ঃ আপনার প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের নারাযীর বিনিময়ে আল্লাহ্‌কে রাযী করতে চাইবে, আল্লাহ্ তাকে মানুষের মুখাপেক্ষী না করে প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন। এবং যে আল্লাহ্‌কে নারায করে মানুষকে রাযী করতে চাইবে, আল্লাহ্ তাকে মানুষের হাওয়ালা করে দেবেন। — ওয়াস সালাম। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে মু'মিনদের জন্য উপদেশের এক সমুদ্র রয়েছে। যে ব্যক্তি আখিরাতকে পসন্দ করে, সে কখনো মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ্‌কে নারায করবে না। যে আল্লাহ্‌কে নারায করে মানুষকে রাযী করতে চাইবে, সে তার আখিরাতের যিন্দেগী বরবাদ করবে। আখিরাতের আদালতে তাকে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু যে দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করার জন্য আল্লাহ্‌কে নারায করে, সে দুনিয়ার যিন্দেগীতেও প্রচুর সমস্যার সৃষ্টি করে। আল্লাহ্ তাঁর নিজের সাহায্য প্রত্যাহার করার কারণে সে প্রত্যেক পদক্ষেপে মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয় এবং মানুষের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে মানুষ তাকে গলদ রাস্তায় পরিচালিত করে এবং তার জন্য সমস্যার পাহাড় সৃষ্টি করে। এ ধরনের বান্দাদের এমন এক সময় উপস্থিত হয় যখন তার সাহায্যকারী বন্ধুগণ তার উপর অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয় এবং তাকে সমস্যার সমুদ্রে ফেলে নিজেরা কেটে পড়ে। তাই এ ধরনের মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই বরবাদ হয়।

এই হাদীসে রাজনৈতিক নেতা, রাষ্ট্র শাসক এবং সমাজকর্মীদের জন্য চিন্তার প্রচুর উপাদান রয়েছে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পথ অনুসরণ করলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারবেন। অন্যথায় আখিরাত ও দুনিয়ার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবেন। সারা দুনিয়ার মানুষকে তোয়াজ করেও দুনিয়া স্থায়ীভাবে হস্তগত করা যাবে না।

কিতাবুল আখলাক

উত্তম আখলাকের অধিকারী উৎকৃষ্ট

(١٠١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا.

হাদীস-১০১ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে তারা উৎকৃষ্ট যারা উত্তম আখলাক বা চরিত্রের অধিকারী। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ যারা উত্তম আখলাকের অধিকারী তারা মানুষের মধ্যে উত্তম। উত্তম আখলাকের মূল ভিত্তি হল আল্লাহ্‌র ভয়। যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে জীবনের কর্মব্যবস্থা রচনা করে এবং তার উপর আমল করে, সে উত্তম মানুষ। আল্লাহ-ভীরু উত্তম মানুষ আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানিত। যে আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানিত, সে দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব।

উত্তম আখলাকের অধিকারী কামিল ঈমানদার

(١٠٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

হাদীস-১০২ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ ঈমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে কামিল ঈমানদার হলো যারা উত্তম আখলাকের অধিকারী। (আবূ দঊদ ও দারেমী)

ব্যাখ্যা ঃ বান্দা যখন আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর বিশাস স্থাপন করে, তখন সে তার বিশ্বাসের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আমল ও আখলাক দুরস্ত করে। আমল ও আখলাক সুন্দর ও সুসজ্জিত করার সাধনা খুবই কঠিন এবং এই কঠিন কাজে যে যতুটুকু অগ্রসর, তার ঈমান ততটুকু মযবূত ও কামিল। ঈমানদার ব্যক্তির উত্তম আখলাকের বর্ম ছাড়া শয়তান ও তার বাহিনীর অবিরাম আক্রমণ ও উস্কানি থেকে নিজেকে হিফাযত করা খুবই কঠিন। আখিরাতের হিসাব গৃহে অবশ্যই আল্লাহ্‌কে

যাবতীয় কাজের হিসাব দিতে হবে এবং সকল অবস্থায় তাঁকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তাই মু'মিন ব্যক্তির প্রত্যেক পদক্ষেপ ধীরস্থির ও সুন্দর হয়। আল্লাহ্র বান্দাদের নফ্সের তায্কিয়া বা তালিম ও তারবিয়াতের মাধ্যমে তাদের আখলাক সুন্দর করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। ঈমান ও আখলাক এক সূতার দুটি প্রান্ত। যাঁর ঈমান কামিল হবে, তাঁর আখলাকও ভাল হবে। যাঁর আখলাক যত ভাল হবে, তিনি তত কামিল ঈমানের অধিকারী হবেন। এই দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেই আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ "ঈমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে কামিল ঈমানদার হলো যারা উত্তম আখলাকের অধিকারী।"

মীযানে সবচেয়ে ভারী বস্তু হবে উত্তম আখলাক

(١٠٣) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَثْقَلَ شَيْئٍ يُوْضَعُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ.

হাদীস-১০৩ ঃ হযরত আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মু'মিন ব্যক্তির মীযানে (পাল্লায়) সবচেয়ে ভারী যে বস্তু রাখা হবে তা হল উত্তম আখলাক। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ কিয়ামতের দিন মু'মিন ব্যক্তির আমলনামায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে তার সুন্দর আখলাক। আখলাকের পার্থক্যের কারণে আখিরাতের যিন্দেগীতে মু'মিনদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য হবে। কিয়ামতের দিন এমন লোককেও আল্লাহ্র সামনে হাযির করা হবে যার আমলনামার মধ্যে নামায, রোযা, যাকাত প্রভৃতি নেক আমল থাকবে কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তি তার মন্দ আচরণের জন্য আল্লাহ্র কাছে নালিশ করবে। আল্লাহ্ নালিশকারীদের মধ্যে তার নেক আমল বিতরণ করে দিবেন। মন্দ আমল তার নেক আমলের তুলনায় ভারী হবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা অভিযোগ-কারীদের গুনাহ্ তার ওপর চাপিয়ে দিবেন। মনে রাখতে হবে মন্দ আমল, অসংযত কথাবার্তা ও ব্যবহার সৎকর্মকে ধ্বংস করে দেয়।

মানুষকে আল্লাহ্র দানকৃত উত্তম জিনিস হল উত্তম আখলাক

(١٠٤) عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا خَيْرُ مَا اُعْطِىَ الْاِنْسَانُ ؟ قَالَ اَلْخُلُقُ الْحَسَنُ.

হাদীস-১০৪ ঃ মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মানুষকে যা দান করা হয়েছে তার মধ্যে

উত্তম জিনিস কোন্‌টি? আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন ঃ উত্তম আখলাক।

(বায়হাকী ঃ শুয়বুল ঈমান, বাগাবী ঃ শরহুস্ সুন্নাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ উত্তম আখলাক বা চরিত্র ও আচার-আচরণ মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত বা প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্বারা উত্তম আখলাকের মুকাবিলা করা যায় না। আখলাকের দ্বারা মানুষ আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়। আল্লাহ্ উত্তম আখলাকের আধিকারীকে মহব্বত করেন। আল্লাহ্‌র বান্দাগণও উত্তম আচরণের অধিকারীদের সম্মান ও মহব্বত করেন। তাই নবী করীম (সা) উত্তম আখলাককে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ দান হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

উত্তম আখলাকের অধিকারীর মর্যাদা

(١٠٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهٖ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ.

হাদীস-১০৫ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ ঈমানদার ব্যক্তি উত্তম আখলাকের দ্বারা রাতের ইবাদতকারী এবং দিনের বেলা রোযা পালনকারীর অনুরূপ মর্যাদা লাভ করে। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে তাহাজ্জুদের নামায ও নফল রোযার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। রাতের বেলা ঘুম-বিশ্রাম পরিহার করে তাহাজ্জুদের নামায পড়া সহজ কাজ নয়। যারা নিজেদের অন্তরে আল্লাহ্ ও আখিরাতের মহব্বত পোষণ করেন, তারা নিজেদের আমল বুলন্দ করার জন্য রাতের কঠিন ইবাদতে নিজেদের মশগুল করতে পারেন। অনুরূপভাবে ক্ষুধা, পিপাসা ও অন্যান্য লোভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নফল রোযা রাখাও কঠিন ইবাদত। কিন্তু সুন্দর আখলাকের অধিকারী ঈমানদারগণ তাদের আখলাকের সৌন্দর্যের কারণে এ দুটো কঠিন ইবাদতকারীর অনুরূপ সওয়াব ও মর্যাদা পাবেন। সুন্দর আখলাকের অধিকারিগণ খুবই খোশ নসীব। তাই স্বভাব ও আচরণের দ্বারা মর্যাদা লাভ করেন।

হযরত মা'আয (রা)-এর প্রতি সর্বশেষ নসীহত

(١٠٦) عَنْ مَعَاذٍ قَالَ كَانَ اٰخِرَ مَا وَصَّانِىْ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وَضَعْتُ رِجْلِىْ فِى الْغَرْزِ اَنْ قَالَ يَا مَعَاذُ اَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ.

হাদীস-১০৬ ঃ হযরত মা'আয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাহনের রিকাবে আমার পা রাখার পর আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আমাকে সর্বশেষ নসীহত করে বলেছিলেনঃ হে মা'আয, মানুষের প্রতি তোমার আখলাক সুন্দর করবে।

(মুয়াত্তা ঃ ইমাম মালিক)

ব্যাখ্যা ঃ আমীর-গরীব, রাজা-প্রজা, হাকিম-মাহকূম বা শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সকল ঈমানদারের সুন্দর আখলাক বা আচরণের প্রয়োজন রয়েছে। মানুষকে প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌র গোলাম হিসেবে তৈরি করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের ঈমান-আমলের সঙ্গে আখলাকের উৎকর্ষ সাধন করেছেন। সুন্দর আচরণের দ্বারা আল্লাহ্‌র মহব্বত, সন্তুষ্টি এবং সহানুভূতি হাসিল করার প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করছেন। তাহাজ্জুদ, নফল রোযা ও এ জাতীয় ইবাদতের দ্বারা যে মর্যাদা হাসিল করা যায়, তা সুন্দর আখলাকের অধিকারী ব্যক্তি কোন পরিশ্রম ছাড়াই লাভ করেন। সাধারণ ঈমানদার ব্যক্তি সুন্দর আখলাকের অধিকারী না হলে দুনিয়ার বহু মূল্যবান নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবেন এবং দুনিয়ার মানুষও তার ঈমানের নূর এবং আমলের দৌলত থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারবে না। আখিরাতের যিন্দেগীতে তিনি বহু ইনাম থেকে বঞ্চিত হবেন। কিন্তু একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, যার উপর কওমের কোন যিম্মাদারী রয়েছে, তিনি সুন্দর আচরণের অধিকারী না হলে অসংখ্য মানুষের বর্ণনাতীত কষ্ট হবে। সাধারণ মানুষ তার যোগ্যতা থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হবে। তাই শাসক ও পদস্থ ব্যক্তিদের সুন্দর আখলাক না থাকার অর্থ হল পরোক্ষভাবে সাধারণ মানুষের লোকসান করা। অন্যের লোকসান করা এক ধরনের যুলম এবং ছোট বড় কোন যুলম আল্লাহ্ পসন্দ করেন না। তাই নবী করীম (সা) তাঁর বিশিষ্ট সাহাবী এবং ইয়েমেনের গভর্নর হযরত মা'আয ইবন জাবালকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় এ মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন। আফসোস! বর্তমান যুগের মুসলিম শাসকগণ যদি আল্লাহ্‌র রাসূলের এই অমূল্য উপদেশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন, তাহলে তাদের নিজেদের এবং সমাজের মানুষের প্রচুর উপকার হতো।

উত্তম আখলাক পরিপূর্ণ করার জন্য আমি প্রেরিত

(١٠٧) عَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ.

হাদীস-১০৭ ঃ ইমাম মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী পৌছেছে যে, তিনি বলেছেন ঃ আখলাকের সৌন্দর্যকে নিখুঁত ও পরিপূর্ণ করার জন্য আমাকে পাঠান হয়েছে। (মুয়াত্তা)

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের আচরণের উৎকর্ষ সাধন ও পরিপূর্ণতা দান করার জন্য আল্লাহ্র রাসূল (সা)-কে দুনিয়ায় পাঠান হয়েছে। আরবী শব্দ 'খুলক'-এর বহুবচন হচ্ছে 'আখলাক'। এই শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তার মধ্যে রয়েছে, প্রকৃতি, স্বভাব, মেযাজ, চরিত্র, মন-মানসিকতা, নৈতিকতা, আচরণ, ব্যবহার প্রভৃতি। অপর-দিকে ধৈর্যহীন বদমেজাযী ব্যক্তিকে আরবীতে বলা হয় 'যীকুল খুল্ক' এবং মন্দ আচার-আচরণকে বলা হয় 'সূউল খুল্ক' আর বেআদব ও অশিষ্টাচারীকে বলা হয় 'সীউল্ খুল্ক'।

আখলাকের উৎকর্ষ সাধন করার উপর এজন্য খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, বদমেজায, মন্দ স্বভাব, গর্হিত আচার-আচরণ, অভদ্র ব্যবহার মানুষের মন ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়, নিকটের মানুষের দূরে সরিয়ে দেয় এবং মানুষের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করে, সামাজিক বন্ধন নষ্ট করে দেয়। চিকিৎসা দ্বারা অস্ত্রের আঘাত নিরাময় করা যায়; কিন্তু বদমেজায ও অভদ্র আচরণে মানুষের মনে যে ক্ষত সৃষ্ট হয় তা কোন কিছুর দ্বারা দূর করা যায় না। আল্লাহ্র নবী (সা) মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ করে আল্লাহ্র দীনকে তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাই তিনি ঈমান ও আমলের সঙ্গে আখলাকের উৎকর্ষ সাধনে উপর জোর দিয়েছেন। আল্লাহ্র নবী (সা) তাঁর শত্রুদের সাথেও মন্দ আচরণ করনেনি। একদিন মন্দ স্বভাবের এক ব্যক্তি তাঁর গৃহে আসল। তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনকে আগন্তুকের মন্দ স্বভাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন। কিন্তু তিনি ঘরের বাইরে গিয়ে হাসিমুখে লোকটির সাথে অনেকক্ষণ, মতান্তরে সে না যাওয়া পর্যন্ত আলাপ করলেন।

আল্লাহ্র পথে নবী করীম (সা)-কে বে-ইনতেহা তকলীফ ও মুসীবত দেয়া হয়েছে। তাঁর সাথে হাসি-ঠাট্টা করা হয়েছে, তাঁকে পাগল, যাদুকর এবং জিনগ্রস্ত বলা হয়েছে। তাঁর সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ের বেআদবী করা হয়েছে। তাঁর গায়ে থুথু ফেলা হয়েছে। তাঁর রাস্তায় কাঁটা বিছানো হয়েছে। তাঁর মাথায় ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়েছে। তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে। তিনি শত্রুদের যাবতীয় উস্কানি ও বেআদবী ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করেছেন। তিনি কখনো সংকীর্ণ মনের পরিচয় দেননি। তিনি ধৈর্যহীন হলে দীনের লোকসান হতো। তিনি সংকীর্ণ অন্তঃকরণের লোক হলে আরব মরুবাসী তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যেত। তাঁকে ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত করার জন্য বারবার চেষ্টা করা হয়েছে, তিনি উত্তেজিত হননি। তিনি উত্তেজিত হলে দীনের প্রচারের পথ সংকীর্ণ হতো। শত্রুদের হীন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতো। তারা খুশি হতো। তাই আল্লাহ সূরা আল-কলমে বলেছেন ঃ

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

"অবশ্যই আপনি মহান আখলাকের মরতবায় অধিষ্ঠিত।"

বলা বাহুল্য, পবিত্র কুরআন মোতাবিক তিনি তাঁর আখলাক গঠন করেছিলেন এবং তিনি কুরআনের এক বাস্তব নমুনা ছিলেন। তাই হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْانُ-

-"কুরআন ছিল তাঁর আখলাক।"

মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্ প্রভৃতি কিতাবে তাঁর এই উক্তির উল্লেখ রয়েছে। উম্মুল মু'মিনীন তাঁর এ উক্তির ব্যাখ্যা অন্য বর্ণনাতে করেছেন।

ইমাম আহমদ হযরত আয়েশা (রা)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) কখনো কোন খাদিমকে প্রহার করেননি, কোন স্ত্রীলোকের উপর হাত উঠাননি, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ছাড়া তিনি নিজের হাত দিয়ে কাউকে মারেননি, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমালংঘন করা হলে আল্লাহ্‌র খাতিরে তার শাস্তি প্রদান করা ছাড়া তিনি কখনো কোন নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। দুটো কাজের মধ্যে একটা বাছাই করার অধিকার দেয়া হলে তিনি সহজটি বেছে নিতেন। গুনাহ্‌র কাজ তার ব্যতিক্রম ছিল। তিনি তা থেকে অনেক দূরে থাকতেন।

আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ্‌র বান্দাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে। মানুষকে খুশি করার পেছনে আল্লাহ্‌কে খুশি করার উদ্দেশ্য থাকবে। পাপী অন্যায়-কারীদের বিরুদ্ধে হাকিম, শাসক বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কঠোরতা অবলম্বন করা উত্তম আখলাকের পরিপন্থি নয়; বরং এ ব্যাপারে নরম ব্যবহার করা কর্তব্যকর্মে গাফিলতির শামিল হবে।

উত্তম আখলাকের অধিকারী আমার প্রিয়তম

(١٠٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا.

হাদীস-১০৮ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যার আখলাক উত্তম সে আমার প্রিয়তম। (বুখারী)

হযরত জাবির (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি তিরমিযী শরীফের এক রিওয়ায়াতে একটু বাড়িয়ে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّ وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّىْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحْسَنَتُمْ اَخْلَاقًا.

"তোমাদের মধ্যে যার আখলাক সুন্দরতম সে আমার প্রিয়তম এবং কিয়ামতের দিন তোমাদের চেয়ে তার আসন আমার নিকটতম থাকবে।"

ব্যাখ্যা ঃ হুসনে আখলাক দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় মঙ্গলের উৎস। ইশ্কে রাসূলের সমুদ্রে যারা আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকতে চান, তাদের উচিত হবে আচরণকে সুন্দর করা। আখলাকের উৎকর্ষ সাধন না করে আল্লাহ্র রাসূলের ভালবাসার সুউচ্চ মনযিল লাভ করা যাবে না। যারা যিন্দেগীতে আখলাকের দিক থেকে উত্তম হবেন তারা দুনিয়াতে নবীজীর প্রিয়তম এবং আখিরাতে তাঁর নিকটতম থাকবেন। দয়াময় আল্লাহ্ আমাদেরকে হুসনে আখলাকের তওফিক দিন। আমীন।

উত্তম আখলাকের জন্য রাসূল (সা)-এর দু'আ

(١٠٩) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اَحْسَنْتَ خَلْقِىْ فَاَحْسِنْ خُلُقِىْ.

হাদীস-১০৯ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ হে আমার আল্লাহ! আপনি আমার শিকল-সুরত সুন্দর করেছেন, আমার আখলাকও সুন্দর করুন। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের প্রতি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানী। তিনি মানুষকে উত্তম অবয়ব ও গঠন প্রকৃতি দান করেছেন। দুনিয়ার অন্য কোন প্রাণীকে এরূপ সৌন্দর্য দান করেননি। তাই আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত এবং এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উত্তম উপায় হচ্ছে আখলাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। এ সৌন্দর্য হাসিল করার জন্য মানুষকে অধ্যবসায় করতে হবে এবং আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতে হবে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের কখনো নিরাশ করেন না। তিনি তাদের দু'আ কবূল করেন।

এক্ষেত্রে একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, আখলাক সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস থেকে কেউ যেন এরূপ মনে না করেন, ইসলামে আখলাকের স্থান ঈমান ও অন্যান্য বুনিয়াদী বিষয়ের উর্ধ্বে। বস্তুত এই সব হাদীসের সাক্ষাত হোতা ছিলেন নবী করীম (সা)-এর সাহাবায়ে কিরাম। আর তাঁরা জানতেন, ইসলামে ঈমান ও অন্যান্য বুনিয়াদী বিষয়ের স্থান সব কিছুর উর্ধ্বে। এ ছাড়া ইসলামের যেসব বিষয় রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে আখলাকের স্থান অনেক উর্ধ্বে। কারণ মানবতার কল্যাণ সাধনে আখলাক বা সদাচার ও সৎ চরিত্রের ভূমিকা সীমাহীন। আর ইহজীবনে মানবতার কল্যাণ সাধনই ইসলামের পরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ জন্যই উত্তম আখলাকের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট সবচেয়ে প্রিয়।

মানুষের প্রতি রহমকারীকে আল্লাহ্ রহম করেন

(١١٠) عَنْ جَرِيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ.

হাদীস-১১০ ঃ হযরত জারীর ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসুল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি সদয় নয়, আল্লাহ্ও তার প্রতি সদয় নন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে সদয় হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি। মানুষ হিসেবে অপর যে কোন মানুষের প্রতি দয়া করা বিশ্বাসী ব্যক্তিদের কর্তব্য। বিপন্ন ও বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্য করার জন্য আল্লাহ্র রাসূল (সা) ঈমানের শর্ত আরোপ করেননি। এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে তার গোত্রের লোকজনের আর্থিক অভাব-অনটন দূর করার জন্য অনুরোধ করল। আল্লাহ্র রাসূল (সা) এক পাল ছাগল তাকে ও তার গোত্রের লোকজনকে দান করলেন। আল্লাহ্র রাসূলের মহানুভবতার ফলে গোত্রের সকলে ইসলাম কবূল করল। মক্কা থেকে বিতাড়িত অবস্থায়ও আল্লাহ্র রাসূল (সা) মক্কার অভাবগ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত গরীবদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য আবূ সুফিয়ানের নিকট পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়েছিলেন।

মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার ব্যাপারে বিশ্বাসীদের মনে আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও করমের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। মানুষ প্রতি পদক্ষেপে এবং প্রত্যেক মুহূর্তে আল্লাহ্র দয়ার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্র দয়া ও রহমত ছাড়া এক মুহূর্তও দুনিয়াতে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ্র দুর্দশাগ্রস্ত বান্দাদেরকে সাহায্য করে নিজেকে আল্লাহ্র রহমত লাভের যোগ্য করতে হবে।

দয়া প্রদর্শনকারী মু'মিন বা বিশ্বাসী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে দয়া করবেন। অবিশ্বাসীদের মধ্যে কোন ব্যক্তি দয়ালু হলে আল্লাহ্ তাকে তার ভাল কর্মের প্রতিদান দুনিয়াতে দিবেন। ঈমান বা বিশ্বাস না থাকার কারণে সে আখিরাতে কোন প্রতিদান পাবে না।

দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের যেরূপ সাহায্য করা এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য চেষ্টা করা উচিত, সেরূপ তাদেরকে আখিরাতের আযাব থেকে রক্ষা করার জন্যও চেষ্টা করা উচিত। তারা যত অপসন্দ করুক না কেন, বিভিন্নভাবে তাদের কাছে আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছাতে হবে এবং এটা হবে তাদের প্রতি শ্রেষ্ঠ দয়া প্রদর্শন।

রহমকারীদের প্রতি সুখবর

(١١١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ.

হাদীস-১১১ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ রহমকারীদের প্রতি পরম রহমশীল (আল্লাহ) রহম করেন। তোমরা দুনিয়াবাসীর প্রতি রহম কর, আসমানে অবস্থানকারী তোমাদেরকে রহম করবেন। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়াবাসীর প্রতি রহম করার অর্থ শুধু মানুষ পর্যন্ত সীমিত নয়। মানুষকে অবশ্যই দয়া প্রদর্শন করতে হবে এবং তার সাথে সাথে দুনিয়াতে অবস্থানকারী তামাম মাখলূকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে হবে। কারো প্রতি অন্যায় ও যুলম করা যাবে না। দুনিয়ার তামাম মাখলূকের স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা, তাই তামাম সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ খুশি হন। দয়া প্রদর্শনকারীকে মহব্বত করেন, তার ভুলভ্রান্তি মাফ করে দেন। তার কষ্ট লাঘব করেন এবং বিভিন্ন-ভাবে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা উত্তম আখলাকের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ।

কুকুরকে পানি পান করানোয় আল্লাহ্র স্বীকৃতি

(١١٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطْشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطْشِ مِثْلُ الَّذِىْ كَانَ بَلَغَ بِىْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاَءَ خُفَّهُ ثُمَّ اَمْسَكَهُ بِفِيْهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَه فَغُفِرَلَهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا فَقَالَ نَعَمْ فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ.

হাদীস-১১২ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি রাস্তা চলাকালে খুব পিপাসা বোধ করল। অতঃপর

একটা কূয়া পেল, সে তাতে নামল এবং পানি পান করল। অতঃপর কূয়া থেকে বের হয়ে দেখল, একটা কুকুর তৃষ্ণায় জিহ্বা বের করে রয়েছে এবং ভেজা মাটি চাটছে। লোকটি নিজে নিজে বলল, কুকুরটির সেরূপ পিপাসার যন্ত্রণা পেয়েছে, আমার যেরূপ পেয়েছিল। অতঃপর সে কূয়ায় নামল এবং মোজায় পানি ভরল। মুখের দ্বারা ধরে তা উপরে নিয়ে এল এবং কুকুরকে পানি পান করাল। আল্লাহ্ তার কাজের স্বীকৃতি দিলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জন্তু-জানোয়ারের ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য সওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীতে সওয়াব রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ছোট বড় প্রত্যেক কাজে সওয়াব রয়েছে। ইতর প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করার মধ্যেও সওয়াব রয়েছে। কিন্তু সওয়াবের পরিমাণ প্রত্যেক কাজের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে। স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পাদিত কাজের জন্য যে সওয়াব রয়েছে, অস্বাভাবিক অবস্থায় সম্পাদিত একই কাজের তার চেয়ে বেশি সওয়াব রয়েছে। যে সৎকর্মের পেছনে আন্তরিকতা বেশি, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে সওয়াবও বেশি। স্বাভাবিক অবস্থায় পশুপাখিকে পানি দান করলে সাধারণ সওয়াব পাওয়া যাবে; কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থায় কোন প্রাণীকে নিজের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কোন সাহায্য করলে তার মূল্য অনেক বেশি হবে। আল্লাহ্ এ ধরনের বান্দার কাজের পূর্ণ স্বীকৃতি দেন এবং তার গুনাহ্ মাফ করে তাকে বুলন্দ মরতবা দান করেন। অবশ্য সৎকর্মশীল ব্যক্তির ঈমান থাকতে হবে। অন্যথায় সে আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

নবী করীম (সা)-এর সংগে উটের আচরণ

(١١٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاِذَا فِيْهِ جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَاَتَاهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ فَقَالَ مَنْ رَبُّ هٰذَا الْجَمَلِ ؟ لِمَنْ هٰذَا الْجَمَلُ فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لَهٗ اَفَلَا تَتَّقِي اللّٰهَ فِيْ هٰذِهِ الْبَهِيْمَةِ الَّتِيْ مَلَّكَكَ اللّٰهُ اِيَّاهَا ؟ فَاِنَّهٗ شَكَى اِلَيَّ اَنَّكَ تُجِيْعُهٗ وَتُدْئِبُهٗ.

হাদীস-১১৩ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) জনৈক আনসারের প্রাচীরের কাছে যান। সেখানে একটা উট ছিল। নবী (সা)-কে দেখার পর উটটি করুণ আওয়াজ করল এবং তার চোখ থেকে পানি ফেলতে লাগল। নবী (সা) নিকটে এসে তার শরীরে হাত বুলালেন। অতঃপর উটটি চুপ করল। নবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন, এ উটের মালিক কে? কার এ উট? এক আনসার যুবক এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আমার। নবী (সা) তাকে বললেন ঃ এ জানোয়ারের ব্যাপারে কি তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর না, যিনি তোমাকে তার মালিক বানিয়েছেন? উটটি আমার কাছে নালিশ করেছে তুমি তাকে অভুক্ত রাখ এবং তার কাছ থেকে কঠিন কাজ আদায় কর। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তাঁর নবীকে পশুপাখির কথাবার্তা উপলব্ধি করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্যে হযরত সুলায়মান (আ)-কেও পাখির কথা বুঝবার শক্তি দান করা হয়েছিল বলে কুরআন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি আল্লাহ্র এক বিশেষ মেহেরবানী। দীনি পরিভাষায় একে মু'জিযা বা অলৌকিক ব্যাপার বলা হয়।

পশুপাখি তাদের দুঃখ-দুর্দশা ও তাদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু মানুষের মত তাদেরও সুখ-দুঃখের অনুভূতি রয়েছে। সুখ পেলে তারা খুশি হয়, দুঃখ পেলে ব্যথিত হয়। তাই জন্তু-জানোয়ারের ব্যাপারেও খুব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। প্রয়োজন মোতাবিক তাদের খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা উচিত। তাদের উপর কাজের এমন কোন বোঝা চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়, যা তারা বহন করতে সক্ষম নয়। অন্যথায় তারা আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ করবে। জন্তু-জানোয়ারের প্রতি যুলম ও নির্যাতন আল্লাহ্ তা'আলা খুব অপসন্দ করেন। এ ধরনের আচরণ 'সূউল খুলক' বা মন্দ আখলাকের অন্তর্গত এবং মন্দ আখলাক মানুষকে আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত করে। যারা আল্লাহ্র রহমতের প্রত্যাশী, তারা যেন সর্বাবস্থায় জন্তু-জানোয়ারের প্রতি সদয় থাকেন।

কোন প্রাণীকে আগুনের শাস্তি দেয়া যাবে না

(١١٤) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهٖ فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَاَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ فَجَاءَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هٰذِهٖ بِوَلَدِهَا ؟ رُدُّوْ وَلَدَهَا اِلَيْهَا-

وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَقَ هٰذِهِ ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى اَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ اِلاَّ رَبُّ النَّارِ.

হাদীস-১১৪ ঃ হযরত আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা এক সফরে আল্লাহ্র রাসূলের সাথে ছিলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে গেলে আমরা দুটো বাচ্চাসহ একটা লাল পাখি দেখলাম। আমরা তার বাচ্চা দুটো ধরে ফেললাম। পাখিটি আসল এবং (আমাদের মাথার উপর) উড়তে লাগল। অতঃপর নবী (সা) এসে বললেন ঃ তার বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে কে তাকে কষ্ট দিয়েছে? তার বাচ্চাকে তার কাছে ফিরিয়ে দাও।

তিনি আরো দেখলেন, পিঁপড়ার বাসস্থান যা আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন ঃ কে এটা জ্বালিয়ে দিয়েছে? বললাম, আমরা। তিনি বললেন ঃ আগুনের মালিক ছাড়া আগুন দ্বারা কোন প্রাণীকে শাস্তি দান করা কারো উচিত নয়।

(আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ মানুষকে জন্তু-জানোয়ার এবং পশুপাখির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব দান করেছেন। মানুষ প্রয়োজন-মোতাবিক পশুপাখিকে কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারেও খুব সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য আল্লাহ্র নবী (সা) হিদায়াত করেছেন। যেসব জন্তুকে যবেহ করে খাওয়া বৈধ, সেগুলো আগুনের মধ্যে বা ফুটন্ত পানি অথবা তেলের মধ্যে নিক্ষেপ করা খুবই অন্যায় এবং গুনাহ্র কাজ। কোন ইতর প্রাণীর বাচ্চাকে তার মায়ের কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার মায়ের মনে কষ্ট দেয়া অনুচিত এবং রাসূলের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যখন বেশুমার পূর্ণবয়স্ক পশুপাখি রয়েছে, তখন কেন পশুপাখির বাচ্চা বধ করা হবে? অবশ্য প্রয়োজনবশত তা ব্যবহার করা যাবে। তবে বিনা প্রয়োজনে শুধু শখ মিটানো জন্য পশুপাখির বাচ্চাকে মা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। যে সব পশুপাখি বা প্রাণী খাওয়া বৈধ নয়, সেগুলোকে অহেতুক বিরক্ত করা অনুচিত এবং আগুন দ্বারা তাদেরকে মারা অন্যায়। বিষধর এবং হিংস্র প্রাণী ছাড়া প্রত্যেক ইতর প্রাণীর দুনিয়ার বুকে জীবন ধারণ করার অধিকার বৈধ এবং স্বীকৃত।

বিড়াল বেঁধে রাখায় এক মহিলার শাস্তি

(١١٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِىْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَاْكُلُ مِنْ خُشَاشِ الْاَرْضِ.

হাদীস-১১৫ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ এক মহিলা এজন্য জাহান্নামে গেছে যে, সে একটা মাদী বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল। সে নিজে তাকে খাবার দেয়নি এবং যমীনের পোকা-মাকড় খাওয়ার জন্যও তাকে ছেড়ে দেয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ যাদের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় রয়েছে, তারা কখনো জীব-জন্তুর প্রতি কঠোর ও নির্মম ব্যবহার করতে পারে না। যাদের আল্লাহ্র ভয় নেই, তারাই আল্লাহ্র সৃষ্টজীবের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে। তাই দুনিয়ার যিন্দেগীতে যারা আল্লাহ্কে ভয় করে না এবং তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি নির্মম আচরণ করে কিংবা তাদেরকে মেরে ফেলে, তারা কিয়ামতের দিন দয়ালু আল্লাহ্র দয়া থেকে বঞ্চিত হবে এবং জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

নির্দয় মানুষ দুর্ভাগ্যবান

(١١٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ اِلاَّ مِنْ شَقِىٍّ.

হাদীস-১১৬ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদেক আল-মাসদূক আবুল্ কাসিম (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি ছাড়া কারো অন্তর থেকে রহমত দূরীভূত হয় না। (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ পাষাণ হৃদয়ে ঈমান স্থান পায় না। ঈমানদার ব্যক্তি নরম, ভদ্র ও দয়ালু। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র ভয়হীন অন্তর কঠিন ও নির্মম। কোন ব্যক্তি পাষাণ ও নির্মম হওয়ার অর্থ হলো সে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত। এরূপ লোক চূড়ান্ত পর্যায়ের দুর্ভাগ্যবান। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রহমত লাভের প্রত্যাশী, সে কখনো অন্যের প্রতি নির্মম ও নির্দয় হতে পারে না।

আল্লাহ্র রাসূল (সা) দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার নিজের অবস্থা যাচাই করে দেখতে পারে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান নিজের দোষ নিজে স্বীকার করে এবং তা দূর করার চেষ্টা করে। শুধু নির্বোধ মানুষই নিজের দোষ স্বীকার করে না এবং সংশোধন হওয়ার চেষ্টা করে না।

হৃদয়ের কঠোরতা দূরীকরণের উপায়

(١١٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً شَكَا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهٖ قَالَ اِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَاَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ.

হাদীস-১১৭ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার নিজের হৃদয়ের কঠোরতা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নবী (সা)-এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি বললেন ঃ ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকীনদের খাবার দাও।

(মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ হৃদয়ের কঠোরতা এক ধরনের মানসিক রোগ। এ ব্যধি মানুষকে সহজে আক্রমণ করতে পারে, কিন্তু মানুষ তা সহজে উপলব্ধি করতে পারে না। কোন কোন সময় উপলব্ধি করতে পারলেও তার অপকারিতা সম্পর্কে সঠিক আন্দাজ সে করতে পারে না। ফলে এ মারাত্মক রোগের প্রায়ই চিকিৎসা হয় না। ধীরে ধীরে রোগ বৃদ্ধি পায় এবং রোগীকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে।

এ মারাত্মক রোগ দূর করার জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) ইয়াতীমকে ভালবাসতে বলেছেন। ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলানোর অর্থ হল তাকে স্নেহ-মমতা করা, তার সাথে নরম ব্যবহার করা, তার হক আত্মসাৎ না করা, তার অভাব-অভিযোগ দূর করা, তার প্রয়োজন পূরণ করা ইত্যাদি। মিসকীনদেরকে খাওয়ানোর কথাও বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি এ দুটো কাজ করে, সে মূলত প্রশস্ত মনের অধিকারী। মানুষের প্রতি ভালবাসা না থাকলে কোন মানুষ অন্যের উপকার করতে পারে না। তাই যে এ দুটো কাজ কর্তব্য জ্ঞান করে করতে থাকবে, আল্লাহ্ তার মনে মানুষের জন্য স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করে দিবেন এবং অন্তরে অন্যের জন্য স্নেহ-মমতা সৃষ্টি হওয়ার অর্থ হল অন্তরের কঠোরতা দূর হওয়া।

দান ও কৃপণতা

বখিল আবিদের চেয়ে মূর্খ দানশীলের মরতবা বেশি

(١١٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِىٌّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ.

হাদীস-১১৮ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী এবং দোযখ থেকে দূরবর্তী। বখিল ব্যক্তি আল্লাহ্ থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে এবং দোযখের নিকটে। একজন বখিল আবিদের চেয়ে একজন মূর্খ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয়। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ দানশীল ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব। মানুষ দুনিয়াতে সখী (দানশীল) ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করে এবং তার মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্র দরবারে তারা দু'আ করে। আল্লাহ্ সখী ব্যক্তিকে ভালবাসেন। তাই তিনি তাকে কিয়ামতের দিন চূড়ান্ত সফলতা দান করবেন। তার দুনিয়ার কাজের প্রতিদান হিসেবে তাকে জান্নাত দান করবেন।

বখিল ব্যক্তির দুনিয়া ও আখিরাত ব্যর্থ। কৃপণতার কারণে দুনিয়ার যিন্দেগীতে সে সম্পদ উপভোগ করতে পারে না, সম্পদের দ্বারা কোনরূপ আরাম-আয়েশ করাও তার ভাগ্যে জোটে না। কৃপণ ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজন, গরীব-মিসকীন, পাড়া-প্রতিবেশী, এমনকি নিজের পরিবার-পরিজনের অত্যন্ত প্রয়োজনের সময়ও কোন অর্থ ব্যয় করে না। তাই দুনিয়ার তামাম মানুষ তাকে ঘৃণা করে, গরীব-মিসকীনরা তার জন্য বদদু'আ করে। কৃপণ ব্যক্তি কোন সৎকর্মে অর্থব্যয় করে না। আল্লাহ্র বান্দাদের অভাব মোচন করার জন্য সে চেষ্টা করে না, সে আল্লাহ্র রাস্তায় কোনরূপ খরচ করে না। তাই

আল্লাহ্ কৃপণ ব্যক্তিকে অপসন্দ করেন। আল্লাহ্ যাকে অপসন্দ করেন সে জান্নাত থেকে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটে থাকে।

আবিদ বা ইবাদতকারীর মর্যাদাও আল্লাহ্র নিকট খুব বেশি। আবিদ ব্যক্তি দিনরাত আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকেন। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তিনি দুনিয়ার ভালবাসা থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। আখিরাতের কামিয়াবীর মহব্বতে দিনরাত পরিশ্রম করেন। আল্লাহ্ আবিদকে মহব্বত করেন। কিন্তু এহেন আবিদ ব্যক্তিও যদি কৃপণতার দোষে দোষী হন, তিনি আল্লাহ্র কাছে যথাযথ মর্যাদা পেতে ব্যর্থ হবেন। তার তুলনায় একজন মূর্খ সখী ব্যক্তি যিনি দান-খয়রাত করেছেন, কিন্তু জ্ঞান না থাকার কারণে ইবাদতের অন্যান্য শাখায় তেমন কিছু করতে পারেননি, তিনি অধিক মর্যাদা লাভ করবেন।

যে খরচ করে, আল্লাহ্ তার জন্য খরচ করেন

(١١٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ..

হাদীস-১১৯ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, খরচ কর, আল্লাহ তোমার জন্য খরচ করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ার তামাম সম্পদের মালিক আল্লাহ্। তিনি মানুষকে বিভিন্ন পরিমাণে সম্পদ দান করেছেন। কিন্তু তিনি চান ধনী ব্যক্তি তার ধন-দৌলত ইয়াতীম, গরীব, মিসকীনদের জন্য ব্যয় করুক। যে ব্যক্তি তার দৌলতকে দুঃস্থ মানবতার সাহায্যে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করবে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে তার ব্যয়িত সম্পদের প্রতিদান লাভ করবে। আল্লাহ্ দুনিয়ার যিন্দেগীতে দাতা ব্যক্তিকে আরো ধন-দৌলত দান করবেন। সে কখনো অভাব অনুভব করবে না, নিজের প্রয়োজনের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না। আখিরাতের যিন্দেগীতে আল্লাহ্ দাতাকে বহুগুণ প্রতিদান দিবেন এবং সে তার সাফল্যের জন্যে খুশি ও গর্বিত হবে। আফসোস! কৃপণ ব্যক্তি যদি তা উপলব্ধি করত!

আল্লাহ্র রাসূল (সা) কাউকে 'না' বলেননি

(١٢٠) عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَا سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لاَ.

হাদীস-১২০ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এমন কখনো হয়নি যে, কোন জিনিস সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রাসূলকে সওয়াল করা হয়েছে এবং তিনি 'না' বলেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) শ্রেষ্ঠ সখী ছিলেন। তাঁর দানের তুলনা কারো সাথে করা যায় না। তিনি সর্বদা দান করতেন। তাঁর কাছে সাহায্য-সহযোগিতার দরখাস্ত করা হলে তিনি কখনো তা নামঞ্জুর করেননি, বরং তাঁর কাছে দান করার মত কিছু না থাকলে তিনি ঋণ করে অন্যকে দান করতেন। এমনও উদাহরণ পাওয়া যায়, জনৈক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর কাপড়ের অভাব দেখে তাঁকে কাপড় হাদীয়া দিলেন। তিনি তা পরিধান করার পর মুহূর্তে কোন সওয়ালকারী তা চাইলেন। নবী করীম (সা) তাকে 'না' বলেননি, বরং নিজের শরীর থেকে তা খুলে প্রার্থনাকারীকে দান করলেন। যখনই কোন সম্পদ তাঁর হস্তগত হতো তিনি তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিলিয়ে দিতেন। নবী করীম (সা) আখলাকে হাসানীর বুলন্দ মাকামের অধিকারী ছিলেন। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

وَاَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ-

"এবং সওয়ালকারীকে ফিরিয়ে দিও না।"

পবিত্র কুরআনের বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসেবে দানশীলতার ক্ষেত্রে নবী করীম (সা) যে অনন্য স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাঁর উম্মতের জন্য তা সর্বদা অনুসরণীয়।

উহুদসম স্বর্ণের প্রতি রাসূলের নির্লিপ্ততা

(١٢١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عِنْدِىْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِىْ اَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَىَّ ثَلٰثُ لَيَالٍ وَعِنْدِىْ مِنْهُ شَيْئٌ اِلاَّ شَيْئٌ اَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ.

হাদীস-১২১ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যদি আমার নিকট ওহুদ পাহাড়ের পরিমাণ সোনা থাকে এবং তিন রাত শেষ না হতেই তা শেষ হয়ে যায় এবং ঋণ পরিশোধ করার জন্য যা রাখব তাছাড়া কিছু না থাকে, তাহলে আমি খুশি। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য দুনিয়াতে আগমন করেননি। দুনিয়ার মানুষের সামনে উত্তম আখলাকের উত্তম নমুনা পেশ করা এবং তাদেরকে উত্তম আখলাক অনুসরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে এসেছিলেন। নবী করীম (সা) যা বলেছেন, তা বাস্তবে করেছেন। বাহরায়ন থেকে প্রচুর সম্পদ তাঁর কাছে

পৌঁছলে তিনি তা মসজিদে নববীতে রাখলেন এবং সাধারণের মধ্যে বিতরণ না করা পর্যন্ত মসজিদ ত্যাগ করলেন না। দুনিয়ার মানুষ নবী করীম (সা)-এর মহান আখলাক অনুসরণ করলে দুনিয়ার বুকে অভাব-অনটন খুঁজে পাওয়া যেত না। আল্লাহ্ দুনিয়াবাসীর প্রয়োজন পূরণের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ দুনিয়ার বুকে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ্র আইনকে লংঘন করে অঢেল সম্পদ নিজেদের মধ্যে কুক্ষিগত করে রেখেছে। ফলে আল্লাহ্র অন্যান্য বান্দারা না খেয়ে মরে যাচ্ছে। নির্বোধ ব্যক্তিগণ সমস্যার সঠিক সমাধান না করে জন্মশাসনের ওকালতি করছে। অথচ সকলের কাছে এবং সকল রাষ্ট্রের কাছে যে সম্পদ রয়েছে তা আল্লাহ্র কানূন মোতাবিক ব্যয় করলে মানুষ দুনিয়াতে মানুষের মত যিন্দেগী যাপন করতে পারতো।

যাবতীয় সমস্যার ইসলামী সমাধানের জন্য চেষ্টা করা ঈমানদারদের কর্তব্য।

বান্দার অন্তরে কৃপণতা ও ঈমান একত্র হতে পারে না

(١٢٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالاِيْمَانُ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ اَبَدًا.

হাদীস-১২২ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন, বান্দার অন্তরে কৃপণতা ও ঈমান কখনো একত্র হতে পারে না। (নাসাঈ)

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তির অন্তরে ঈমানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত, তিনি জ্ঞানী ও দূরদর্শী। তিনি আল্লাহ্র কুদরত ও বদান্যতার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। তিনি আখিরাতের প্রাচুর্যের তুলনায় দুনিয়াকে খুব নগণ্য মনে করেন। ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য শুধু ধন নয়, জীবন পর্যন্ত কুরবান করেন। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ধন-দৌলত ব্যয় করাকে ঈমানদার ব্যক্তি সৌভাগ্য মনে করেন। রিযকের ব্যাপারে তিনি আল্লাহ্র ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। আল্লাহ্র পথে যে সম্পদ নিয়োজিত হয়, আল্লাহ্ তা বর্ধিত আকারে বান্দাকে ফিরিয়ে দেন। ঈমানদার ব্যক্তির অন্তর আল্লাহ্র মহব্বতে পরিপূর্ণ।

কৃপণ ব্যক্তির অন্তরে ধন-দৌলতের মহব্বত খুব বেশি। বখিল দুনিয়ার সম্পদের প্রতি এত বেশি অনুরক্ত যে, আখিরাতের যিন্দেগীর জন্য সামান্যতম সম্পদ ব্যয় করতে প্রস্তুত নয়। বখিল মনে করে আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় করলে তার সম্পদ হ্রাস পাবে। ঈমান এবং কৃপণতা পরস্পর বিরোধী দুটো জিনিস। তাই একই অন্তরে এ দুটো একত্র হতে পারে না। ঈমানদার কৃপণ হতে পারেন না এবং কৃপণ ঈমানের দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে সে ঈমানদার হতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দেয়া এ কষ্টিপাথরে নিজের ঈমান যাচাই করতে পারেন।

আবূ দাঊদ শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে নবী করীম (সা) কৃপণতা সম্পর্কে বলেন ঃ

شَرُّ مَا فِى رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ -

"মানুষের মন্দ জিনিস হল, অদম্য লোভ এবং কলবকে ভীত-সন্ত্রস্তকারী কাপুরুষতা।"

যেরূপ হৃদয়কে ভীত-সন্ত্রস্তকারী কাপুরুষতা মানুষের কল্যাণ করে না, বরং অকল্যাণ করে, সেরূপ লোভ যার অন্য নাম কৃপণতা—মানুষের কোন মঙ্গল করে না বরং অমঙ্গল করে। এ মারাত্মক মন্দ অভ্যাস মানুষের দীন এবং দুনিয়া কিভাবে বরবাদ করে তা নবী করীম (সা) অপর এক হাদীসে উল্লেখ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আবূ দাঊদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

اِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ اَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوْا وَاَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا وَاَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا -

নবী (সা) বলেন ঃ "লোভ থেকে তোমরা সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তিগণ লোভের দ্বারা বরবাদ হয়েছে। লোভ তাদেরকে কৃপণতার হুকুম করেছে। তারা কৃপণতা করেছে। তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করতে হুকুম করেছে। তারা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। তাদেরকে অশ্লীলতা ও অসৎকর্ম করতে হুকুম করেছে। তার অশ্লীলতা ও অসৎকর্ম করেছে।"

অনুগ্রহ প্রচারক জান্নাতে প্রবেশ করবে না

(١٢٣) عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلاَ بَخِيْلٌ وَلاَ مَنَّانٌ۔

হাদীস-১২৩ ঃ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ প্রতারক, কৃপণ এবং দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রচার-কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ প্রতারণা, কৃপণতা এবং দানের প্রচার তিনটি মন্দ অভ্যাস। এগুলো মানুষকে জান্নাতের রাস্তা থেকে দূরে নিয়ে যায়। জান্নাতী মানুষের লক্ষণ হল যিনি মানুষের কল্যাণ করেন এবং অন্যের জন্য এমন জিনিস পসন্দ করেন, যা নিজের জন্য

পসন্দ করেন। প্রতারক মানুষের লোকসান করে এবং নিজের জন্য যা অপসন্দ করে তা অন্যের জন্য পসন্দ করে। জান্নাতী ব্যক্তি দানশীল। আল্লাহ্‌র পথে দান-খয়রাত করে সর্বদা তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিল করেন। কিন্তু কৃপণ ব্যক্তি মনে করে আল্লাহ্‌র পথে সম্পদ ব্যয় করলে সম্পদ হ্রাস পাবে। জান্নাতী ব্যক্তি দান-খয়রাত গোপনে করেন। একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। তিনি কখনো তার দান-খয়রাতের প্রচার করেন না। ইহ্‌সান বা অনুগ্রহ প্রচারক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য মানুষের উপকার করে না। সে মানুষের বাহ্‌বা কুড়ানো ও সম্মান লাভের জন্য দান-খয়রাত, সাহায্য-সহযোগিতা করে, আল্লাহ্‌র রাব্বুল আলামীন এ ধরনের কাজ খুব অপসন্দ করেন এবং যে কাজ তাঁর জন্য করা হয়নি, তিনি তার প্রতিদান দিবেন না। তাই প্রতারক, কৃপণ এবং ইহ্‌সান প্রচারক জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

আবূ বকর (রা) গালির জবাব দিলে রাসূল (সা) রাগান্বিত হলেন

(١٢٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ يَتَعَجَّبُ وَيَتَبَسَّمُ فَلَمَّا اَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ فَغَضِبَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ فَلَحِقَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ يَشْتِمُنِىْ وَاَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ قَالَ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ ثَلٰثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلِمَةٍ فَيُغْضِىْ عَنْهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِلاَّ اَعَزَّ اللّٰهُ بِهَا نَصْرَهُ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيْدُبِهَا صِلَةً اِلاَّ زَادَ اللّٰهُ بِهَا كَثْرَةً وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ يُرِيْدُ بِهَا كَثْرَةً اِلاَّ زَادَ اللّٰهُ بِهَا قِلَّةً.

হাদীস-১২৪ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আবূ বকর (রা)-কে গালি দিল। নবী (সা) বসে হাসছিলেন এবং বিস্মিত হচ্ছিলেন। অতঃপর সে খুব বেশি গালি দিল। আবূ বকর (রা) তার কতিপয় গালির জবাব দিলেন। নবী (সা) রাগান্বিত হলেন এবং উঠে গেলেন। অতঃপর আবূ বকর (রা) তাঁর কাছে পৌঁছে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে গালি দিচ্ছিল, আপনি বসেছিলেন। কিন্তু

আমি তার কতিপয় গালির উত্তর দিলাম। আপনি রাগান্বিত হলেন এবং উঠে গেলেন। নবী (সা) বললেন ঃ ফেরেশতা তোমার সাথে থেকে তার গালির জবাব দিচ্ছিলেন। যখন তুমি তাকে গালির জবাব দিলে, তখন শয়তান সে স্থান দখল করল। অতঃপর নবী (সা) বললেন ঃ হে আবূ বকর! তিনটি জিনিস পুরোপুরি সত্য। যখন কোন বান্দার উপর যুলম করা হয় এবং সে ইয্যত ও জালালের অধিকারী আল্লাহ্র খাতিরে তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ না করে, তখন আল্লাহ্ প্রতিদান হিসেবে তার সাহায্যের জন্য তাকে শক্তিশালী ও সম্মানিত করেন। যখন কোন ব্যক্তি সিলায়ে রেহেমী বা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য দান-খয়রাতের দরজা উন্মুক্ত করে, তখন আল্লাহ্ তার প্রতিদান হিসেবে তাকে অনেকগুণ দান করেন। যখন কোন ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সওয়ালের দরজা উন্মুক্ত করে, তখন আল্লাহ তা (তার ধন) হ্রাস করে দেন। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম তার অনুসারীদেরকে উত্তম আখলাকের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম কখনো মন্দের দ্বারা মন্দ জিনিসের প্রতিরোধ করতে চায় না। ইসলাম অশ্লীল কথাবার্তার জবাব অশ্লীল কথাবার্তার দ্বারা বা গালির জবাব গালির দ্বারা দিতে চায় না। উত্তম আচরণের দ্বারা মন্দ জিনিসের প্রতিরোধ করা উচিত। উত্তম আখলাকের দ্বারা মন্দ আখলাকের মোকাবিলা করা হলে মন্দ আচরণকারী তার বিবেকের কাছে লজ্জিত হয় এবং উত্তম আচরণকারীর প্রতি তার মনে সমীহ ও শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়।

শয়তানের প্ররোচনায় যখন কোন ব্যক্তি অন্যকে গালি দেয়, তার কোন জবাব না দেয়াই শ্রেয়। কারণ তাতে সমস্যার সমাধান হয় না; বরং অভদ্র ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগকারীর সাথে তর্কবিতর্ক করলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ভবিষ্যতে তাকে সংশোধন করার যাবতীয় সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়, আশেপাশের মানুষ তামাশা দেখার জন্য উপস্থিত হয়। তাই কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا –

-"জাহিল ব্যক্তিদের সম্মুখীন হলে আল্লাহ্র ইবাদতকারিগণ তাদেরকে সালাম বলে-অর্থাৎ তাদের থেকে দূরে সরে যায়।"

হাদীসে বলা হয়েছে, গালির জবাবে গালি না দেয়া পর্যন্ত ফেরেশতা হযরত আবূ বকর (রা)-এর পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিলেন। জবাব দান দু'ভাবে হতে পারে ঃ হয় তো ফেরেশতা গালিদানকারীর বিরুদ্ধে মন্দ দু'আ করছিলেন কিংবা সম্ভবত ফেরেশতা হযরত আবূ বকর (রা)-এর জন্য বরকতের দু'আ করছিলেন এবং তাঁর আমলনামায় সওয়াব লিখছিলেন।

হযরত আবূ বকর (রা) কর্তৃক গালির জবাব গালির দ্বারা দেয়া হলে ফেরেশতা খায়ের ও বরকতের দু'আ বন্ধ করে দিলেন। তার পরিবর্তে শয়তান এসে হাযির হল

এবং তার কাজ শুরু করে দিল। অর্থাৎ শয়তান উভয় পক্ষকে উত্তেজিত করার সুযোগ লাভ করল।

যদি মযলূম ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যুলমের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে, তাহলে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যালিমকে সংশোধন করার উদ্দেশ্য ছাড়া ঈমানদার ব্যক্তি যুলমের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না। ঈমানদারগণ কখনো যুলমের কাছে নতি স্বীকার করেন না বা যালিমকে আরো যুলম করার সুযোগ দান করেন না, যালিমের যুলম বন্ধ করার জন্য ঈমানদারগণ সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। ঈমানদার বিজয়ী হলে বিজিতদের অপরাধ মাফ করে দেন। প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হলেও প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না। অধীনস্থদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমার চোখে দেখেন। কিন্তু তিনি যালিমের যুলমকে ভয় করেন না। অহংকারীর কাছে মাথা নত করেন না, বরং যালিমের বিষদাঁত ভাঙ্গবার জন্য আল্লাহ্র উপর ভরসা করে মাঠে নেমে পড়েন। অবশ্য যালিমকে তিনি তার যুলমের চেয়ে বেশি শাস্তি দান করেন না বা যালিম গর্হিত পন্থা অবলম্বন করে থাকলেও তিনি কোন গর্হিত, নাজায়েয বা মানবতা বিবর্জিত পন্থা অবলম্বন করেন না। মোটকথা ঈমানদার যখন যালিমকে মাফ করেন তখন তাকে সংশোধন করার জন্যই তা করে থাকেন। আর যখন যালিমকে শাস্তি দান করেন তখন তার যুলমকে বন্ধ করার জন্য তা করে থাকেন। তিনি যালিমের উপর বিন্দুমাত্রও যুলম করেন না। ঈমানদারদের চরিত্রের এ দিকটির উপর আলোপাত করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ.

"যখন তাদের উপর অন্যায় করা হয় তারা তার মুকাবিলা করে। আর মন্দের প্রতিদান অনুরূপ মন্দ। অতঃপর যে মাফ করে দেয় এবং আপোস-নিষ্পত্তি করে, তার প্রতিদান আল্লাহ্র যিম্মায় রয়েছে। আল্লাহ্ যালিমদের পসন্দ করেন না।"

(সূরা শূরা ঃ ৩৯-৪০)

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সাহায্য-সহানুভূতি প্রদর্শনের লক্ষ্যে যে সম্পদ ব্যয় করা হয়, তাতে ব্যয়কারীর সম্পদ বিনষ্ট হয় না, বরং আল্লাহ্ তার সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন।

সম্পদ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে যে মানুষের কাছে হাত সম্প্রসারণ করে, তার ভাগ্যে আল্লাহ্ অভাব-অনটন লিখে দেন এবং তার সম্পদ হ্রাস পেতে থাকে।

আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রিয় বান্দা

(١٢٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوْسَى بْنَ عِمْرَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَارَبِّ مَنْ اَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ قَالَ مَنْ اِذَا قَدَرُ غَفَرَ.

হাদীস-১২৫ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মূসা ইবন ইমরান (আ) আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রব্ব! আপনার বান্দাদের মধ্যে কে আপনার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত? আল্লাহ্ বললেন, যে ক্ষমতা লাভ করার পর মাফ করে দেয়। (বায়হাকী ঃ শুয়বুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য হল তারা অন্যের অপরাধ ক্ষমা করেন। শাস্তি দান করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মানুষকে মাফ করে দেন। মাফ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিল করা। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সীমালংঘন করে, আল্লাহ্‌র আইন অমান্য করে, তাকে ঈমানদারগণ মাফ করেন না; বরং তারা আল্লাহ্‌র আইন লংঘনকারীকে আল্লাহ্‌র আইন মোতাবিক শাস্তিদান করেন। এ ব্যাপারে তারা অপরাধীর প্রতি কোন সহানুভূতি প্রদর্শন করেন না। বলা বাহুল্য, নবী করীম (সা) তাঁর যিন্দেগীতে সর্বদা এই নীতি অনুসরণ করেছেন। তিনি বিজিতদেরকে মাফ করে দিয়েছেন, অধীনস্থদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমার চোখে দেখেছেন এবং তাঁর সাথে যারা বে-আদবী করেছে, তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র আইন লংঘন করেছে, তাদেরকে মাফ করেননি; বরং ঘোষণা করেছেন ঃ "মুহাম্মদ (সা)-এর কন্যা ফাতেমা চুরি করলেও তার হাত কেটে দেয়া হবে।" তাই এ ব্যাপারে রাসূলের দৃষ্টান্ত আমাদের অনুসরণ করতে হবে।

খাদিমকে প্রতিদিন সত্তরবার মাফ কর

(١٢٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ اَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ عَنْهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ اَعْفُوْا عَنِ الْخَادِمِ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

হাদীস-১২৬ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! খাদিমকে কতবার মাফ করব? নবী (সা) চুপ থাকলেন। পুনরায় লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! খাদিমকে কতবার মাফ করব? তিনি বললেন ঃ প্রতিদিন সত্তরবার।

(তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ অধীনস্থদের সাথে অমায়িক ব্যবহার করা, তাদের ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি খুব বড় করে না দেখা এবং তাদের অপরাধ মার্জনা করা উত্তম আখলাকের অন্তর্গত। কিন্তু তারা ইসলামী হুকুম-আহকামের খেলাফ কোন কিছু করলে তা সহানুভূতির চোখে দেখা যাবে না। শরীআত মোতাবিক তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খাদিম বা অধীনস্থদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বার বার মাফ করা কোন কৃতিত্বের কাজ নয়, বরং তা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্যকর্ম। মানুষ হিসেবে আমরা বার বার ত্রুটি-বিচ্যুতি করি, বার বার অপরাধ করি, বার বার আমরা আমাদের কর্তব্যকর্মের বিপরীত অনেক কিছু করি, বার বার আল্লাহ্ আমাদেরকে মাফ করেন এবং সংশোধন হওয়ার সুযোগ দেন। যদি আমরা আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি দয়া ও রহম প্রদর্শন না করি তাহলে আমরা কি করে আশা করতে পারি যে, আমাদের প্রতি তিনি রহমের দৃষ্টি দান করবেন এবং আমাদের সাথে নরম ব্যবহার করবেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আল্লাহ্র রাসূল (সা) সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষকে রহম করে না, আল্লাহ্ তাকে রহম করেন না। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা দুনিয়াবাসীর প্রতি রহম কর, আসমানে অবস্থানকারী তোমাদেরকে রহম করবেন। তাই বার বার অধীনস্থদের মাফ করতে হবে।

হাদীসে বর্ণিত সত্তর অর্থ কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়, বরং অনেক বা বার বার অর্থে ব্যবহৃত। আল্লাহ্র নবী (সা) সর্বদা তাঁর অধীনস্থদের প্রতি সহনশীল ছিলেন। তিনি তাদেরকে মহব্বত করতেন। তিনি তাদের অপরাধ শুধু মাফই করেননি, কোনদিন তাদের কৈফিয়তও তলব করেননি, তাদের প্রতি কখনো রাগ বা বিরক্তিও প্রকাশ করেননি। নবী করীম (সা)-এর বিশিষ্ট খাদিম আনাস ইবন মালিক (রা) তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, আমি দশ বছর আল্লাহ্র রাসূলের খিদমত করেছি, তিনি কখনো উফ (আহ্) বলেননি। আমি কোন কাজ করলে বলেননি কেন করেছ এবং কোন কাজ না করলে বলেননি কেন করনি? মানব জাতির মধ্যে আল্লাহ্র রাসূলের আখলাক ছিল সর্বোত্তম।

ইহসান

তামাম মাখলূকের মধ্যে আল্লাহ্ কাকে অধিক মহব্বত করেন

(١٢٧) عَنْ اَنَسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهِ.

হাদীস-১২৭ ঃ হযরত আনাস (রা) ও আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন, মাখলূক আল্লাহ্র পরিবার। সুতরাং আল্লাহ্ তামাম মাখলূকের মধ্যে তাকে অধিক মহব্বত করেন যে তার পরিবার-পরিজনের প্রতি ভাল আচরণ করে। (বায়হাকী ঃ শুয়বুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে عيال শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হল অন্যের অর্থ ও সাহায্যের উপর যারা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তার একবচন عيل অর্থ পরিবার। সারা সৃষ্টজীব আল্লাহ্র ইয়াল বা পরিবার বলার এক অর্থ হল তামাম মাখলূক আল্লাহ্র সৃষ্ট, সব মানুষ পরস্পর সমান, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অন্য অর্থ হল, যেরূপ পরিবারের সব সদস্য পরিবার প্রধানের উপর নির্ভরশীল, সেরূপ সম্পূর্ণ মাখলূক জীবন ধারণের জন্য আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল। যেরূপ পরিবারের প্রধান পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ, আরাম-আয়েশ এবং সুযোগ-সুবিধার যাবতীয় ব্যবস্থা করে, ঠিক সেরূপ আল্লাহ্ তামাম মাখলূকের প্রয়োজন পূরণকারী, তাদের যাবতীয় কাজের ব্যবস্থাপক। খ্রিস্টানগণ ভুল ধারণাবশত, আল্লাহ্কে পিতা এবং মানুষকে আল্লাহ্র সন্তান আখ্যায়িত করে। মনে রাখতে হবে আল্লাহ্ খ্রিস্টানদের এ জাতীয় ধারণা থেকে পাক ও পবিত্র এবং আলোচ্য হাদীসকে তাদের ধারণার সাথে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট করা যাবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রভু, মালিক ও খালিক, আর আমরা তাঁর গোলাম।

পরিবার-পরিজনের প্রতি যে উত্তম আচরণ করে, আল্লাহ্ তাকে তামাম সৃষ্টির মধ্যে অধিক মহব্বত করেন। পরিবারের প্রতি উত্তম আচরণের অর্থ হল তাদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার না করা, দয়া ও রহম প্রদর্শন করা, তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করা, তাদের প্রয়োজন পূরণ করা, তাদেরকে ভাল আখলাক ও ভাল আমল শিক্ষা দান করা এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদেরকে সঠিক ধারণা দান করা। পরিবার-পরিজনের প্রতি উত্তম আচরণকারী ব্যক্তি একমাত্র তখন আল্লাহ্র মহব্বত লাভ করতে পারবে যখন সে নিজে আল্লাহ্তে বিশ্বাসী হবে এবং আল্লাহ্র যাবতীয় হুকুম-আহকাম মেনে চলবে।

কোন আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনকে যতই ভালবাসুক না কেন, সে আল্লাহ্‌র মহব্বত থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহ্‌ তাঁর অবাধ্যকে কখনো ভালবাসার মর্যাদা দান করেন না।

মানুষ মন্দ করলেও যুলম করবে না

(١٢٨) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكُوْنُوْا اِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُوْا ظَلَمْنَا وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوْا وَاِنْ اَسَاءُوْا فَلاَ تَظْلِمُوْا.

হাদীস-১২৮ ঃ হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সুযোগ সন্ধানী সেজে এ কথা বল না যে, মানুষ ভাল করলে আমরা ভাল করব এবং তারা যুলম করলে আমরাও যুলম করব, বরং তোমরা মনের মধ্যে এ দৃঢ়তা অবলম্বন কর যে, মানুষ ভাল করলে তোমরা ভাল করবে এবং তারা মন্দ করলে তোমরা যুলম করবে না। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ যারা সুযোগ সন্ধানী, তারা নীতি ও আদর্শ বিবর্জিত। তাদের কোন স্থায়ী নীতিমালা ও কর্মধারা নেই। তারা সুযোগের জন্য ওঁৎপেতে থাকে এবং মওকা মোতাবিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। তারা অন্যের পদাঙ্ক এবং কর্মপন্থা অনুসরণ করে বা অন্য লোক তাদের প্রতি ভাল আচরণ করলে তারাও অন্য লোকের প্রতি ভাল আচরণ করে এবং অন্য লোক তাদের প্রতি মন্দ আচরণ করলে তারাও অন্যের প্রতি মন্দ আচরণ করে। কিন্তু ঈমানদারদের যিন্দেগীর নক্‌শা ভিন্নরূপ। ঈমানদার জীবনের সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে সর্বাধিক প্রিয় মনে করেন। ক্রোধ এবং অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবিক আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র বান্দাদের সাথে উত্তম আচরণ করেন। ঈমান কখনো মন্দকে মন্দের দ্বারা এবং যুলমকে যুলমের দ্বারা প্রতিরোধ করে না। ঈমানদার ব্যক্তি উত্তম আখলাকের অধিকারী। তাই শত্রুর সাথেও ইনসাফের আচরণ করেন বরং কোন সময় প্রতিশোধ গ্রহণ করলেও সীমালংঘন করেন না বরং বৈধ পন্থা অবলম্বন করেন এবং তাও যালিমকে হেয় করার জন্য নয়, তাকে সংশোধন করার মহান উদ্দেশ্যে করে থাকেন।

যে ব্যক্তি নবীর উম্মতকে খুশি করে, সে জান্নাতী

(١٢٩) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَضٰى لِاَحَدٍ مِنْ اُمَّتِىْ حَاجَةً يُرِيْدُ اَنْ يَسُرَّهُ بِهَا

فَقَدْ سَرَّنِيْ وَمَنْ سَرَّنِيْ فَقَدْ سَرَّ اللّٰهَ وَمَنْ سَرَّ اللّٰهَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

হাদীস-১২৯ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন ব্যক্তিকে খুশি করার জন্য তার কোন প্রয়োজন পূরণ করল, সে আমাকের খুশি করল এবং যে আমাকে খুশি করল, সে আল্লাহ্‌কে খুশি করল। যে আল্লাহ্‌কে খুশি করল, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। (বায়হাকী ঃ শুয়বুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ অভাবগ্রস্ত মুসলমানের অভাব দূর করা খুবই সওয়াবের কাজ। তাতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) খুশি হন। মুসলমানের প্রয়োজন পূরণকারী বান্দাকে আল্লাহ্ জান্নাত দান করবেন। কিন্তু এ সুসংবাদের উপযুক্ত বিবেচিত হবেন তারাই, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করেন, হালাল-হারাম মেনে চলেন এবং নিজেদেরকে শির্‌ক ও বিদআত থেকে পাক-সাফ রাখেন।

নবী করীম (সা) মুসলমানদের অভাব-অনটন দূর করার প্রতি খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আফসোস! আমাদের সমাজে যারা নিজেদেরকে মুত্তাকী এবং পরহেযগার মনে করেন, তারা মুসলমানের খিদমতের গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন না। ফলে আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অনেক বেদীন ও আল্লাহ্‌দ্রোহী লোক জনসেবার মাধ্যমে সরলপ্রাণ অশিক্ষিত মুসলমানকে দীন থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে ইসলামের বিপরীত কাজে ব্যবহার করে। বিদেশী খ্রিস্টান মিশনারী জনসেবার প্রোগ্রামের মাধ্যমে মানুষকে ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষিত করে।

আমরা নবী করীম (সা)-এর বাণীর উপর পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করলে দুনিয়া ও আখিরাতে অবশ্যই কামিয়াব হব। অন্যথায় আখিরাতের আদালতে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বিধবা ও মিসকীনের জন্য প্রচেষ্টাকারীর সুখবর

(١٣٠) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّاعِيْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالسَّاعِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ.

হাদীস-১৩০ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ বিধবা এবং মিসকীনের কাজ-কর্মে চেষ্টাকারী আল্লাহ্‌র রাস্তায় চেষ্টাকারীর সমতুল্য। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মনে করি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আরো

বলেছিলেন ঃ এমন রাত্রি জাগরণকারীর মত, যে ক্লান্ত হয় না এবং এমন রোযাদারের মত, যে কখনো রোযা ত্যাগ করে না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বিধবা ও মিস্‌কীনের অভাব মোচনকারী এবং তাদের সমস্যা সমাধান করার জন্য পরিশ্রমকারী আল্লাহ্‌র খুবই প্রিয়। আল্লাহ্‌ যেরূপ একজন মুজাহিদ বা রাত্রি জাগরণকারী বা অবিরাম রোযা পালনকারীকে মহব্বত করেন, সেরূপ মহব্বত করেন বিধবা ও গরীব-মিস্‌কীনের দরদী ব্যক্তিকে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় কঠিন সংগ্রাম-সাধনা করে একজন মুজাহিদ যে মর্যাদা হাসিল করেন, রাতের বেলা অক্লান্ত পরিশ্রম করে একজন আবিদ যে সওয়াব হাসিল করেন বা ক্ষুধা-পিপাসা সহ্য করে অবিরাম রোযা রেখে একজন রোযাদার যে বিরাট পূণ্য অর্জন করেন, সে সওয়াব ও মর্যাদা জনদরদী ব্যক্তি বিধবা ও মিস্‌কীনকে সাহায্য-সহযোগিতা করে হাসিল করেন। কিন্তু হাদীসে বর্ণিত সুসংবাদ বা মর্যাদা জনদরদী ব্যক্তি হাসিল করতে পারবেন তখন, যখন তিনি আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন, আখিরাতের হিসাব-নিকাশকে সঠিক জ্ঞান করে দুনিয়ার যিন্দেগী যাপন করবেন এবং আল্লাহ্‌র আইনের বিপরীত কোন আইন স্বীকার করবেন না, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের যাবতীয় ফয়সালা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবেন। এমনকি তা যদি তার নিজের পরিবার-পরিজনের স্বার্থের বিপরীতও হয়।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় মেহনত করার অর্থ খুব ব্যাপক এবং তা উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর অবশ্য কর্তব্য। নিজের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্‌র পয়গামকে মানুষের কাছে পেশ করা, আল্লাহ্‌র হুকুমকে সমাজে চালু করা, আল্লাহ্‌র কালেমাকে বুলন্দ করা এবং আল্লাহ্‌র শত্রুদের বিরুদ্ধে লেখনী, বক্তৃতা, কূটনীতি এবং অস্ত্রের দ্বারা অবিরাম সংগ্রাম করার অর্থ হলো আল্লাহ্‌র রাস্তায় মেহনত করা। যদি কেউ এই কর্তব্য উপেক্ষা করে, তাহলে তাকে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

ভাল কাজকে হেয় জ্ঞান করো না

(١٣١) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُحَقِّرَنَّ اَحَدُكُمْ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوْفِ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ اَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَاِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا اَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَاَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاَغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ.

হাদীস-১৩১ ঃ হযরত আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কোন কল্যাণের কাজকে হেয় জ্ঞান না করে। যদি দেবার মত সে কিছু না পায় তবুও যেন প্রফুল্ল মুখে তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করে। যখন তুমি গোশত খরিদ কর বা কোন কিছু রান্না কর তখন একটু শুরুয়া বাড়িয়ে দাও এবং তা থেকে প্রতিবেশীকে এক চামচ দান কর। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ যাবতীয় মারূফ বা মঙ্গল কাজ গুরুত্বপূর্ণ। যেরূপ ছোট-বড় সকল গুনাহ পরিত্যাজ্য, সেরূপ তামাম নেক কাজ গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়ার যিন্দেগীতে যে পদ্ধতিতে কাজের মূল্যায়ন করা হয়, নৈতিক জগতে সে পদ্ধতিতে কাজের হিসাব করা হয় না। আল্লাহ্র কাছে মানুষের নিয়্যত গোপন নেই। তিনি মানুষের নিয়্যত মোতাবিক তার নেক কাজের ফল দান করেন। নিয়্যতের ত্রুটির কারণে কোন ব্যক্তি পাহাড় পরিমাণ সম্পদ দান করেও দানা পরিমাণ সওয়াব লাভ করে না। আবার কোন ব্যক্তি নিয়্যতের বিশুদ্ধতার কারণে খেজুরের একটি টুকরো দান করে পাহাড় পরিমাণ সওয়াব লাভ করে। ক্ষুদ্রতম নেক কাজের দ্বারা বৃহত্তম পূণ্য লাভ করা সম্ভব এবং ক্ষুদ্রতম নেক কাজের উদাহরণও আল্লাহ্র রাসূল (সা) দান করেছেন। হাসিমুখে মুসলিম ভাইয়ের সাথে মুলাকাত করা বা তরকারির মধ্যে একটু শুরুয়া বৃদ্ধি করে প্রতিবেশীকে দিয়ে খুশি করা নেক কাজের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের নেক কাজ দ্বারা সমাজের মানুষের মধ্যে হৃদ্যতা ও ভালবাসা সৃষ্টি হয় এবং নিয়্যত অনুযায়ী মহান আল্লাহ্র কাছে সওয়াবও পাওয়া যায়। কিন্তু অজ্ঞতার কারণে অনেকে এ ধরনের নেক কাজের প্রতি সঠিক গুরুত্ব আরোপ করতে ব্যর্থ হন।

ভাল কাজের পরিচয়

(١٣٢) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُحَقِّرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَاَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ اَنْ تَلْقَ اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ وَاَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِىْ اِنَاءِ اَخِيْكَ.

হাদীস-১৩২ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন কল্যাণের কাজকে হেয় জ্ঞান করো না। তোমার ভাইয়ের সাথে প্রফুল্ল মুখে মুলাকাত করা এবং তোমার পানির পাত্র থেকে তোমার ভাইয়ের পাত্রে কিছু পানি ঢেলে দেয়াও কল্যাণকর কাজের অন্তর্গত। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ অতি সাধারণ কাজের দ্বারা সমাজ জীবনে ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বতের ফোয়ারা সৃষ্টি করা সম্ভব এবং যারা আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য আল্লাহ্র বান্দাদের সুখ-শান্তির জন্য সামান্য পরিমাণ পানি দান করবে বা একটু মিষ্টিমুখে কথা বলবে, তারা আল্লাহ্র নিকট তার প্রতিদান পাবে। ধন-দৌলত ছাড়াও মানুষকে সাহায্য করা যায়। যারা নিঃস্ব-দরিদ্র, তারাও এ ধরনের আচরণের দ্বারা পরোপকার করতে পারেন এবং অন্য মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর ধন-দৌলত খরচ করেও যে ফল পাওয়া যায় না, এ ধরনের ছোটখাট নেক কাজের দ্বারা সে ফল লাভ করা যায়। নবী করীম (সা)-এর মূল্যবান উপদেশ পালন করলে আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হবে।

ত্যাগ স্বীকার

প্রয়োজন সত্ত্বেও রাসূল (সা) চাদর দিয়ে দিলেন

(١٣٣) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَكْسُوْكَ هٰذِهِ فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَلَبِسَهَا فَرَاهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَحْسَنَ هٰذِهِ فَاكْسُنِيْهَا فَقَالَ نَعَمْ فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ مَهُ اَصْحَابُهُ قَالَ مَا اَحْسَنْتَ حِيْنَ رَاَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَهَا مُحْتَاجًا اِلَيْهَا ثُمَّ سَاَلْتَهُ اِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ اَنَّهُ لاَ يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعُهُ فَقَالَ رَجَوْتُ بَرَكْتَهَا حِيْنَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلِّىْ اُكَفَّنُ فِيْهَا.

হাদীস-১৩৩ ঃ হযরত সাহল ইবন সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা একখানা চাদর নিয়ে নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনাকে চাদরটি পরিধান করতে দিতে চাই। নবী করীম (সা)-এর চাদরের প্রয়োজন ছিল, তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং পরিধান করলেন। অতঃপর তাঁর জনৈক সাহাবী তাঁর গায়ে চাদর দেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা কি সুন্দর। আমাকে তা পরিধান করতে দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ। যখন নবী (সা) মজলিস থেকে উঠে গেলেন, তখন তাঁর সাহাবিগণ সওয়ালকারীকে দোষারোপ করে বললেন ঃ যখন তুমি জান যে, নবী করীম (সা)-এর কাছে কোন সওয়াল করা হলে তা তিনি প্রত্যাখান করেন না এবং তুমি দেখেছ, নবী (সা) প্রয়োজনের খাতিরে চাদরটি গ্রহণ করেছেন, তখন তুমি তাঁর কাছে তা চেয়ে ভাল কাজ করনি। সওয়ালকারী জবাব দিলেন, যেহেতু নবী (সা) তা পরিধান করছেন, তাই আমি তাঁর বরকতের আশা পোষণ করেছি। আমি আশা করি, এটা দিয়ে আমার কাফন হবে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র নবী (সা) কখনো কোন সওয়ালকারীর সওয়াল প্রত্যাখ্যান করেননি। তিনি তাঁর সাহাবায়ে কিরামের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতেন। চাদরের প্রয়োজন তাঁর খুব বেশি ছিল এবং তিনি তা পসন্দও করেছিলেন। কিন্তু যখন একজন তা চেয়ে বসলেন, তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) তাকে তা দিয়ে দিলেন। নিজের প্রয়োজনের চেয়ে সওয়ালকারীর প্রয়োজনের প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করলেন। মুসলিম সমাজের প্রত্যেক সদস্য অপরের প্রয়োজনের প্রতি সতর্ক ও মনোযোগী হলে আমাদের সমাজের অভাব-অনটন দূর হবে, হিংসা-বিদ্বেষ মুছে যাবে এবং ভালবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টি হবে। অপর ভাইয়ের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দান করার ফলে যে ভালবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি হয়, তা সমাজকে সীসাঢালা প্রাচীরের মত মযবূত করে। এ কাজ দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি কখনো করতে পারবে না। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে যিনি যত বেশি মহব্বত করেন, তিনি তত বেশি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগে নিযুক্ত লোকজন এ অপরিহার্য গুণের দ্বারা নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত না করা পর্যন্ত সমাজের গতিধারা পরিবর্তন করতে পারবে না। এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের যিম্মাদারী খুব বেশি। অধীনস্থদের সাথে তাদের সম্পর্ক এরূপ প্রাণখোলা হাওয়া উচিত যেরূপ নবী করীম (সা)-এর সাথে সাহাবায়ে কিরামের ছিল। অর্থাৎ যেরূপ অকপটে সাহাবায়ে কিরাম নবী (সা)-কে তাদের প্রয়োজন জানাতেন, তাঁর কাছে ছোট-খাট আবদার করতেন এবং নবী করীম (সা) যেভাবে তাঁর সাথীদের সন্তুষ্ট করতেন, সেরূপ অকপটে অধীনস্থগণ তাদের দায়িত্বশীলদের কাছে নিজেদের সমস্যা এবং অভাব-অনটনের বিষয় পেশ করতে যেন ইতস্তত না করেন এবং দায়িত্বশীলগণও যেন অধীনস্থদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দান করেন। আল্লাহ্‌র রাসূলের যাবতীয় মহান উদাহরণ নিজেদের জীবনে কার্যকরী না করা পর্যন্ত অপর মানুষকে ইসলামের মহান পয়গামের প্রতি আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে না।

এক মেহমানদারীতে আল্লাহ্ হেসেছেন

(١٣٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ مَجْهُوْدٌ فَاَرْسَلَ اِلٰى بَعْضِ نِسَائِهٖ فَقَالَتْ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِىْ اِلاَّ مَاءٌ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى اُخْرٰى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَالِكَ وَقُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَالِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُضَيِّفُهٗ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ يُقَالُ لَهٗ اَبُوْ

طَلْحَةَ فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَانْطَلَقَ بِهٖ اِلٰى رَحْلِهٖ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهٖ هَلْ عِنْدَكِ شَيْئٌ قَالَتْ لاَ اِلاَّ قُوْتُ صِبْيَانِىْ قَالَ فَعَلِّلِيْهِمْ بِشَيْئٍ وَنَوِّمِيْهِمْ فَاِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَارِيْهِ اَنَّا نَأْكُلُ فَاِذَا اَهْوٰى بِيَدِهٖ لِيَأْكُلَ فَقُوْمِىْ اِلَى السِّرَاجِ كَىْ تُصْلِحِيْهِ فَاَطْفِئِيْهِ فَفَعَلَتْ فَقَعَدُوْا وَاَكَلَ الضَّيْفُ وَبَا تَاطَاوِ بَيْنِ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ عَجِبَ اللّٰهُ اَوْضَحِكَ اللّٰهُ مِنْ فُلاَنٍ وَفُلاَنَةٍ.

হাদীস-১৩৪ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ আমি ক্ষুধার্ত ও অভাবগ্রস্ত। আল্লাহ্‌র নবী (সা) তাঁর কোন বিবির কাছে সংবাদ পাঠালেন। তিনি উত্তর দিলেন, যিনি আপনাকে হক দীনসহকারে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ! আমার কাছে পানি ছাড়া আর কিছু নেই। অতঃপর তিনি অপর বিবির কাছে খবর পাঠালেন। তিনিও অনুরূপ জবাব দিলেন এবং তাঁদের প্রত্যেকে অনুরূপ জবাব দিলেন। অতঃপর নবী (সা) বললেন ঃ যে এ ব্যক্তির মেহমানদারী করবে, আল্লাহ্ তাকে রহম করবেন। আবূ তালহা নামক এক আনসার সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি। অতঃপর তিনি মেহমানকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কি মেহমানদারী করার মত কোন জিনিস আছে? তাঁর স্ত্রী জবাব দিলেন, আমার কাছে বাচ্চাদের খাবার ছাড়া কিছু নেই। তিনি বললেন, বাচ্চাদেরকে কোন কিছুর দ্বারা ব্যস্ত রাখ এবং ঘুম পাড়িয়ে দাও। আমাদের মেহমান এলে তাকে এরূপ ভাব দেখাও যে আমরা খাব। মেহমান খাওয়ার জন্য হাত বাড়ালে তুমি বাতি ঠিক করার ভান করে বাতির কাছে যাও এবং তা নিভিয়ে দাও। তাঁর বিবি তাই করলেন। মেহমান খেলেন এবং তাঁরা বসে থাকলেন। ফলে তাঁরা অভুক্ত রাত কাটালেন। ভোর হলে আবূ তালহা নবী করীম (সা)-এর কাছে গেলেন। নবী (সা) তাদের নাম নিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর অমুক বান্দা ও তার স্ত্রীর উপর খুব খুশি হয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, অথবা আল্লাহ্‌র নবী বলেছিলেন, আল্লাহ্ তাঁর অমুক বান্দা ও তার স্ত্রীর ব্যাপারে হেসেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ নিজের এবং পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনের চেয়ে আল্লাহ্‌র অভাবগ্রস্ত বান্দাদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দান করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও

তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন এবং দুনিয়ার যিন্দেগীর সামান্য আরামের চেয়ে আখিরাতের যিন্দেগীর স্থায়ী কল্যাণের আকঙ্ক্ষা বেশি করেন, তিনি অতি সহজে এ কাজ করতে পারেন। যখন বান্দা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য কোন কুরবানী দান করে, তখন আল্লাহ্ পূর্ণ সন্তুষ্টি সহকারে তা কবূল করেন। সাহাবী আবূ তালহা (রা) এবং তাঁর বিবি নিজেদেরকে এবং বাচ্চাদেরকে ভূখা রেখে ক্ষুধার্ত মেহমানকে একবেলা সাধারণ খাবার দান করে যে সওয়াব হাসিল করেছেন, সে সওয়াব স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পদের পাহাড় বিতরণ করেও হাসিল করা সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ সওয়াবের পরিমাণ সম্পদের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না; বরং তা বান্দার নিয়্যতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যে নিজের প্রয়োজন উপেক্ষা করে অন্যের প্রয়োজন পূরণ করে, সে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে এবং যে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে সে কখনো ব্যর্থ হয় না। আল্লাহ্ এ ধরনের বান্দাকে তাঁর নিয়ামত ও বরকত দান করেন। তিনি তাঁর মাহবূব বান্দাকে দুনিয়ার যিন্দেগীতে আলো দান করেন, শয়তান ও তার কর্মী বাহিনীর আক্রমণ থেকে তার ঈমান রক্ষা করেন এবং আখিরাতের যিন্দেগীতে নিয়ামতভরা জান্নাত দান করেন।

এক ব্যক্তির খাদ্য দুই ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট

(١٣٥) عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِى الْاَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْاَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ.

হাদীস-১৩৫ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তির খাবার দুই ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট, দুই ব্যক্তির খাবার চার ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট এবং চার ব্যক্তির খাবার আট ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ মিসকীন, মুসাফির, বন্দী প্রভৃতি সমাজের অসহায় মানুষকে সাহায্য করা ঈমানদার ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। যখনই কোন ক্ষুধার্ত মানুষ মু'মিন ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়, তখন তিনি মহব্বতের সাথে তাকে খাবার দান করেন। উদ্বৃত্ত খাবার না থাকলে তিনি ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে নিজের খাবার দান করেন। যাতে ঈমানদারগণ সহজে এ যিম্মাদারী পালন করতে পারেন এবং খাবারের অপর্যাপ্ততার কারণে কোনরূপ লজ্জা-বোধ না করেন, তার জন্য নবী করীম (সা) এক ব্যক্তির খাবারের দ্বারা দুই ব্যক্তিকে, দুই ব্যক্তির খাবারের দ্বারা চার ব্যক্তিকে এবং চার ব্যক্তির খাবারের দ্বারা আট ব্যক্তিকে আপ্যায়িত করার জন্য তাঁর উম্মতকে হিদায়াত দান করেছেন। মুসলমানদের এ মহৎ গুণের প্রশংসা করে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا.

"তারা আল্লাহ্র মহব্বতে মিসকীন, ইয়াতীম এবং বন্দীদেরকে খাবার খাওয়ায়।"

যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মহব্বত করে এবং যে আশা করে যে, কিয়ামতের দিন নবী করীম (সা) তাকে হাউযে কাউসারের পানি দান করে তার তৃষ্ণা দূর করবেন, তার জন্য তিনি আল্লাহ্র কাছে শাফাআত করবেন এবং রহমান রহীম আল্লাহ্ দয়াপরবশ হয়ে তাকে আরশের ছায়া দান করবেন, সে যেন মিসকীন, মুসাফির এবং ইয়াতীমকে অবশ্যই খাদ্য দান করে। প্রয়োজনবোধে নিজে উপোস বা আধপেটা থেকেও যেন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ক্ষুধা নিবারণ করে।

মু'মিন ভালবাসার বস্তু

(١٣٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ مَالَفٌ وَلاَ خَيْرَ فِيْمَنْ لاَ يَالَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ.

হাদীস-১৩৬ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন ঃ মু'মিন ভালবাসার বস্তু এবং তার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, যে অপরকে ভালবাসে না এবং অপর লোকও তাকে ভালবাসে না।

(মুসনাদে আহমদ ঃ বায়হাকী ও শুয়াবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ যে হৃদয়ে ঈমান রয়েছে, সে হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষ বাসা বাঁধতে পারে না। যে আল্লাহ্কে মহব্বত করে, সে আল্লাহ্র বান্দাদেরকেও মহব্বত করে। বিশ্বাসী ব্যক্তি শুধু নিজের কল্যাণ কামনা করেন না, বরং তিনি সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা করেন। তাই আলোচ্য হাদীসে মু'মিনকে বলা হয়েছে ভালবাসার বস্তু। অর্থাৎ মু'মিনের আপাদমস্তক প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ। মু'মিন ব্যক্তি অপরকে ভালবাসেন এবং অপর মানুষের কোন ক্ষতি করেন না। তাই অপর মানুষও মু'মিনকে ভালবাসে। ভালবাসার অর্থ হল মানুষের মঙ্গল কামনা করা, মানুষকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করা, মানুষের বিরুদ্ধে কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করা, মানুষের উপর কোন প্রকার যুলম হলে তার প্রতিকার করা এবং তাকে আদর্শিক ও নৈতিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করা। যখন মানুষকে আদর্শিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়, তখন আদর্শ বিভ্রান্ত ব্যক্তি দাওয়াত দানকারীকে শত্রু ভাবতে পারে, আদর্শের বিরোধিতা করতে পারে। যেরূপ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কটূক্তির প্রতি ডাক্তার কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ না করে রোগ দূর করার চেষ্টা করেন, সেরূপ মুবাল্লিগ অবিরাম তার কাজ চালু রাখবেন। মনে রাখতে হবে, মু'মিন ব্যক্তি কখনো পাপী এবং কাফিরদের শত্রু নন, বরং পাপ ও কুফরের শত্রু এবং পাপ ও কুফরের মারাত্মক অমঙ্গল থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে যাওয়া সর্বাধিক মঙ্গলের কাজ।

ভালবাসা ও ঘৃণা করা

আল্লাহ্‌র জন্য মহব্বত ও শত্রুতা আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল

(١٣٧) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ.

হাদীস-১৩৭ ঃ হযরত আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার আমলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল হল আল্লাহ্‌র জন্য মহব্বত এবং আল্লাহ্‌র জন্য শত্রুতা। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র জন্য মানুষকে মহব্বত করা এবং আল্লাহ্‌র জন্য কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করা ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। এ স্তরে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, বদরের যুদ্ধের সময় তিনি তাকে তলোয়ারের নিচে পেলে কোনরূপ দুর্বলতা প্রদর্শন করতেন না। ঈমানের বুলন্দ স্তরে অবস্থানকারী হযরত উমর (রা) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতের জন্য আফ্রিকাবাসী ক্রীতদাস বিলাল (রা)-কে খুব বেশি মহব্বত করতেন এবং তাঁকে সাইয়্যেদী বা আমার নেতা বলে সম্বোধন করতেন।

আমাদের বস্তুতান্ত্রিক সমাজে সামান্য স্বার্থের জন্য মানুষ তার ভাইয়ের গলায় ছুরি চালাতে দ্বিধাবোধ করে না। এক ভাষাভাষী লোক নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অপর ভাষাভাষী লোককে গোলাম বানাতে একটুও সংকোচবোধ করে না। কোন বিশেষ জনপদের লোক নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সারা দুনিয়ার মানুষের অধিকার খর্ব করে। মোটকথা স্বার্থ, লোভ-লালসা, ধন-দৌলত, প্রভাব-প্রতিপত্তির উম্মাদ প্রতিযোগিতায় মানুষ তার মানবীয় মূল্যবোধ হারিয়ে নিজেকে পশুর স্তরে নিয়ে গেছে। এ প্রতিযোগীতায় নারী হারিয়েছে তার সতীত্ব, দুর্বল হারিয়েছে তার বাঁচার অধিকার এবং গরীব মিসকীন হারিয়েছে তাদের মুখের গ্রাস। এ পাশবিক উম্মত্ততা দূর করার একমাত্র পথ হল মানুষের বিকেন্দ্রিক ও বিপর্যস্ত চিন্তাধারাকে এককেন্দ্রিক করা এবং তা একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পন্থায়ই করা সম্ভব। যখন মানুষ কুরআন ও হাদীসের হিদায়াত মোতাবিক একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম সমাধা করবে, তখন মানুষ চিন্তা ও কর্মের বিশৃঙ্খলা ও তার মারাত্মক পরিণতি থেকে বাঁচতে পারবে।

মু'মিনের যিন্দেগীর লক্ষ্য ও কর্মবিন্দু এক। আর তা হল দুনিয়া জাহানের খালিক-মালিক আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করা এবং তাঁর নারায ও ক্রোধ থেকে বাঁচবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা-সাধনা করা। আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য সারা দুনিয়ার মানুষকে অসন্তুষ্ট করতে হলেও মু'মিন ব্যক্তি কোনরূপ দ্বিধাবোধ করেন না এবং সারা দুনিয়ার মানুষের ভালবাসা ও মহব্বতের বিনিময়ে আল্লাহ্র ক্রোধ ও গযব হাসিল করতে চান না। পবিত্র কুরআনে মু'মিনের যিন্দেগীর এ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য।"

আল্লাহ্র জন্য মহব্বতকারী মহান আল্লাহ্র সম্মানকারী

(١٣٨) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلّٰهِ اِلاَّ اَكْرَمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

হাদীস-১৩৮ ঃ হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে বান্দা আল্লাহ্র জন্য অপর বান্দাকে মহব্বত করে, সে ইয্যত ও জালালের অধিকারী তার রব্বের সম্মান করে থাকে। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে খুব মহব্বত করেন। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর বান্দাকে ভালবাসে, তাঁর বান্দার অভাব-অভিযোগ দূর করে এবং বিপদকালে তাকে সাহায্য করে, সে বস্তুত আল্লাহ্ সুবহানাহুকে সম্মান করে। বান্দার খিদমত করা আল্লাহ্র নিকট এক গ্রহণযোগ্য আমল। আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের আমলকারীকে কোন কোন ক্ষেত্রে রাত্রি জাগরণকারী এবং অনবরত রোযা পালনকারী বান্দার সমপরিমাণ মর্যাদা দান করেন। মহব্বত করার অর্থ শুধু অন্তরের মধ্যে ভালবাসা পোষণ করা বা মুখের দ্বারা তা প্রকাশ করা নয়, বরং বাস্তব জীবনে আল্লাহ্র বান্দাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য এরূপ বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত যেরূপ পদক্ষেপ নিজের সমস্যা সমাধান করার জন্য গ্রহণ করা হয়।

আল্লাহর জন্য যারা পরস্পর ভালবাসে, তাদের জন্য আল্লাহর মহব্বত অপরিহার্য

(١٣٩) عَنْ مَعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجَبَتْ مُحَبَّتِىْ

لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ.

হাদীস-১৩৯ ঃ হযরত মা'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার মহব্বত তাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে যারা আমার জন্য একে অন্যকে ভালবাসে, আমার জন্য একত্রে উপবেশন করে, আমার জন্য পরস্পর মুলাকাত করে এবং আমার জন্য পরস্পর খরচ করে। (মুয়াত্তা ঃ ইমাম মালিক)

ব্যাখ্যা ঃ পরস্পর ভালবাসার অর্থ হল নিজেদের জন্য যা পসন্দ করা হয়, তা অপর ভাইয়ের জন্য পসন্দ করা, নিজের জন্য যা অপসন্দ করা হয়, তা অপর ভাইয়ের জন্য অপসন্দ করা, নিজের অভাব-অভিযোগ যেভাবে দূর করা হয়, সেভাবে অপর ভাইয়ের অভাব-অভিযোগ দূর করার জন্য চেষ্টা করা এবং যেভাবে নিজেকে ও পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করা হয়, সেভাবে অপর ভাইকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা উপদেশ ও সহায়তা করা।

একত্রে উপবেশন করার অর্থ হল আল্লাহর দীনের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদীসের আলোচনা করার জন্য বা আল্লাহর হামদ ও সানা করার জন্য একত্রে বৈঠকে মিলিত হাওয়া। এ কাজের গুরুত্ব এত বেশি যে, আল্লাহর রাসূল (সা) অপর এক হাদীসে বলেন ঃ সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর রাস্তায় সামান্য পরিশ্রম করা দুনিয়া ও তার মধ্যস্থ সব কিছু থেকে উত্তম।

আল্লাহর জন্য পরস্পর মুলাকাত করার অর্থ হল, অপর ভাইয়ের সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ করার জন্য তার সাথে সাক্ষাত করা। বিপন্ন ভাইকে সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হওয়া এবং পীড়িত ভাইকে পরিচর্যা করার বা হিম্মত দানের জন্য পরিদর্শন করা। রুগ্ন ভাইকে অবহেলাকারী ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এ বলে অভিযুক্ত করবেন, আমি পীড়িত ছিলাম আমার পরিচর্যা করা হয়নি। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাজ্জব হবে যে, আল্লাহ কি করে অসুস্থ হতে পারেন! তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, তাঁর অমুক অসুস্থ বান্দার খবর সে নেয়নি। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে পরস্পর সম্পদ ব্যয় করার অর্থ হল, অপর ভাইয়ের অভাব-অনটন দূর করার জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করা। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের আনসার-সাহাবিগণ যে দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন তা সর্বকালের মু'মিন ব্যক্তিদের অনুসরণযোগ্য। হিজরতের পর আনসার সাহাবিগণ নিজেদের কৃষির জমি মুহাজিরদের সাথে সমানভাবে ভাগ বাটোয়ারা করে নেন। নবী করীম (সা) তাদেরকে বললেন ঃ মক্কা থেকে আগত মুহাজিরগণ কৃষিকাজে

অনভিজ্ঞ। আনসারগণ নবী করীম (সা)-কে বললেন, তারা নিজেরা কৃষিকাজ করবেন এবং মুহাজিরদেরকে ফসলের অংশ দান করবেন। খায়বর বিজয়ের পর আল্লাহ্র রাসূল আনসারদেরকে জমি দিতে চাইলেন। কিন্তু তারা তা নিতে অস্বীকার করলেন এবং নবী করীম (সা)-কে সমস্ত জমি মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার অনুরোধ করলেন। অনুরূপভাবে হযরত উসমান (রা) তাঁর গোটা সম্পদ মুসলমানদের উন্নতি ও অভাব-অভিযোগ দূর করার জন্য ব্যয় করেছেন। মুসলমানদের পানির ব্যবস্থা ছিল না। তিনি নিজের অর্থ ব্যয় করে তাদের জন্য কূয়ার ব্যবস্থা করেন। দুর্ভিক্ষের সময় চড়ামূল্যে পণ্য বিক্রি করে ফায়দা হাসিল করার পরিবর্তে আমদানীকৃত যাবতীয় পণ্য মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দেন।

উপরে বর্ণিত চার শ্রেণীর বান্দা সম্পর্কে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন যে, তাদেরকে ভালবাসা তাঁর উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। অর্থাৎ তিনি এ ধরনের বান্দাকে তাঁর মহব্বতের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন এবং আল্লাহ যাদেরকে ভালবাসেন তাদের যিন্দেগী চূড়ান্তভাবে কামিয়াব।

মুসলিম ভাইয়ের মুলাকাতের পথে ফেরেশতার সংলাপ

(١٤٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَجُلاً زَارَ اَخًا لَهُ فِىْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى فَاَرْصَدَ اللّٰهُ لَهُ عَلٰى مَدْرَجَتِهٖ مَلَكًا قَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ قَالَ اُرِيْدُ اَخًا لِىْ فِىْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لاَ غَيْرَ اَنِّىْ اَحْبَبْتُهُ فِى اللّٰهِ قَالَ فَاِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكَ بِاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ فِيْهِ.

হাদীস-১৪০ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি অন্য এক গ্রামে তার ভাইয়ের সাথে মুলাকাত করার জন্য রওনা হল। আল্লাহ তার রাস্তায় এক ফেরেশতা মোতায়েন করে রাখলেন। ফেরেশতা তাকে বললেন, তুমি কোথায় যেতে চাও? সে বলল, আমি এ গ্রামে আমার ভাইয়ের সাথে মুলাকাত করতে চাই। ফেরেশতা বললেন, সেখানে কি তোমার কোন সম্পদ রয়েছে যা বৃদ্ধি করার জন্য তুমি যাচ্ছ? সে বলল, না। আমি আল্লাহর খাতিরে তাকে ভালবাসি। ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ্ আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন খবর দেয়ার জন্য যে, আল্লাহ্ তোমাকে সেরূপ ভালবাসেন যেরূপ তুমি আল্লাহর খাতিরে তাকে ভালবাস। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহকে মহব্বত করা, তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং সর্বদা তাঁর আনুগত্য করা বান্দার কর্তব্য। কিন্তু আল্লাহ কোন বান্দাকে কতটুকু মহব্বত করবেন তা নির্ভর করে বান্দার নিয়্যত এবং আমলের উপর। যে কয়েকটি উপায়ে আল্লাহর মহব্বত লাভ করা যায়, তার মধ্যে অন্যতম হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বান্দাকে ভালবাসা এবং তার খিদমত করা। আল্লাহর রাস্তায় যুহদ এবং জিহাদ করা খুব কঠিন কাজ। তাই আল্লাহ যুহদকারী এবং জিহাদকারীকে মহান প্রতিদানের আশ্বাস দিয়েছেন। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারিগণ আল্লাহর মহব্বতের মর্যাদা হাসিল করেন। আল্লাহ মহব্বতের এ মাকাম এত বুলন্দ এবং সুউচ্চ যে, তা হাসিল করার জন্য আল্লাহর কোন কোন বান্দা সারারাত জেগে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ইবাদত করেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বান্দা অবিরাম রোযা পালন করেন। সারারাত জেগে ইবাদতকারী এবং অবিরাম রোযা পালনকারী আল্লাহর মহব্বতের যে স্তর হাসিল করেন, সে স্তর আল্লাহর অনেক সৌভাগ্যবান বান্দা অতি অল্প পরিশ্রমে আল্লাহর বান্দাদেরকে ভালবেসে এবং তাদের খিদমত করে হাসিল করে থাকেন। এ ধরনের হাদীসের দ্বারা একটা কথা খুব স্পষ্ট হল যে, নফল ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর বান্দাকে ভালবাসা এবং এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল। খিদমতে খালক বা জনসেবার মাধ্যমে সমাজে ভালবাসা ও হৃদ্যতার সৃষ্টি হয় এবং হৃদ্যতা ও ভালবাসার দ্বারা আল্লাহর দীনকে মানুষের কাছে পেশ করার সবচেয়ে বেশি সুযোগ রয়েছে। ইসলামের দাওয়াত পেশকারিগণ প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রতি মহব্বত পোষণ করলে এবং তাদের সমস্যাকে নিজের সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করলে আল্লাহর দীনের প্রভাব মানুষের উপর পড়বে। ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের বাণীর সহস্র ওয়াযের চেয়ে সাম্য, মহব্বত ও ভ্রাতৃত্বভাব প্রকাশের মাধ্যমে মানুষের অন্তর সহজে জয় করা যায়। তাই আল্লাহ যাদেরকে মহব্বত করেন তাদেরকে মহব্বত করে মাহবূব আল্লাহর মহব্বত হাসিল করতে হবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতি অবহিত করার জন্য তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করে থাকেন। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, আল্লাহ যখন ইচ্ছা মানুষের সমাজে ফেরেশতা প্রেরণ করতে পারেন। আমাদের অজান্তে হয় তো কত ফেরেশতা আমাদেরকে সাহায্য করেন বা আমাদের ঈমানের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন।

কিয়ামতে আম্বিয়া ও শুহাদার ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি

(١٤١) عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ لَاُنَسًا مَاهُمْ بِاَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبُطُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ

وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللّٰهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوْا بِرُوْحِ اللّٰهِ عَلٰى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَاَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَاللّٰهِ اِنَّ وُجُوْهَهُمْ لَنُوْرٌ وَاِنَّهُمْ لَعَلٰى نُوْرٍ لاَ يَخَافُوْنَ اِذَا خَافَ النَّاسُ وَلاَ يَحْزَنُوْنَ اِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَءَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اَلاَ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

হাদীস-১৪১ : হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছেন যারা নবী এবং শহীদ নন; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদেরকে যে মাকাম দান করবেন তার জন্য আম্বিয়া-কিরাম এবং শুহাদা তাদেরকে ঈর্ষা করবেন। সাহাবিগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে বলুন তারা কারা? তিনি বললেন : তারা হলেন এমন লোক যারা আল্লাহর খাতিরে কোনরূপ আত্মীয়তার সম্পর্ক ও লেনদেন ছাড়া পরস্পরকে ভালবাসতেন। আল্লাহর শপথ! তাদের চেহারা নূরানী হবে, তারা নূরের উপর থাকবেন এবং যখন মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, তখন তারা ভীত হবেন না এবং যখন মানুষ চিন্তিত ও পেরেশান হবে, তখন তারা কোনরূপ দুশ্চিন্তা করবেন না। অতঃপর আল্লাহর নবী তিলাওয়াত করলেন :

اَلاَ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"জেনে রাখ! আল্লাহর দোস্তদের কোন ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তা থাকবে না।"

(আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা : আত্মীয়তার কারণে বা বৈষয়িক লেনদেনের জন্য পরস্পর ভালবাসা সৃষ্টি হতে পারে। আত্মীয়-স্বজনকে মহব্বত করা, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা এবং তাদের অভাব-অভিযোগ দূর করা মু'মিনদের ঈমানী কর্তব্য এবং খুব সওয়াবের কাজ। কিন্তু শুধু দীনের খাতিরে বা দীনের রিশতার জন্য পরস্পর মহব্বত করা, একে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা, দীনী ভাইয়ের সমস্যা সমাধান করা, দীনী ভাইকে বিপদ থেকে রক্ষা করা এবং দীনী ভাইয়ের আবরু ও ইযযতের হিফাযত করা আল্লাহর নিকট খুবই সম্মানিত ও প্রিয় কাজ। তিনি এ ধরনের আল্লাহ-প্রেমিকদেরকে তাঁর ভালবাসার বুলন্দ মাকামে উন্নীত করবেন এবং কিয়ামতে তাদের নিঃস্বার্থ ভালবাসার জন্য তাদেরকে এমন ইনাম এবং নিয়ামত দান করবেন যে, সাধারণ মানুষ তার কল্পনাও করতে পারবে না। আল্লাহর বিশেষ ও মাহবূব বান্দাগণ, যথা আম্বিয়া ও শুহাদাও তাদের বুলন্দ মর্যাদা ঈর্ষার চোখে দেখবেন। এ হাদীস থেকে কেউ যেন

এরূপ মনে না করেন যে, আম্বিয়া ও শহীদদের চেয়ে তাদের মর্যাদা বেশি হবে, বরং সামগ্রিকভাবে আম্বিয়া ও শুহাদার মর্যাদা ও ফযীলত বেশি হবে। এখানে শুধু নিঃস্বার্থ ভালবাসার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহর জন্য পরস্পর মহব্বতকারীদের সুসংবাদ

(١٤٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَ لِىْ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلِّىْ.

হাদীস-১৪২ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যারা আমার জালাল ও শ্রেষ্ঠত্বের খাতিরে পরস্পর ভালবাসত, তারা কোথায়? আজ আমার ছায়া ছাড়া কোন ছায়া নেই এবং আমি তাদেরকে আমার ছায়ার দ্বারা ছায়া দান করব। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং আল্লাহর দীনের খাতিরে যারা দুনিয়ার যিন্দেগীতে পরস্পর ভালবাসতেন, তারা কিয়ামতের দিন যে সব নিয়ামত লাভ করবেন তার অন্যতম হল আল্লাহর আরশের ছায়া লাভ করা। কিয়ামতের দিন ময়দান ছায়াহীন ও উত্তপ্ত হবে। তাই আল্লাহর আরশের ছায়া যারা লাভ করবেন তারা যাবতীয় দুশ্চিন্তা এবং পেরেশানী থেকে মাহফূয থাকবেন। কিয়ামতের দিনের অমঙ্গল তাদের স্পর্শ করবে না। আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন, তাদের হিসাব সহজ করবেন। তারা জান্নাতে স্থান লাভ করবেন।

ভালবাসা নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে

(١٤٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَقُوْلُ فِىْ رَجُلٍ اَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ.

হাদীস-১৪৩ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আপনি এক ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে কিছু সংখ্যক লোককে ভালবাসে অথচ তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি? আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি যাকে ভালবাসে সে ব্যক্তি তার সাথে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে বাহ্যত প্রশ্নকারী নবী করীম (সা)-এর নিকট এ কথাই জানতে চেয়েছিল, এক ব্যক্তির কোন আল্লাহ-ভীরু লোক কিংবা দলের প্রতি ভালবাসা রয়েছে। কিন্তু আমলের দিক থেকে সে পিছনে রয়েছে। তার পরিণাম কি হবে? নবী করীম (সা) তাকে জানিয়ে দিলেন, আমলের দিক থেকে পিছনে থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রতি তার শ্রদ্ধা-ভালবাসার প্রেক্ষিতে হাশর-নশর তাদের সাথেই হবে। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে ভালবাসে, ভৌগোলিক দূরত্বে বা যামানার ব্যবধানের কারণে দূরে অবস্থান করলেও সে রাসূল (সা) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সাথে শামিল বিবেচিত হবে এবং পরকালেও সে নবী করীম (সা)-এর জামাআতে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি শয়তান ও তার অনুচরদের ভালবাসে, সে তাদের থেকে দূরে অবস্থান করলেও তাদের জামাআতের এক ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হবে এবং আখিরাতের যিন্দেগীতে তাদের সাথে তার হাশর হবে।

হযরত আবূ যর (রা) বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি

(١٤٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّهٗ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ قَالَ اَنْتَ يَا اَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ فَاِنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ قَالَ فَاِنَّكَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ فَاَعَدَهَا اَبُوْ ذَرٍّ فَاَعَادَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হাদীস-১৪৪ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন সামিত (রা), আবূ যর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আবূ যর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! এক ব্যক্তি কিছু সংখ্যক লোককে ভালবাসে; কিন্তু তাদের ন্যায় আমল করার সামর্থ্য তার নেই। আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন ঃ হে আবূ যর! তুমি যাকে ভালবাস তুমি তার সাথে। আবূ যর বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। নবী (সা) বললেন ঃ তুমি যাকে ভালবাস তুমি তার সাথে। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ যর পুনর্বার বললেন এবং আল্লাহর রাসূল (সা) পুনরায় একই জবাব দিলেন। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-কে ভালবাসে, এই হাদীসে তাদেরকে বিরাট সুসংবাদ দান করা হয়েছে। যারা আল্লাহর মাহবূব বান্দাদেরকে ভালবাসে অথচ আমল ও আখলাকের দিক থেকে নিজেরা তাদের অনুরূপ নয়, আল্লাহ তাদের এ

আমলের অপরিপূর্ণতা সত্ত্বেও কিয়ামতের দিন তাদেরকে নেক বান্দাদের অন্তর্গত করবেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি নেক বান্দাদের ভালবাসার অর্থ হল আল্লাহর দীনের পরিপূর্ণ আনুগত্য করা, রাসূল (সা)-এর আদর্শকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা, আল্লাহর দীনকে জয়ী করার জন্য নবী করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমনদেরকে নিজের দুশমন জ্ঞান করা এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। আমলের অপরিপূর্ণতার অর্থ পাপ এবং অবাধ্যতা নয়, বরং সলফে সালেহীন ও সাহাবায়ে-কিরাম (রা) উপরে বর্ণিত কাজসমূহ সমাধা করার জন্য যে কুরবানী দিয়েছেন, যেরূপ সংগ্রাম করেছেন, সে মাপকাঠিতে সংগ্রাম করতে বা কুরবানী দিতে পরিপূর্ণভাবে সক্ষম না হওয়া। এ ব্যাপারে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন এবং তাঁর এ ধরনের বান্দাদেরকে তাঁর মাহবূব বান্দাদের সাথে একত্রিত করবেন। কুরআন শরীফে এ সুসংবাদ এভাবে দান করা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا.

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা আম্বিয়া, সিদ্দিকীন, শুহাদা এবং সালেহীনের সাথে থাকবে—যাদেরকে আল্লাহ বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেছেন এবং সঙ্গী হিসেবে তারা খুবই উৎকৃষ্ট।" (সূরা নিসা ঃ ৬৯)

মুসলমানদের সবচেয়ে বড় খুশির সংবাদ

(١٤٥) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا اِلاَّ اَنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ فَمَا رَاَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْا بِشَيْئٍ بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ فَرِحَهُمْ بِهَا.

হাদীস-১৪৫ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! কিয়ামত কখন হবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমার ধ্বংস! তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুত করেছ? সে বলল, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি এবং এছাড়া আমি কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। তিনি বললেন ঃ তুমি তাঁর সাথে যাকে

তুমি ভালবাস। আনাস (রা) বলেন, ইসলামে দাখিল হওয়ার পর মুসলমানদেরকে অন্য কোন জিনিসে এ সংবাদের চেয়ে বেশি খুশি হতে দেখিনি। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ অবশ্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত বিশ্বাসীদেরকে কিয়ামতের দিন দুশ্চিন্তা এবং অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবে। শুধু মৌখিক ভালবাসার দাবিদারগণ এ সুসংবাদের আওতাভুক্ত হবে কিনা বলা মুশকিল। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসার বাস্তব প্রতিফলন নিজেদের যিন্দেগীতে ঘটাতে হবে। আল্লাহর রাসূল (সা)-কে ভালবাসার অর্থ হল, তিনি যা ভালবেসেছেন, রাসূল (সা)-এর প্রেমিককেও তা ভালবাসতে হবে। তিনি যাকে ভালবেসেছেন, তাকে ভালবাসতে হবে। তিনি যে কাজ করেছেন, সে কাজ করতে হবে। তিনি যা ত্যাগ করেছেন, তা ত্যাগ করতে হবে। তিনি ইবাদত-বন্দেগীর যে তরীকা দিয়েছেন, সে তরীকা মোতাবিক ইবাদত-বন্দেগী করতে হবে।

নবী করীম (সা) -এর সাথে একত্রে থাকার অর্থ নয় যে, সাধারণ ব্যক্তির মর্যাদা তাঁর মর্যাদার অনুরূপ হবে। যেরূপ বাদশাহর দরবারে বাদশাহ এবং তার পারিষদের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য থাকে, সেরূপ কিয়ামতের দিন নবী করীম (সা) এবং তাঁর সঙ্গে উপবেশনকারীদের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য থাকবে।

আল্লাহ তাঁর মহব্বতকৃত বান্দার জন্য কি করেন

(١٤٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ تَعَالٰى الْعَبْدُ نَادٰى جِبْرِيْلَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحْبِبْهُ فَيُحِبَّهُ جِبْرِيْلُ فَيُنَادِىْ فِىْ أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْاَرْضِ.

হাদীস-১৪৬ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি জিবরাঈল (আ)-কে আহ্বান করেন ঃ আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন, তুমিও তাকে ভালবাস। অতঃপর জিবরাঈল (আ) তাকে ভালবাসেন এবং আসমানবাসীদেরকে বলেন ঃ আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। আসমানবাসীগণও তাকে ভাল-বাসেন। অতঃপর দুনিয়াবাসীর কবূলের জন্য তা দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হয়।

(বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ যখন আল্লাহর কোন নেক বান্দা আখলাক, আমল ও কুরবানী এবং ইখলাসের কারণে আল্লাহর মাহবূব বান্দার মর্যাদায় উন্নীত হন, তখন আল্লাহ তার ঘোষণা আসমানবাসীর কাছে করেন এবং আসমানবাসিগণও আল্লাহর দোস্তকে ভালবাসেন ও তার মঙ্গলের জন্য দু'আ করেন। অতঃপর আল্লাহ দুনিয়ার নেক বান্দাদের অন্তরে তাঁর মাহবূব বান্দার ভালবাসা ঢেলে দেন। এভাবে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদা দান করেন।

মুসলিম শরীফের অপর এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন তখন তিনি জিবরাঈল (আ)-কে আহ্বান করে বলেন, আমি অমুককে ঘৃণা করি, তুমি তাকে ঘৃণা কর। জিবরাঈল (আ) তাকে ঘৃণা করেন এবং আসমানবাসীর কাছে ঘোষণা করেন, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, তোমরাও ঘৃণা কর। অতঃপর দুনিয়াতে তার জন্য ঘৃণা ছড়িয়ে দেয়া হয়।

ফেরেশতাগণ আল্লাহর দুশমনদের প্রতি অভিসম্পাত করেন এবং তাদের অভিসম্পাতের ফলে দুনিয়ার যিন্দেগীতে তারা মানুষের হিংসা-বিদ্বেষ এবং বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। ধন-দৌলত, প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর শত্রুগণ চরম অশান্তির মধ্যে জীবন যাপন করে এবং মৃত্যুকালে তারা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়। ফেরেশতাগণ কঠিন নির্যাতনসহকারে তাদের রূহ গ্রেফতার করেন। এভাবে তাদের দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ ও বিনষ্ট হয়।

সব মু'মিনকে এক শরীরের ন্যায় দেখবে

(١٤٧) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَدُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا شْتَكىٰ عَضْوًا تَدَاعىٰ لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى.

হাদীস-১৪৭ ঃ হযরত নুমান ইবন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন ঃ পারস্পরিক দয়া প্রদর্শন, পারস্পরিক মহব্বত এবং পারস্পরিক হৃদ্যতার ব্যাপারে মু'মিনদেরকে এক শরীরের ন্যায় দেখবে—যখন শরীরের কোন অংশে কোন কষ্ট হয় তখন তামাম শরীর ব্যথা-বেদনা এবং জ্বরাক্রান্ত হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'আলা ঈমানের সুদৃঢ় রশির দ্বারা মুসলমানদেরকে একে অন্যের সাথে বেধে দিয়েছেন। ঈমানের বন্ধন এত সুদৃঢ় ও মযবূত যে, এক মু'মিন

আনন্দিত হলে অন্য মু'মিন আনন্দিত হন, এক মু'মিন ব্যথিত হলে অন্য মু'মিন অনুরূপ ব্যথিত হন। বস্তুত মুসলমানগণ এক শরীর সদৃশ। শরীরের এক অংশে সামান্য ব্যথায় আক্রান্ত হলে যেমন গোটা শরীর ব্যথায় আক্রান্ত হয়, সেরূপ একজন মু'মিন বিপদগ্রস্ত হলে সারা মুসলিম সমাজ তার জন্য ব্যথিত ও চিন্তিত হওয়া উচিত। সুদূর চীন বা রাশিয়ায় মুসলমানদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে ইউরোপ এবং আমেরিকার মুসলমানদের মনে বিপদগ্রস্ত ভাইয়ের জন্য সহানুভূতি সৃষ্টি হওয়া উচিত, তাদের আবরু-ইয্যতের হিফাযতের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত এবং বিপদ দূর না হওয়া পর্যন্ত এরূপ অস্থিরতা প্রদর্শন করা দরকার যেরূপ নিজের অসুখ এবং বিপদের সময় করা হয়। এই হৃদ্যতা ও মহব্বত মুসলমানদের ঈমান, আবরু-ইয্যত এবং স্বাধীনতা সংরক্ষণের এক যামানত বিশেষ। যতক্ষণ মুসলমানগণ এ দায়িত্ব পালন করবে, ততক্ষণ মুসলিম সমাজ ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং বহিঃশত্রু মুসলমানদের কোন লোকসান করতে পারবে না। যখন এবং যে মুহূর্তে মুসলমানদের অন্তর থেকে পারস্পরিক ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতি দূর হবে, তখন এবং সে মুহূর্ত থেকেই মুসলমানদের পতন এবং অবমাননা শুরু হবে। যে ব্যক্তি নিজের অন্তরের মধ্যে মুসলিম ভাইয়ের জন্য এরূপ প্রেম-প্রীতি বা ভালবাসা সঞ্চার করতে ব্যর্থ হয়, সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার হতে পারেনি এবং ঈমানী কর্তব্যে অবহেলার কারণে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসিত হবে।

মু'মিনগণ পরস্পর একটি ইমারত সদৃশ

(١٤٨) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ.

হাদীস-১৪৮ ঃ হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সা) বলেছেন ঃ এক মু'মিন অপর মু'মিনের নিকট একটি ইমারত সদৃশ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তভাবে ধরে রাখে। অতঃপর নবী (সা) তাঁর এক হাতের অঙ্গুলী অন্য হাতের অঙ্গুলীর মধ্যে ঢুকালেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সা) মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক ইমারতের বিভিন্ন অংশের সাথে তুলনা করেছেন। যেরূপ ইমারতের শক্তি এবং দুর্বলতা তার বিভিন্ন অংশের শক্তি এবং দুর্বলতার উপর নির্ভরশীল, সেরূপ মু'মিনদের শক্তি ও দুর্বলতা তাদের পারস্পরিক শক্তি ও দুর্বলতার উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। ইমারতের সকল অংশ মযবূত না হলে যেমন গোটা ইমারতকে মযবূত বলা যাবে না এবং তা

বাস উপযোগী গণ্য করা যাবে না, তেমনি উম্মতের প্রত্যেক সদস্য দৃঢ় ও শক্তিশালী না হলে সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মতকে শক্তিশালী বলা যাবে না। বিল্ডিং-এর এক অংশ অপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে বিল্ডিং-এর কোন মূল্য থাকে না এবং বিল্ডিং তার ব্যবহার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে, সেরূপ মুসলিম উম্মত পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকলে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং উম্মত হিসেবে যিম্মাদারী পালন করতে ব্যর্থ হয়। অন্য জাতি ও ভিন্ন জীবন ব্যবস্থা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে মুসলমানদের দুনিয়ার যিন্দেগী বরবাদ ও বিনষ্ট হবে এবং আখিরাতের আদালতে আল্লাহ সুবহানাহু তাদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন।

হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর এক হাতের অঙ্গুলী অপর হাতের অঙ্গুলীর মধ্যে ঢুকালেন। এক হাতের অঙ্গুলি অপর হাতের অঙ্গুলির মধ্যে ঢুকালে যেরূপ আঙ্গুলগুলো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হয়, সেরূপ মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করলে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী উম্মত হিসেবে দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকবে। মানব জাতিকে হক ও ইনসাফের পথে আহ্বান করার জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা তারা পালন করতে সক্ষম হবে।

আমলের কাছে বংশ মর্যাদা তুচ্ছ

(١٤٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ أَخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهٗ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ وَمَنْ بَطَّأَ بِهٖ عَمَلُهٗ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهٗ.

হাদীস-১৪৯ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন ঃ যে মু'মিন ব্যক্তির দুনিয়ার কোন দুঃখ লাঘব করে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার দুঃখ লাঘব করবেন। যে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির অভাব দূর করে, আল্লাহ্ তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতকে সহজ করে দিবেন। যে মুসলমানের দোষ গোপন করে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করে রাখবেন। যে বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করে, আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন। যে জ্ঞান অর্জনের জন্য রাস্তা অতিক্রম করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন। যখন মানুষ আল্লাহ্র কোন গৃহে আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত এবং তা একে অপরকে পাঠ করে শুনানোর জন্য জমায়েত হয়, তখন তাদের উপর শান্তি নাযিল হয়। আল্লাহ্র রহমত তাদেরকে আবৃত করে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘেরাও করে রাখেন। আল্লাহ্ তাঁর নিকট-বর্তীদের কাছে তাদের কথা আলোচনা করেন এবং যে নেক আমল করার ব্যাপারে পেছনে থাকে, তার বংশ মর্যাদা তাকে সম্মুখে অগ্রসর করতে পারবে না। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ যে মু'মিন ব্যক্তিকে ভালবাসে, তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করে, তার দুঃখ লাঘব করে এবং তার অভাব-অভিযোগ দূর করে, সে আল্লাহ্র কাছে বিরাট ইনামের অধিকারী। আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের সাহায্যকারীদেরকে খুব ভালবাসেন এবং তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের যিন্দেগীতে তিনি অশেষ কল্যাণ দান করবেন বলে তাঁর প্রিয় নবী (সা) ঘোষণা করেছেন। মু'মিন ব্যক্তির দোষকে ঢেকে রাখার অর্থ এ নয় যে, মু'মিন ব্যক্তি কোন শরীআত বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হলে তা বলা যাবে না। বরং শরীআত বিরোধী কাজ থেকে মু'মিন ব্যক্তিকে দূরে রাখা অপর মু'মিনের কর্তব্য। কাযী, হাকীম বা হুকুমতের কর্মচারী, যাদের উপর শরীআতের হুকুম জারি করার দায়িত্ব রয়েছে, তারা শরীআতের হুকুম মোতাবিক অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। কোন অপরাধে কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি অভিযুক্ত হলে বা দন্ডিত হলে তাকে হেয় করার জন্য প্রচার করা খুবই অনুচিত। মু'মিন ব্যক্তির আবরু ও ইয্যতের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি কোন প্রচার-প্রোপাগান্ডা করলে অপর মু'মিনের কর্তব্য হবে তা ঢেকে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। যে মু'মিন ব্যক্তির ইযযত ও সম্মানের হিফাযত করবে এবং তার ত্রুটি-বিচ্যুতি গোপন রাখবে, আল্লাহ্ তার ত্রুটি-বিচ্যুতি দুনিয়া ও আখিরাতে গোপন রাখবেন।

হাদীসের শেষ অংশে দীনি জ্ঞান হাসিল করা এবং তা অপরকে শিক্ষাদান করার ফযীলতের উল্লেখ করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, যে জিনিসের যতবেশি লাভ, ততবেশি লোকসান রয়েছে। যে সব ফরয কর্মের যতবেশি সওয়াব ও ফযীলত রয়েছে, সে সব ফরয কাজ ত্যাগ করার মধ্যে ততবেশি গুনাহ রয়েছে। আল্লাহ্র দীনের জ্ঞান হাসিল করা ফরয। যদি শরীআতসম্মত ওজর ব্যতীত কেউ শরীআতের

জ্ঞান হাসিল না করে, তাহলে সে আল্লাহর দরবারে অপরাধী বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে ইসলামের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অপর মানুষকে শিক্ষা দান করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। যদি কেউ এ ব্যাপারে গাফলতি করে, তাহলে সে আখিরাতের ময়দানে আল্লাহর দরবারে নিন্দিত হবে। ইসলামী জ্ঞান হাসিল করার গুরুত্ব যে কত বেশি তা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। যে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্য রাস্তা অতিক্রম করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন। যে কাজের দ্বারা জান্নাত হাসিল করা যায়, সে কাজ থেকে যদি কেউ বিরত থাকে, তাহলে তাকে চরম দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যাবে। যারা জামাআতবদ্ধ হয়ে আল্লাহর দীন শিখে এবং শিক্ষাদান করে, তারা আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ্ তাদের উপর রহমত ও কল্যাণ নাযিল করেন। তাদের অন্তরে শান্তি দান করেন। তাদের হিফাযত করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নাযিল করেন এবং তিনি আসমানবাসীদের নিকট তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন। এটা বান্দার জন্য চূড়ান্ত কামিয়াবী।

উপসংহারে বলা হয়েছে, যে বান্দা মেহনত ও পরিশ্রমের দ্বারা সম্মুখে অগ্রসর হতে পারবে এবং আল্লাহ নিয়ামত, বরকত ও ফযীলতের যে ব্যবস্থা নেক বান্দাদের জন্য করে রেখেছেন তা সে হাসিল করতে সক্ষম হবে। যদি কেউ মেহনত না করে, তাহলে সে পেছনে পড়ে থাকবে এবং তার বংশ মর্যাদা তাকে কোন কল্যাণ দুনিয়া ও আখিরাতে দান করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্ কল্যাণ ও সাফল্য নবী করীম (সা)-এর আদর্শ অনুসরণকারীদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন।

দীনী ভ্রাতৃত্ব

আল্লাহর বান্দাগণ ভাই হিসেবে থাক

(١٥٠) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا.

হাদীস-১৫০ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন ঃ অপর সম্পর্কে ধারণা করা থেকে তোমরা সাবধান থাক। কেননা ধারণা করা সবচেয়ে বেশি অসত্য কথা, তোমরা সন্দেহ করো না, কারও ত্রুটি খুঁজে বের করো না, অপরকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা করো না, একে অন্যকে ঈর্ষা করো না, ঘৃণা করো না এবং একে অন্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, বরং আল্লাহর বান্দাগণ পরস্পর ভাই হিসেবে থাক। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ মুসলমান আপাদ-মস্তক প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ। মুসলমান একে অন্যকে ভালবাসে, পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, সম্মান-সহযোগিতা এবং সহানুভূতি মুসলমান সমাজের শক্তি ও সৌন্দর্য। এসব গুণের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমেই মুসলমান সমাজ এক মযবূত লৌহকঠিন প্রাচীর ন্যায় সমস্যা ও সংঘাতের দুনিয়ায় উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম। মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের প্রাচীর যাকে কুরআন 'বুনিয়ানুম-মারসূস' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, প্রকৃতপক্ষে মযবূত ও সুদৃঢ় না হলে বাতিলের মোকাবিলা করা এবং অন্যান্য সামাজিক যিম্মাদারী পালন করা মুসলমানদের জন্য মোটেই সম্ভব নয়। তাই নবী করীম (সা) মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের প্রাচীরকে যাবতীয় দুর্বলতা থেকে রক্ষা করার জন্য উম্মতকে হুকুম করেছেন। আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (সা) কয়েকটি জিনিসকে নিষিদ্ধ করেছেন। এসব জিনিস ভ্রাতৃত্বের প্রাচীরকে দুর্বল ও অন্তঃসার শূন্য করে।

কারো সম্পর্কে ধারণা থেকে বাঁচবার জন্য বলা হয়েছে। কারণ কোন কোন ধারণা পাপ এবং তা মানুষের সমাজে ফিতনা ও সংঘাতের সৃষ্টি করে কিন্তু অনেক লোক

ধারণা করাকে পাপ মনে করে না। অথচ নবী করীম (সা) ধারণা করাকে সবচেয়ে বড় মিথ্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তথ্য-প্রমাণ ছাড়া কোন লোক সম্পর্কে ধারণা করা বা নিছক ধারণার ভিত্তিতে কোন মানুষ বা জাতির বিরুদ্ধে ফয়সালা করা বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা মারাত্মক পাপ। কোন ব্যক্তি বা জাতির সম্পর্কে যখন কোন ধারণার সৃষ্টি হয় অথচ তার কাছে তথ্য-প্রমাণ থাকে না, তখন সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতে কোন চূড়ান্ত রায় পোষণ করা এবং কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। অবশ্য নিজের এবং জাতির হিফাযতের জন্য আত্মরক্ষামূলক সতর্কতা অবলম্বন করা যেতে পারে; কিন্তু কোন অবস্থাতেই তা আক্রমণমূলক হবে না।

আল্লাহর বিশ্বাসী বান্দাগণ পরস্পর সম্মানিত এবং তারা আখিরাতের হিসাব-নিকাশকে ভয় করে যিন্দেগী যাপন করেন। তাই তাদের সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা বা তাদের অপ্রকাশিত পাপকে মানুষের কাছে প্রকাশ করার জন্য গোয়েন্দাগিরি করা খুবই নিকৃষ্ট ধরনের পাপ। জনগণের অপ্রকাশিত পাপ এবং অপরাধকে খুঁজে বের করা হুকুমতের জন্যও সমীচীন নয়। অপ্রকাশিত পাপ সম্পর্কে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হলে তালীম ও তারবিয়াতের মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতা দূর করা উচিত। গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে মানুষের গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করে বা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করে কখনো মানুষকে সংশোধন করা যায় না।

ধন-দৌলত বা প্রভাব-প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে অন্যকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার চিন্তা বা চেষ্টা করা খুবই অন্যায়। অনুরূপভাবে অন্য লোকের ধন-দৌলত এবং নিয়ামত দেখে ঈর্ষা করাও পাপ। কারণ এ ধরনের চিন্তা বন্ধুত্ব বিনষ্ট করে এবং শত্রুতার সৃষ্টি করে। একমাত্র জ্ঞান, নেক আমল এবং বদান্যতার ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা বা এসব কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করা শরীআতের দৃষ্টিতে জায়েয।

পরস্পর মুখ ফিরিয়ে রাখা, বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক কায়েম না করা বা সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব পোষণ না করা মুসলমানদের ইমতিয়াযী গুণের বিপরীত এবং আল্লাহর কাছে নিন্দনীয় আমল।

মুসলিম ভাইকে হেয় জ্ঞান করা মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট

(١٥١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ اَخُوا الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُوْهُ التَّقْوٰى هٰهُنَا........ وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهٖ ثَلٰثَ مِرَارٍ......... بِحَسْبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يُحَقِّرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

হাদীস-১৫১ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন ঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই; সে তাকে যুলম করে না, সাহায্যহীন ছেড়ে দেয় না এবং তাকে হেয় করে না। অতঃপর নবী (সা) তিনবার তাঁর বুকের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ তাকওয়া এখানে। মুসলিম ভাইকে হেয় জ্ঞান করা এক ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এক মুসলমানের রক্ত, মাল এবং ইয্যত অপর মুসলমানের কাছে সম্মানিত। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হল দীন ইসলাম এবং তাকওয়া। আল্লাহর দীনের সূত্রে মুসলমানগণ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। তাই এক মুসলমান অপর মুসলমানকে কখনো যুলম করতে পারে না এবং তার আবরু-ইয্যতের উপর হামলা করতে পারে না, বরং অন্য কোন ব্যক্তি তাকে যুলম করলে বা তার আবরু-ইয্যতের উপর আক্রমণ করলে মুসলিম ভাইয়ের কর্তব্য হল তার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হওয়া। যে ব্যক্তি বিপদকালে মুসলিম ভাইকে সাহায্য করে না, সে মারাত্মক অন্যায় করে, ঈমানী যিম্মাদারী পালনে গাফিলতী করে এবং মুসলমান সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। এক মুসলমানের রক্ত, মাল এবং ইয্যত অপর মুসলমানের কাছে নিজের রক্ত, মাল এবং ইয্যতের অনুরূপ সম্মানিত। তাই যেরূপ নিজের জীবন, সম্পদ এবং ইয্যত রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করা হয়, ঠিক সেরূপ মুসলিম ভাইয়ের জীবন, সম্পদ এবং ইয্যতের হিফাযতের জন্য চেষ্টা করা উচিত।

মুসলিম ভাইকে যুলম থেকে নিবৃত্ত রাখা তার জন্য সাহায্য

(١٥٢) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْصُرُهُ اِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا مَا اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ اَنْصُرُهُ ؟ قَالَ تَحْجُزُهُ اَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَاِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ.

হাদীস-১৫২ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমার যালিম এবং মযলূম ভাইকে সাহায্য কর। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সে মযলূম হলে তাকে সাহায্য করব; কিন্তু সে যুলম করলে তাকে কিভাবে সাহায্য করব বলুন? আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন ঃ তাকে যুলম থেকে নিবৃত্ত রাখ বা নিষেধ কর এবং এটা হল তাকে সাহায্য করা। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেক অবস্থায় মুসলিম ভাইয়ের পাশে দাঁড়াতে হবে। সে অত্যাচারিত হলে তাকে সাহায্য করতে হবে। নিজের টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা মযলূম ভাইকে সাহায্য করতে হবে এবং তার দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে হবে। যদি কোন সময় মুসলিম ভাই শয়তানের প্ররোচনায় যালিমের ভূমিকা অবলম্বন করে, তাহলে তাকে বাধা দিতে হবে এবং যুলম থেকে ফিরিয়ে রাখতে হবে। যেরূপ মুসলিম ভাইয়ের জীবন, সম্পদ এবং ইয্যত রক্ষা করা অপর মুসলমানের যিম্মাদারী, সেরূপ তার ঈমান, আমল ও আখলাককে যাবতীয় যুলম এবং বে-ইনসাফী থেকে হিফাযত করা মু'মিন ব্যক্তির কর্তব্য। বান্দা যখন যালিমের ভূমিকা অবলম্বন করে, তখন সে তার ঈমানের লোকসান করে এবং বে-ইনসাফী করার কারণে আল্লাহর দরবারে গুনাহগার বিবেচিত হয়। তাই যালিম ভাইকে যাবতীয় শক্তির দ্বারা বাধা দিতে হবে।

পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির উপায়

(١٥٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْئٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ اَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.

হাদীস-১৫৩ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনবে, জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং যতক্ষণ না তোমরা পরস্পর ভালবাসবে, তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় বলব না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে? তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার কর। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য ঈমান অপরিহার্য এবং পরস্পর মহব্বত করা ছাড়া ঈমানদার হওয়া যাবে না। মহব্বত করার অর্থ শুধু মহব্বতের মৌখিক প্রকাশ নয়, বরং মু'মিন ব্যক্তির যাবতীয় সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ করা এবং তাকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য-সহযোগিতা করা। মহব্বত সৃষ্টি করার জন্য সালাম আদান-প্রদান করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মহব্বত সৃষ্টি করার জন্য সালাম আদান-প্রদান একমাত্র পন্থা নয়। অন্য হাদীসে মহব্বত বৃদ্ধি করার জন্য হাদিয়া আদান-প্রদান করার কথা বলা হয়েছে।

কারো ত্রুটি অনুসন্ধান করলে আল্লাহ্ তার ত্রুটি অনুসন্ধান করবেন

(١٥٤) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادٰى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ يَا مَعْشَرَ مَنْ اَسْلَمَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يُفْضِ الْاِيْمَانُ اِلٰى قَلْبِهٖ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوْهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهٗ مَنْ يَّتَّبِعْ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ وَمَنْ يَّتَّبِعُ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِهٖ.

হাদীস-১৫৪ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) মিম্বারে আরোহণ করলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন ঃ হে জনগণ! তোমাদের যারা মুখে মুখে ইসলাম কবূল করেছ কিন্তু অন্তরে ইসলাম (এখনো পুরোপুরি) প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিও না, তাদের নিন্দা করো না এবং তাদের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করো না। কেননা যে তার মুসলিম ভাইয়ের ত্রুটি অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ তার ত্রুটি অনুসন্ধান করবেন এবং আল্লাহ্ যার ত্রুটি অনুসন্ধান করবেন তাকে তিনি অপমানিত করবেন, এমনকি সে তার নিজের ঘরের মধ্যে থাকলেও। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ মুসলিম ভাইকে কষ্ট দেয়া, তাদের নিন্দা করা এবং তাদের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করা ঈমানদার ব্যক্তির জন্য শোভনীয় কাজ নয়। যাদের অন্তরে ঈমানের আলো প্রজ্জ্বলিত, তারা কখনো এ ধরনের অশোভনীয় এবং গর্হিত কাজ করতে পারে না। যদি কোন মুসলমান তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে এ ধরনের জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে, সে মুখে মুখে কালেমা উচ্চারণ করলেও তার অন্তরে ঈমানের নূর পৌঁছেনি। কোন বান্দার মনে আল্লাহর ভয়-ভীতি থাকলে সে কখনো অন্যের ছিদ্র অনুসন্ধান করতে পারে না। কারণ যে তার ভাইয়ের সম্মান বিনষ্ট করবে, তার দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবেন এবং তাকে অপমানিত ও লজ্জিত করবেন।

ঈর্ষা সৎকর্মকে খেয়ে ফেলে

(١٥٥) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

হাদীস-১৫৫ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ ঈর্ষা থেকে সাবধান থাক। যেরূপ আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে, ঈর্ষা সৎকর্মকে সেরূপ খেয়ে ফেলে। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি অন্যের সুখ-শান্তি এবং কল্যাণ পসন্দ করে না। সে মনে মনে অন্যের অমঙ্গল কামনা করে। অন্যের অমঙ্গল সাধিত হলে সে তৃপ্ত হয়। তাই যে মনের মধ্যে ঈর্ষা পোষণ করে, সে বস্তুত নিজের অমঙ্গল করে। অন্যের অমঙ্গলের চিন্তায় দিন-রাত মশগুল থাকার কারণে নিজের উন্নতি করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ সে পায় না। অধিকন্তু আল্লাহ অন্যের অমঙ্গল কামনা-কারীকে অপসন্দ করেন এবং এভাবে ঈর্ষার কারণে সে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়। তাই ঈর্ষার মারাত্মক অবস্থাকে আগুনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেরূপ আগুন কাঠকে বরবাদ করে, সেরূপ ঈর্ষা যাবতীয় মঙ্গলকে বরবাদ ও বিনষ্ট করে দেয়। ঈর্ষা এবং ঈমান একত্রে থাকতে পারে না। ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসেন, তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন এবং ঈমানদারকে ভালবাসেন। তাই তার অন্তরে ঈর্ষা জন্ম লাভ করতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও অপর মুসলিম ভাইয়ের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়, তাহলে বুঝতে হবে, তার অন্তরে ইসলাম পুরাপুরি শিকড় বিস্তার করতে পারেনি। ঈর্ষা পরায়ণ ব্যক্তির অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করার জন্য তওবা ও ইস্তেগফারের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

ঈর্ষা ও ঘৃণা হামাগুড়ি দিয়ে আসছে

(١٥٦) عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمْ اَلْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ.

হাদীস-১৫৬ ঃ হযরত যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মুন্ডনকারী রোগ-ঈর্ষা ও ঘৃণা তোমাদের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে। আমি চুল মুন্ডনের কথা বলছি না, বরং তা হলো দীনের মুন্ডনকারী। (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ ঈর্ষা ও ঘৃণা খুবই মারাত্মক ব্যধি। এ দুটো মন্দ অভ্যাসের কারণে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে। যখন কোন জাতির লোকজন পরস্পর দ্বন্দ্ব ও শত্রুতার মধ্যে লিপ্ত হয়, তখন জাতি হিসেবে দায়িত্ব

ও যিম্মাদারী পালনে ব্যর্থ হয়। ঈর্ষা ও ঘৃণা শক্রতার সৃষ্টি করে এবং শক্রতা জাতির জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দেয়। দীনি ভ্রাতৃত্বের বুনিয়াদ পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও বিশ্বাস। কিন্তু ঈর্ষা ও ঘৃণা দীনের মূল ভিত্তির উপর আঘাত হানে এবং দীনের ধ্বংস সাধন করে। তাই নবী করীম (সা) এ মারাত্মক ব্যধির ততোধিক মারাত্মক আক্রমণ সম্পর্কে উম্মতকে সাবধান করে দিয়েছেন। বস্তুত পূর্ববর্তী উম্মতদের ন্যায় মুসলিম উম্মতও এ মারাত্মক রোগের শিকার হয়েছে এবং তার সর্বনাশা পরিণতি হিসেবে তারা দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এ ব্যধিগ্রস্ত মুসলিম উম্মতের একব্যক্তি অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে, এক ফেরকা অপর ফেরকার বিরুদ্ধে, এক দল অপর দলের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুড়ি করার জন্য যাবতীয় শক্তি ও যোগ্যতা নিয়োজিত করছে। আফসোস! যদি মুসলিম উম্মত অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাত পরিহার করে অর্ধেক শক্তিও নিজেদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য ব্যয় করত, তাহলে আল্লাহর দীন যাবতীয় মতবাদ ও মতাদর্শের উপর জয়লাভ করত। নিজেদেরকে সংশোধন না করলে কিয়ামতের দিন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং দীনের লোকসান করার জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে।

সপ্তাহে দু'দিন আমল পেশ করা হয়

(١٥٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَضُ اَعْمَالُ النَّاسِ فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ اِلاَّ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اُتْرُكُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَفِيْئَا.

হাদীস-১৫৭ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক সপ্তাহে দু'দিন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমল পেশ করা হয়। যে বান্দা তার ভাইয়ের সাথে শক্রতা পোষণ করে, সে ছাড়া প্রত্যেক মু'মিন বান্দাকে মাফ করে দেয়া হয়। বলা হয়, মিটমাট না করা পর্যন্ত এদের উভয়কে ছেড়ে দাও। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সপ্তাহে দু'দিন আল্লাহ সুবহানাহুর সমীপে তাঁর বান্দাদের আমল পেশ করা হয়। যেসব মু'মিন বান্দা আল্লাহর কাছে তওবা করেন, আল্লাহ তাদের তওবা কবূল করেন এবং তাদের গুনাহ মাফ করে দেন। কিন্তু যারা পরস্পর শক্রতা পোষণ করে বা পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করে, তাদের পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাদের তওবা কবূল করেন না। তাই শয়তানের প্ররোচনায় দু'জন

মুসলমানের মধ্যে কোন বিরোধ বাঁধলে তা সত্বর মীমাংসা করা উভয় ব্যক্তির কর্তব্য। যদি তাদের কোন ব্যক্তি বিরোধ মীমাংসা করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, তাহলে সে সওয়াব পাবে। যদি আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও তার প্রচেষ্টা সফল না হয় অর্থাৎ অপর ভাইকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়, তাহলেও সে গুনাহগার হবে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মহব্বত করে, সে কখনো মুসলমান ভাইয়ের বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে পারে না; বরং কোন কারণে মুসলম্যান ভাই নারায হলে তাকে শীঘ্র সন্তুষ্ট করা ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য। এ ব্যাপারে যে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি, সম্মান এবং ব্যক্তিত্বের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে, সে সহজে অন্যের সাথে বিরোধ মীমাংসা করতে পারে না।

ভাইয়ের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করো না

(١٥٨) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ بِاَخِيْكَ فَيُعَافِيْهِ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ.

হাদীস-১৫৮ ঃ হযরত ওয়াসিলা ইবন আসকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমার ভাইয়ের বিপদে তুমি আনন্দ প্রকাশ করো না। (এরূপ করলে) আল্লাহ্ তাকে তা থেকে রক্ষা করবেন এবং তোমাকে তাতে ফেলে দিবেন। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে রাখেন। কখনো তিনি তাঁর বান্দাকে প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং প্রাচুর্য দান করে পরীক্ষা করেন এবং আবার কখনো দুঃখ-দুর্দশা ও বালা-মুসীবত নাযিল করে তার ঈমান দৃঢ় ও মযবূত করেন। কোন সময় তিনি তাঁর বান্দার উপর শাস্তিস্বরূপ বালা-মুসীবত নাযিল করেন। বালা-মুসীবত নাযিল করার কারণ এবং রহস্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি জ্ঞাত নয়। অধিকন্তু বালা-মুসীবত নাযিল হলে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি তওবা- ইস্তেগফার এবং কান্নাকাটি করে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করে ফেলে। একমাত্র মূর্খ ও অবিবেচক ব্যক্তিই অন্যের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করতে পারে এবং যে ব্যক্তি এরূপ করে, সে আল্লাহকে নারায করে এবং নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনে। আল্লাহ অবিবেচক ব্যক্তির উপর খুব অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে বিপদগ্রস্ত করেন। শুধু তাই নয়, যার বিপদে আনন্দ প্রকাশ করা হয়, আল্লাহ তার বিপদ দূর করে দেন।

দয়া ও নম্রতা

দয়া ও নম্রতার সুফল

(١٥٩) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَالاَ يُعْطِيْ عَلَى الْعَنْفِ وَمَالاَ يُعْطِيْ عَلٰى مَا سِوَاهُ.

হাদীস-১৫৯ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (রা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা দয়ালু এবং দয়া ভালবাসেন। তিনি দয়া ও নম্রতার জন্য যা দান করেন, তা কঠোরতার জন্য দান করেন না এবং (এমনকি) যা দয়া ও নম্রতার জন্য দান করেন, তা অন্য কোন কিছুতে দান করেন না। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দয়ালু। তিনি রহমান রহীম। রিফক (দয়া), রহম-করম তাঁর গুণ। মা তার সন্তানকে যত ভালবাসে, তার চেয়ে তিনি বেশি ভালবাসেন তাঁর মাখলূককে। কারণ তিনিই তামাম প্রাণীর বুকে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন এবং এজন্য তাঁর চেয়ে বেশি ভালবাসার গুণ কেউ পেতে পারে না।

কোন সন্তানের প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে তার পিতামাতা দয়া প্রদর্শনকারীর প্রতি যতটুকু খুশি হয়, তার চেয়ে বেশি খুশি হন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি অন্য বান্দার দয়া প্রদর্শনের জন্যে। তিনি কঠোরতা অপসন্দ করেন এবং যে বান্দা কঠোরতার দ্বারা উদ্দেশ্য সফল করতে চায়, তিনি তাকেও অপসন্দ করেন। তিনি দয়ালু, তাই তিনি কঠোর এবং নিষ্ঠুর বান্দাকে তাঁর নিআমত থেকে দুনিয়ার যিন্দেগীতে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু বিনম্র ও দয়ালু বান্দাকে তিনি যা দান করেন তা তিনি নির্দোষ বান্দাকে দান করেন না। তিনি দয়ালু বান্দার প্রতি বিশেষ আচরণ করেন, তার সমস্যার সমাধান করেন, মানুষের অন্তরে তাঁর জন্য স্নেহ-ভালবাসার সৃষ্টি করেন। তিনি আখিরাতের যিন্দেগীতেও তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তার প্রতি মহব্বত ও রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন।

দয়া ও নম্রতা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি কল্যাণ থেকে বঞ্চিত

(١٦٠) عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ.

হাদীস-১৬০ ঃ হযরত জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ যে দয়া ও নম্রতার গুণ থেকে বঞ্চিত, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ দয়া ও নম্রতা আল্লাহর বিশেষ দান। তিনি যে বান্দাকে দয়া ও নম্রতার গুণ দান করেন, সে দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব। যে ব্যক্তি দয়া ও নম্রতার গুণ থেকে বঞ্চিত, সে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল থেকে বঞ্চিত। যে মানুষের প্রতি বিনম্র ও দয়ালু নয়, সে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মহব্বত থেকে বঞ্চিত। দুনিয়ার যিন্দেগীতে এ ধরনের বান্দা ধন-দৌলত ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হলেও প্রকৃত সুখ-শান্তি ও কল্যাণের অধিকারী হতে পারে না। চরম অশান্তির মধ্যে তার দিন অতিবাহিত হয়।

দয়াশীল ও নম্র ব্যক্তি সৌভাগ্যবান

(١٦١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

হাদীস-১৬১ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যাকে দয়া ও নম্রতার সৌভাগ্য দান করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ থেকে অংশ দান করা হয়েছে। যে দয়া ও নম্রতার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত, সে তার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

(বায়হাকী ঃ শারহুস সুন্নাহ)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে ব্যবহৃত রিফ্‌ক শব্দের অর্থ ব্যাপক। শুধুমাত্র 'দয়া' বা 'নম্রতা' কিংবা নরম মেযাজ দ্বারা অর্থ প্রকাশ করা যায় না। তবু রিফ্‌কের অর্থ দয়া ও নম্রতা করা হয়েছে। রিফক দুনিয়া ও আখিরাতের তামাম মঙ্গলের উৎস। যে রিফ্‌কের অধিকারী, সে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মহব্বতের পাত্র। যে রিফক থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর বান্দাগণ তাকে অপসন্দ করেন।

কল্যাণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ রিফ্‌ক দেন

(١٦٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُرِيْدُ اللّٰهُ بِاَهْلِ بَيْتٍ رِفْقًا اِلَّا نَفَعَهُمْ وَلَا يُحْرِمُهُمْ اِيَّاهُ اِلَّا ضَرَّهُمْ.

হাদীস-১৬২ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কোন গৃহের লোকজনের কল্যাণ করার উদ্দেশ্য ছাড়া আল্লাহ তাদেরকে রিফ্‌ক দান করার ইচ্ছা করেন না এবং তাদের ক্ষতি করা ছাড়া তাদেরকে রিফ্‌ক থেকে বঞ্চিত করেন না। (বায়হাকী ঃ শুয়বুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ যে ঘরের বাসিন্দাদেরকে রিফকের গুণ দান করেন, সে ঘরের লোকজন তাদের নিজেদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এবং জনগণের প্রচুর কল্যাণ করেন। রিফকের গুণে তারা ভূষিত হওয়ার কারণে মানুষ তাদের দ্বারা উপকৃত হয় এবং তারাও মানুষের দ্বারা উপকৃত হন। যে ঘরের এবং সমাজের লোকজন রিফকের গুণের অধিকারী হন, সে ঘর ও সমাজে প্রেম-প্রীতি ও হৃদ্যতার সৃষ্টি হয়। রিফ্‌কের অধিকারিগণ মানুষের প্রতি নম্র ও দয়ালু হওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন। তাদের প্রতি দয়া ও নম্রতা প্রদর্শন করেন এবং তাদের সমস্যা সমাধান করে দেন। রিফ্‌ক থেকে বঞ্চিত করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তাদেরকে দয়া ও নম্রতা প্রদর্শন করার ক্ষমতা দেননি। আল্লাহ প্রত্যেক বান্দার অন্তরে প্রেম-প্রীতি, ক্ষমা, দয়া ও মহানুভবতার উপাদান দিয়েছেন। যে জ্ঞানী ও সৌভাগ্যবান, সে মহৎ গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন করে এবং মন্দ গুণ পরিহার করে। যে বদ-কিসমত, সে মহৎ গুণাবলী ত্যাগ করে এবং মন্দ গুণ অর্জন করে। রিফ্‌কের সৌভাগ্য থেকে যে গৃহ বঞ্চিত, সে গৃহ প্রেম-প্রীতি এবং হৃদ্যতা থেকে বঞ্চিত। রিফ্‌ক থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ মানুষের প্রতি নম্র ও দয়ালু না হওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের উপর অসন্তুষ্ট থাকেন। আল্লাহ যাদের উপর অসন্তুষ্ট, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সমূহ বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই নবী করীম (সা) অপর হাদীসে রিফ্‌ককে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

দোযখ যার জন্য হারাম এবং যিনি দোযখের জন্য হারাম

(١٦٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ وَبِمَنْ تَحْرُمُ النَّارُ عَلَيْهِ عَلٰى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيْبٍ سَهْلٍ.

হাদীস-১৬৩ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির খবর দিব না যে দোযখের জন্য হারাম এবং যার জন্য দোযখের আগুন হারাম? (তারা হলো) প্রত্যেক অনাড়ম্বর, ভদ্র, মিশুক (মানুষের নিকটবর্তী) এবং বিনম্র ব্যক্তি।

(আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে বর্ণিত চারটি শব্দ নরম মেযাজ এবং মিশুক ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ সরল-সুন্দর এবং বিনম্র ব্যক্তিকে মহব্বত করেন এবং তাকে দোযখের আগুন থেকে হিফাযত করেন। অবশ্য এ ধরনের ব্যক্তির ঈমান থাকতে হবে এবং হালাল-হারাম তাকে মেনে চলতে হবে। বিনম্রতা, খোশমেজায, ভদ্রতা প্রভৃতি মু'মিন ব্যক্তির অপরিহার্য গুণ। মু'মিন ব্যক্তি আপাদ-মস্তক ভালবাসা ও মহব্বতে পরিপূর্ণ। তিনি কঠোর, কর্কশ এবং অবিবেচক নন। তিনি সরল, বিনম্র ও সহানুভূতিশীল। তাই মানুষ তাঁর দ্বারা বেশি উপকৃত হয়। তারা খুব সহজে তার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তার উন্নত চরিত্র ও আখলাক থেকে তাঁরা বুঝতে পারে যে, আল্লাহর দীন মহান ও কল্যাণকর। নম্রতার দ্বারা মানুষের দিল জয় করা, শত্রুকে বন্ধু বানান এবং কঠিন কাজ সহজে সমাধা করা সম্ভব। কর্কশ মেযাজ এবং কঠোর নীতির দ্বারা মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা যেতে পারে, সাময়িকভাবে তাদেরকে বশও করা যেতে পারে কিন্তু তাদের মন জয় করা সম্ভব নয়। তাই কঠোর ও কর্কশ ব্যক্তির জ্ঞান ও যোগ্যতার দ্বারা দুনিয়ার মানুষ উপকৃত হয় না এবং আল্লাহর দীনও তার মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয় না। মোটকথা সরল, ভদ্র, মিশুক এবং বিনম্র ঈমানদার ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ খুব সহজে লাভ করেন।

রাগ (ক্রোধ)

পুনরাবৃত্ত প্রশ্নের একই জবাব : রাগ করো না

(١٦٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِىْ قَالَ لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذَالِكَ مِرَارًا قَالَ لاَ تَغْضَبْ.

হাদীস-১৬৪ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি নবী (সা)-কে বলল, আমাকে নসীহত করুন। আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন ঃ রাগ করো না। সে একই প্রশ্ন কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করল এবং আল্লাহর রাসূল (সা) প্রত্যেকবার বললেনঃ রাগ করো না। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ যে সব জিনিস মানুষের শক্তি, যোগ্যতা এবং বিবেচনা শক্তির ক্ষতি সাধন করে, সে সব জিনিসের মধ্যে ক্রোধ অন্যতম। রাগ মানুষের বিবেচনা শক্তিকে লোপ করে দেয়। ফলে রাগান্বিত ব্যক্তি নিজেকে নির্বোধের পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং রাগের অবস্থায় সে এমন সব কাজ করে যা তার দীন ও দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত হয়। ক্রোধান্বিত ব্যক্তির উপর শয়তানের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং শয়তান তাকে মন্দ কাজ করতে, নিজের বৈষয়িক ক্ষতি সাধন করতে বা নিজের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের ক্ষতি সাধন করতে অথবা নিজের এবং পরিবার-পরিজনের সুনাম বিনষ্ট করতে উদ্বুদ্ধ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে রাগান্বিত ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি সাধন করার জন্য নিজের দীন ও আখলাকের ক্ষতি সাধন করে। তাই নবী করীম (সা) রাগ পরিহার করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। বার বার এক উপদেশ দেয়ার দুটো কারণ হতে পারে। এক ঃ ক্রোধের মারাত্মক এবং ব্যাপক অনিষ্ট বোঝানোর জন্য নবী করীম (সা) বার বার এই উপদেশ দিয়েছেন। দুই ঃ হয় তো প্রশ্নকারীর রাগ খুব বেশি ছিল। তাই রাগ থেকে বিরত রাখার জন্য তিনি বার বার তাকে এ উপদেশ দিয়েছেন।

রাগ হজম করতে সক্ষম ব্যক্তি বড় শক্তিশালী

(١٦٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

হাদীস-১৬৫ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সে শক্তিশালী নয় সে কুস্তি লড়তে পারে, বরং সে শক্তিশালী যে তার নিজের নফসকে রাগের সময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সা) কুস্তিগীরকে শক্তিশালী না বলে নফ্সের নিয়ন্ত্রণকারীকে শক্তিশালী আখ্যায়িত করেছেন। যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয়, সে শারীরিক দিক থেকে কুস্তিগীরের মত শক্তিশালী হলেও নিজেকে ক্রোধের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে না। ক্রোধ তাকে পরাজিত করে, তার সম্মান বিনষ্ট করে, তাকে ধূলা লুণ্ঠিত করে এবং তার নৈতিক ও বৈষয়িক ক্ষতি সাধন করে।

রাগ ও ক্রোধ মানুষের সহজাত গুণ। আশার বিপরীত বা স্বার্থের বিপরীত কোন কিছু দর্শন করলে অন্তরে রাগ সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ক্রোধের নিকট আত্মসমর্পণ করা বা ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ না করা মারাত্মক ধরনের দুর্বলতা। যে এ মারাত্মক দুর্বলতার শিকার, সে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। অপর-পক্ষে যে ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে খুবই সৌভাগ্যবান এবং দুনিয়া ও আখিরাতের প্রচুর কল্যাণের অধিকারী। রাগ দমন করার মধ্যে কোন লোকসান নেই, বরং কল্যাণ রয়েছে। রাগের কাছে আত্মসমর্পণ করার মধ্যে সামান্য ফায়দা নেই, মারাত্মক অকল্যাণ এবং অপূরণীয় লোকসান রয়েছে। তাই নফ্সের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী ব্যক্তি।

রাগ প্রতিরোধের উপায়

(١٦٦) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَاِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَاِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ.

হাদীস-১৬৬ ঃ হযরত আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি দন্ডায়মান অবস্থায় রাগান্বিত হলে সে যেন বসে পড়ে। যদি ক্রোধ তার থেকে দূর হয়ে যায় (ভাল কথা), অন্যথায় সে যেন শুয়ে পড়ে। (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সা) ক্রোধকে দমন করার পন্থা শিক্ষা দান করেছেন। মানুষের শারীরিক অবস্থানের সাথে তার মানসিক চিন্তার সংযোগ রয়েছে। দৌড়ানোর সময় মানুষের চিন্তাশক্তি যে পর্যায়ে থাকে, দাঁড়ান অবস্থায় তাতে পার্থক্য সূচিত হয়। আবার দাঁড়ান অবস্থায় মানুষের চিন্তা-ভাবনা যেরূপ হয়, বসা অবস্থায়

সেরূপ থাকে না। শায়িত অবস্থায় মানুষের চিন্তা ভিন্ন ধরনের হয়। দন্ডায়মান অবস্থায় মানুষের যাবতীয় শারীরিক শক্তি সক্রিয় থাকে। তাই মানুষ ভাল-মন্দ যে কোন কাজ শক্তি সহকারে করতে সক্ষম হয়। কিন্তু রাগান্বিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে বিপদ রয়েছে। বসা অবস্থায় মানুষ কোন বিশেষ সমস্যার বিভিন্ন দিক পরখ করে দেখতে সক্ষম। তাই রাগান্বিত ব্যক্তি বসলে তার চিন্তার মধ্যে পরিবর্তন আসবে এবং রাগের উন্মত্ততা হালকা হয়ে যাবে। যদি রাগের প্রভাব খুব বেশি হয় এবং বসার দ্বারা চিন্তার পরিবর্তন তথা রাগের পরিবর্তন না হয়, তাহলে শুয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। শায়িত অবস্থায় শারীরিক শক্তি সক্রিয় না থাকার কারণে রাগান্বিত ব্যক্তি ক্রোধের প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে নিজেকে সহজে রক্ষা করতে পারেন। নবী করীম (রা) রাগ দমন করার এ বিজ্ঞানসম্মত পন্থার উল্লেখ করেছেন।

রাগান্বিত হলে চুপ থাক

(١٦٧) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ.

হাদীস-১৬৭ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ দীন শিক্ষাদান কর, সহজ কর, কঠিন করো না এবং তোমাদের মধ্যে কেউ রাগান্বিত হলে সে যেন চুপ থাকে, তোমাদের মধ্যে কেউ রাগান্বিত হলে সে যেন চুপ থাকে, তোমাদের মধ্যে কেউ রাগান্বিত হলে যেন চুপ থাকে। (মুসনাদে আহমদ ও তাবারানী)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে দুটো বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এক ঃ আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসূলের হাদীস শিক্ষাদান করার জন্য হুকুম করা হয়েছে। "সহজ কর এবং কঠিন করো না"-বাক্যাংশের দ্বারা আল্লাহ্‌র দীনকে মানুষের কাছে সহজভাবে পেশ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর দীনকে মানুষের বুঝার জন্য খুব সহজ ভাষায় এবং সহজ পদ্ধতিতে পেশ করেছেন। সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী যে কোন মানুষ খুব সহজে আল্লাহ্‌র দীনকে বুঝতে সক্ষম। আল্লাহ্‌র দীনকে কোনরূপ দার্শনিক পরিভাষায় পেশ করা উচিত নয়। তাতে সাধারণ মানুষও আল্লাহ্‌র দীনের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে। ইবাদতের যে তরীকা ও পদ্ধতি নবী করীম (সা) পেশ করেছেন, তা খুবই সহজ এবং যে কোন মানুষ খুব সহজে তা পালন করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিল করতে পারে। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের যে সহজ তরীকা ও পদ্ধতি নবী

করীম (সা) পেশ করেছেন তা পরিত্যাগ করে যুহ্দ বা মা'আরিফাতের নামে কোন কঠিন তরীকা পেশ করা অনুচিত।

দুই ঃ রাগ দমন করার জন্য চুপ থাকতে বলা হয়েছে। উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ তার জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। সে এমন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে যার পরিণতি খুবই খারাপ এবং মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। রাগের অবস্থায় কোন কোন সময় মানুষ কুফরী কালাম উচ্চারণ করে, অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে মন্দ বাক্য প্রয়োগ করে, স্ত্রীকে তালাক দিয়ে গৃহে অশান্তির সৃষ্টি করে। কোন অবস্থায় মুখ থেকে বাক্য উচ্চারিত হয়ে গেলে তা ফিরিয়ে নেয়া যায় না। তাই উত্তেজিত অবস্থায় কোন বক্তব্য পেশ করা বা কথাবার্তা বলা খুবই বোকামী। চুপ থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে মানুষ শয়তানের ফাঁদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। শয়তান মানুষকে অশ্লীলতা ও বোকামীর ফাঁদে ফেলবার জন্য ওঁৎপেতে রয়েছে।

রাগান্বিত হলে উযূ কর

(١٦٨) عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَاِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ.

হাদীস-১৬৮ ঃ হযরত আতিয়া ইবন উরওয়া সা'দী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ক্রোধ শয়তান থেকে সৃষ্ট, শয়তান আগুনের দ্বারা সৃষ্ট এবং আগুন পানির দ্বারা নির্বাপিত করা হয়। তাই তোমাদের মধ্যে কেউ রাগান্বিত হলে সে যেন উযূ করে। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ ক্রোধ আগুনের অংশ। শয়তান মানুষকে অপমানিত এবং অসম্মানিত করার জন্য উত্তেজিত করে। মানব সমাজে সংঘাত ও হানাহানি সৃষ্টি করা শয়তানের কাজ। আদম সন্তানের শান্তি ও সংহতি শয়তান খুব অপসন্দ করে। তাই ক্রোধের মাধ্যমে মানুষকে তার সম্মানিত মাকাম থেকে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিতে চায়। উযূর দ্বারা রাগকে দমন করার জন্য আল্লাহ্র রাসূল (সা) আদেশ করেছেন। পানি শরীরকে শীতল করে এবং শরীর শীতল হলে উত্তেজনা হ্রাস পায়। অধিকন্তু উযূর মাধ্যমে বান্দা পবিত্রতা হাসিল করে, তার আত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। তাই খুব স্বাভাবিকভাবে শয়তানের ফন্দি ও কলা-কৌশল তার উপর তেমন কার্যকরী হয় না।

আল্লাহ্‌র কাছে সর্বোৎকৃষ্ট পানীয়

(١٦٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ اَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى.

হাদীস-১৬৯ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে রাগ পান (হজম) করা হয়, মহাসম্মান ও জালালের অধিকারী আল্লাহ্‌র কাছে তার চেয়ে উত্তম কোন পানীয় নেই যা বান্দা পান করে। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর অশেষ মেহেরবান। প্রতি পদে পদে তিনি বান্দাকে সওয়াব দান করেন। শয়তানের প্ররোচনায় উত্তেজিত বান্দা যখন তার উত্তেজনাকে দমন করে এবং আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন মন্দ পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে, তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সওয়াব দান করেন। আল্লাহ্ তাঁর বান্দার এ কাজকে খুব বেশি পসন্দ করেন এবং তাকে প্রতিদান হিসেবে নিয়ামতভরা জান্নাত দান করবেন। নিয়ামতভরা জান্নাত যাদেরকে দেয়া হবে, তাদের মধ্যে মানুষের অপরাধ ক্ষমাকারী এবং রাগ দমনকারীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কুরআন শরীফে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ.

—"(তারা) রাগ দমনকারী এবং মানুষের অপরাধ ক্ষমাকারী।"

বলা বাহুল্য, যেসব নেক ও বিশ্বাসী বান্দা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য রাগ দমন করেন, তারা যে আল্লাহ্‌র নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী তা নবী করীম (সা) আলোচ্য হাদীসে ঘোষণা করেছেন।

ক্রোধ দমনকারীর জন্য বেহেশতী হূর

(١٧٠) عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْضًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى اَنْ يُّنَفِّذَهٗ دَعَاهُ اللّٰهُ عَلٰى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يُخَيِّرَهٗ فِىْ اَىِّ الْحُوْرِ شَاءَ.

হাদীস-১৭০ঃ হযরত সাহল ইবন মা'আয (র) তাঁর পিতা মা'আয (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও

যে ক্রোধ পান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে তামাম মাখলূকের সামনে আহ্বান করবেন এবং জান্নাতের হূরদের মধ্য থেকে যে কোন হূর পসন্দ করার অধিকার দিবেন। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ যে আল্লাহ্কে পসন্দ করে, আল্লাহ্ তাকে পসন্দ করেন। যে আল্লাহ্কে ভালবাসে, আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন। যে আল্লাহ্কে স্মরণ করে, আল্লাহ্র তাকে স্মরণ করেন। যে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্র তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে ইয্যত দান করেন। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার বা তাকে সমুচিত শিক্ষাদান করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজের ক্রোধকে দমন করে এবং প্রবৃত্তির উস্কানি বরদাশত করে, আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতের দিন তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী ইনাম গ্রহণ করার অধিকার দিবেন। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর বান্দার প্রতি এক বিশেষ সম্মান এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রকাশ্য ঘোষণার দ্বারা এ পুরস্কার দান করার মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা আরো উন্নত করবেন। রাগ পান বা দমন করা এবং প্রবৃত্তির উস্কানি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন কাজ, তাই আল্লাহ্র যে খোশ-কিসমত নেক বান্দা তা করতে সক্ষম হবেন, আল্লাহ্ তাকে তাঁর সন্তুষ্টির প্রতিদান দিবেন। তাঁর বান্দাদের কাছে তাকে সম্মানিত করার জন্য তাদের সামনে পুরস্কারের ঘোষণা করবেন।

যার ওযর আল্লাহ্ কবূল করেন

(١٧١) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَزَنَ لِسَانَهٗ سَتَرَا اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهٗ كَفَّ اللّٰهُ عَنْهُ عَذَابَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ اِعْتَذَرَ اِلَى اللّٰهِ قَبِلَ اللّٰهُ عُذْرَهٗ.

হাদীস-১৭১ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে তার জিহ্বার হিফাযত করে, আল্লাহ্ তার ত্রুটি আবৃত রাখবেন, যে নিজের রাগ দমন করে, আল্লাহ্ তার উপর থেকে আযাব দূর করবেন এবং যে আল্লাহ্র কাছে ত্রুটির মার্জনা চাইবে, আল্লাহ্ তার ওযর কবূল করবেন। (বায়হাকী ঃ শুবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ রাগ দমন করার অসংখ্য উপকারিতা এবং পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাগ দমনকারী বান্দাকে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করবেন। যে বান্দা তার রাগ দমন করবে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্র বান্দাদেরকে লজ্জিত, অসম্মানিত করবে না বা তাদের কোনরূপ লোকসান করবে না, আল্লাহ্ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ্র প্রত্যেক নেক বান্দা রাগ দমন করে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর নবী (সা) কর্তৃক ঘোষিত ইনাম ও পুরস্কার লাভ করতে পারেন।

ধৈর্য ও ধীর-স্থিরতা

ধৈর্য ও ধীর-স্থিরতা আল্লাহ্‌র পসন্দ করেন

(١٧٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ اِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ اَلْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ.

হাদীস-১৭২ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আবদুল কায়স গোত্রের সরদার আসাজ্জকে বলেছেন ঃ তোমার দুটো অভ্যাস—হিলম এবং আনাহ বা ধৈর্য ও ধীর-স্থিরতা আল্লাহ্ পসন্দ করেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হিলম শব্দের অর্থ হল নম্রতা, যুক্তি, বুদ্ধি-বিবেচনা, সবর, মাফ, দয়া, ভদ্রতা প্রভৃতি। হালিম তাকে বলা যে বিনম্র, নরম মেযাজের অধিকারী, ভদ্র, ধৈর্যশীল, মাফকারী ইত্যাদি। 'আনাহ' শব্দের অর্থ হল ঃ অত্যধিক ধৈর্য, ধীর-স্থিরতা, কার্য সম্পাদনে সতর্কতা, ইনতেযার, অবকাশ প্রভৃতি। হিলম এবং আনাহ প্রায় সম অর্থবোধক দুটো শব্দ। তবে উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। প্রথম শব্দ নম্রতা ও সবর এবং দ্বিতীয় শব্দ অধৈর্যহীনতা এবং অবকাশ। আল্লাহ্ সবর এবং অধৈর্যহীন-তাকে খুব পসন্দ করেন।

আবদুল কায়স গোত্রের সরদার আসাজ্জ-এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর দরবারে এসেছিলেন। মদীনা পৌঁছার পর দলের লোকজন খুব তাড়াহুড়া করে এবং দৌড়ে নবী করীমের দরবারে পৌঁছেন। সম্ভবত নবী করীম (সা)-কে দেখার তাদের প্রবল আগ্রহ ছিল। তাই তারা নিজেদের জিনিসপত্র গোছানোর কোন খেয়াল না করে বা নিজেদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি না করে এবং তাদের নেতা আসাজ্জ-এর অপেক্ষা না করে নবী করীমের দরবারে হাযির হয়েছিলেন। গোত্র সরদার খুব ধীর-স্থিরভাবে দলের লোকজনের জিনিসপত্র একস্থানে রাখলেন। সম্ভবত সফরের ক্লান্তি দূর করা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য গোসল করলেন, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তন করলেন এবং সম্মান ও মর্যাদার সাথে নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হলেন। নবী করীম (সা) তার আচরণ খুব পসন্দ করলেন

এবং মেহমানকে বললেন, তার মধ্যে যে অধৈর্যহীনতা ও বিনম্রতা রয়েছে, তা আল্লাহ্ পসন্দ করেন।

ইবাদতের ব্যাপারেও ধৈর্যহীন পদক্ষেপ নেয়া উচিত নয়। অনেক লোক অজ্ঞতা-বশত মসজিদের দিকে খুব দৌড়ে যান। এরূপ করা উচিত নয়। বিনম্র ও ধীর-স্থির ইবাদতকারীকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন।

ধীর-স্থিরতা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং তাড়াহুড়ো শয়তানের প্রভাব

(١٧٣) عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعَدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْاَنَاةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

হাদীস-১৭৩ ঃ হযরত সাহল ইবন সা'আদ সায়িদী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন ঃ ধীর-স্থিরতা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং তাড়াহুড়ো শয়তানের তরফ থেকে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ পার্থিব এবং দীনি যিম্মাদারী ধীর-স্থির ও চিন্তা-ভাবনা করে সম্পাদন করা খুবই উৎকৃষ্ট অভ্যাস। ধীর-স্থিরভাবে, ধৈর্যসহকারে ও সুচিন্তিতভাবে যে কাজ সম্পাদন করা হয়, তাতে খুব কম ভুল-ভ্রান্তি থাকে। তাই ধৈর্যশীল ব্যক্তি কর্মের উত্তম ফল লাভ করেন। আল্লাহ্ ধৈর্যশীল মু'মিনদের খুব পসন্দ করেন, তাঁদের কাজের মধ্যে বরকত দান করেন।

তাড়াহুড়ো এবং ধৈর্যহীনতা মন্দ অভ্যাস। তার দ্বারা কোন ফায়দা হাসিল করা সম্ভব নয়। সাময়িকভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য ফায়দা তাড়াহুড়োর মাধ্যমে হাসিল হলেও কোন স্থায়ী কল্যাণ হাসিল করা যায় না। ধৈর্যহীনতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। তাই 'ইজলত' বা তাড়াহুড়োকে শয়তানী অভ্যাস আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যা নবূওয়তের এক-চব্বিশাংশ

(١٧٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤْدَةُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ اَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ.

হাদীস-১৭৪ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন ঃ উত্তম আচরণ, ধীর-স্থির স্বভাব এবং মধ্যম পন্থা নবূওয়তের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ যেসব মহান গুণ নবী করীম (সা)-এর জীবনকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ করেছে, সে সবের মধ্যে হাদীসে বর্ণিত তিনটি গুণও শামিল রয়েছে। এ তিনটি গুণ নবুওতের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। নবী করীম (সা)-এর আদব-আখলাক ও আচরণ যারা আয়ত্ত করে তাঁর আশেক ও অনুসারীদের খাতায় নিজেদের নাম লিখাতে চান, তাদের জন্য এ তিনটি গুণ অপরিহার্য। উত্তম আচরণের অধিকারী বান্দা সারারাত জেগে ইবাদতকারী এবং দিনের বেলা অবিরাম রোযা পালনকারী আবিদের সমপর্যায়-ভুক্ত। ধীর-স্থির বান্দা আল্লাহ্র খুব প্রিয়। ধীর-স্থির স্বভাবের মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের প্রচুর কল্যাণের অধিকারী। বিনম্রতা ও অধৈর্যহীনতার দ্বারা মানুষ সাফল্যের বুলন্দ মনযিল হাসিল করে।

জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা খুবই প্রয়োজনীয়। নবী করীম (সা) ইবাদত-বন্দেগী, দান-খয়রাত, অর্থনৈতিক লেন-দেন এবং খরচের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছেন। কোন ক্ষেত্রে চরম পন্থা অবলম্বন করাকে নবী করীম (সা) পসন্দ করেননি। আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত 'ইকতেসাদ' বা 'মধ্যম পন্থা' অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নবী করীম (সা) বিভিন্ন হাদীসে দারিদ্র্য ও প্রাচুর্যের সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি দারিদ্র্য ও প্রাচুর্যের সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে, সে কখনো ব্যর্থ, পরাজিত ও দুঃখিত হয় না। আল্লাহ্ তাঁর বান্দার মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার অভ্যাসকে খুব পসন্দ করেন। একে নবূওয়তের অন্যতম অংশ অর্থাৎ নবীদের অন্যতম অভ্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদেরকে উত্তম আচরণ, ধীর-স্থির স্বভাব এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার তওফিক দান করুন।

মিষ্ট কথা ও কটূ কথা

কয়েকজন ইয়াহূদীর সাথে নবীজীর ব্যবহার

(١٧٥) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ يَهُوْدَ اَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ وَلَعْنَكُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَاِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفَحْشَ.

হাদীস-১৭৫ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, কয়েকজন ইয়াহূদী নবী করীম (সা)-এর নিকট আসল। তারা বলল ঃ 'সামু আলাইকুম'। হযরত আয়েশা (রা) জবাব দিলেন ঃ তোমাদের উপর তা বর্ষিত হোক, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ। নবী (সা) বললেন ঃ হে আয়েশা! বিরত হও, তোমার উচিত বিনম্রতা অবলম্বন করা এবং কর্কশ ও মন্দ বাক্য থেকে সাবধান থাকা। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এসব ইয়াহূদী নবী করীম (সা)-এর সাথে খুব অভদ্র ও নিন্দনীয় আচরণ করেছিল। তারা নবী করীম (সা)-কে বলেছিল, তোমার মৃত্যু হোক। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) তা বরদাশত করতে পারেননি এবং মন্দ বাক্যের জবাব মন্দ বাক্যের দ্বারা দিয়েছিলেন। নবী করীম (সা) ইয়াহূদীদের অভদ্র আচরণে হয়ত অন্তরে ব্যথা পেয়েছিলেন এবং এরূপ ব্যথা পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি ব্যথিত অবস্থায়ও মন্দকে মন্দের দ্বারা প্রতিরোধ করতে পসন্দ করেননি। কারণ নবী করীম (সা)-এর অভ্যাস হল ক্রোধকে দমন করা, মানুষের প্রতি সদয় থাকা এবং তাঁর শিক্ষা হল উত্তম তরীকার দ্বারা মন্দকে দূর করা। ওয়াযের চেয়ে আমল মানুষের কাছে আকর্ষণীয় এবং গ্রহণযোগ্য। তাই আমাদের উচিত, নবী করীম (সা)-এর আদর্শ অনুসরণ করা এবং কর্মক্ষেত্রে তাঁর বাস্তব নমুনা পেশ করা, যাতে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ সহজে বুঝতে পারে যে, মুসলমানগণ আখেরী নবীর আদর্শের বাস্তব অনুসারী।

মু'মিনের বৈশিষ্ট্য

(١٧٦) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعَّانٍ وَلاَ لَعَّانٍ وَلاَ فَاحِشٍ وَلاَ بَذِيٍّ.

হাদীস-১৭৬ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মু'মিন কথায় আক্রমণকারী, অভিসম্পাতকারী, মন্দ বাক্য ব্যবহারকারী এবং গালি প্রদানকারী নয়। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, কথা দ্বারা কাউকে হামলা করা, নিন্দা করা, অভিসম্পাত করা, অশ্লীল কথাবার্তা বলা কিংবা প্রতিপক্ষকে গালি দেয়া মু'মিন ব্যক্তির ঈমান ও মর্যাদার পরিপন্থি। তাই এসব বদ অভ্যাস কোন মু'মিন ব্যক্তির থাকতে পারে না। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, ঝগড়া-বিবাদের সময় গালি দেয়া মুনাফিকের লক্ষণ। সুতরাং আমাদের সবাইকে এসব দোষ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে নিকৃষ্ট ব্যক্তি

(١٧٧) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ اَوْبِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيْرَةِ ثُمَّ قَالَ ائْذَنُوْا لَهٗ فَلَمَّا دَخَلَ الاَنَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ وَقَدْ قُلْتَ لَهٗ مَا قُلْتَ قَالَ اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَنْ وَدَعَهٗ اَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ لِاتِّقَاءِ فُحْشِهٖ.

হাদীস-১৭৭ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর সাথে মুলাকাত করার অনুমতি প্রার্থনা করে। নবী করীম (সা) বললেন ঃ লোকটি তার গোত্রের মন্দ সন্তান বা গোত্রের মন্দ ব্যক্তি। অতঃপর বললেন ঃ তাকে আসতে দাও। যখন সে আসল, নবী করীম (সা) তার সাথে খুব বিনম্রভাবে আলাপ করলেন। লোকটি (চলে যাওয়ার পর) হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ আপনি তার সাথে খুব নরমভাবে কথাবার্তা বললেন। অথচ তার সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন (সে তার গোত্রের মন্দ ব্যক্তি)! নবী (সা) বললেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি সে হবে যাকে মানুষ তার কঠোর ও মন্দ কথার ভয়ে পরিত্যাগ করে।

(বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ; বাক্য আবূ দাউদের)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্র রাসূল (সা) ভাল-মন্দ সব মানুষের সাথে নরম ব্যবহার করতেন। মন্দ ব্যক্তির সাথে কঠোর ব্যবহার করা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) পসন্দ করেন না। কারণ মন্দের দ্বারা মন্দকে সংশোধন করা যায় না। মন্দ ব্যক্তির সাথে মন্দ আচরণ করলে সে আরো মন্দ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মন্দ ব্যক্তির মন্দ সম্পর্কে অন্যকে ওয়াকিফহাল করে সমাজের মানুষকে তার মন্দ আচরণ থেকে রক্ষা করা বৈধ। তাই নবী করীম (সা) তাঁর পরিবার-পরিজনকে লোকটির মন্দ আচরণ সম্পর্কে সাবধান করেছেন। এক রিওয়ায়াতে রয়েছে ঃ

اُذْكُرُوا الْفَاجِرَ بِمَا فِيْهِ لِكَىْ يَحْذَرَهُ النَّاسُ.

—"ফাজের ব্যক্তির বদকারী বর্ণনা কর যাতে মানুষ তা থেকে বাঁচতে পারে।"
(কানযুল উম্মাল)

উত্তম কথাবার্তা এক প্রকার সদকা

(١٧٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ.

হাদীস-১৭৮ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সা) বলেছেন ঃ উত্তম কথাবার্তা এক প্রকার সদকা।
(বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ নরম ও মিষ্ট কথাবার্তা সদকা হওয়ার অর্থ হল তার দ্বারা সওয়াব হাসিল করা যায়। বিনম্র ব্যবহার ও মিষ্ট কথাবার্তা আল্লাহ্ তা'আলা পসন্দ করেন এবং মিষ্টভাষী ও বিনম্র ঈমানদার ব্যক্তিকে আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত প্রচুর সওয়াব দান করেন। সুমিষ্ট সম্ভাষণ এবং বিনম্র ব্যবহারের দ্বারা মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের অজস্র কল্যাণ হাসিল করতে পারে। আর তাই আলোচ্য হাদীসে এই দুটো গুণকে সদকা বা দান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কল্যাণের দরজার খবর লও

(١٧٩) عَنْ مَعَاذٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِىْ الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ وَاِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ يَّسَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكْ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى اَبْوَابِ الْخَيْرِ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِىْ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلاَ **تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ** حَتّٰى بَلَغَ **يَعْمَلُوْنَ** ثُمَّ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ بِرَأْسِ الْاَمْرِ وَعَمُوْدِهٖ وَذُرْوَةِ سَنَامِهٖ قُلْتُ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَأْسُ الْاَمْرِ اَلْاِسْلاَمُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلٰوةُ

وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذٰلِكَ كُلِّهِ قُلْتُ بَلٰى يَا نَبِىَّ اللّٰهِ فَاَخَذَ بِاِسَانِهِ فَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ وَاِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اَوْ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ اِلاَّ حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ.

হাদীস-১৭৯ ঃ মা'আয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা) আমাকে এমন এক আমল বলুন যা আমাকে জান্নাতে দাখিল করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। নবী আকরাম (সা) বললেন ঃ তুমি বিরাট প্রশ্ন করেছ; কিন্তু যার জন্য আল্লাহ্ তা সহজ করে দেবেন, তা তার জন্য সহজ হবে। আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর, রমযানের রোযা রাখ, কাবা শরীফের হজ্জ কর। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজার খবর দিব না? রোযা ঢালাস্বরূপ, সদকা পাপকে নির্বাপিত করে যেমনভাবে পানি আগুন নির্বাপিত করে এবং বান্দার মধ্যরাতের নামাযও। অতঃপর নবী আকরাম (সা) তিলাওয়াত করলেন ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

—"তাদের পিঠ বিছানা থেকে পৃথক থাকে। তারা তাদের রব্বকে আশা ও ভীতির সাথে আহ্বান করে এবং যে রিযক আমরা তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে। তাদের আমলের প্রতিদান হিসেবে তাদের জন্য চোখ শীতলকারী যা কিছু লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তা কোন প্রাণীর জানা নেই।"

অতঃপর নবী করীম (সা) বললেন ঃ আমি কি তোমাকে বিষয়টির প্রধান অংশ, তার স্তম্ভ এবং তার বুলন্দ চূড়া সম্পর্কে বলব না? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! অবশ্যই। নবী (সা) বললেন ঃ প্রধান বিষয়টি হল ইসলাম, তার স্তম্ভ নামায এবং তার বুলন্দ শীর্ষ জিহাদ। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এসবের প্রত্যেকটি কিসের উপর নির্ভর করে, তা বলব না? আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র নবী (সা)! অবশ্যই। তিনি তাঁর জিহ্বাকে ধরলেন এবং বললেন ঃ তা সংযত রাখা তোমার কর্তব্য। আমি বললাম, আমরা যেসব কথাবার্তা বলি তার জন্য কি আমাদের হিসাব

নেয়া হবে? নবী করীম (সা) বললেন ঃ হে মা'আয। তোমার মা তোমার জন্য ক্রন্দন করুক (মহব্বত প্রকাশের জন্য বলা হয়), মানুষের জিহ্বার ফসলই মানুষকে অধোমুখে কিংবা তাদের নাকের উপর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

(আহমদ তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ জান্নাতে যাওয়ার জন্য যেসব অবশ্য পালনীয় আমলের উল্লেখ নবী করীম (সা) করেছেন, তার মধ্যে নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং শির্ক থেকে দূরে থাকার কথা রয়েছে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের উল্লেখ করার পূর্বে পৃথকভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং শির্ক থেকে দূরে থাকার বর্ণনা করা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাতে বুঝা যাচ্ছে, বর্ণিত চারটি ইবাদত ছাড়াও আরো ইবাদত রয়েছে, যা জান্নাতের জন্য সম্পাদন করা অপরিহার্য। আল্লাহ্র ইবাদত করা ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা খুবই ব্যাপক বিষয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং জীবনের সকল পর্যায়ে, মসজিদ থেকে রণাঙ্গন পর্যন্ত যার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, অফিস-আদালত, পার্লামেন্ট শামিল রয়েছে। আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে বা তাঁর গুণ ও এখতিয়ারের সাথে কাউকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শরীক না করা। কোন ব্যক্তি নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত সম্পাদন করা সত্ত্বেও জীবনের বৃহত্তম এবং বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আল্লাহ্র গুণ ও এখতিয়ারের সাথে যদি কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা আদর্শকে শরীক করে, তাহলে সে শিরকের দোষে দোষী সাব্যস্ত হবে। তাকে আখিরাতের আদালতে অপমানের বোঝা বহন করতে হবে। অনেক নামধারী মুসলমান আল্লাহ্র সত্তার সাথে শির্ক করাকে অপসন্দ করলেও আল্লাহ্ জাল্লা-জালালুহুর সিফাত ও এখতিয়ারের সাথে শির্ক করার অর্থ মোটেই বুঝে না বা বুঝবার চেষ্টা করে না। আলেম সমাজের উচিত, এ ধরনের লোকের অজ্ঞতা দূর করা। অন্যথায় এসব লোকের অজ্ঞতার অপরাধের জন্য আখিরাতের আদালতে তাদের সাথে আলেমদেরকেও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

সদকা, রোযা এবং মধ্যরাতের নামায অর্থাৎ তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফল ইবাদতকে কল্যাণের দরজা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সদকা পাপকে নির্বাপিত করে। সদকার মাধ্যমে আল্লাহ্ মানুষের পাপ দূর করে দেন এবং সদকাকারীকে পাক-সাফ থাকার তওফিক দান করেন। রোযা বান্দাকে পাপ থেকে রক্ষা করে। মধ্যরাতের নামাযের খুব ফযীলত রয়েছে। তাহাজ্জুদ গুযার এবং দাতা ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যে এমন সব নিয়ামত রাখা হয়েছে যা দুনিয়ার কোন প্রাণী কখনো দেখেনি।

অতঃপর নবী করীম (সা) দীনের একটা নক্সা পেশ করেছেন। তাতে ইসলামকে راس الامر বা দীনের প্রধান অংশ বা দীনের মাথা বলা হয়েছে। শরীরের সাথে মাথার যে সম্পর্ক, দীনের সাথে ইসলামেরও সে সম্পর্ক। এখানে ইসলাম বলতে শুধু

কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়ে ইসলাম কবূল করা নয়, বরং ইসলামকে দীন হিসেবে অর্থাৎ জীবনের যাবতীয় দিক ও বিভাগের এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গোটা জীবনের জন্য একক এবং একমাত্র ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা বুঝানো হয়েছে। নামাযকে দীনের স্তম্ভ বলা হয়েছে। অপর একটি মশহূর হাদীসে নামাযসহ পাঁচটি জিনিস, যথা ঃ কালেমা শাহাদাত, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতকে দীনের স্তম্ভ বলা হয়েছে। যেরূপ স্তম্ভ ছাড়া ইমারত দাঁড়াতে পারে না, সেরূপ বর্ণিত বিষয়সমূহ ছাড়া দীনের কল্পনা করা যায় না। যেরূপ স্তম্ভের নাম ইমারত নয়, সেরূপ নামাযসহ পাঁচটি জিনিসের সমষ্টিও পরিপূর্ণ দীন নয়। যেরূপ ইমারতকে বসবাস উপযোগী করার জন্য দরজা-জানালা, ছাদ, প্রাচীর প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, সেরূপ দীনকে পরিপূর্ণ রূপ দান করার জন্য আরো বহু জিনিসের প্রয়োজন হয়। জিহাদকে দীনের বুলন্দ শীর্ষ হিসেবে আখ্যায়িত করে নবী করীম (সা) দীনের পরিপূর্ণ রূপের উপর আলোকসম্পাত করেছেন। অর্থাৎ দীনকে পরিপূর্ণ রূপ দান করতে হলে, দীনকে অন্য দীনের উপর বিজয়ী করতে হলে জিহাদ অপরিহার্য। দীন ইসলামকে অপর দীনের উপর বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে জিহাদ পরিচালনা করা বা জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য খিলাফত আলা মিনহাজাতুন নবূওয়ত বা নবূওয়তের পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করা অপরিহার্য। এ জন্য যে সংগ্রাম ও সাধনা করা হয়, তা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের ফল থেকে বান্দা যাতে বঞ্চিত না হয় তার জন্য নবী করীম (সা) জিহ্বার হিফাযতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জিহ্বাকে সংযত না রাখলে বান্দা জীবনব্যাপী বহু সংখ্যক ইবাদত করা সত্ত্বেও কিয়ামতের দিন বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। জিহ্বার অপপ্রয়োগ বা অন্যায় প্রয়োগের কারণে মানুষ দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।

ভোরবেলা জিহ্বার প্রতি শরীরের আবেদন

(١٨٠) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَفَعَهُ قَالَ اِذَا اَصْبَحَ ابْنُ اٰدَمَ فَاِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُوْلُ اتَّقِ اللّٰهَ فِيْنَا فَاِنَّا نَحْنُ بِكَ فَاِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَاِنِ اعْوَجَجْتَ اَعْوَجَجْنَا.

হাদীস-১৮০ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (সা) বলেছেন ঃ আদম সন্তান ভোরবেলা যখন ঘুম থেকে উঠে, তখন শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ বিনীতভাবে জিহ্বাকে বলে, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আমরা তোমার সাথে রয়েছি। তুমি দৃঢ় থাকলে আমরাও দৃঢ়পদ থাকব এবং তুমি বিপথে পরিচালিত হলে আমরাও বিপথে পরিচালিত হব। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ জিহ্বার মন্দ আচরণের ফলে শরীরের অপর অংশসমূহ বিপদের সম্মুখীন হয়। তাই তারা প্রত্যেক দিন ভোরবেলা জিহ্বাকে সংযত থাকার জন্য অনুরোধ করে। জিহ্বা আল্লাহ্‌কে ভয় করে বক্র রাস্তা অবলম্বন না করলে শরীরের অপরাপর অংশ বিপদমুক্ত থাকবে। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিভাবে পরস্পর কথা বলে তা একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন। যেরূপ আমাদের শরীরের এক অংশ অপর অংশের সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ করে, সেরূপ এক অঙ্গ অপর অঙ্গের সাথে নিজেদের ভাবের বিনিময় করতেও সক্ষম। প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠার সাথে সাথে জিহ্বাকে আল্লাহ্‌র গুণগানে ব্যবহার করা উচিত। যাতে শয়তান জিহ্বাকে মন্দকাজে ব্যবহার করতে না পারে তার জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। বারবার জিহ্বাকে আল্লাহ্‌র যিকর এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে দীন শিক্ষা দেয়ার কাজে ব্যবহার করলে আশা করা যায় জিহ্বা সংযত থাকবে।

দু'টি জিনিসের বিনিময়ে জান্নাতের নিশ্চয়তা

(١٨١) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضْمَنْ لِىْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

হাদীস-১৮১ ঃ হযরত সাহল ইবন সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে আমাকে তার জিহ্বা এবং লজ্জাস্থানের নিরাপত্তা দান করবে, আমি তাকে জান্নাতের নিরাপত্তা দান করব। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ জিহ্বা এবং লজ্জাস্থানের অপপ্রয়োগ এবং অবৈধ প্রয়োগ মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বান্দা তার জিহ্বা এবং লজ্জাস্থানের দ্বারা অপরাধ করে এবং সমাজ-জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। তাই নবী করীম (সা) এ দুটো জিনিস সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি তার জিহ্বা এবং লজ্জাস্থানের সঠিক হিফাযত করতে সক্ষম হয়, তাহলে আশা করা যায়, সে জান্নাতে স্থান লাভ করতে পারবে।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, এসব হাদীস নবী করীম (সা) যাঁদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তাঁরা ছিলেন পাকা ঈমানদার। ইসলামের ফরয-ওয়াজিব বিধান তাঁরা অবশ্যই পালন করতেন। সুতরাং ফরয-ওয়াজিব বিধান বাদ দিয়ে শুধু রসনা ও লজ্জাস্থানের হিফাযত করলেই জান্নাত লাভ করা যাবে মনে করা ভুল হবে।

সবচেয়ে মারাত্মক ভয়ের বস্তু

(١٨٢) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِىِّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَااَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَىَّ قَالَ فَاَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هٰذَا.

হাদীস-১৮২ ঃ হযরত সুফিয়ান ইবন আবদুল্লাহ সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমার ব্যাপারে আপনি যা ভয় করেন তাতে সবচেয়ে মারাত্মক কোনটি? সুফিয়ান (রা) বলেন, নবী (সা) তাঁর নিজের জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন ঃ 'এটা'। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ সৎকর্মশীল মু'মিন বান্দা জ্ঞাতসারে কোন পাপকাজে নিজেকে লিপ্ত করেন না। আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা থেকে আপ্রাণ নিজেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের কাছে শয়তান বারবার পরাস্ত হয় কিন্তু পরাস্ত হওয়ার পরও শয়তান আল্লাহ্‌র নেক বান্দাকে বিপথগামী করার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। জিহ্বার অসতর্ক ব্যবহারের মধ্যে শয়তানের সাফল্য এবং বান্দার পরাজয় রয়েছে। অসাবধান ও অসতর্ক কথাবার্তার দ্বারা যে অনেক মারাত্মক গুনাহ হয়, তা অনেকে খেয়ালও করতে পারে না। তাই নবী করীম (সা) জিহ্বাকে অন্যায় এবং অসঙ্গত কথাবার্তা থেকে হিফাযত করার জন্য বারবার উপদেশ দিয়েছেন।

চুপ থাকলে বাঁচবে

(١٨٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا.

হাদীস-১৮৩ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ যে চুপ থেকেছে সে নিজেকে বাঁচিয়েছে।

'(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, দারিমী ও বায়হাকী ঃ শুয়াবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ যে চুপ থেকেছে সে নিজেকে অকল্যাণ ও অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেছে। চুপ থাকার অর্থ হল অশ্লীল, অন্যায় কথাবার্তা থেকে জিহ্বাকে হিফাযত করা। কারণ অন্যায় ও অসংযত কথাবার্তার জন্য বান্দা দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।

চুপ থাকার অর্থ সম্পূর্ণ নিরুত্তর থাকা নয়, বরং সংযত কাজে জিহ্বাকে ব্যবহার করা কর্তব্য। কোন কোন ক্ষেত্রে জিহ্বাকে ব্যবহার না করা গুনাহ। যেমন কোন সবল ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তির ওপর যুলম করছে। এ ক্ষেত্রে জিহ্বার দ্বারা যুলমের প্রতিবাদ করা কর্তব্য এবং তাতে বান্দা প্রচুর সওয়াব লাভ করবে। যদি প্রতিবাদ না করে বা যালিমের বিরুদ্ধে জিহ্বাকে ব্যবহার না করে, তাহলে সে গুনাহ্‌গার হবে।

নাজাত কি

(١٨٤) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا النَّجَاةُ؟ فَقَالَ اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ.

হাদীস-১৮৪ ঃ হযরত উকবা ইবন আমের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সাথে মুলাকাত করলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, নাজাত কি? তিনি বললেন, তোমার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ কর, তোমার জন্য তোমার গৃহ যেন প্রশস্ত থাকে এবং নিজের গুনাহের জন্য ক্রন্দন কর। (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ যাবতীয় অকল্যাণ ও অমঙ্গল থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তিনটি জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে। জিহ্বাকে সংযত রাখা এবং জিহ্বার দ্বারা অন্যায় ও অসঙ্গত কথাবার্তা না বলা। অজ্ঞাতসারে মানুষ জিহ্বার দ্বারা অসংখ্য অমঙ্গল উপার্জন করে। তাই তার হিফাযতের মধ্যে বান্দার নাজাত রয়েছে।

নিজের গৃহ প্রশস্ত থাকার অর্থ হল উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘরের বাইরে ঘুরে না বেড়ান। প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করার পর ঘরের বাইরে অবস্থান করা নিজের এবং পরিবার-পরিজনের জন্য মঙ্গলজনক নয়। যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে থাকে বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায়, সে নিজের এবং পরিবার-পরিজনের উপর যুলম করে। নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে অকল্যাণের দিকে ঠেলে দেয়। বস্তুত প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করে ঘরে ফিরে আসার মধ্যে বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। তাই নবী করীম (সা) বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে ঘুরে না বেড়ানোর উপদেশ দিয়েছেন।

গুনাহের জন্য কাঁদা খুবই উপকারী। যে বান্দা আল্লাহ্কে ভয় করে কাঁদে, আল্লাহ্ সে বান্দাকে মাফ করে দেন। তাই তওবা করা, কান্নাকাটি করা এবং গুনাহের জন্য মাফ চাওয়ার মধ্যে বান্দার পরিত্রাণ রয়েছে।

দীর্ঘ নীরবতা ও উত্তম আচরণ : দুনিয়াতে হালকা, আখিরাতে ভারী

(١٨٥) عَنْ اَنَسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى خَصْلَتَيْنِ هُمَا اَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ وَاَثْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ؟ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ طُوْلُ الصَّمْتِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَاعَمِلَ الْخَلاَئِقُ بِمِثْلِهِمَا.

হাদীস-১৮৫ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সা) বললেন ঃ হে আবূ যর! আমি কি তোমাকে এমন দুটো অভ্যাস বলব না যা দুনিয়ার বুকে হালকা এবং আখিরাতের মীযানে ভারী? আবূ যর বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! অবশ্যই বলুন। নবী (সা) বললেন ঃ দীর্ঘ নীরবতা ও উত্তম আচরণ। যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! মাখলূকের আমলের মধ্যে এ দুটো আমল বে-মিসাল বা অতুলনীয়। (বায়হাকী ঃ শুয়াবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ দীর্ঘ নীরবতার অর্থ হল অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা। যে অপ্রয়োজনীয় ও অন্যায় কথাবার্তা থেকে নিজের জিহ্বার হিফাযত করে, সে নিজেকে অনেক পাপ থেকে রক্ষা করে এবং যে পাপ হতে নিজেকে রক্ষা করে, সে আখিরাতের মীযানে নিজের নেক আমলকে অনেক ভারী পাবে।

মানুষের সাথে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা না বলা বা মানুষের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের কোণে আবদ্ধ থাকার দলীল হিসেবে এ হাদীস ব্যবহার করা অনুচিত। স্বয়ং নবী করীম (সা) দীর্ঘ নীরবতা পালনকারী ছিলেন। অথচ তিনি দিন-রাত আল্লাহ্‌র দীনকে বিভিন্নভাবে মানুষের কাছে পেশ করেছেন। আল্লাহ্‌র দীনের দাওয়াত পেশ করার জন্য বিভিন্ন স্থানে গিয়েছেন। মানুষের কাছে দাওয়াত পেশ করার সামান্য সুযোগও হারাননি তিনি। তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে তালীম ও তারবিয়াত দিয়েছেন। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য বা পরিবার-পরিজনকে সুখী ও সন্তুষ্ট করার জন্য যতটুকু কথাবর্তা বলার প্রয়োজন হতো, ততটুকু কথা তিনি বলতেন। এছাড়া যে সামান্য সময় থাকত সে সময়ে তিনি নীরবতা পালন করতেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতেন। তাই নীরবতা পালনের ক্ষেত্রে নবী করীম (সা)-এর আদর্শ আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য।

বান্দার উত্তম আচরণও আখিরাতের পাল্লায় খুব ভারী। উত্তম আচরণের দ্বারা মানুষের সমাজে মহব্বত ও হৃদ্যতার সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ্‌র দীনের প্রচার ও প্রসার খুব সহজ হয়। তাই আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন উত্তম আচরণের প্রতিদান খুব বেশি দিবেন। দীর্ঘ নীরবতা ও উত্তম আচরণ আমল হিসেবে মোটেই কঠিন নয়, বরং যে কোন মানুষ অনায়াসে তা করতে পারে। অথচ আখিরাতের আদালতে এ দুটো সাধারণ কাজের জন্য অনেক সওয়াব দান করা হবে। নবী করীম (সা) এ দুটো অভ্যাসকে বান্দার অতুলনীয় আমল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

মন্দ সাথীর চেয়ে একাকিত্ব এবং একাকিত্ব থেকে ভাল সাথী উত্তম

(١٨٦) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ اَتَيْتُ اَبَا ذَرٍّ فَوَجَدْتُهُ فِى الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا بِكِسَاءٍ اَسْوَدَ وَحْدَهُ فَقُلْتُ يَااَبَا ذَرٍ مَا هٰذِهِ الْوَحْدَةُ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِّنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِّنَ الْوَحْدَةِ وَاِمْلاَءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوْتِ وَالسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِّنْ اِمْلاَءِ الشَّرِّ.

হাদীস-১৮৬ ঃ হযরত ইমরান ইবন হিত্তান (রা) বলেন, আমি আবূ যর (রা)-এর খিদমতে হাযির হলাম এবং তাঁকে কাল চাদর আবৃত অবস্থার মসজিদে একাকী পেলাম। আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ যর! কেন এ একাকী? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, মন্দ সাথীর সাথে থাকার চেয়ে একাকিত্ব উত্তম, এবং ভাল সাথীর সঙ্গে বসা একাকিত্ব থেকে উত্তম, উত্তম বচন নীরবতা থেকে উত্তম এবং নীরবতা মন্দ বচন থেকে উত্তম। (বায়হাকী ঃ শুয়াবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ মন্দ সাথীদের সাথে উঠা-বসা করা অনুচিত। মন্দ সাথীদের মজলিসে যোগদান করা অন্যায় ও অনুচিত। মন্দ ব্যক্তিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে বা তাদের সাথে চলাফেরা করলে তাদের মন্দ আমলের প্রভাব ভাল মানুষের উপর পড়তে পারে। তাই মন্দ সাথী এবং তাদের সাথে উঠা-বসা করা থেকে দূরে থাকা বা তাদের সংশ্রব ত্যাগ করে একাকী যিন্দেগী যাপন করা উত্তম। কিন্তু আল্লাহ্র দীন মানুষের কাছে পৌঁছানো বা আল্লাহ্র বান্দাদেরকে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে মন্দ মানুষের সাথে মেলামেশা করা নাজায়েয নয়। বরং আল্লাহ্র বাণী পৌঁছান ও সংশোধন করার চেষ্টা করা মু'মিন বান্দার কর্তব্য। পাপী ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে পাপকে ঘৃণা করতে হবে এবং মন্দ ব্যক্তিকে পাপের সমুদ্র থেকে উদ্ধার করার ঐকান্তিক ইচ্ছা বিশ্বাসী ব্যক্তির থাকা উচিত। প্রশ্ন হল, বারবার দাওয়াত দেয়ার বা নসীহত করার পরও যখন কোন ব্যক্তি দাওয়াত কবূল করে না, বরং বিরোধিতা করে, তখন দাওয়াত প্রদানকারীর কর্তব্য কি হবে? দাওয়াত প্রদানকারী কি এ ধরনের বান্দার পেছনে সময় ব্যয় করবেন? দাওয়াত প্রদান করা ঈমানদার ব্যক্তির দীনি কর্তব্য। বলপূর্বক কাউকে হিদায়ত দান করা যাবে না। মানুষকে হিদায়ত করা বা না করা একমাত্র আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে এবং তিনি আকাঙ্ক্ষী বান্দাদেরকে হিদায়ত করেন। তাই দাওয়াত দান করার পর বিরোধিতা শুরু হলে বা কোনরূপ ফল না পাওয়া গেলে বিশ্বাসী ব্যক্তি আল্লাহ্র অন্য বান্দাদের কাছে ইসলামের পয়গাম পেশ করতে পারেন।

উত্তম সাথী থাকা অবস্থায় একাকী যিন্দেগী যাপন করাকে পসন্দ করা হয়নি। যারা ইসলামের সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী যিন্দেগী যাপন করার জন্য বিভিন্ন বাহানা ও অজুহাত তালাশ করেন, তাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলামে কোনরূপ বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই এবং রাসূলের আদর্শ হল সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা এবং আল্লাহ্র বান্দাদের কাছে আল্লাহ্র দীনকে পেশ করা। তাই উত্তম কথাকে নীরবতা থেকে শ্রেয় আখ্যায়িত করা হয়েছে। উত্তম কথা বলা মু'মিনের ঈমানের অপরিহার্য অংশ। কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তম কথা না বলে নীরবতা অবলম্বন করলে গুনাহ হবে। একমাত্র মন্দ বচন ও অসঙ্গত কালাম থেকে জিহ্বার হিফাযত করতে হবে। অন্য কোন অবস্থায় নীরবতা অবলম্বন করা যাবে না।

গীবত

চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না

(১৮৭) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

হাদীস-১৮৭ ঃ হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ অপরের নিন্দা করা বা এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপর ব্যক্তির কাছে মিথ্যা কথা বলা খুবই নিন্দনীয় অভ্যাস। মিথ্যা প্রচার, নিন্দাবাদ, মিথ্যা দোষারোপ প্রভৃতি সমাজে শত্রুতা ও সংঘাতের সৃষ্টি করে। মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক মহব্বত ও ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত। বান্দার অন্তরে ঈমান ও অন্যের অমঙ্গল কামনা একত্র হতে পারে না। আল্লাহ্ নিন্দুক ব্যক্তিকে অপসন্দ করেন। নিন্দুক ব্যক্তি তার অপরাধের জন্য তওবা না করলে বেহেশতে যেতে পারবে না। নিন্দুক ব্যক্তির অন্তর অপরিষ্কার ও আবর্জনাপূর্ণ। অপরাধের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তাকে পাক-সাফ করে জান্নাতে দাখিল করতে পারেন।

নিন্দাবাদকারী নিকৃষ্ট লোক

(১৮৮) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غُنْمٍ وَاَسْمَاءِ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ اِذَا رُأُوْا ذُكِرَاللّٰهُ وَشِرَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الْمَشَّاؤُنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ اَلْبَاغُوْنَ الْبُرَاءَ الْعَنَتَ.

হাদীস-১৮৮ ঃ হযরত আবদুর রহমান ইবন গুনম (রা) এবং আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন ঃ তারা আল্লাহ্র উৎকৃষ্ট বান্দা, যাদেরকে দর্শন করলে আল্লাহ্র স্মরণ হয়। তারা আল্লাহ্র নিকৃষ্ট বান্দা, যারা নিন্দাবাদ করে বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নেক বান্দাদেরকে বিপদে ফেলে।

(মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকী ঃ শুয়বুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের লক্ষণ হল তাদেরকে দর্শন করলে মানুষ তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হয়, অন্তরে আল্লাহ্‌র ইয়াদ সৃষ্টি হয় এবং অন্তরের যাবতীয় গাফলত বিদূরিত হয়। সবল ঈমান ও নেক আমলের জ্যোতি অন্য বান্দাকে সৎকর্ম ও ইবাদতের দিকে আকর্ষণ করে। তাই আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদেরকে মহব্বত করা, তাদের সাথে উঠাবসা করা এবং তাদের সান্নিধ্য লাভ করার মধ্যে ফায়দা রয়েছে।

আল্লাহ্‌র নিকৃষ্ট বান্দাদের লক্ষণ হল তারা অন্যের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং সৎব্যক্তিদের কষ্ট দান করে বা তাদেরকে গুনাহর মধ্যে লিপ্ত করার চেষ্টা করে। তাই যাদের মধ্যে এ ধরনের নিন্দনীয় অভ্যাস রয়েছে, তাদের থেকে সর্বদা দূরে থাকা উচিত। তালীম ও তারবিয়াতের মাধ্যমে মন্দ মানুষের মন্দ স্বভাব দূর করার চেষ্টা করা নেক বান্দাদের কর্তব্য। মানুষের মনে আল্লাহ্‌র মহব্বত ও ভীতি সৃষ্টি করতে পারলে আলোচিত মন্দ অভ্যাসগুলো সহজে দূর হতে পারে।

মুক্ত অন্তঃকরণ রাসূলের পসন্দকৃত

(١٨٩) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيُبَلِّغُنِى اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِىْ عَنْ اَحَدٍ شَيْئًا فَانِّىْ اُحِبُّ اَنْ اُخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ.

হাদীস-১৮৯ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার কোন সাথী যেন অন্যের কোন কথা আমাকে না পৌঁছায়। কেননা আমি তোমাদের কাছে মুক্ত অন্তঃকরণসহ আসতে পসন্দ করি। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সা) তাঁর সকল সাথীকে ভালবাসতেন, তাদের কল্যাণ কামনা করতেন এবং কৌশলে তাদের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করতেন। তিনি তাদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করতেন। প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তি সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করা উচিত। কোন দুর্বল মুহূর্তে কোন বান্দা কোন দুর্বলতা প্রদর্শন করলে তা মানুষের কাছে বলে বেড়ান নেহায়েত অন্যায়। এতে কোন কল্যাণ নেই, বরং অকল্যাণ রয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে মু'মিন ব্যক্তির কর্তব্য হবে অপর ভাইয়ের দুর্বলতা সুকৌশলে সংশোধন করার চেষ্টা করা।

সামাজিক স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থাকলে দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছে অধীনস্থ ব্যক্তির দুর্বলতা প্রকাশ করা নাজায়েয নয়। দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হেয় করার উদ্দেশ্যে কোন দুর্বলতা প্রকাশ করা অনুচিত।

গীবতকারীর পরকালীন অবস্থা

(١٩٠) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِىْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ اَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِىْ اَعْرَاضِهِمْ.

হাদীস-১৯০ ঃ হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন আমার মিরাজ হয়েছিল, তখন আমি কতিপয় লোকের নিকট দিয়ে গিয়েছিলাম যাদের নখ ছিল তামার এবং তারা তা দিয়ে নিজেদের চেহারা এবং বুক খামচিয়ে যখম করছিল। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এ লোকগুলো কারা? তিনি বললেন ঃ তারা মানুষের গোশত খেত এবং তাদের ইয্যতের উপর হামলা করত। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ মিরাজের সময় নবী করীম (সা) আলমে বরযখের মধ্যে গীবতকারীদের অবস্থা দেখেছিলেন। যারা দুনিয়ার যিন্দেগীতে মানুষের আবরু ও ইয্যতের উপর হামলা করে, অসাক্ষাতে অন্য মানুষের সম্মান বিনষ্ট করে, তাদের জন্য আল্লাহ্ আখিরাতের যিন্দেগীতে ভয়ানক আযাব নির্ধারিত করে রেখেছেন। মানুষের ইয্যতের উপর হামলা করা মানুষের শরীরের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতনের চেয়ে সম্মানের অবমাননা বেশি পীড়াদায়ক। ঔষধের দ্বারা মানুষের শারীরিক যখম আরোগ্য করা যায়, কিন্তু মানুষের মনের উপর যে ক্ষতের সৃষ্টি করা হয় তা সহজে চিকিৎসা করা যায় না। মানুষের মন ও ইয্যতের উপর হামলাকারীগণ মৃত্যুর পর আলমে বরযখে নিজেদের চেহারা এবং বুক তামার নখের দ্বারা আঁচড়াতে থাকবে। দুনিয়ার যিন্দেগীতে কথার তলোয়ার দ্বারা তারা যেরূপ অন্যের চেহারা ক্ষত-বিক্ষত করেছিল, আখিরাতের যিন্দেগীতে তাদেরকে নিজেদের চেহারা নিজেরাই ক্ষত-বিক্ষত করতে বাধ্য করা হবে। দুনিয়ার যিন্দেগীতে তারা ইয্যতের উপর হামলা চালিয়ে যেরূপ মানুষের বুকের উপর ক্ষত সৃষ্টি করত, সেরূপ ক্ষত নিজেদের বুকের উপর সৃষ্টি করার জন্য তাদেরকে হুকুম করা হবে।

গীবত যেনার চেয়েও নিকৃষ্ট

(١٩١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ

الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِى فَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ (وَ فِىْ رِوَايَةٍ فَيَتُوْبُ فَيَغْفِرُ اللّٰهُ لَهُ) وَاِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لاَ يُغْفَرُ لَهُ حَتّٰى يَغْفِرُهَا لَهُ صَاحِبُهُ.

হাদীস-১৯১ ঃ আবূ সাঈদ (রা) ও হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন ঃ গীবত যেনা থেকে নিকৃষ্ট। রাসূল (সা)-এর আসহাব বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! গীবত কিভাবে যেনা থেকে নিকৃষ্ট? তিনি বললেন ঃ কোন ব্যক্তি যেনা করার পর তওবা করলে আল্লাহ্ তার তওবা কবূল করতে পারেন (অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে, সে তওবা করলে আল্লাহ্ তাকে মাফ করবেন) কিন্তু গীবতকারীকে ততক্ষণ মাফ করা হবে না যতক্ষণ না তার বন্ধু (অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে গীবত করা হয়েছে) তাকে মাফ করবে। (বায়হাকী ঃ শুয়বুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ যে আল্লাহ্র হক বিনষ্ট করে, সে আল্লাহ্র কাছে মাফ চাইলে আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিতে পারেন, কিন্তু যে বান্দার হক বিনষ্ট করেছে, বান্দার মনে কষ্ট দিয়েছে, বান্দার হক না দেয়া পর্যন্ত বা তাকে খুশি ও সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত সে আল্লাহ্র কাছে মাফ চাইলেও আল্লাহ্ তাকে মাফ করবেন না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে নবী করীম (সা) গীবতকে যেনার চেয়ে শক্ত অপরাধ আখ্যায়িত করেছেন।

যে সব গুনাহর হদ বা শাস্তি নির্ধারিত হয়নি, সে সব গুনাহকে অনেক ব্যক্তি মূর্খতার কারণে ছোট জ্ঞান করে। আশা করা যায় এ হাদীস তাদের জ্ঞানের চোখ খুলে দেবে।

গীবত ও বুহতানের সংজ্ঞা

(١٩٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

হাদীস-১৯২ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা কি জান গীবত কাকে বলে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল বেশি জানেন। তিনি বললেন ঃ তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে পসন্দ করে না। বলা হল, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহলে কি তা গীবত

হবে? আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বললেন ঃ যা তুমি বলেছ তা তার মধ্যে থাকলে তুমি গীবত করেছ এবং তা তার মধ্যে না থাকলে তুমি তার বুহতান (অপবাদ) দিচ্ছ। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের অসাক্ষাতে তার দোষ বর্ণনা করা গীবত। গীবতের দ্বারা সমাজের শান্তি বিঘ্নিত হয়, পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্মান বিলুপ্ত হয় এবং অসাক্ষাতে দোষ বর্ণনা করার কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থন করা বা তার প্রতিবাদ করার সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তা এক জঘন্য ধরনের বে-ইনসাফী। গীবত মারাত্মক সামাজিক ব্যধি হওয়ার কারণে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন গীবতকারীকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।

বুহতান গীবতের চেয়েও মারাত্মক। তাই ভুলক্রমেও কোন আল্লাহ্‌র বান্দার বিরুদ্ধে বুহতান বা অপবাদ আরোপ করা ঠিক নয়।

হাকিমের কাছে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দোষ বর্ণনা করা, পেশাদার চোর, বদমায়েশ, গুন্ডা বা মারাত্মক দুষ্কৃতকারী ব্যক্তির অপরাধ সম্পর্কে সমাজের মানুষকে হুঁশিয়ার করা, সংশোধন করার উদ্দেশ্যে শাসক ব্যক্তি বা সরকারী আমলাদের দোষ বর্ণনা করা, বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে পাত্র-পাত্রীর দোষ-গুণ সম্পর্কে সঠিক রায় দান করা, পদস্থ ব্যক্তির কাছে অধীনস্থ ব্যক্তির দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করা ইত্যাদি গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ব্যক্তিভেদে চেহারা পরিবর্তনকারী কিয়ামতে নিকৃষ্ট মর্যাদা পাবে

(১৯৩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُوْنَ شَرًّا النَّاسِ يَوْمَ الْقِيمَةِ ذَالْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَاْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَّهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ.

হাদীস-১৯৩ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কোন মানুষের কাছে এক চেহারায় আবির্ভূত হয় এবং অন্য মানুষের কাছে ভিন্ন চেহারা নিয়ে আসে, তাকে তোমরা কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট মানুষের অবস্থায় দেখতে পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ যারা প্রকাশ্যে নিজেদেরকে মুসলমান বলে, অথচ নিজেদের স্বার্থ ও সুযোগ সুবিধা সংরক্ষণের জন্য ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে বা তাদের সাথে মিলিত হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের বিপরীত কাজ করে, তাদেরকে ইসলামের পরিভাষায় মুনাফিক বলা হয়। এ ধরনের লোক নামায-রোযা পালন করলেও মুসলমানদের সমাজভুক্ত নয়। তাদের জন্য জাহান্নামের নিকৃষ্টকম আযাব রয়েছে।

আলোচ্য হাদীসে মুনাফিকদের সদৃশ আমলের কথা বলা হয়েছে। যারা নিজেদের পার্থিব সুযোগ-সুবিধা এবং লোভ-লালসার জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে, এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়, দুই বন্ধুর মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করার জন্য পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা বলে, তারা দীনী পরিভাষায় মুনাফিকের দলভুক্ত না হলেও তাদের মুনাফিকসুলভ আমল ও আচরণের জন্য কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট মানুষ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। হাদীসে 'বিভিন্ন চেহারায় আবির্ভূত হওয়া' দ্বারা এ কথাই বুঝান হয়েছে।

দুনিয়ায় দুই চেহারাওয়ালার কিয়ামতে আগুনের দুটো জিহ্বা থাকবে

(١٩٤) عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَّارٍ.

হাদীস-১৯৪ ঃ হযরত আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার যিন্দেগীতে দুই চেহারার অধিকারী, কিয়ামতের দিন তার আগুনের দুটো জিহ্বা থাকবে। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ার যিন্দেগীতে কপট ব্যক্তিগণ নিজেদের জিহ্বাকে পরস্পর বিরোধী কাজে ব্যবহার করে, এক জিহ্বাকে দুইভাবে ব্যবহার করে এবং জিহ্বার দ্বারা ব্যক্তি, মানুষ ও সমাজের বুকে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কপট ব্যক্তিদেরকে আগুনের জিহ্বা দিবেন। দুই জিহ্বা দান করে তাদেরকে অপমানিত করবেন এবং আগুনের দুই জিহ্বা থাকার কারণে তাদের প্রতি আযাবের আধিক্য হবে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে এ ধরনের অপমান ও আযাব থেকে হিফাযত করুন। আমীন। সুম্মা আমীন।

সততা ও আমানতদারী এবং মিথ্যা ও খিয়ানত

সত্য জান্নাতের দিকে এবং মিথ্যা দোযখের দিকে পরিচালিত করে

(١٩٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتّٰى يُكْتَبُ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا.

হাদীস-১৯৫ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সত্য কথা বলা তোমাদের কর্তব্য। কেননা সিদক বা সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে এবং নেকী জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। যখন মানুষ সত্য বলে এবং সত্য গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ্র দরবারে তার নাম সিদ্দীক বা সত্যবাদী হিসেবে লেখা হয়। মিথ্যার ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থাক। কেননা মিথ্যা বদকর্মের দিকে নিয়ে যায় এবং বদকর্ম জাহান্নামে নিয়ে যায়। যখন মানুষ মিথ্যা বলে এবং মিথ্যা গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ্র কাছে তার নাম মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখিত হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সত্য কথা বলার ফায়দা দুনিয়া ও আখিরাতে প্রচুর রয়েছে। সত্যবাদী ব্যক্তিকে মানুষ বিশ্বাস করে এবং সম্মান করে। মিথ্যাবাদী মানুষ প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্বারা যা করতে পারে না, সত্যবাদী মানুষ তার সত্যবাদিতার দ্বারা তা করতে পারে। এমনকি কোন স্বার্থের সংঘাতের কারণে কোন ব্যক্তি শত্রু হয়ে গেলেও যখন সে আবেগমুক্ত হয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন সত্যবাদীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে।

সত্য বলার নিয়ামত অফুরন্ত। এটা সকল মানুষের মধ্যে সৎকর্ম করার অভ্যাস সৃষ্টি করে এবং তাকে আল্লাহ্র দরবারে সিদ্দীকের পর্যায়ে উন্নীত করে। যে সিদ্দীকের পর্যায়ে উন্নীত হয়, সে কিয়ামতের দিন ভয়াবহ বিপদ থেকে মাহফূয থাকবে। আল্লাহ্ তাকে তার সত্যবাদিতার জন্য নিয়ামতভরা জান্নাত দান করবেন।

মিথ্যা কথা বলার অমঙ্গল অফুরন্ত। মিথ্যাবাদী ব্যক্তিকে তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ছেলে-মেয়ে কেউ বিশ্বাস করে না। মিথ্যাবাদী ব্যক্তি প্রভাব-প্রতিপত্তির

অধিকারী হওয়ার কারণে মানুষ তার সাথে স্বার্থের কারণে সম্পর্কিত হলেও অন্তর থেকে তারা তাকে ঘৃণা করে।

মিথ্যা যাবতীয় পাপের মূল। এটা এক জঘন্য অপরাধ। মিথ্যার অভ্যাস মানুষকে দুষ্কর্মের দিকে পরিচালিত করে এবং আল্লাহ্র দফতরে তার নাম মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখিত হয়। দুষ্কর্মের কারণে যার নাম আল্লাহ্র দফতরে মিথ্যাবাদী তথা জঘন্য অপরাধকারী হিসেবে লিখিত হয়, তার জন্য জাহান্নামের কঠিন আযাব অবধারিত।

রাসূল (সা)-এর ছাহাবীদের সত্যবাদী, আমানতদার ও সৎ প্রতিবেশী হওয়া উচিত

(١٩٦) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ قُرَادٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ اَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْئِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰذَا قَالُوْا حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّحِبَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اَوْ يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهُ اِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَا ائْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ.

হাদীস-১৯৬ ঃ হযরত আবদুর রহমান ইবন আবূ কুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন উযূ করলেন। তাঁর সাহাবীগণ তাঁর উযূর পানির দ্বারা নিজেদের শরীরে মাসেহ করতে লাগলেন। নবী (সা) তাদেরকে বললেন ঃ এরূপ করতে তোমাদেরকে কি জিনিস উদ্বুদ্ধ করেছে? তারা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত। নবী (সা) বললেন ঃ যে খুশি হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত করার জন্য বা পসন্দ করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাঁকে ভালবাসুন, সে যেন সত্য কথা বলে, আমানত রাখা হলে তা যেন ফিরিয়ে দেয় এবং তার প্রতিবেশীদের সাথে যেন ভাল আচরণ করে। (বায়হাকী ঃ শুয়বুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সা)-এর সাহাবিগণ রাসূলের প্রতি তাঁদের ভালবাসার আধিক্যের কারণে তাঁর উযূর ব্যবহৃত পানি নিজেদের শরীরে মাসেহ করেছিলেন। নবী করীম (সা) তাদের এহেন আমলের কারণ জানতে চাইলেন এবং তাদের জবাব শোনার পর তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সঠিকভাবে ভালবাসার তরীকা বলে দিলেন। যে সত্য কথা বলে, আমানতকারীকে আমানত ফিরিয়ে দেয় এবং প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রেমিক এবং এ ধরনের ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন। যদি কোন ব্যক্তি শুধু এ তিনটি

জিনিসের উপর আমল করে এবং ইসলামের অন্যান্য হুকুম-আহকাম পালন না করে, তাহলে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসার দাবি করতে পারে না। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসার দাবি হল জীবনের তামাম ক্ষেত্রে আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর আনুগত্য করা। যে বিশ্বাসী বান্দা নেক কাজ করে, মন্দ কাজ পরিহার করে এবং হাদীসে বর্ণিত তিনটি জিনিসের উপর আমল করে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। আল্লাহ্ আমাদেরকে ইশকে রাসূল এবং ইশকে ইলাহীর তাওফিক দিন। আমীন।

ছয়টি জিনিসের বিনিময়ে জান্নাতের ওয়াদা

(১৯৭) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اُصْدُقُوْا اِذَا حَدَّثْتُمْ وَاَوْفُوْا اِذَا وَعَدْتُّمْ وَاَدُّوْا اِذَا ائْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ وَغُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ.

হাদীস-১৯৭ ঃ হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আমাকে ছয়টি জিনিসের জামানত দাও, আমি তোমাদেরকে জান্নাতের জামানত দান করব। যখন কথা বলবে সত্য বলবে, যখন ওয়াদা করবে তা পূরণ করবে, আমানত রাখলে তা ফিরিয়ে দিবে, তোমাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে, তোমাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখবে এবং হাতকে সংযত রাখবে।

(মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকী ঃ শুয়াবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ যে বিশ্বাসী ব্যক্তি আরকানে ইসলাম পালন করে, আল্লাহ্র দীনকে বুলন্দ ও বিজয়ী করার জন্য চেষ্টা করে এবং হাদীসে বর্ণিত ছয়টি জিনিসের উপর আমল করে, সে জান্নাতে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র এ ছয়টি জিনিস পালন করে; কিন্তু নামায-রোযা প্রভৃতি পালন করে না বা আল্লাহ্র দীনকে গালিব ও বুলন্দ করার জন্য জিহাদের আহ্বানে সাড়া দান করে না, তাহলে সে জান্নাতের দাবিদার হতে পারবে না, বরং আল্লাহ্র হুকুম-আহকাম উপেক্ষা করা বা আরকানে ইসলাম অনুসরণ না করার দরুন সে নিন্দিত হবে।

সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী আম্বিয়া, সিদ্দিকীন ও শহীদদের সাথী

(১৯৮) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

হাদীস-১৯৮ ঃ আবূ দাঊদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী আম্বিয়া, সিদ্দিকীন ও শহীদদের সাথে থাকবেন। (তিরমিযী, দারেমী ও দারে কুতবী)

ব্যাখ্যা ঃ কিয়ামতের দিন আম্বিয়া (আ), আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রাণদানকারী শহীদগণ এবং আল্লাহ্‌র দীনকে সত্য হিসেবে কবূলকারী সিদ্দীকগণ (যাঁরা সত্যকে নিজেদের জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন) বুলন্দ মাকামে অবস্থান করবেন। তাঁদের শান-শওকত এবং সম্মান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তাঁরা আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দা হিসেবে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করবেন। কারণ তাঁরা দুনিয়ার যিন্দেগীতে আল্লাহ্‌র দীনকে কায়েম করার জন্য কঠিন কুরবানী দিয়েছেন। যারা কিয়ামতের দিন তাঁদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করার অনুমতি পাবেন, তাঁরা সৌভাগ্যবান বিবেচিত হবেন। যে সব ব্যবসায়ী আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস করেন, হালাল-হারাম মেনে চলেন, ইসলামের অবশ্য পালনীয় যিম্মাদারী পালন করেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা ও আমানতদারীর পরিচয় দেন, বাণিজ্যিক লেনদেনে ধোঁকা ও প্রবঞ্চণার আশ্রয় গ্রহণ না করেন, সে সব ব্যবসায়ী আম্বিয়া, শুহাদা এবং সিদ্দিকীনের দলভুক্ত হবেন। ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য গোসা-নশীন, খানকাহ্-নশীন বা লোকালয় ত্যাগ করে পাহাড়-পর্বতে চলে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বাণিজ্যিক কেন্দ্রে বসে ন্যায়, ইনসাফ ও সততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করেও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর প্রলোভন রয়েছে। তাই যে লোভ-লালসা দমন করে ন্যায়ানুগ বাণিজ্যিক লেনদেন করে, আল্লাহ্ তাকে বিশেষ মর্যাদা দান করেন।

আল্লাহ্-ভীরু ব্যবসায়ী ছাড়া সবাইকে বদকার হিসেবে কিয়ামতে উঠান হবে

(১৯৯) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيمَةِ فُجَّارًا اِلاَّ مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ.

হাদীস-১৯৯ ঃ হযরত উবাযদ ইবন রিফায়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হযরত রিফায়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী (সা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্-ভীরু নেক্কার ও সৎ ব্যবসায়ী ছাড়া সকল ব্যবসায়ীকে বদকার হিসেবে কিয়ামতের দিন উঠান হবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে অসাধু, প্রবঞ্চক ও লোভী ব্যবসায়ীদের খারাপ পরিণতির উল্লেখ করা হয়েছে। সততা, ন্যায়-ইনসাফ এবং ঈমানদারীর সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা না করলে আল্লাহ্‌র বান্দাদের কষ্ট হয়, বহুসংখ্যক মানুষের হক বিনষ্ট হয়। তাই

আল্লাহ্ অসৎ এবং অসাধু ব্যবসায়ীদেরকে বদকার হিসেবে কিয়ামতের দিন উঠাবেন এবং আযাব দান করবেন। আল্লাহ্র আযাব থেকে একমাত্র তারাই রক্ষা পাবেন যারা আল্লাহ্কে ভয় করে ইনসাফ ও সততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করেছেন এবং আল্লাহ্র কোন বান্দার হক বিনষ্ট করেননি। আল্লাহ্ মুসলিম ব্যবসায়ীদেরকে মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

খিয়ানত ও মিথ্যা মু'মিনের স্বভাব বহির্ভূত

(٢٠٠) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا اِلاَّ الْخِيَانَةَ وَالْكِذْبَ.

হাদীস-২০০ ঃ হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ খিয়ানত ও মিথ্যা ছাড়া মু'মিন ব্যক্তির স্বভাবে প্রত্যেক অভ্যাস থাকতে পারে। (আহমদ ও বায়হাকী ঃ শুয়বুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ দুর্বলতা মানুষের সহজাত। মু'মিন ব্যক্তি তার ব্যতিক্রম নন। মু'মিন ব্যক্তি নিজের দুর্বলতার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু দুটো অভ্যাস মু'মিনের স্বভাব বহির্ভূত। ঈমানের সাথে মিথ্যা ও আমানতের খিয়ানত একত্র হতে পারে না। অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তির যত অধঃপতনই হোক না কেন, তিনি মিথ্যাবাদী ও খিয়ানতকারী হতে পারেন না। মিথ্যা ও খিয়ানত ঈমানের বিপরীত কাজ। আর তাই নবী করীম (সা) বলেছেন, মু'মিনের সকল অভ্যাস থাকতে পারে; কিন্তু মিথ্যা ও খিয়ানত থাকতে পারে না।

মিথ্যার দুর্গন্ধে ফেরেশতা দূরে চলে যান

(٢٠١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلاً مِنْ نَتْنِ مَاجَاءَ بِهِ.

হাদীস-২০১ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন বান্দা মিথ্যা বলে, তখন মিথ্যার দুর্গন্ধে ফেরেশতা তার কাছ থেকে এক মাইল দূরে চলে যান। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ যেরূপ আমাদের বস্তু জগতে ভাল জিনিসের সুগন্ধ এবং পচা জিনিসের দুর্গন্ধ রয়েছে এবং ঘ্রাণশক্তিসম্পন্ন যে কোন প্রাণী তার ঘ্রাণ পেতে পারে, সেরূপ নৈতিক কর্মেরও গন্ধ রয়েছে। যখন বান্দা কোন সৎকর্ম করে, তখন তার সৎকর্মের প্রকৃতি ও গুরুত্ব অনুসার দুনিয়াতে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে। যখন কোন মন্দ ব্যক্তি মন্দ কাজ করে, তখন তার মন্দ কাজের দুর্গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়। দুনিয়াবাসী নৈতিক

আমলের দুর্গন্ধ ও সুগন্ধি অনুভব করতে পারে না। বিভিন্ন ইনতিযামের জন্য আল্লাহ্ যে সব ফেরেশতা দুনিয়াতে পাঠিয়ে থাকেন তারা সৎকর্মের সুগন্ধি এবং দুষ্কর্মের দুর্গন্ধ অনুভব করতে পারেন।

আমরা নৈতিক আমলের সুগন্ধি ও দুর্গন্ধ টের না পেলেও আমাদের আত্মা তা টের পায় এবং তার প্রমাণ হল ভাল মানুষের আত্মা ভাল মানুষের সংশ্রবে থাকতে চায়; ভাল মানুষের সান্নিধ্য লাভ করে তৃপ্ত ও আনন্দিত হয় এবং মন্দ মানুষের সংশ্রবে ভাল মানুষের আত্মা অতীষ্ঠ হয়ে উঠে।

ভাইয়ের সাথে মিথ্যা বলা সবচেয়ে নিকৃষ্ট খিয়ানত

(٢٠٢) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَسِيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا وَهُوَ لَكَ بِهٖ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ بِهٖ كَاذِبٌ.

হাদীস-২০২ ঃ হযরত সুফিয়ান ইবন আসিদ হাযরামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, সবচেয়ে নিকৃষ্ট খিয়ানত হল তুমি ভাইয়ের সাথে মিথ্যা কথা বল এবং সে তোমাকে সত্যবাদী মনে করে। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ মিথ্যা কথা সর্বদা এবং সকল অবস্থায় গর্হিত ব্যাপার। পরিস্থিতি এবং পরিবেশের বিভিন্নতার কারণে মিথ্যার গুনাহের পরিমাণ বিভিন্ন হয়। এক ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে অপর ব্যক্তিকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিল এবং অপর ব্যক্তি নিজের বাহাদুরী জাহির করা বা অন্যের বাহবা কুড়ানোর জন্য মিথ্যা বলল। উভয় ব্যক্তি মিথ্যার অপরাধে অপরাধী। কিন্তু প্রথম ব্যক্তি মিথ্যার দ্বারা অন্যের উপর যুলম করার কারণে বেশি শাস্তি লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হবে।

ভাইয়ের সাথে মিথ্যা বলা নিকৃষ্ট খিয়ানত এ জন্য বলা হয়েছে যে, মিথ্যাবাদী তার ভাইয়ের সরলতা ও তার সম্পর্কে সে যে ভাল ধারণ পোষণ করে, তার সুযোগ গ্রহণ করে এবং তার ক্ষতি সাধন করে। বস্তুত মিথ্যাবাদী ব্যক্তির তার ভাইয়ের আস্থা ও ভরসা থেকে নাজায়েয ফায়দা হাসিল করে তাকে বিপদে ফেলে।

মিথ্যা সাক্ষ্য দান এবং শির্ক সমপর্যায়ের কাজ

(٢٠٣) عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْاِشْرَاكِ بِاللّٰهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَاَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ.

হাদীস-২০৩ ঃ হযরত খুরায়ম ইবন ফাতিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায পড়ালেন এবং নামায শেষ হওয়ার পর দাঁড়িয়ে বললেন ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দান ও আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা সমপর্যায়ের করা হয়েছে। তিনি তিনবার তা বললেন। অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত হয়ে এবং তাঁর সাথে শির্ক না করে মূর্তি পূজার আবর্জনা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা উক্তি থেকে বেঁচে থাক।"

(আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ শির্ক নিকৃষ্টতম অপরাধ। অপর কোন অপরাধকে শির্কের সমপর্যায়-ভুক্ত করার অর্থ হল সে অপরাধও শিরকের অপরাধের মত মারাত্মক এবং ক্ষমার অযোগ্য। মিথ্যা সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে আল্লাহ্র বান্দাদের হক বিনষ্ট হয়, আবরু-ইয্যত ভূলুণ্ঠিত হয়, জীবন বিপন্ন হয়। মিথ্যা সাক্ষ্য দানের দ্বারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করার কারণে আল্লাহ্ মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারীর প্রতি অত্যধিক নারায ও অসন্তুষ্ট হন, যেরূপ শিরককারীর প্রতি আল্লাহ্ নারায, সেরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারীর প্রতিও তিনি নারায এবং অসন্তুষ্ট।

মিথ্যা শপথ করে সম্পদ আত্মসাৎকারীর উপর আল্লাহ্র ক্রোধ

(٢٠٤) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

হাদীস-২০৪ ঃ হযরত ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে মিথ্যা হলফ করে কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় মুলাকাত করবে যে, তিনি তার উপর ভয়ানকভাবে রাগান্বিত থাকবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ মিথ্যা কথা বলা পাপ। মিথ্যা তামাম পাপের মূল। মিথ্যা হলফ করা জঘন্য পাপ। মিথ্যা হলফের মাধ্যমে অন্যের হক বিনষ্ট করা আরও জঘন্য। যার অন্তরে আল্লাহ্ ও আখিরাতের ভয় রয়েছে, সে কখনো আল্লাহ্র নামে মিথ্যা শপথ করতে পারে না এবং শপথের মাধ্যমে অপর ভাইকে তার হক থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। যে এ ধরনের নিকৃষ্টতম কাজ করে, সে একসঙ্গে তিনটি অপরাধ করে—মিথ্যা বলা, অসঙ্গত কাজে আল্লাহ্র নাম ব্যবহার করা এবং অন্যায়ভাবে অপর ব্যক্তিকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা। এ ধরনের লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র অসন্তোষ ও ক্রোধের সম্মুখীন হবে।

হলফের দ্বারা অন্যের সামান্য হক নষ্টকারী দোযখী

(٢٠٥) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِه فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكٍ.

হাদীস-২০৫ ঃ হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হলফের দ্বারা কোন মুসলমানের হক আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ তার জন্য দোযখ ওয়াজিব এবং জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! নগণ্য জিনিস হলেও কি? তিনি বললেন ঃ আরাকের (জঙ্গলী গাছের) ডাল হলেও। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীর অপরাধের ভয়াবহতার কারণে আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করে রেখেছেন এবং জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। মিথ্যা সাক্ষ্য-দানকারীর প্রতি আল্লাহ্ খুবই নারায। আবূ দাউদে উল্লিখিত আসআস ইবন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে মিথ্যা শপথের দ্বারা অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকারী ব্যক্তির ভয়ানক পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ ধরনের জঘন্য অপরাধী কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সামনে কুষ্ঠ রোগী হিসেবে বিকৃত অঙ্গ নিয়ে হাযির হবে।

তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ কিয়ামতে কথা বলবেন না

(٢٠٦) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَه بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ.

হাদীস-২০৬ ঃ হযরত আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পাক-সাফ করবেন না এবং তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। আবূ যর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত কারা? তিনি বললেন ঃ তহবন্দ ঝুলিয়ে পরিধানকারী, দান করে প্রচারক এবং মিথ্যা হলফ সহকারে পণ্য বিক্রেতা। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ 'সাবালা' অর্থ কোন কিছু ঝুলান যথা ঃ পর্দা, কাপড়, পোশাক ইত্যাদি। তহবন্দ ঝুলানোর ক্ষেত্রে নবী করীম (সা) অপর হাদীসে 'ইসবাগুল ইযার' শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। তাই মুসবিল শব্দের অর্থ হল, যে ব্যক্তি তহবন্দ, ইযার প্রভৃতি ঝুলিয়ে পরিধান করে। দীনি পরিভাষায় মুসবিলের অর্থ হল, যে ব্যক্তি অহঙ্কারের সাথে শরীরের নিম্ন অংশের পরিচ্ছদ পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধান করে। স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ তার মধ্যে শামিল নয়। অবশ্য যে ব্যক্তি শারীরিক গঠন বা অন্য যে কোন্ শরঈ ওযরের কারণে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করে এবং তার দ্বারা শান-শওকত প্রকাশ করে না, তার বেলায় এই শাস্তি প্রযোজ্য নয়।

আরবী অভিধানে লম্বা গোঁফওয়ালা ব্যক্তিকেও 'মুসবিল' বলা হয়। (দ্রষ্টব্য আল-মুনজিদ)।

অন্য রিওয়ায়াতে, গোঁফ কাটার কথা বলা হয়েছে। লম্বা গোঁফ ইসলামী রীতি-নীতির পরিপন্থি। উল্লেখ্য, বুখারী শরীফের এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, যে তার নিজের পরিহিত বস্তুকে অহঙ্কারের সাথে নিচে ছেড়ে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না।

যে ব্যক্তি দয়া-দাক্ষিণ্য ও সাহায্য-সহযোগিতা করে মানুষের কাছে প্রচার করে বেড়ায় বা খোঁটা দেয়, তাকে 'মান্নান' বলা হয়। আল্লাহ্ এ ধরনের প্রচারকারী দাতাকে খুব অপসন্দ করেন। বান্দা তার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করলে বেহেশতে যেতে পারবে না। মিথ্যা হলফ করে পণ্য বিক্রেতা ভাল মূল্যে খারাপ পণ্য বিক্রি করে। বিক্রেতা হলফের মাধ্যমে মানুষকে ধোঁকা দেয় এবং তাদের হক বিনষ্ট করে। এরূপ জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কিয়ামতের দিন অসাধু ব্যবসায়ী কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবে। আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে নজর দিবেন না এবং তাকে পাক-সাফ করবেন না। সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ এত বেশি নারায হবেন যে, তিনি তার সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে একবার নজর দিবেন না এবং তাকে আবর্জনামুক্ত করবেন না, সে অবশ্যই দোযখের ইন্ধন হবে। যেরূপ ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা অবলম্বনের মধ্যে মহান প্রতিদান—আম্বিয়া, শুহাদা-সিদ্দীকীনের মর্যাদা রয়েছে, সেরূপ মিথ্যা প্রবঞ্চণামূলক তিজারতের জন্য আল্লাহ্র ভয়ানক ক্রোধ ও কঠিন আযাব রয়েছে। আল্লাহ্ আমাদেরকে তিজারতের অসততা থেকে রক্ষা করুন। আমীন। সুম্মা আমীন।

সব মিথ্যাই আমলনামায় উঠে

(٢٠٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دَعَتْنِىْ أُمِّىْ يَوْمًا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِىْ بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالِ أُعْطِيْكَ

فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَرَدْتِّ اَنْ تُعْطِيَهُ ؟ قَالَتْ اَرَدْتُ اَنْ اُعْطِيَهُ تَمَرًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا اِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ .

হাদীস-২০৭ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী (সা) আমাদের ঘরে বসেছিলেন, আমার মা আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, আস তোমাকে কিছু দিব। নবী (সা) তাকে বললেন ঃ তাকে তুমি কি দিতে চেয়েছ? আমার মা বললেন, আমি তাকে খেজুর দিতে ইচ্ছা করেছি। নবী (সা) তাকে বললেন ঃ সাবধান, যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে, তাহলে তোমার আমলনামায় একটা মিথ্যা লিখা হতো। (আবূ দাঊদ ও বায়হাকী ঃ শুয়বুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ বাচ্চাদের সাথে হাসি-তামাশা বা খেলার ছলেও মিথ্যা বলা অনুচিত। ছেলেমেয়েরা পিতামাতাকে অনুসরণ করে। তাদের সাথে হাসি-তামাশার ছলেও মিথ্যা কথা বললে তারা মিথ্যা শিখবে এবং ধীরে ধীরে তাদের মিথ্যা বলা অভ্যাস হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে শিশুদেরকে মিথ্যা শিখানোর জন্য পিতামাতার গুনাহ হবে। ছোটদেরকে কোন কিছু দেয়ার কথা বলে তা তাদেরকে না দেয়াও এক ধরনের ওয়াদা খেলাফী। তাই নবী (সা) শিশুদের সাথে মিথ্যা বলতে বারণ করেছেন।

হাসানোর জন্য মিথ্যা বলা ক্ষতিকর

(٢٠٨) عَنْ بَهْزِبْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ.

হাদীস-২০৮ ঃ হযরত বাহয্ ইবন হাকিম (র) তাঁর পিতা মাবিয়া (রা) এবং তাঁর দাদা হিন্দা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তার জন্য দুঃখ, তার জন্য দুঃখ।

(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও দারেমী)

ব্যাখ্যা ঃ অনেকে আনন্দ উপভোগের উপকরণ হিসেবে মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা উপাখ্যান ও মিথ্যা গল্প রচনা করাকে নির্দোষ মনে করেন। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে তা ক্ষতিকর। কারণ মু'মিন ব্যক্তির জীবন লক্ষ্যহীন নয়। যে বিশেষ উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মু'মিন সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করেন। মু'মিন ব্যক্তির বেহুদা কাজে এক মিনিট সময় ব্যয় করাও

উচিত নয়। মানুষকে আনন্দ দান করা বা হাসানোর জন্য মিথ্যা বলার কোন অবকাশ মু'মিন ব্যক্তির নেই। আল্লাহ্‌র দীনকে পদানত করার জন্য শয়তান ও তার অনুচরগণ সর্বত্র ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহে লিপ্ত। মু'মিনগণ বিদ্রোহীদের মারাত্মক আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত। একটু চিন্তা করার প্রয়োজন, মু'মিন ব্যক্তি—যার একমাত্র পরিচয় হল আল্লাহ্‌র সৈনিক, সে কি করে জলে-স্থলের বিদ্রোহকে উপেক্ষা করতে পারে? কি করে পরিস্থিতি ও পরিবেশকে অস্বীকার করতে পারে? কি করে কাফিরদের ন্যায় নিজেকে হাসি-ঠাট্টার দুনিয়ায় মশগুল করতে পারে? অবশ্যই আল্লাহ্‌র সৈনিক সর্বদা আল্লাহ্‌র দীনের সীমান্ত রক্ষার কাজে নিজেকে দিন-রাত ব্যস্ত রাখেন। মিথ্যা বলে অপরের চিত্ত বিনোদন করা মু'মিনের শান ও মর্যাদার পরিপন্থি। তথাকথিত নির্দোষ মিথ্যা বলা মোটেও নির্দোষ নয়, বরং তা এক ধরনের গুনাহ এবং প্রত্যেক গুনাহই আল্লাহ্‌র প্রতি অবাধ্যতার বহিঃপ্রকাশ।

এখন প্রশ্ন হল, তাহলে কি ইসলামে আনন্দ দান—যাকে রিক্রিয়েশন বলা হয়, তার কোন ইনতিযাম নেই? শিক্ষামূলক আনন্দ দান, যথা ঃ শরীরচর্চা, ব্যায়াম, তীর নিক্ষেপ, তলোয়ার পরিচালনা করা, খালি হাতে নিজেকে রক্ষা করার কৌশল, ঘোড়া দৌড়ান, ঐতিহাসিক স্থান দর্শন, ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি বা মানসিক সবলতা সৃষ্টির জন্য সফর ইত্যাদি ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তিকর নয়। কিন্তু নিজের আসল পরিচয়—'সৈনিক ও আল্লাহ্‌র বান্দা', এ কথা কোন অবস্থায় ভোলা যাবে না।

যা শোনা হয় তা বলা মিথ্যা বলার জন্য যথেষ্ট

(٢٠٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

হাদীস-২০৯ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কোন মানুষের মিথ্যা বলার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বলে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ অনুসন্ধান ব্যতীত শোনা কথা অন্যের কাছে বলা বিপজ্জনক। মিথ্যা, গীবত, অপবাদ বা শত্রুর উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচার-প্রোপাগান্ডা শোনা কথার অন্তর্ভুক্ত হলে তা কোনভাবেই অন্যের কাছে বলা যাবে না। যে এ ধরনের কথাবার্তা অন্যের কাছে পৌছায়, সে মিথ্যাবাদী, গীবতকারী এবং অপবাদকারীর সমপর্যায়ভুক্ত। কারণ মিথ্যার প্রচার মিথ্যা, গীবতের প্রচার গীবত এবং অপবাদের প্রচার অপবাদ ছাড়া কিছু নয়। সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে শোনা কথা অন্যের কাছে পৌছান মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত এবং গুনাহের কাজ। অবশ্য শিক্ষামূলক, আদর্শমূলক বা উৎকৃষ্ট শোনা কথা অপরের কাছে বলা পাপ নয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সওয়াবও বটে।

পরামর্শদাতার কাছে আমানত রাখা হয়

(٢١٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَبِى الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ اِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ.

হাদীস-২১০ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আবুল হায়সাম ইবন আত-তায়হান (রা)-কে বলেছেন ঃ যার কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়, তার কাছে আমানত সোপর্দ করা হয়। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষকে পরামর্শদাতার সম্মানিত আসন দান করা হয়। যে ব্যক্তিকে পরামর্শদাতা হিসেবে নির্বাচিত বা গ্রহণ করা হয়, তার যিম্মাদারী অত্যাধিক। খুব সুচিন্তিতভাবে রায় দিতে হবে। রায়দানকালে নিজের লাভ-লোকসানের দিকে মোটেই খেয়াল করা উচিত হবে না। নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বা মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও সত্য ও সঠিক পরামর্শ দিতে হবে। কোনরূপ বাহানা বা অজুহাতের দোহাই দিয়ে সঠিক রায় গোপন রাখা যাবে না। পরামর্শ গ্রহণকারীর বিষয়ের সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা পরামর্শদাতার কর্তব্য। বিষয়ের গোপনীয়তা অন্যের কাছে প্রকাশ করা অনুচিত। পরামর্শ গ্রহণকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য নিজের ফায়দার জন্য ব্যবহার করা অনুচিত। পরামর্শের নিয়ম-নীতি লংঘন করা এক ধরনের খিয়ানত। আল্লাহ্ খিয়ানতকারীকে অপসন্দ করেন এবং প্রত্যেক খিয়ানতকারী কিয়ামতের দিন কঠোর অবস্থার সম্মুখীন হবে। যে সব উকিল, ব্যারিস্টার এবং আইনজীবি নিজেদের মক্কেলের তথ্য অন্যের কাছে ফাঁস করেন বা তাদের উপর ভিত্তি করে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপন করেন, তারা খুব অনুচিত কাজ করেন। এ ধরনের কাজ আমানতের খিয়ানত। অনুরূপভাবে জনগণের ব্যবসা-বাণিজ্যের গোপন সূত্র সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীর পক্ষে ব্যবহার করা উচিত নয়। রাষ্ট্রের গোপন তথ্যকে নিজেদের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করা কর্মচারী জন্য সম্পূর্ণ অনুচিত।

এদিক-ওদিক লক্ষ্যকারী বক্তার বক্তব্য আমানত

(٢١١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيْثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِىَ اَمَانَةٌ.

হাদীস-২১১ ঃ হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন কথা বলার পর এদিক- ওদিক লক্ষ্য করে, তাহলে (বুঝতে হবে) তার বক্তব্য আমানত।

(তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন কথা অপর ব্যক্তির কাছে বলার পর হাবভাব কিংবা আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা এ কথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, তার বক্তব্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা হোক, তাহলে তার বক্তব্য তৃতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করা অনুচিত। যদি তার বক্তব্যের গোপনীয়তা রক্ষা না করা হয়, তাহলে আমানতের খিয়ানত করা হবে।

সৎকর্মের পরামর্শ সভা আমানতবিশেষ

(٢١٢) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ اِلاَّ ثَلٰثَةَ مَجَالِسَ سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ اَوْ فَرْجٍ حَرَامٍ اَوْ اِقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ.

হাদীস-২১২ ঃ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মজলিসসমূহ আমানতবিশেষ। অবশ্য তিন ধরনের মজলিস—না-হক খুন প্রবাহিতকরণ, অবৈধ যৌন আচরণ ও অবৈধ সম্পদ আত্মসাৎ (সম্পর্কিত পরামর্শ সভা) তার ব্যতিক্রম। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে বর্ণিত তিনটি বিষয় সম্পর্কে কোন পরামর্শ সভা আহূত হলে তাতে উল্লিখিত গর্হিত কাজগুলোর পক্ষে রায় দান করা বা এ ধরনের অবৈধ কাজ সম্পাদন করার জন্য যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, তার গোপনীয়তা রক্ষা করা যোগদান-কারীদের কর্তব্য নয়; বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাকে ওয়াকিবহাল করা সওয়াবের কাজ। মোট কথা কোন অবৈধ কাজের জন্য পরামর্শ দান করা বা সিদ্ধান্তের গোপনীয়তা রক্ষা করা আমানতদারী নয়। এছাড়া যাবতীয় সৎকর্ম সম্পর্কিত পরামর্শ সভার সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমের গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং কোন বিষয় সম্পর্কে সঠিক রায়দান করা আমানতদারীর অন্তর্ভুক্ত। তাতে কোন ব্যতিক্রম করলে গুনাহ হবে।

বিরোধ নিষ্পত্তিতে উভয়কে ভাল কথা বলা মিথ্যা বলা নয়

(٢١٣) عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُوْلُ خَيْرًا وَيَنْمِىْ خَيْرًا.

হাদীস-২১৩ ঃ হযরত উম্মে কুলসুম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে মানুষের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য (উভয়কে উভয়

সম্পর্কে) ভাল কথা বলে এবং কোন পক্ষের প্রতি ভাল কথা আরোপ করে, সে মিথ্যাবাদী নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দ্য স্থাপন এবং সংশয়, আবিশ্বাস ও অনাস্থা দূর করা ঈমানদার ব্যক্তির ঈমানী কর্তব্য। আল্লাহ্‌র পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য এবং আসমানী আহকাম সমাজে জারী করার জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশের প্রয়োজন। পারস্পরিক অনাস্থা, বিদ্বেষ এবং শক্রতা ইসলামী পরিবেশের পরিপন্থি। কোন কারণে দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া শুরু হলে তা যত দ্রুত মিটমাট করা যায়, ততই মঙ্গল। যে ব্যক্তি দু'জন মুসলমানের মধ্যকার বিবাদ-বিসম্বাদ দূর করার জন্য চেষ্টা করে, আল্লাহ্ তাকে প্রচুর সওয়াব দান করেন। যদি কোন ব্যক্তি এ ধরনের বিবাদ দূর করার উদ্দেশ্যে বিবদমান ব্যক্তিদের একজনের কাছে অপরজনের মহৎ গুণাবলী অতিরঞ্জিত করে প্রশংসা করেন এবং আকারে-ইঙ্গিতে বা কথার দ্বারা এ ধারণা দান করেন যে, তাদের এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি ভালবাসে, সম্মান করে এবং তার মঙ্গল কামনা করে, তাহলে মধ্যস্থতাকারীকে তার এসব বক্তব্যের জন্য কোনরূপ শাস্তি দেয়া হবে না এবং তার আমলনামায় কোনরূপ গুনাহ লিখা হবে না। ঝগড়া-বিবাদ দূর করার জন্য প্রশংসামূলক যে সব উক্তি করা হয়, তা দূষণীয় নয়।

মুনাফিকের পরিচয়

(٢١٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

হাদীস-২১৪ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি ঃ কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখলে তার খিয়ানত করে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে তিনটি ভয়ানক অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সাথে মুলাকাত করার আশা পোষণ করে, সে কখনো এ ধরনের জঘন্য অপরাধ করে নিজেকে অপরাধীর তালিকাভুক্ত করতে পারে না। মু'মিন ব্যক্তি কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না, ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারেন না এবং আমানতের খিয়ানতও করতে পারেন না। এ ধরনের মন্দ আমলের অভ্যাস একমাত্র মুনাফিরদের হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, মিথ্যা ওয়াদা করে এবং আখিরাতের হিসাব-নিকাশকে ভয় করে না, সে অনায়াসে আল্লাহ্‌র বান্দাদের সাথে

মিথ্যা বলতে পারে, তাদের আমানত বিনষ্ট করতে পারে এবং তাদের সাথে ওয়াদা করে ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারে।

যদি কোন মুসলমান আকীদার দিক থেকে মুনাফিক না হয়; কিন্তু এ তিনটি দোষে দুষ্ট হয়, তাহলে তাকে মুনাফিকের আচরণবিশিষ্ট ব্যক্তি বলতে হবে এবং তার আমলনামায় তার মন্দ আমলের জন্য গুনাহ লিখা হবে। তওবা ও ইস্তিগফার না করলে এ ধরনের ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিন্তু আকীদাগত মুনাফিকের সাথে এ ধরনের বান্দার পার্থক্য রয়েছে। শাস্তি ভোগ করার পর আচরণগত মুনাফিক কোন এক পর্যায়ে আল্লাহ্ চাইলে জাহান্নাম থেকে রেহাই পেতে পারে। কিন্তু আকীদাগত মুনাফিক চিরদিনের জন্য জাহান্নামবাসী হবে।

ওয়াদা ঋণবিশেষ

(٢١٥) عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعِدَةُ دَيْنٌ.

হাদীস-২১৫ ঃ হযরত আলী (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ওয়াদা ঋণবিশেষ।

(তাবারানী ঃ আওসাত)

ব্যাখ্যা ঃ নীতিগতভাবে অর্থের ঋণ ও কথার ঋণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অর্থের ঋণ ও ওয়াদার ঋণ পরিশোধ করা প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য অবশ্য পালনীয় যিম্মাদারী। কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের ঋণের চেয়ে কথার ঋণের গুরুত্ব বেশি। যদি কোন ব্যক্তি কোন কারণবশত অর্থের ঋণ পরিশোধ না করে, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া ঋণদাতা পর্যন্ত এবং ঋণের পরিমাণ পর্যন্ত সীমিত থাকবে। কিন্তু কোন কারণবশত ওয়াদা পালন না করলে তার প্রতিক্রিয়া দুই ব্যক্তি পর্যন্ত সীমিত না থেকে দেশ ও জাতি পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। কোন দুষ্কর্মের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে তা পালন করা অনুচিত। মন্দ কাজ করার ওয়াদা পালন করলে গুনাহ হবে।

নামাযের সময় ওয়াদাকৃত ব্যক্তির কর্তব্য

(٢١٦) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَعَدَ رَجُلاً فَلَمْ يَاْتِ اَحَدُهُمَا اِلٰى وَقْتِ الصَّلٰوةِ وَذَهَبَ الَّذِىْ جَاءَ لِيُصَلِّىْ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ.

হাদীস-২১৬ ঃ হযরত যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যদি এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে মুলাকাত করার ওয়াদা করে এবং

তাদের একজন নামায পর্যন্ত (নির্ধারিত স্থানে) না আসে, তাহলে যে আগে এসেছে সে নামাযের জন্য চলে গেলে কোন গুনাহ হবে না। (রযীন)

ব্যাখ্যা ঃ যাবতীয় বৈধ ওয়াদা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। যদি কোন নগণ্য কাজের জন্য কোন ব্যক্তির সাথে কোন নির্ধারিত স্থানে মুলাকাত করার ওয়াদা করা হয়, তাহলেও তা পালন করা উচিত। সময় নির্ধারিত থাকলে নির্ধারিত সময়ে হাযির হওয়া এবং যার সাথে ওয়াদা করা হয়েছে সে হাযির না হলে তার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা কর্তব্য। যদি সময় সুনির্দিষ্ট না থাকে, তাহলে তার আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করা বা যতক্ষণ পর্যন্ত আগমনের সম্ভাবনা রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা প্রয়োজন। অবশ্য নামাযের সময় উপস্থিত হলে স্থান ত্যাগ করা অনুচিত নয়। কোন কোন আলিম মনে করেন খুব জরুরী কাজের জন্য স্থান ত্যাগ করা অবৈধ নয় এবং অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য শরীআত কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করে না।

নবূওয়তের পূর্বে নবী করীম (সা) এক ব্যক্তির জন্য কোন এক স্থানে তিন দিন অপেক্ষা করেছিলেন। যদিও শরীআতের দৃষ্টিতে এ ধরনের অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই, তথাপি নবী করীম (সা) দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে আল্লাহ্ তাঁকে যে খুলূকে আযীম বা আলীশান আচরণ দান করেছেন তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আবূ দাউদ সংকলিত উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবন হামসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবূওয়তের পূর্বে নবী (সা)-এর সাথে এক সওদা করেছিলাম। তাঁকে কিছু জিনিস দেয়া বাকী ছিল এবং আমি তা নিয়ে সেখানে আসার ওয়াদা করেছিলাম। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তিন দিন পর আমার স্মরণ হল এবং সেখানে গিয়ে তাঁকে হাযির পেলাম। নবী (সা) বললেন ঃ তুমি আমাকে খুব কঠিন অবস্থায় ফেলেছিলে। আমি এখানে তোমার জন্য তিন দিন থেকে অপেক্ষা করছি।

নিয়্যত থাকা সত্ত্বেও ওয়াদা পূরণে ব্যর্থ হলে গুনাহ নেই

(٢١٧) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ اَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ اَنْ يَّفِيَ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيْعَادِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ.

হাদীস-২১৭ ঃ হযরত যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে ওয়াদা করে এবং তা পূরণ করার নিয়্যত করে; কিন্তু (কোন কারণবশত) যদি না আসতে পারে, তাহলে তার গুনাহ হবে না। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ ওয়াদা পূরণ করার নিয়্যত থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি ওয়াদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আল্লাহ্ তার অক্ষমতা মাফ করে দিবেন এবং তার আমলনামায় কোন গুনাহ লিখা হবে না। যদি ওয়াদাকারী ওয়াদা পূরণের নিয়্যত না করে এবং তা পূরণ করার চেষ্টাও না করে, তাহলে সে গুনাহ্গার হবে।

আল্লাহ্ নবী (সা)-কে বিনয়ী হওয়ার হুকুম করেছেন

(٢١٨) عَنْ عَيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَىَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لاَ يَبْغٰى اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَلاَ يَفْخَرْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ.

হাদীস-২১৮ ঃ হযরত আয়ায ইবন হিমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ আমাকে ওহীর মাধ্যমে বিনয়ী হওয়ার জন্য হুকুম করেছেন যাতে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে যুলম না করে এবং একজন অপরজনের বিরুদ্ধে অহঙ্কার না করে। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ যালিম এবং অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না। যুলম এবং অহঙ্কার সমাজের শান্তি ও সংহতি বিনষ্ট করে এবং ঝগড়া-বিবাদ ও শত্রুতার সৃষ্টি করে। যুলম ও অহঙ্কার মানুষকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে এবং জান্নাতের সুখ-শান্তি থেকে বঞ্চিত করে। তাই আল্লাহ্ যুলম ও অহঙ্কার বন্ধ করার জন্য মানুষকে বিনয়ী ও নম্র হওয়ার হুকুম করেছেন। অপর এক হাদীসে অনাড়ম্বর, ভদ্র, মিশুক এবং বিনম্র ব্যক্তির জন্য দোযখের আগুন হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

অহংকার

অহঙ্কারী ব্যক্তি কুকুর ও শূকরের চেয়ে অধম

(٢١٩) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا اَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوْا فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِيْ نَفْسِهٖ صَغِيْرٌ وَفِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِيْ نَفْسِهٖ كَبِيْرٌ حَتّٰى لَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ.

হাদীস-২১৯ ঃ হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি মিম্বর থেকে ভাষণ দানকালে বললেন ঃ হে জনগণ! তোমরা বিনম্রতা অবলম্বন কর। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য বিনম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাকে উন্নত করেন। সে নিজের কাছে ছোট এবং মানুষের দৃষ্টিতে মহান হয়। যে অহঙ্কার করে, আল্লাহ্ তাকে নীচু করেন। সে মানুষের দৃষ্টিতে নগণ্য এবং নিজের কাছে বিরাট হয়। এমনকি সে মানুষের দৃষ্টিতে কুকুর এবং শূকরের চেয়ে অধম বিবেচিত হয়। (বায়হাকী ঃ শুয়বুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ যে আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য বিনয় ও বিনম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তার মর্যাদা বুলন্দ করেন। সে নিজের দৃষ্টিতে নিজেকে ছোট ও নগণ্য মনে করলেও আল্লাহ্ মানুষের নিকট তার সম্মান ও সুখ্যাতি বৃদ্ধি করে দেন। মানুষ তাকে বুযর্গ ও সম্মানিত জ্ঞান করতে থাকে।

আল্লাহ্ অহঙ্কারী ব্যক্তির অহঙ্কারকে ধূলার মিশিয়ে দেন। যে নিজেকে বড় ও সম্মানিত মনে করে, আল্লাহ্ তাকে অপমানিত করেন, মানুষের দৃষ্টিতে তাকে হীন ও নগণ্য করেন। মানুষ তাকে কুকুর ও শূকরের চেয়েও বেশি ঘৃণা করে। অহংকারী মানুষ সমাজের যে স্তরে অবস্থান করুক না কেন, আল্লাহ্র রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী তার প্রতি কার্যকরী হবে। দুনিয়ার তামাম স্বৈরাচারী শাসকের জীবন পর্যালোচনা করলে এ হাকীকতের সন্ধান লাভ করা যায়। প্রত্যেক একনায়ক শাসক নিজেকে বড় এবং অন্যকে ছোট জ্ঞান করার কারণে আল্লাহ্ তাকে ধীরে ধীরে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট, নগণ্য ও ঘৃণিত করেন। ফলে সে দুনিয়ার মঞ্চ বা তার কর্মের মঞ্চ থেকে ব্যর্থ, পরাজিত ও অপমানিত হয়ে বিদায় গ্রহণ করে বা বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

জান্নাতী ও জাহান্নামী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য

(২২০) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَ بَرَّهُ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ.

হাদীস-২২০ ঃ হযরত হারিস ইবন ওহাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসী সম্পর্কে খবর দিব না? প্রত্যেক নরম ও দুর্বল ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র নামে কোন শপথ করলে আল্লাহ্ তা পূরণ করেন। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামবাসী সম্পর্কে খবর দিব না? প্রত্যেক কর্কশ মেযাজ, সংকীর্ণমনা, অধৈর্য ও অহঙ্কারী। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ নরম ও দুর্বলের দুটো অর্থ রয়েছে।

এক ঃ প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শান- শওকতের অধিকারী না হওয়া। প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-দৌলত অনেক ক্ষেত্রে জান্নাতের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। গরীব ও মিসকীন বিশ্বাসিগণ জান্নাতে অগ্রাধিকার লাভ করবেন। নবী করীম (সা) গরীব-মিসকীনদেরকে ভালবাসতেন এবং তাদের সাথে হাশর হওয়ার জন্য দু'আ করতেন। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ দুর্বল মু'মিনের চেয়ে শক্তিশালী মু'মিন আল্লাহ্র কাছে উত্তম ও অধিক প্রিয়। আপাত- দৃষ্টিতে দুটো হাদীস পরস্পর বিরোধী মনে হলেও মূলত দুটোর মধ্যে কোনরূপ বিরোধ নেই।

প্রথম হাদীসে এক বাস্তব অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। দীন ইসলামের উপর দৃঢ়পদ থাকার কারণে গরীব-মিসকীন মানুষ জান্নাতের হকদার হবেন। বস্তুত জান্নাতে গরীবদের সংখ্যাধিক্য থাকবে।

দ্বিতীয় হাদীসে প্রভাবশালী বিশ্বাসী বান্দাদের কথা বলা হয়েছে। যদি কোন মু'মিন ব্যক্তি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়, তাহলে সে তার প্রভাব ও যোগ্যতার দ্বারা আল্লাহ্র দীনের বেশি খেদমত করতে পারবে এবং আল্লাহ্র বান্দাগণ তার দ্বারা বেশি উপকৃত হবে। তাই আল্লাহ্ শক্তিশালী মু'মিনকে তার গুরুত্বপূর্ণ খিদমতের জন্য ভালবাসেন।

দুই ঃ নরম ও দুর্বলের অর্থ ভদ্র, শরীফ ও বিনয়ী। বস্তুত মু'মিন ব্যক্তি কখনো অভদ্র, অসহিষ্ণু ও অহঙ্কারী হন না। অপর হাদীসের বিনয়ী ব্যক্তিদের ইনাম-নিয়ামত ভরা জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হয়েছে। জাহান্নামের আগুন তাদের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। তাই উভয় অর্থে দুর্বল ও নরম মানুষ জান্নাতের অধিকারী।

দোযখের হকদারদের মন্দ আচরণের বর্ণনা দান করার জন্য যে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা প্রায় সমার্থবোধক। 'উতুল' শব্দের অর্থ তরজমাতে কর্কশ মেযাজ ব্যবহার করা হয়েছে। কঠিন, শক্ত ও বিদ্রোহী অর্থেও তা ব্যবহার করা যায়। অনুরূপভাবে 'জাওয়াযের' অর্থ সংকীর্ণমনা, অধৈর্য বা অহঙ্কারের সাথে চলাফেরাকারী। অহঙ্কারীর মধ্যে বর্ণিত সব দোষের সমাবেশ থাকে। আল্লাহ্ অভদ্র, কর্কশ ও অহঙ্কারী ব্যক্তিকে অপসন্দ করেন। তিনি তাকে দুনিয়াতে অপমানিত করেন এবং আখিরাতেও তাকে আগুনের আযাব দিবেন।

অণুপরিমাণ অহঙ্কার জান্নাতের অন্তরায়

(٢٢١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.

হাদীস-২২১ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, যার অন্তরে অণুপরিমাণ অহঙ্কার রয়েছে, সে জান্নাতে যাবে না। (মুসলিম ও বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ যাঁর হাতে হায়াত, মউত ও রিযকের চবিকাঠি রয়েছে এবং যাঁর ইঙ্গিতে সাত আসমান ও দুনিয়ার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা চলে, অহঙ্কার করার একমাত্র অধিকার তাঁর। মানুষ আল্লাহ্র সৃষ্ট জীব এবং আল্লাহ্র গোলাম। আসমান-যমীনের কোন ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই। মানুষ তার জন্ম ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ তো দূরের কথা, নিজের রিযক, সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের বিন্দু পরিমাণও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আল্লাহ্ চাইলে এক সেকেন্ডের মধ্যে তাকে কঠিন আযাব দিতে পারেন। এমতাবস্থায় মানুষ কি করে তার নিজের হাকীকত একদম ভুলে গিয়ে আল্লাহ্র সাথে বা তাঁর বান্দাদের সাথে অহঙ্কার করতে পারে? বস্তুত অহঙ্কারী ব্যক্তি আল্লাহ্র সিফাত নিজে গ্রহণ করে নিজের উপর যুলম করে। বিন্দুমাত্র অহঙ্কার যার অন্তরে রয়েছে, সে জান্নাতে যেতে পারে না। কারণ জান্নাত আল্লাহ্র অনুগত ও নিবেদিত মানুষের জন্য বানানো হয়েছে। সেখানে বিদ্রোহী ও অহঙ্কারীদের কোন স্থান নেই।

আল্লাহ যে তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না

(٢٢٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ – وَفِيْ رِوَايَةٍ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

হাদীস-২২২ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে পাক-সাফ করবেন না। অন্য রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। তারা হলো, বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী বাদশাহ এবং অহঙ্কারী দরিদ্র। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ জঘন্য আযাবের শাস্তি হিসেবে আল্লাহ্ সুবহানাহু কিয়ামতের দিন বিভিন্ন প্রকারের অপরাধী ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি রহমত ও মেহেরবানীর দৃষ্টি দান করবেন না এবং তাদেরকে পাক-সাফ করে জান্নাতে দাখিল করবেন না। আলোচ্য হাদীসে তিন শ্রেণীর বদ-কিসমত বদকার ব্যক্তির উল্লেখ রয়েছে। ব্যভিচার করা জঘন্য অপরাধ। ব্যভিচারকারীর শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে। ব্যভিচার-কারী তওবা করলে আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু বৃদ্ধ ব্যভিচারীর অপরাধ আরও জঘন্য। যৌবনের দুর্বার ও দুর্দমনীয় ইচ্ছা বৃদ্ধ বয়সে ভাটা পড়ে যায় এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তার যৌন আকাঙ্ক্ষাকে অনায়াসে দমন করতে পারে। তাই কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি যদি তার যৌন আবেদনকে সংযত না করে যেনা করে, তাহলে আল্লাহ্ তার উপর যুবক ব্যভিচারীর তুলনায় অধিক অসন্তুষ্ট হন। কারণ চরিত্রের চরম অধঃপতন ও আল্লাহ্র প্রতি বেপরোয়া না হলে কোন মানুষ বৃদ্ধ বয়সে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে না।

মিথ্যা বলা অপরাধ। মিথ্যা মানুষকে জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। হাসি-তামাশার জন্যও মিথ্যা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। রাষ্ট্র প্রধানের মিথ্যা বলা জঘন্যতম অপরাধ। এ জন্য তা জঘন্যতম যে, রাষ্ট্র প্রধান কোন ব্যক্তির অধীনে নয়। কোন ব্যক্তি তাকে শাস্তি দিতে পারে না। দুনিয়ার কোন জিনিস তাকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করতে পারে না। তাই পরিস্থিতি ও পরিবেশের কোন চাপ না থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্র প্রধানের মিথ্যা বলা নিজের স্বভাবের চরম নীচুতা এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি উদাসীনতারই স্বাক্ষর বহন করে।

অহঙ্কার করা পাপ। সামান্যতম অহঙ্কার মানুষের আখিরাতকে বরবাদ করে। অহঙ্কার মানুষের দুনিয়াও বিনষ্ট করে। পাপ হওয়া সত্ত্বেও বিত্তবান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালীদের চাল-চলনে অহঙ্কার প্রকাশ অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু যাকে আল্লাহ্ ধন-দৌলত বা প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করেননি, তার পক্ষে অহঙ্কার করা মোটেই সাজে না। তার নিজের অবস্থার জন্য সর্বদা আল্লাহ্র কাছে নত থাকা উচিত। তার অসহায় অবস্থা দূর করার জন্য দিনরাত আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি করা উচিত। যে গরীব বান্দা এ ধরনের মনোভাব পোষণ না করে অহঙ্কার করে, সে মূলত জঘন্যতম অপরাধ করে। পরিস্থিতি-পরিবেশের দাবি অনুযায়ী বিনম্রতা অবলম্বন না করে দরিদ্র ব্যক্তি অহঙ্কার প্রদর্শন করে তার জঘন্যতম অপরাধী মনোবৃত্তিরই পরিচয় দেয়। তাই আল্লাহ্ দরিদ্র অহঙ্কারীকে খুব বেশি অপসন্দ করেন।

লজ্জাশীলতা

হায়া ইসলামের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য

(٢٢٣) عَنْ زَيْدِبْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْاِسْلَامِ الْحَيَاءُ.

হাদীস-২২৩ ঃ হযরত যায়দ ইবন তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক দীনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং ইসলামের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হল হায়া।

(ইমাম মালিক মুরসাল হিসেবে, ইবন মাজাহ্ এবং বায়হাকী
শুয়বুল ঈমানে আনাস ও ইবন আব্বাস রা সূত্রে)

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেক দীন তার অনুসারীদের মধ্যে কোন কোন বিশেষ গুণের বিকাশের চেষ্টা করে। ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে 'হায়া' বা লজ্জা সৃষ্টি করার প্রত্যাশী। ইসলামের দৃষ্টিতে হায়া এক অমূল্য সম্পদ। আল্লাহ্ যাকে 'হায়া' দান করেছেন তাকে দীনের পরিপূর্ণ দৌলত দান করেছেন। যার মধ্যে হায়া রয়েছে সে নিজেকে ও তার দীনকে শয়তান ও তার অনুচরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। যখন শয়তান কোন মানুষকে বিপথগামী করতে চায়, তখন তাকে সর্বপ্রথম নির্লজ্জ করতে চেষ্টা করে। যখন শয়তান এ ব্যাপারে সফলতা অর্জন করে, তখন আল্লাহ্র বান্দাকে আল্লাহ্র অবাধ্য করার কাজে সহজে নিয়োজিত করে। লজ্জাহীন মানুষ যে কোন অন্যায়, অসঙ্গত ও অশ্লীল কাজ করতে পারে।

আল্লাহ্ মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিভাবক ও মওলা। তাঁর রহমত, নিয়ামত ও অনুগ্রহ ছাড়া মানুষ এক মুহূর্তের জন্যও বাঁচতে পারে না। তাই হায়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার হক ও অধিকার তাঁর বান্দাদের উপর সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ্র ফযল ও করম স্মরণ করে তাঁকে বেশি লজ্জা করা মানুষের উচিত। দুনিয়া ও আসমানের মালিকের সামান্যতম অবাধ্যতা করার ব্যাপারেও মানুষের লজ্জা করা কর্তব্য।

হায়া ঈমানের ফল

(٢٢٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ.

হাদীস-২২৪ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক আনসারের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আনসার তার ভাইকে হায়ার ব্যাপারে নসীহত করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তাকে যেতে দাও, হায়া ঈমানের ফল।

(বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হায়া বা লজ্জা ঈমানী উপাদান। এটা ঈমানের ফল। লজ্জাহীনতা ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে দুর্বলতার সৃষ্টি করে। অন্তরে হায়ার বিকাশ করার অর্থ হল ঈমানের উন্নতি সাধন। যার অন্তরে হায়ার অংশ যত বেশি সবল, তার ঈমান তত বেশি দৃঢ় ও মযবূত। যার অন্তরে হায়া জাগ্রত, তার ঈমান জাগ্রত। ঈমানের দাবি পরিপূর্ণভাবে পালন করার জন্য আমাদের অন্তরে আল্লাহ্‌কে লজ্জা করার গুণ সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ্‌র যাবতীয় অনুগ্রহ ও নিয়ামতকে স্মরণ করে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকাই হল 'হায়া'-র বাস্তব নমুনা।

হায়া ঈমানের অংশ

(٢٢٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ.

হাদীস-২২৫ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ হায়া ঈমানের অংশ (বা ঈমান থেকে সৃষ্ট) এবং ঈমানের মাকাম জান্নাত। অশ্লীলতা মন্দ আচরণ থেকে সৃষ্ট এবং মন্দ আচরণের স্থান জাহান্নাম।

(মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হায়া ঈমানী জিনিস। যে ব্যক্তি ঈমানী উপাদানের বিকাশ করে, সে জান্নাতের রাস্তা পরিষ্কার করে। যে আল্লাহকে লজ্জা করে, মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের নিয়ামত দান করবেন। অশ্লীলতা মন্দ আচরণ ও মন্দ চরিত্র থেকে সৃষ্ট। যে দুনিয়ার যিন্দেগীতে মন্দ আচরণ করে, সে আখিরাতের যিন্দেগীতে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে। আল্লাহ্ তাকে আগুনের আযাব দিবেন।

হায়ার বিপরীত অশ্লীলতা এবং জান্নাতের বিপরীত জাহান্নাম। হায়ার মালিক জান্নাতের মালিক এবং অশ্লীলতার অধিকারী জাহান্নামের অধিকারী।

হায়া ও ঈমান একত্রে থাকে

(٢٢٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْحَيَاءَ وَالْاِيْمَانَ قُرَنَاءُ جَمِيْعًا فَاِذَا رُفِعَ اَحَدُهُمَا رُفِعَ الْاٰخَرُ.

হাদীস-২২৬ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ হায়া ও ঈমান একত্রে থাকে। তাদের একটিকে উঠিয়ে নিলে অপরটিকে উঠিয়ে নেয়া হয়। (বায়হাকী ঃ শুয়াবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ হায়া বা লজ্জা ও ঈমান ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। একটি ছাড়া অপরটির কল্পনা করা যায় না। একের উন্নতি অপরটির উন্নতি এবং যে কোন একটির অবনতি অপরটির অবনতি। ঈমানের বিকাশ ও উন্নতি ছাড়া হায়ার বিকাশ ও উন্নতি করা সম্ভব নয় এবং হায়ার উন্নতি ও বিকাশ ছাড়া ঈমানের বিকাশ ও উন্নতি করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে ঈমানের অবনতি হায়ার অবনতি এবং হায়ার অবনতি ঈমানের অবনতি। ঈমানের অভাব হায়াকে এবং হায়ার অভাব ঈমানকে বরবাদ করে।

যখন কোন ব্যক্তি, দল বা জাতি ঈমানের পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তারা হায়ার অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়। যখন কোন ব্যক্তি বা জাতি বেহায়াপনা করে, অশ্লীল কাজকর্মে নিজেকে লিপ্ত করে, তখন সে ব্যক্তি বা জাতি ঈমানের নূর ও দৌলত থেকে বঞ্চিত হয়। বান্দা যত বেশি হায়া করে, আল্লাহ্কে লজ্জা করে, তত বেশি সৎকর্ম করতে পারে। বান্দা যত বেশি দুষ্কর্ম করে, তার হায়া তত বেশি লোপ পায়।

হায়া কল্যাণ বয়ে আনে

(٢٢٧) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَيَاءُ لاَ يَأْتِيْ اِلاَّ بِخَيْرٍ.

হাদীস-২২৭ ঃ হযরত ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ হায়া কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে আসে না।

(বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হায়ার ফল ও বরকত অফুরন্ত। হায়ার অধিকারী তার হায়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না; বরং হায়া কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে দূর-দর্শিতার অভাবে সাধারণ মানুষ হায়া অবলম্বনের মধ্যে তার লোকসান অনুভব করে। কিন্তু বিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যেখানে লোকসানের আশঙ্কা করা হয়েছে, সেখানেও হায়ার বদৌলতে কল্যাণ রয়েছে।

পূর্ববর্তী যামানার কালামুল্লাহ থেকে প্রাপ্ত জিনিস

(٢٢٨) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.

হাদীস-২২৮ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মানুষ পূর্ববর্তী যামানার নবূওয়তের কালাম থেকে যা পেয়েছে, তা হল, যদি তোমার হায়া না থাকে তাহলে যা ইচ্ছা তা কর। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের কালাম সঠিকভাবে সংরক্ষিত না থাকার কারণে আমরা তাঁদের ওয়ায, নসীহত ও শিক্ষামূলক কথা জানতে পারিনি। তাঁরাও মানুষের আখলাক ও আমল সুন্দর ও সংশোধন করার জন্য বহু অমূল্য উপদেশ দান করেছেন। আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (সা) তাঁদের একটি উপদেশ সত্যায়িত করেছেন। এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, পূর্ববর্তী নবীগণও তাঁদের উম্মতকে হায়া অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু আফসোস, তাঁদের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তাঁদের অনুসারিগণ ঈমানের নূর হারানোর সাথে সাথে হায়ার দৌলতও হারিয়ে ফেলেছে।

'যদি তোমার হায়া না থাকে তাহলে যা ইচ্ছা তা কর' কথার অর্থ হল, যে ব্যক্তির অন্তরে হায়ার আলো নেই সে যে কোন মন্দ আমল করতে পারে। বস্তুত হায়াশূন্য ব্যক্তি যে কোন গর্হিত কাজ করলেও আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই। যার হায়া নেই তার ঈমান নেই এবং যার ঈমান নেই তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানকে লেলিয়ে দেন এবং শয়তান যার দোস্ত সে দুনিয়ার এমন কোন অকর্ম ও কুকর্ম নেই, যা করতে পারে না।

আল্লাহ্কে হায়া করার অর্থ

(٢٢٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْيُوْا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قُلْنَا اِنَّا نَسْتَحْيِىْ مِنَ اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ قَالَ لَيْسَ ذالِكَ وَلٰكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا دَعٰى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوٰى وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلٰى وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا وَاٰثَرَ الْاٰخِرَةَ عَلَى الْاُوْلٰى فَمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ فَقَدْ اسْتَحْيِىْ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ.

হাদীস-২২৯ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ হায়ার যে হক আল্লাহ্র রয়েছে, সে মোতাবিক তাঁকে হায়া কর। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র তামাম প্রশংসা, আমরা আল্লাহ্কে

হায়া করি। তিনি বললেন ঃ এভাবে যে, বরং আল্লাহ্কে হায়া করার যে হক রয়েছে সেভাবে হায়া করার অর্থ হল, মাথা ও তার মধ্যে যা তার এবং পেট ও তার ভিতরে যা জমা করা হয়, তার হিফাযত করা। যে আখিরাতের যিন্দেগী চায়, সে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে এবং দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতকে পসন্দ করে। বস্তুত এটা হল হায়ার যে হক আল্লাহ্র রয়েছে, সে মোতাবিক তাঁকে হায়া করা।

(তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্কে কিভাবে হায়া করা উচিত তার এক পরিপূর্ণ নকশা আল্লাহ্র রাসূল (সা) আলোচ্য হাদীসে অংকন করেছেন। মাথা ও তার মধ্যে যা রয়েছে তার হিফাযত করার অর্থ হল চিন্তাকে গলদ খাতে প্রবাহিত হতে না দেয়া। সহীহ্ ও গলদ রাস্তার পার্থক্য অনুধাবন করা, হালাল-হারাম সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ না করা, দীন ইসলামকে একমাত্র দীন হিসেবে চিন্তা করা, যাবতীয় বাতিল মতাদর্শকে চিন্তার বহির্ভূত রাখা এবং মানুষের গড়া তামাম মতাদর্শকে সর্বদা বাতিল মনে করা। এ ছাড়াও কোনরূপ অশ্লীল কাজ করা বা মানুষের অনিষ্ট করার চিন্তা না করা। কোন কোন ক্ষেত্রে মন্দ চিন্তাধারা মানুষের ঈমান বিনষ্ট করে।

পেটের এবং পেটের ভিতরে যা জমা করা হয়, তার অর্থ হল হারাম রোযগার বা হারাম জিনিসের দ্বারা পেট না ভরা। হালাল বস্তু ও হালাল রোযগারের মাধ্যমে উপার্জিত বস্তুর দ্বারা ক্ষুধা-পিপাসা দূর না করলে বান্দার ইবাদত কবূল হয় না।

আল্লাহ্কে হায়া করার অর্থ হল দুনিয়ার যিন্দেগীর পরিবর্তে আখিরাতের যিন্দেগীকে প্রাধান্য দান করা এবং দুনিয়ার তথাকথিত কোন মূল্যবান জিনিসের লোভে আখিরাতের সামান্যতম লোকসান না করা। আখিরাতের স্থায়ী গৃহ ও তার অমূল্য নিয়ামত লাভ করার জন্য প্রয়োজনবোধে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ কুরবান করা। আখিরাতের যিন্দেগীতে শুধু সুখ-শান্তি নয়, বরং দুঃখ-অশান্তিও রয়েছে। বান্দা মৃত্যুর কঠিন দরজা পার হয়ে আখিরাতের যিন্দেগীতে কদম রাখে। মৃত্যু তার যাবতীয় ভয়াবহতা নিয়ে আখিরাতের যাত্রীর সামনে উপস্থিত হয়। বান্দার ঈমান ও আমল মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে আখিরাতের প্রত্যেক মনযিলে বান্দাকে সাহায্য করে। বান্দা দুনিয়াতে মন্দ আমল করলে তামাম মন্দ আমল কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি নিয়ে তার সামনে হাযির হবে এবং তার মনের যাবতীয় শান্তি অপহরণ করবে। মন্দ মানুষের জন্য আখিরাতের প্রত্যেকটি মনযিল খুবই কঠিন হবে।

যে ব্যক্তি নিজের চিন্তাধারাকে গলদ রাস্তায় প্রবাহিত করে না, গলদ জিনিসের দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করে না, মৃত্যু ও তার পরবর্তী মনযিলসমূহের কথা চিন্তা করে এবং আখিরাতের জন্য দুনিয়াকে কুরবান করে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কে হায়া করার হক আদায় করে।

প্রাচুর্য ও দারিদ্র্য অন্তরে

(٢٣٠) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ تَقُوْلُ كَثْرَةُ الْمَالِ الْغِنٰى قُلْتُ نَعَمْ قَالَ تَقُوْلُ قِلَّةُ الْمَالِ اَلْفَقْرُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ - قَالَ ذَالِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ اَلْغِنٰى فِى الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ فِى الْقَلْبِ.

হাদীস-২৩০ ঃ হযরত আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন ঃ হে আবূ যর! তুমি কি সম্পদের আধিক্যকে প্রাচুর্য বল ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি কি সম্পদের স্বল্পতাকে দারিদ্র্য বল? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তিনবার এ প্রশ্ন করলেন, অতঃপর বললেন ঃ প্রাচুর্য অন্তরে এবং দারিদ্র্য অন্তরে। (তাবারানী, কাবীর গ্রন্থে)

ব্যাখ্যা ঃ ধন-দৌলতের আসল উদ্দেশ্য হল প্রয়োজন পূরণ করা এবং নিজের প্রয়োজনের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী না হওয়া। দৌলতের আধিক্য দ্বারা মানুষের তামাম প্রয়োজন পূরণ অসম্ভব। দৌলতের আধিক্যের সাথে সাথে বান্দার প্রয়োজনও বৃদ্ধি পায়। সঞ্চিত দৌলতের দ্বারা এক প্রয়োজন পূরণ করার পূর্বেই বান্দার নফ্স অসংখ্য প্রয়োজন সৃষ্টি করে। নফ্সের সৃষ্ট অসংখ্য প্রয়োজন পূরণ করার জন্য বান্দা আরো সম্পদ লাভ করার চেষ্টা করে এবং অধিক সম্পদ অর্জনের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হয়। তাই নফ্সের গলদ নির্দেশে লোভ-লালসায় বান্দা ধনী হয়েও অন্যের মুখাপেক্ষী। সম্পদের আধিক্য তাকে প্রাচুর্য দান করতে পারেনি অর্থাৎ তাকে অন্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

সাধারণত সম্পদের অভাবকে দারিদ্র্য বলা হয় এবং দরিদ্র ব্যক্তি তার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হয়। যদি কোন বান্দা তার অল্প সম্পদ সত্ত্বেও অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়, একটি রুটির পরিবর্তে অর্ধেক রুটির দ্বারা প্রয়োজন পূরণ করে, তাহলে সম্পদের স্বল্পতা সত্ত্বেও তাকে দরিদ্র বলা যাবে না। তাই নবী করীম (সা) বলেছেন, সম্পদের অভাবের নাম দারিদ্র্য নয়, বরং অন্তরের প্রাচুর্য আসল প্রাচুর্য এবং অন্তরের দারিদ্র্য আসল দারিদ্র্য।

ইমাম বুখারী আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাওয়ালা দিয়ে অনুরূপ এক হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعُرُوْضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ -

"দৌলতের আধিক্য প্রাচুর্য নয়, বরং প্রাচুর্য হল নফসের প্রাচুর্য।"

নফস বা অন্তরের প্রাচুর্য কিভাবে হাসিল করা যায় তার পন্থাও আল্লাহর রাসূল (সা) অপর এক হাদীসে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ যা দান করেছেন, তাতে যে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকে, সে অন্তরের প্রাচুর্য হাসিল করতে পারে। যে অন্তরের প্রাচুর্য লাভ করে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব্।

ইমাম মুসলিম আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-এর হাওয়ালা দিয়ে বর্ণনা করেন; রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ –

"সেই কামিয়াব হয়েছে যে ইসলাম কবূল করেছে, যাকে সামান্য রিযক দেয়া হয়েছে এবং যা তাকে দেয়া হয়েছে তাতে আল্লাহ্ তাকে কানাআত ও পরিতৃপ্তি দান করেছেন।"

বান্দা যেমন চায় আল্লাহ্ তেমন দেন

(٢٣١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِى اَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ حَتّٰى اِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهٗ قَالَ مَا يَكُوْنُ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهٗ عَنْكُمْ وَمَنْ يَّسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ اَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

হাদীস-২৩১ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, কতিপয় আনসার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি তাদেরকে দান করলেন। অতঃপর তারা তাঁর কাছে চাইল। তাঁর নিকট যা ছিল তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাদেরকে দিলেন এবং বললেন ঃ আমার কাছে কোন সম্পদ থাকলে তা তোমাদেরকে না দিয়ে কখনো সঞ্চয় করব না। কিন্তু যে নিজেকে সওয়াল করা থেকে বিরত রাখতে চায়, আল্লাহ্ তাকে পাক-সাফ রাখেন, যে নিজেকে অন্যের মুখাপেক্ষী করতে চায় না; আল্লাহ্ তাকে অন্যের মুখাপেক্ষী করেন না এবং যে সবর করতে চায়, আল্লাহ্ তাকে সবর দান করেন এবং কোন বান্দাকে সবরের চেয়ে অধিক প্রশস্ত কোন নিয়ামত কখনো দেয়া হয়নি। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ সওয়াল করার দ্বারা কখনো প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব নয়। যে প্রয়োজন পূরণ করার জন্য সওয়াল করার অপমান থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চায়,. আল্লাহ্ তাকে সওয়ালের অপমান থেকে রক্ষা করেন। যে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে চায় না,

আল্লাহ্ তাকে মদদ করেন, তার প্রয়োজন পূরণ করেন, তাকে সম্পদের সাথে সাথে কলবের প্রাচুর্যও দান করেন। যে প্রতিকূল অবস্থায় সবর করে, আল্লাহ্ তার অবস্থা অনুকূল করেন। বান্দার প্রয়োজন পূরণ করার যিম্মাদারী আল্লাহ্ তা'আলার। বান্দা আল্লাহর উপর নির্ভর করলে আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করেন। মানুষ মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। যে ব্যক্তি বান্দার সাহায্যে নিজের প্রয়োজন পূরণ করতে চায়, সে নেহায়েত ভুল করে। তার এক প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পূর্বে অসংখ্য প্রয়োজন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। বিপদে ধৈর্যধারণ করা, আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করা, প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা এবং কোন অবস্থায় অন্যের নিকট হাত সম্প্রসারিত না করার মধ্যে বান্দার প্রকৃত কল্যাণ নিহিত।

আল্লাহ্ আমাদেরকে সওয়াল করার অপমান থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে কলবের প্রাচুর্য দান করুন। আমীন, সুম্মা আমীন।

উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম

(٢٣٢) عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَأَلْتُهٗ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا حَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ اَخَذَهٗ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهٗ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهٗ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهٗ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اَرْزَأُ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى اُفَارِقَ الدُّنْيَا.

হাদীস-২৩২ঃ হযরত হাকিম ইবন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সওয়াল করলাম। তিনি আমাকে দান করলেন। পুনরায় তাঁর নিকট সওয়াল করলাম। তিনি আমাকে দিলেন এবং বললেনঃ হে হাকিম! এ সম্পদ সবুজ ও সুমিষ্ট। যে নফসের বদান্যতার সাথে তা গ্রহণ করে, তাতে তার জন্য বরকত রয়েছে। যে নফসের সম্মানের জন্য তা গ্রহণ করে, তাতে তার জন্য কোন বরকত নেই এবং তার অবস্থা এরূপ যেন এক ব্যক্তি খায় কিন্তু তার পেট ভরে না। উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে যিনি হক সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আপনার (এ দানের) পর দুনিয়া ত্যাগ করা পর্যন্ত আমি কারো নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করব না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ নফসের প্ররোচনায় কোন প্রয়োজন পূরণ করার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া অনুচিত। অন্যের নিকট হাত সম্প্রসারণ করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই; বরং তাতে নানাবিধ অকল্যাণ ও অসম্মান রয়েছে। অন্যের সম্পত্তির প্রতি লোভ-লালসা না থাকা কিংবা অন্যের মুখাপেক্ষী না হওয়ার সংকল্প থাকা সত্ত্বেও যদি কারো নিকট কোন সম্পদ আসে, তাতে কোন অকল্যাণ নেই।

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নাগরিকদেরকে যেসব পুরস্কার ও ভাতা দেয়া হয়, তা গ্রহণ করা দূষণীয় নয়। কিন্তু লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে এ ধরনের পুরস্কার ও ভাতার জন্য বিভিন্ন মহলে ধর্না দেয়া অনুচিত। মোট কথা অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া নিন্দনীয়। দীন ইসলামের দৃষ্টিতে দান গ্রহণকারীর চেয়ে দাতার স্থান উপরে।

কথিত আছে যে, আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী হাকিম ইবন হিযাম (রা) একশত বিশ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি হিজরী ৫৪ সনে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর শাসন-কালে ইন্তিকাল করেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আজীবন পালন করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) তাঁকে সরকারি ভাতা দিতে চেয়েছেন; কিন্তু তা তিনি কবূল করেননি। হযরত উসমান (রা) বা হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর যুগেও তিনি কোন সরকারি সাহায্য গ্রহণ করেননি। নবী করীম (সা)-এর নসীহতের প্রতি এবং নিজের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সাহাবায়ে-কিরাম কতটুকু দৃঢ় ও অটল ছিলেন তার নযীর হাকীম ইবন হিযাম (রা)-এর জীবনে পাওয়া যায়।

মু'মিনের ব্যাপারে খুব আজিব

(٢٣٣) عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ امْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَالِكَ لاَحَدٍ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

হাদীস-২৩৩ ঃ হযরত সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মু'মিনের ব্যাপার খুব আজিব। প্রত্যেক ব্যাপারে তার জন্য কল্যাণ। মু'মিন ছাড়া অন্য কারো জন্য এরূপ নয়। যদি তাকে সুখ-শান্তি স্পর্শ করে, তাহলে সে আল্লাহর শোকর আদায় করে এবং এটা তার জন্য কল্যাণকর। যদি দুঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করে, তাহলে সে সবর করে এবং এটা তার জন্য কল্যাণকর। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ শোকর ও সবর মু'মিন বান্দার বিশেষ গুণ। আল্লাহ তাকে কল্যাণ ও প্রাচুর্য দান করলে সে কখনো অহঙ্কার করে না এবং বে-পরওয়া যিন্দেগী যাপন করে

না, বরং সে আল্লাহকে আরো বেশি ভয় করে, তাঁকে মহব্বত করে এবং তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে। যে শুকরিয়া আদায় করে, আল্লাহ্ তাকে মহব্বত করেন, তাকে বর্ধিত নিয়ামত দান করেন, তার আমলনামায় সওয়াব লিখেন, তাকে শাকির বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দাদের মধ্যে শামিল করেন। এভাবে সুখ-শান্তি ও প্রাচুর্যের অবস্থায়ও মু'মিন বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাই বিজ্ঞ লোকমান হাকীম তাঁর ছেলেকে আল্লাহর শাকির বান্দা হওয়ার জন্য উপদেশ দানকালে বলেছিলেন ঃ

وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ – (সূরা লুকমান)

প্রসঙ্গত ঃ উল্লেখযোগ্য যে, শুকরিয়া তিনভাবে আদায় করার প্রয়োজন রয়েছে। বান্দা যেন সর্বদা এ কথা মনে করে, যে নিয়ামত সে লাভ করেছে তা কোন মানুষ তাকে দান করেনি, বরং তা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ দান করেছেন। প্রয়োজনবোধে এ চিন্তার মৌখিক প্রকাশ করা কর্তব্য। শুধু তাই নয়, বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন হওয়া উচিত। আল্লাহর দেয়া নিয়ামতকে আল্লাহর পসন্দনীয় রাস্তায় ব্যবহার করা, গোটা জীবনকে তাঁর ইবাদতের অধীন করা, আল্লাহর পয়গামকে মানুষের কাছে পৌঁছান, আল্লাহ্র শাকির বান্দাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, আল্লাহ্র না-শোকরকারী ও বিদ্রোহী বান্দাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্তরিক, মৌখিক ও দৈহিক সংগ্রাম করা শুকরিয়া আদায় করার বাস্তব পন্থা। বিপদ উপস্থিত হলে কখনো মু'মিন বান্দা নিরাশ হন না। বিপদকালে তিনি ধৈর্য ধারণ করেন, আল্লাহর উপর ভরসা করেন এবং বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। বস্তুত সৎকর্মশীল ঈমানদার বান্দার গোটা জীবনকে সবরের জীবন আখ্যায়িত করা যায়। জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিজের না-জায়েয খাহেশকে সংযত রাখা, আল্লাহর দেয়া সীমার পাবন্দী করা, আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের সময়, নিজের দৌলত নিজের শ্রম-মেহনত ও যোগ্যতা ব্যয় করা, প্রয়োজনবোধে নিজের জান কুরবান করা, আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুতকারী প্রত্যেক লোভ-লালসা ও হাতছানিকে পদদলিত করা, সৎপথে পা রাখার কারণে যে বালা-মুসীবত তার উপর পতিত হয়, তা বরদাশত করা, হারাম ও নাজায়েয পন্থায় যে ফায়দা ও স্বাদ পাওয়া যায়, তার খাহেশ ত্যাগ করা, আল্লাহর দীনকে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করার কারণে শয়তান ও তার অনুচরবর্গ যে দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা ও ক্ষয়ক্ষতি করে, তা হাসিমুখে সহ্য করা এবং এসব নেক কর্মের ফল এ দুনিয়ায় নয়, বরং আখিরাতের যিন্দেগীতে দান করার জন্য আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস করা এমন এক মহান ও উজ্জ্বল কর্মধারা যা মু'মিন বান্দার গোটা জীবনকে সবরের যিন্দেগীতে রূপান্তরিত করে। মু'মিন বান্দার সবরের কামিল নমুনা হলো, প্রত্যেক দিন

ও প্রতি মুহূর্তে সবর, হর মওকা ও হর হালতে সবর, সারা জীবনব্যাপী সবর। এ ধরনের সবরের প্রতিদানও নগণ্য নয়। নিয়ামতভরা জান্নাত তার উপযুক্ত প্রতিদান। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً -

– "তাদের সবরের প্রতিদান জান্নাত।" (সূরা ঃ আদ-দাহর)

ইবনে মাজাহ আবূ উমামা (রা)-এর হাওয়ালা দিয়ে যে হাদীসে কুদসী বর্ণনা করেছেন তাতে আল্লাহর সাবির বা সবরকারী বান্দাদের প্রতিদানের সুসংবাদ রয়েছে ঃ

قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى لَمْ اَرْضَى لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ.

–"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ হে আদম সন্তান, যদি বিপদের সূচনাতে তুমি সবর কর এবং আমার সন্তুষ্টির চিন্তা কর, তাহলে আমি তোমাকে জান্নাত ছাড়া অন্য কোন সওয়াব দিতে রাযী হব না।" (ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর রহমত, নিয়ামত ও মাগফিরাত লাভ করার জন্য তাবারানীর এক হাদীসে সবরের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর হাওলা দিয়ে বর্ণিত উক্ত হাদীসে মুসীবত গোপন রাখা এবং মুসীবতের আভিযোগ কারো কাছে না করার উপদেশ দেয়া হয়েছে ঃ

مَنْ اُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ فِيْ مَالِهٖ اَوْفِيْ نَفْسِهٖ فَكَتَمَهَا وَلَمْ يَشْكُهَا اِلَى النَّاسِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَّغْفِرَلَهٗ.

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যদি কোন বান্দার মাল বা নফসের উপর মুসীবত পতিত হয় এবং সে তা গোপন করে, আর মানুষের কাছে তার শেকায়েত না করে, তাহলে তাকে মাফ করে দেয়া আল্লাহর যিম্মাদারী হয়ে যায়।" (তাবারানী)

শুধু আখিরাতের যিন্দেগীতে নয়, দুনিয়ার যিন্দেগীতেও সাবির বান্দাগণ আল্লাহর অফুরন্ত মেহেরবানী লাভ করে থাকেন। অপর এক হাদীসে ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। যে ব্যক্তি ভূখা বা কোন সমস্যা জর্জরিত এবং সে তার অভাব ও সমস্যা মানুষের কাছে গোপন রাখে, আল্লাহ সে ব্যক্তিকে এক বছরের উপযোগী হালাল রিযক দান করেন।

হাদীসে বলা হয়েছে, শোকর ও সবরের প্রতিদান শুধু মু'মিন বান্দার জন্য; আল্লাহ-দ্রোহী ও অবিশ্বাসিগণ শোকর ও সবরের দৌলত ও তার মহা প্রতিদান থেকে বঞ্চিত।

যয়নবের বাচ্চার জন্য নবী করীম (সা) কাঁদলেন

(٢٣٤) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِ اَنَّ ابْنًا لِيْ قُبِضَ فَأْتِنَا فَاَرْسَلَ يَقْرَءُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُبْنُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَّرِجَالٌ فَرُفِعَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ يَتَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذَا فَقَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ فَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.

হাদীস-২৩৪ ঃ হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর সাহাবযাদী যয়নব (রা) রাসূলুল্লাহর নিকট সংবাদ পাঠালেন ঃ আমার বাচ্চার প্রাণ বের হওয়ার সময় আপনি আমাদের কাছে আসুন। নবী (সা) তাকে সালাম পাঠালেন এবং বাণী পাঠালেন ঃ আল্লাহ যা গ্রহণ করেন তা তাঁর, তিনি যা দান করেন তাও তাঁর এবং তাঁর নিকট প্রত্যেক জিনিসের সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে। সবর কর এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির চিন্তা কর। কিন্তু যয়নব নবী (সা)-কে তাঁর কাছে আসার জন্য শপথ করে সংবাদ পাঠালেন। অতঃপর নবী (সা) উঠে রওনা করলেন। তাঁর সাথে সা'দ ইবন উবাদা (রা), মা'আয ইবন জাবাল (রা), উবাই ইবন কা'আব (রা), যায়দ ইবন সাবিত (রা) এবং আরো কিছু লোক ছিলেন। নবী (সা)-এর কোলে বাচ্চাকে দেয়া হল এবং তার শ্বাসের আওয়াজ হচ্ছিল। নবী (সা)-এর চোখ মুবারক থেকে পানি ঝরতে লাগল। সা'দ ইবন উবাদা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা কি? নবী (সা) বললেন ঃ এটা রহমত যা তিনি তাঁর বান্দার আত্মায় ঢেলে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর রহমশীল বান্দাদেরকে রহম করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয়জনের মৃত্যুকালে সবর করা মু'মিন বান্দার ঈমানী কর্তব্য। যদি বান্দা মনে করে মানুষের জীবনসহ তামাম নিয়ামতের মালিক আল্লাহ্ এবং তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কখনো তা দান করেন আবার কখনো তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যান,

তাহলে বিপদ বরদাশত করা তার জন্য সহজ হবে। অন্যথায় বিপদে ধৈর্যহীন হয়ে হা-হুতাশ করার আশঙ্কা রয়েছে।

বিপদকালে বা প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় অশ্রুপাত করা সবরের পরিপন্থি নয় এবং তাতে কোন গুনাহ্ নেই। মায়া-মমতা এবং অন্তরের বিনম্রতার জন্য মানুষের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরা খুব স্বাভাবিক। যার অন্তরে মায়া-মহব্বত নেই, তার চোখ অশ্রুসিক্ত হবে না। যদি মানুষ বিপদকালে ধৈর্যহীন হয় বা আল্লাহ্র ফয়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ না করে, তাহলে তার গুনাহ্ হবে।

মা'আয (রা)-এর প্রতি রাসূল (সা)-এর চিঠি

(٢٣٥) عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ فَكَتَبَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّعْزِيَةَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَاِنِّىْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعْظَمَ اللّٰهُ لَكَ الْاَجْرَ وَاَلْهَمَكَ الصَّبْرَ وَرَزَقْنَا وَاِيَّاكَ الشُّكْرَ فَاِنَّ اَنْفُسَنَا وَاَمْوَالَنَا وَاَهْلَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللّٰهِ الْهَنِيْئَةِ وَعَوَارِيْهِ اَلْمُسْتَوْدَعَةِ مَتَّعَكَ اللّٰهُ بِهٖ فِىْ غِبْطَةٍ وَّسُرُوْرٍ وَقَبْضَةً مِنْكَ بِاَجْرٍ كَبِيْرٍ اَلصَّلٰوةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْهُدٰى اِنِ احْتَسَبْتَهُ فَاصْبِرْ وَلاَ يُحْبِطُ جَزَعُكَ فَتَنْدَمَ وَاعْلَمْ اَنَّ الْجَزَعَ لاَ يَرُدُّ مَيْتًا وَّلاَ يَدْفَعُ حَزَنًا وَمَا هُوَ نَازِلٌ فَكَانَ قَدْ وَالسَّلَامَ.

হাদীস-২৩৫ ঃ হযরত মা'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর এক ছেলের মৃত্যু হয়। নবী (সা) তাঁকে সমবেদনা প্রকাশ করে চিঠি লিখলেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম,

আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট থেকে মা'আয ইবন জাবালের প্রতি। সালামুন আলাইকা। আমি তোমার কাছে প্রশংসা করছি সেই আল্লাহ্র, যিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। অতঃপর দু'আ করি আল্লাহ্ তোমাকে মহান প্রতিদান ও পরিপূর্ণ সবর দান করুন এবং তোমাকে ও আমাদেরকে (নিয়ামতের) শুকরিয়া আদায় করার তওফিক দিন। আমাদের নফ্স, আমাদের সম্পদ এবং আমাদের পরিবার-

পরিজন আল্লাহ্‌র আনন্দদায়ক দান এবং গচ্ছিত আমানত। আল্লাহ্ তোমাকে তা তৃপ্তি ও আনন্দের সাথে উপভোগ করতে দিয়েছেন এবং বিরাট প্রতিদানের বিনিময়ে তা তোমার কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন। যদি তুমি তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য সবর কর, তাহলে তোমার জন্য নিয়ামত, রহমত এবং হিদায়ত রয়েছে। তাই সবর কর এবং তোমার শোক যেন তোমার প্রতিদান বরবাদ করে তোমাকে অনুতপ্ত না করে। মনে রেখ, শোক মৃতকে ফিরিয়ে আনতে পারে না এবং ব্যথা-বেদনাকেও দূর করতে পারে না আর যা মানুষের উপর নাযিল হয়, তা ভাগ্যলিপিতে রয়েছে। ওয়াস্‌সালাম।

(তাবারানী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কিছু সংখ্যক জিনিসের ভোগ-দখলের অধিকার মানুষকে দেয়া হয়েছে। যেরূপ তিনি মানুষকে নিয়ামত দান করেন, সেরূপ তিনি কোন কোন সময় নিয়ামত ফিরিয়েও নেন। কেন তিনি নিয়ামত ফিরিয়ে নেন তা মানুষের বোধগম্যের বাইরে। বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য, তাকে শাস্তি দান করার জন্য, তার মরতবা বা মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য বা অন্য কোন অজ্ঞাত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তিনি এরূপ করেন, তা আমাদের জানা নেই। কারণ যাই থাকুক, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি মেহেরবান। যখন বান্দা মুসীবতকালে ধৈর্য ধারণ করে, তখন আল্লাহ্ তাকে অন্য কোন নিয়ামত দান করেন, তার উপর রহমত নাযিল করেন এবং তাকে হিদায়তের উপর কায়েম রাখেন, তার গুনাহ্ মাফ করে দেন এবং আখিরাতের যিন্দেগীতে আরাম-আয়েশে পরিপূর্ণ জান্নাত দান করেন। মু'মিন বান্দার জন্য এটা বিরাট কামিয়াবী, সবরের প্রতিদান।

যে বান্দা ধৈর্য ধারণ করে না, সে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ পায় না। ধৈর্যহীনতা এবং সীমাহীন হা-হুতাশের দ্বারা সে তার মৃত প্রিয়জনকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। তার হা-হুতাশ তার ব্যথা-বেদনা বৃদ্ধি করে এবং তাকে আল্লাহ্‌র রহমত, নিয়ামত ও বরকত থেকে বঞ্চিত করে। তাই বে-সবর বা ধৈর্যহীন ব্যক্তির দুঃখ-দুর্দশা এবং লোকসান অবর্ণনীয়, অফুরন্ত ও অপূরণীয়।

আল্লাহ্‌র হিল্‌ম ও ইল্‌ম থেকে কিঞ্চিত দান

(٢٣٦) عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ يَا عِيْسٰى اِنِّىْ بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ اُمَّةً اِذَا اَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّوْنَ حَمِدُوا اللّٰهَ وَاِنْ اَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُوْنَ احْتَسَبُوْا وَصَبَرُوْا وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ

فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُوْنُ هٰذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ قَالَ أُعْطِيْهِمْ مِنْ حِلْمِيْ وَعِلْمِيْ.

হাদীস-২৩৬ ঃ হযরত উম্মে দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ দারদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তা'আলা ঈসা (আ)-কে বলেছেন ঃ হে ঈসা! আমি তোমার পর এমন এক উম্মত প্রেরণ করব যারা তেমন হিলম ও আকলের অধিকারী হবে না। অথচ যখন তারা তাদের পসন্দনীয় জিনিস লাভ করবে, তখন আল্লাহ্র শোকর আদায় করবে এবং যখন অপসন্দনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ তাদের উপর পতিত হবে, তখন তারা সবর করবে এবং আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে। ঈসা (আ) বললেন ঃ হে রব্ব! তাদের হিলম ও আকল থাকবে না, তাহলে তারা কি করে এরূপ হবে? আল্লাহ্ বললেনঃ আমি তাদেরকে আমার হিল্ম (নম্রতা ও সবর) এবং ইল্ম (বিদ্যা-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা) থেকে কিঞ্চিত দান করব। (বায়হাকী ঃ শুয়াবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ হিল্ম এবং ইল্ম আল্লাহ্র দু'টো সিফাত। তিনি হালিম এবং আলিম। তিনি আখেরী নবীর উম্মতকে তাঁর এ দু'টো গুণ থেকে কিঞ্চিত হিস্সা দান করেছেন। নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির স্বল্পতা সত্ত্বেও এ দু'টো আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণের দ্বারা মুসলিম উম্মত দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ হাসিল করতে পারে। যেরূপ 'হায়া' মুসলমানের বিশেষ গুণ, সেরূপ হিল্ম এবং ইল্মও বিশেষ গুণ। যখন হায়ার সাথে হিল্ম ও ইল্মের সংযোগ সাধিত হয়, তখন বান্দা এক অজেয় রূহানী শক্তি লাভ করে যার দ্বারা সে দুনিয়ার তামাম বালা-মুসীবত এবং বাতিল শক্তির হামলা মোকাবিলা করতে সক্ষম। বলা বাহুল্য, সাহাবায়ে কিরাম ও সলফে সালেহীন হায়া, হিল্ম এবং আসমানী ইল্মের অপরাজেয় অস্ত্রের দ্বারা দুনিয়া জয় করেছেন, দুনিয়ার বুকে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এজন্য আল্লাহ্ আখিরাতেও তাঁদেরকে বিরাট ইনাম ও সাফল্য দান করবেন।

হে আল্লাহ্! হায়া, হিল্ম এবং ইল্মের দ্বারা মুসলিম উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আখলাক সুন্দর করার তওফিক দিন। আমীন, সুম্মা আমীন।

যে মন্ত্র-তন্ত্র ও কুলক্ষণের আশ্রয় নেয়নি, সে বেহেশতী

(٢٣٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

হাদীস-২৩৭ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মতের সত্তর হাজার ব্যক্তি যারা মন্ত্র-তন্ত্র এবং কুলক্ষণের আশ্রয় গ্রহণ করেনি এবং তাদের রব্বের উপর তাওয়াক্কুল করেছে, তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ মন্ত্র-তন্ত্র এবং বদফাল বা কুলক্ষণের আশ্রয় গ্রহণ করা খুব মন্দ অভ্যাস। এটা ঈমানী দুর্বলতা থেকে সৃষ্ট। এটা ঈমানের পরিপন্থি। যে বান্দা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস করে, সে বালা-মুসীবত থেকে বেঁচে থাকার জন্য বা তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য জাহিলী যামানার মন্ত্র-তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে না বা কোন কাজ তার জন্য মঙ্গলজনক হবে কিনা তা জানবার জন্য ফাল (শুভাশুভ জানার লটারী বিশেষ)-এর আশ্রয় গ্রহণ করে না। মন্ত্র-তন্ত্র নিষিদ্ধ হওয়ার দু'টো প্রধান কারণ হল, মানুষের ভাল বা মন্দ করার কোন শক্তি মন্ত্র-তন্ত্রের নেই। তাতে আল্লাহ্র উপর আস্থা বিনষ্ট হয়। অনুরূপভাবে 'বদফাল' নিষিদ্ধ হওয়ার কারণগুলোর দু'টো প্রধান কারণ হল, আল্লাহ্ মানুষকে ভাল-মন্দ বিচার-বিবেচনা করার শক্তি দিয়েছেন। মানুষ তার বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ না করে 'ফাল'-এর মাধ্যমে কর্ম বা কর্মধারা নির্বাচন করলে সমাজের প্রগতি এবং বিকাশ ব্যাহত হবে। মন্ত্র-তন্ত্রের ন্যায় 'ফাল' বা ভাগ্য লটারী আল্লাহ্র উপর আস্থা বিনষ্ট করে। রিসালাতে মুহাম্মদীর পূর্বে আরব দেশে এ দু'টো রোগ খুব ব্যাপক ছিল। নবী করীম (সা) এ মন্দ অভ্যাস থেকে উম্মতকে দূরে থাকার জন্য নসীহত করেছেন।

যারা আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল করেন, তারা বিনাহিসাবে বেহেশতে যাবেন। হিসাব দান করার ঝামেলা তাদের পোহাতে হবে না। আল্লাহ্ তাদের আমলনামার উপর রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে দাখিল হওয়ার অনুমতি দিবেন।

মনে রাখতে হবে, রোগ দূর করার জন্য ওষুধের ব্যবহার বা কুরআনী আয়াতের দ্বারা ফুঁ দান করা আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুলের খেলাফ নয়। আলোচ্য হাদীসে শুধু মন্দ উপায়-উপকরণকে তাওয়াক্কুলের খেলাফ আখ্যায়িত করা হয়েছে।

তাওয়াক্কুল

তাওয়াক্কুলের হক পূরণের ফল

(٢٣٨) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْا خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا.

হাদীস-২৩৮ ঃ হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যেভাবে তাওয়াক্কুল করার হক রয়েছে, যদি তোমরা সেভাবে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করতে, তাহলে তিনি তোমাদেরকে সেরূপ রিযক দিতেন, যেরূপ পাখিকে দেন। তারা সকালবেলা খালিপেটে বের হয় এবং সন্ধ্যাবেলা ভরপেটে ফিরে আসে। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ রিযক এবং তা হাসিল করার তামাম উৎস আল্লাহ্র ইখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে। তিনি তামাম মাখলূককে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী রিযক দান করেন। রিযকের ব্যাপারে অন্য কোন সত্তার সামান্যতম শক্তি বা ইখতিয়ার নেই। রিযকের তারতম্যের কারণও তিনি অবগত আছেন। দুনিয়ার মানুষের প্রয়োজনীয় রিযক তিনি দুনিয়ার বুকে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের তৈরি ত্রুটিপূর্ণ বিলি-বন্টন ব্যবস্থার কারণে কিছু সংখ্যক লোক প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ধন-দৌলত লাভ করে এবং বহুসংখ্যক প্রয়োজনের চেয়ে কম লাভ করে। আল্লাহ্ মানুষকে সহজে রিযক দান করতেন যদি মানুষ তাঁর উপর পরিপূর্ণভাবে ভরসা করত। যেরূপ পাখি সামান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে রিযক লাভ করে, সেরূপ মানুষও সামান্য পরিশ্রমের মাধ্যমে রিযক লাভ করতে পারত। পরিপূর্ণভাবে তাওয়াক্কুল করার অর্থ হল আল্লাহ্কে একমাত্র রিযকদাতা হিসেবে স্বীকার করা এবং মাখলূকের মধ্যে যারা নিজেকে রিযকদাতা মনে করে বা রিযকদাতার মর্যাদায় নিজেদেরকে অধিষ্ঠিত করতে চায়, তাদের সংশ্রব ত্যাগ করা, তাদেরকে অস্বীকার করা, ঘৃণা করা এবং কোন পীর, পূরোহিত বুযর্গ, দেব-দেবী, আমীর-উমরাহকে রিযকদাতা মনে না করা। তাওয়াক্কুল করার অর্থ হল, মনে-প্রাণে এ কথা বিশ্বাস করা যে, যদি আল্লাহ্ কোন বান্দাকে রিযক দান করেন, তাহলে সারা দুনিয়ার মানুষ তাকে সে রিযক থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। যদি আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করেন, তাহলে সারা দুনিয়ার মানুষ সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করেও তাকে সামান্য রিযক দিতে পারবে না।

তাওয়াক্কুলকারীর জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট

(٢٣٩) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِقَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً فَمَنِ اتَّبَعَ قَلْبَهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ بِاَىِّ وَادٍ اَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ كَفَاهُ الشُّعَبَ.

হাদীস-২৩৯ ঃ হযরত আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক উপত্যকার শাখা আদম সন্তানের অন্তরে রয়েছে। যে প্রত্যেক শাখা অনুসরণ করে, সে কোন উপত্যকায় ধ্বংস হয়, তার চিন্তা আল্লাহ্ করেন না। যে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ্ তার পথের জন্য যথেষ্ট।
(ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ার যিন্দেগীতে প্রলোভন ও আকর্ষণের অন্ত নেই। চির-দুশমন শয়তান মানুষকে বিপথগামী করার জন্য রং-বেরঙের চিন্তাধারা তার কাছে পেশ করে। যে বান্দা নিজের নফ্সকে সংযত করে না বা নফ্সের খাহেশের পেছনে ধাওয়া করে কিংবা সকল মত ও পথ অনুসরণ করতে চায়, সে বিড়ম্বনাময় যিন্দেগী যাপন করে। সে কখনো সুখ ও শান্তি লাভ করতে পারে না। সে বিভিন্ন সত্তা ও শক্তির পরস্পর বিরোধী দাবি পূরণ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ ও বিফল হয়। যে চিন্তার প্রত্যেক উপত্যকায় কামনা ও কল্পনার ঘোড়া দৌড়ায়, যে নিজে শয়তানের অনুসরণ করে, যে মন্দ আমল ও মন্দ চিন্তার দ্বারা নিজেকে বরবাদ করে, আল্লাহ্ তাকে সৎপথে নিয়ে আসেন না এবং এ ধরনের গাফিল অবিবেচক বান্দা যে কোন বাতিল পথে ধ্বংস হলে আল্লাহ্ তাকে উদ্ধার করেন না।

যে ব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র উপর ভরসা করেন, আল্লাহ্র আইন অমান্য করেন না, আল্লাহ্কে ভয় করেন, আল্লাহ্ তাঁর যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেন, আল্লাহ তাকে সৎ যিন্দেগী যাপন করার তওফীক দেন, শয়তানের প্ররোচনা থেকে তাকে হিফাযত করেন। যিনি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করেন, তিনি দুনিয়া আখিরাতে নিজেকে তামাম অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন।

আল্লাহর ইচ্ছা পূরণে কেউ বাধা দিতে পারে না

(٢٤٠) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ وَاِذَا سَاَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ

اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِاجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْئٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلاَّ بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِاجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْئٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلاَّ بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْاَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.

হাদীস-২৪০ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেছনে ছিলাম। তিনি বললেন ঃ হে যুবক! আল্লাহ্কে স্মরণ কর, তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন। আল্লাহ্কে স্মরণ কর, তাঁকে তোমার সামনে পাবে। যখন তুমি সওয়াল কর তা তুমি আল্লাহ্র কাছে কর। যখন তুমি কোন সাহায্য চাও তা আল্লাহ্র কাছে চাও এবং জেনে রেখ, যদি তোমাকে কোন কল্যাণ দান করার জন্য তামাম মানুষ সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করে, তা হলেও আল্লাহ্ তোমার ভাগ্যে যা লিখেছেন তাছাড়া তারা তোমাকে কিছুই দিতে পারবে না। যদি তারা সম্মিলিতভাবে তোমার অমঙ্গল করতে চায়, তা হলেও আল্লাহ্ যা লিখেছেন তাছাড়া তারা কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং ভাগ্যলিপির কালি শুকিয়ে গেছে। (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ নির্বুদ্ধিতার কারণে বা আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণ আস্থা না থাকার জন্য মানুষ অপর মানুষের কাছে সওয়াল করে। আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী না হয়ে বান্দার মুখাপেক্ষী হয়। কল্যাণ-অকল্যাণ বা প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে বুনিয়াদী এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আল্লাহ্ মানুষের জন্য যা নির্ধারিত করে রেখেছেন তা দুনিয়ার মানুষ সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করেও পরিবর্তন করতে পারবে না। তাই বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভ করা বা প্রয়োজন পূরণ করার জন্য মানুষের সাহায্যের পরিবর্তে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। তিনি মানুষকে কল্যাণ-অকল্যাণ দান করেন, তিনি ভাগ্যলিপি নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি ইচ্ছা করলে ভাগ্যলিপি পরিবর্তন করে মৃত্যু-পথযাত্রীকে জীবন দান করতে পারেন বা লোকসানকে লাভে রূপান্তরিত করতে পারেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করে, তাঁকে একমাত্র মদদগার ও সাহায্যকারী জ্ঞান করে, সুখে-দুঃখে তাঁর মুখাপেক্ষী হয় এবং তাঁর হুকুম-আহকাম পালন করে, আল্লাহ্ তাকে মদদ করেন।

রিযক ভোগ করার পূর্বে মৃত্যু হবে না

(٢٤١) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ شَيْئٍ يُقَرِّبُكُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ اِلاَّ قَدْ اَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَيْسَ شَيْئٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اِلاَّ

قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَاَنَّ الرُّوْحَ الْاَمِيْنَ (وَفِىْ رِوَايَةٍ وَاَنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ) نَفَثَ فِىْ رَوْعِىْ اَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا اَلَا فَاتَّقُو اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِى اللّٰهِ فَاِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ اِلَّا بِطَاعَتِهِ.

হাদীস-২৪১ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে যে হুকুম করেছি, তাছাড়া অন্য কোন জিনিস তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী এবং দোযখ থেকে দূরবর্তী করবে না এবং আমি তোমাদেরকে যে নিষেধ করেছি, তাছাড়া অন্য কোন জিনিস তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী এবং দোযখ থেকে দূরবর্তী করবে না। রূহুল আমীন (অন্য বর্ণনায় রূহুল কুদ্স—উভয় ক্ষেত্রে অর্থ জিবরাঈল) আমার অন্তরে এ কথা ঢেলে দিয়েছেন যে, রিযক পরিপূর্ণ না করা পর্যন্ত কোন প্রাণীর মৃত্যু হবে না। সাবধান! আল্লাহ্কে ভয় কর। রিযক অনুসন্ধানের ব্যাপারে সুন্দর পন্থা অবলম্বন কর। রিযক হাসিলের বিলম্বতা তোমাদেরকে যেন আল্লাহ্র অবাধ্যতার মাধ্যমে (নাজায়েয তরীকায়) রিযক হাসিল করতে উদ্বুদ্ধ না করে। কারণ, আল্লাহ্র নিয়ামত তাঁর আনুগত্য ছাড়া হাসিল করা যায় না।

(বাগাবী ঃ শরহুস সুন্নাহ ও বায়হাকী ঃ শুয়বুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ যদি কোন বান্দা জান্নাতে যেতে চায় এবং দোযখের আগুন থেকে বেঁচে থাকতে চায়, তাহলে কুরআন ও হাদীসের তামাম হুকুম-আহকাম পালন করা কর্তব্য। যদি কোন বান্দা কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অমান্য করে, তাহলে সে দোযখী হবে। জান্নাত লাভ করা এবং দোযখ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নিদেশিত তরীকা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

রিযকের ব্যাপারে মানুষের দুর্বলতা ও অস্থিরতার অন্ত নেই। রিযকের চাবিকাঠি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র হাতে। রিযক হাসিল করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। চেষ্টা-সাধনা না করলে রিযক থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু চেষ্টা-সাধনা দ্বারা বান্দা নির্ধারিত রিযকের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে না। আল্লাহ চাইলে তাঁর অনুগত মেহনতি বান্দার রিযক বৃদ্ধি করে দিতে পারেন। অনুরূপভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বিদ্রোহী বান্দার রিযক হ্রাস করতে পারেন। হ্রাস-বৃদ্ধি একমাত্র আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণে। অধিকন্তু আল্লাহ্ প্রত্যেক প্রাণীর জন্য যে রিযক রেখেছেন, যদি তিনি নিজে ইচ্ছা করে বা রাগ করে পরিবর্তন না করেন তাহলে নির্ধারিত রিযক হাসিল না করা পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে না। মানুষের এ বাস্তব জ্ঞানের অভাবের জন্য কোন কোন সময়

রিযকের সংস্থানে বিলম্ব হলে অবৈধ ও হারাম পন্থায় রিযক লাভ করার চেষ্টা করে। তাতে সে তার ভাগ্যের নির্ধারিত রিযক থেকে বিন্দুমাত্র বেশি অর্জন করতে পারে না। শুধু আখিরাতকে বরবাদ করে। আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমে বান্দা তার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে অনেক বেশি লাভ করতে পারে। আনুগত্যের মাধ্যমে শুধু দুনিয়ার রিযক নয়, আখিরাতের রিযক, তাঁর অফুরন্ত নিয়ামত, রহমত এবং মাগফিরাত লাভ করতে পারে।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

(٢٤٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى اَهْلِه فَلَمَّا رَأىٰ مَا بِهِمْ مِنَ الْحَاجَةِ خَرَجَ اِلَى الْبَرِيَّةِ فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَتُهٗ قَامَتْ اِلَى الرَّحٰى فَوَضَعَتْهَا وَاِلَى التَّنُّوْرِ فَسَجَرَتْهُ ثُمَّ قَالَتْ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا فَنَظَرَتْ فَاِذَا الْجَفْنَةُ قَدِ امْتَلأَتْ قَالَ وَذَهَبَتْ اِلَى التَّنُّوْرِ فَوَجَدَتْهُ مُمْتَلِئًا قَالَ فَرَجَعَ الزَّوْجُ قَالَ اَصَبْتُمْ بَعْدِىْ شَيْئًا قَالَتِ امْرَأَتُهٗ نَعَمْ مِنْ رَّبِّنَا وَقَامَ اِلَى الرَّحٰى فَذَكَرَ ذَالِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَمَا اَنَّهٗ لَوْ لَمْ يَرْفَعْهَا لَمْ تَزَلْ تَدُوْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ.

হাদীস-২৪২ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার পরিবারের নিকট গেল। যখন সে তাদের অভাব-অনটনে দেখল, বের হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। তার স্ত্রী তা দেখে চাক্কীর নিকট দাঁড়াল, চাক্কীকে কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তুত করল, তন্দুরের মধ্যে আগুন ধরাল এবং দু'আ করল ঃ আল্লাহুম্মারযুকনা—হে আল্লাহ আমাদেরকে রিযক দিন। অতঃপর সে দেখল চাক্কী আটায় ভরে গেছে। তন্দুরের কাছে গিয়ে দেখল তন্দুর রুটিতে ভরে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তার স্বামী ফিরে আসল এবং বলল, আমার যাওয়ার পর কি তুমি কিছু পেয়েছ? তার স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। আমাদের রব্বের পক্ষ থেকে। লোকটি তা দেখার জন্য উঠে দাঁড়াল। (কোন ব্যক্তি) নবী করীম (সা)-এর নিকট তা বর্ণনা করল। নবী করীম (সা) বললেন ঃ মনে রাখ, যদি সে তা না উঠত, তাহলে চাক্কী কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকত। (আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ বান্দাকে রিযক দান করা আল্লাহ্র যিম্মাদারী। রিযক অর্জন করার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা করা, এ ব্যাপারে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা, তাঁর কুদরত ও এখতিয়ারের উপর পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা বান্দার কর্তব্য। শুধু চেষ্টা-

সাধনা করা বা শুধুমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা করে ঘরের মধ্যে বসে থাকা এবং কোন প্রচেষ্টা ছাড়া আল্লাহ্ রিযকের ব্যবস্থা করবেন, এরূপ ধারণা করা খুবই ত্রুটিপূর্ণ আমল। যে নেক যিন্দেগী যাপন করে, হালাল উপায়ে রিযক লাভ করতে চেষ্টা করে, রিযক লাভে বিলম্ব হলে হারাম তরীকা অবলম্বন করে না, বরং আল্লাহ্র উপর ভরসা করে এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ পার্থিব উপায়-উপকরণের দ্বারা বা গায়েবী সাহায্যের মাধ্যমে তার রিযকের ব্যবস্থা করেন।

আদম সন্তানের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য

(٢٤٣) عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهٗ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ تَرْكُهٗ اسْتِخَارَةَ اللّٰهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ سَخْطُهٗ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهٗ.

হাদীস-২৪৩ ঃ হযরত সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর বান্দার জন্য যা ফায়সালা করেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকা আদম সন্তানের সৌভাগ্য এবং আল্লাহ্র কাছে ইস্তেখারা বা কল্যাণকর কাজের পরামর্শ চাওয়ার দু'আ না করা ও আল্লাহ্র ফয়সালার উপর বিরক্ত হওয়া আদম সন্তানের জন্য দুর্ভাগ্য। (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ বান্দার জ্ঞান সীমিত ও সীমাবদ্ধ। ক্ষুদ্র জ্ঞানের দ্বারা অসীম শক্তির অধিকারী আল্লাহ্র তামাম ফয়সালার গুরুত্ব অনুধাবন করা বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ পরিস্থিতি ও পরিবেশে বান্দা যে জিনিসকে নিজের জন্য মঙ্গলজনক মনে করে, পরিস্থিতি ও পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে সে জিনিস তার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। ভবিষ্যতের জ্ঞান না থাকার কারণে মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না। তাই আল্লাহ্র তামাম ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা মহা সৌভাগ্য এবং তাঁর ফয়সালার উপর বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হওয়া বান্দার চরম দুর্ভাগ্য। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

"হতে পারে তোমরা যা অপসন্দ কর, তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক এবং (এমনও) হতে পারে তোমরা যা পসন্দ কর, তা তোমাদের জন্য অমঙ্গলজনক। (বস্তুত তার রহস্য) আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা তা জান না।"

অনুরূপভাবে ইস্তেখারা না করা, মঙ্গলজনক কাজ বান্দার জন্য পসন্দ করা বা মঞ্জুর করার দু'আ আল্লাহ্র কাছে না করা বান্দার দুর্ভাগ্য ছাড়া অন্য কিছু নয়। কোন

কাজের প্রারম্ভে বান্দা যখন সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে দু'ভাবে সাহায্য করেন। যদি প্রার্থিত জিনিস বান্দার জন্য মঙ্গলজনক হয়, তাহলে আল্লাহ্ তাতে খায়ের ও বরকত নাযিল করেন, উপায়-উপকরণ বান্দার জন্য সহজলভ্য করে দেন এবং বান্দা সহজে তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করে। যদি আকাঙ্ক্ষিত জিনিস বান্দার জন্য অকল্যাণকর হয়, তাহলে আল্লাহ্ তাকে তা দান করেন না, উপায়-উপকরণ বান্দার নিকট কঠিন বিবেচিত হয়, বান্দা ধীরে ধীরে নিজের ইচ্ছার পরিবর্তন করে এবং আল্লাহ্ এভাবে তাকে ব্যর্থতা ও অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন। তাই যে ব্যক্তি ইস্তেখারার আশ্রয় গ্রহণ করে না, সে চরম দুর্ভাগ্যবান। আলোচ্য হাদীসে এ কথার প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে।

আল্লাহ্ অন্তর ও আমল দেখেন

(٢٤٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ.

হাদীস-২৪৪ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের আকৃতি ও সম্পদের দিকে নযর করেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে নযর করেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ মানুষের বাহ্যিক আকৃতি, বেশ-ভূষা, সৌন্দর্য বা সম্পদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন না। তিনি মানুষের অন্তর ও আমলের সৌন্দর্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যদি কোন ব্যক্তি বেশ-ভূষা, আকৃতি এবং সম্পদের দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়; কিন্তু নিয়্যত এবং আমলের সৌন্দর্য তার না থাকে, তাহলে উত্তম আকৃতি ও প্রচুর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সে সমাজের কোন উপকার করতে সক্ষম নয়। যে নেক চিন্তা করে, নেক নিয়্যত পোষণ করে, নেক আমল করে, মানুষকে সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য-সহযোগিতা করে, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য এগিয়ে আসে, তার উত্তম আকৃতি ও সম্পদ না থাকলেও সে সমাজের রত্ন এবং মানুষের বন্ধু। নেক নিয়্যত ও নেক আমলের গুরুত্ব আল্লাহ্র কাছে অনেক বেশি। আল্লাহ্তা'আলা এরূপ বান্দাদের অধিক পসন্দ করেন।

বেমিসাল কুরবানীর প্রতিদান

(٢٤٥) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا ثَلٰثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ اَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَمَالُوْا اِلٰى غَارٍ فِى الْجَبَلِ

فَانْحَطَّتْ عَلٰى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَاطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اُنْظُرُوْا اَعْمَالاً عَمِلْتُمُوْهَا لِلّٰهِ صَالِحَةً فَادْعُوْا اللّٰهَ بِهَا لَعَلَّه يُفَرِّجُهَا فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهٗ كَانَ لِىْ وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَلِىَ صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ اَرْعٰى عَلَيْهِمْ فَاِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَىَّ اَسْقِيْهِمَا قَبْلَ وُلْدِىْ وَاَنَّهٗ قَدْنَاءَ بِىَ الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتّٰى اَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ اَحْلُبُ فَجِئْتُ بِالْحِلاَبِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُسِهِمَا اَكْرَهُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا وَاَكْرَهُ اَنْ اَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَىَّ فَلَمْ يَزَالْ ذٰلِكَ دَأْبِىْ وَدَأْبُهُمْ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَاَخْرِجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَّجَ اللّٰهُ لَهُمْ حَتّٰى يَرَوْنَ السَّمَاءَ قَالَ الثَّانِىْ اَللّٰهُمَّ اِنَّه كَانَتْ لِىْ بِنْتُ عَمٍّ اُحِبُّهَا كَاَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ اِلَيْهَا نَفْسَهَا فَاَبَتْ حَتّٰى اٰتِيَهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَسَعَيْتُ حَتّٰى جَمَعْتُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَلَقِيْتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَّجَ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ كُنْتُ اسْتَاجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقِ اَرُزٍّ فَلَمَّا قَضٰى عَمَلَهٗ قَالَ اَعْطِنِىْ حَقِّىْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهٗ فَتَرَكَهٗ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ اَزَلْ اَزْرَعُهٗ حَتّٰى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَنِىْ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَظْلِمْنِىْ وَاَعْطِنِىْ حَقِّىْ فَقُلْتُ اذْهَبْ اِلَى الْبَقَرِ وَرَاعِيْهَا فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَهْزَأْبِىْ فَقُلْتُ اِنِّىْ لاَ اَهْزَأُ بِكَ فَخُذْ ذٰلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا

فَاَخَذَه فَانْطَلَقَ بِهَا فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ مَا بَقِىَ فَفَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُمْ.

হাদীস-২৪৫ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি রাস্তা চলছিল। বৃষ্টি তাদেরকে পেল। তারা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করল। পাহাড় থেকে একটা পাথর এসে তাদের গুহার মুখে পড়ল এবং তাদেরকে ঢেকে ফেলল। তারা পরস্পর বলতে লাগল; খালেস আল্লাহ্র জন্য যেসব আমল করেছ, তার দিকে নজর কর এবং তার উল্লেখ করে আল্লাহ্র কাছে দু'আ কর, সম্ভবত আল্লাহ্ তা দূর করে দিবেন। তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ্! আমার বৃদ্ধ পিতামাতা এবং কয়েকজন সন্তান ছিল। আমি তাদের জন্য ছাগল চরাতাম। যখন তাদের কাছে ফিরে আসতাম তখন দুধ দোহাতাম এবং ছেলেমেয়েদেরকে দুধপান করানোর পূর্বে পিতামাতাকে দুধপান করতে দিতাম। একদিন চারণ ভূমির গাছ আমাকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল (অর্থাৎ ছাগল চরাতে চরাতে দূরে চলে গিয়েছিলাম)। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে তাদেরকে নিদ্রিত পেলাম। যেরূপ দুধ দোহাতাম সেরূপ দুধ দোহালাম, দুধ নিয়ে এলাম এবং তাদের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমি তাদেরকে জাগাতে অপসন্দ করলাম এবং তাদের আগে আমার ছেলেমেয়েদেরকে দুধপান করতে দিতেও অপসন্দ করলাম। ফজর পর্যন্ত তারা আমার পায়ের কাছে চিৎকার করছিল এবং আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। হে আল্লাহ্! যদি তুমি জান যে, এ কাজ তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছি, তাহলে আমাদের জন্য পাথরকে একটু সরিয়ে দাও যাতে আমরা আসমান দেখতে পারি। আল্লাহ্ তা একটু সরিয়ে দিলেন এবং তারা আসমান দেখতে লাগল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্, আমার এক চাচাত বোন ছিল। একজন পুরুষ একজন মেয়েকে যতটুকু ভালবাসে, আমি তাকে ততটুকু ভালবাসতাম। আমি তার সাথে আমার ইচ্ছা পূরণ করতে চাইলাম। সে বলল, তাকে একশত দিনার না দেয়া পর্যন্ত সে রাযী হবে না। আমি একশত দিনার যোগাড় করলাম এবং তা নিয়ে তার সাথে দেখা করলাম। যখন আমি তার উভয় পায়ের মাঝখানে বসলাম, সে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং মোহরকৃত জিনিসকে উন্মুক্ত করো না। আমি তার কাছ থেকে উঠে দাঁড়ালাম। হে আল্লাহ্! যদি তুমি জান যে, আমি তা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছি, তাহলে তা আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দাও এবং আমাদের জন্য রাস্তা করে দাও। আল্লাহ্ তাদের জন্য পাথর আরো একটু সরিয়ে দিলেন।

শেষ ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্! আমি এক ফরক (ওজন বিশেষ) চাউলের বিনিময়ে একজন মজদুর নিয়োগ করেছিলাম। কাজ শেষ করার পর সে বলল, আমার হক আমাকে দাও। আমি তাকে তার হক দিতে লাগলাম। কিন্তু সে তা ছেড়ে চলে গেল

এবং তা নিতে পসন্দ করল না। সে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার চাউলের অর্থের দ্বারা কৃষিকাজ শুরু করলাম এবং তার অর্থের দ্বারা গরু এবং চারণকারীর ব্যবস্থা করলাম। অতঃপর সে আমার কাছে এল এবং বলল, আল্লাহ্কে ভয় কর, আমার উপর যুলম করো না এবং আমার হক আমাকে দাও। আমি তাকে গরু ও তার চারণকারীর কাছে যেতে বললাম। সে বলল, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার সাথে ঠাট্টা করো না। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, তুমি এ গরু ও চারণকারী নিয়ে যাও। সে তা গ্রহণ করল এবং চলে গেল। যদি তুমি জান যে, আমি তা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছি, তাহলে তুমি পাথরের বাকীটুকুও সারিয়ে দাও। আল্লাহ্ তাদের উপর থেকে পাথর সরিয়ে দিলেন এবং তাদের জন্য রাস্তা করে দিলেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য যে কাজ করা হয়, তার ফায়দা অফুরন্ত। নেক নিয়্যতের প্রতিদান আখিরাতের যিন্দেগীতে বান্দাকে দেয়া হবে। নিয়্যতের বিশুদ্ধতার কারণে নগণ্য সৎকর্মের ওজন আখিরাতের যিন্দেগীতে পাহাড়ের ওজনের মত ভারী হবে। অনুরূপভাবে নিয়্যতের বিশুদ্ধতার অভাবে পাহাড়ের মত বিরাট ওজনের সৎকর্মও মাছির ওজনের চেয়ে কম হালকা হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে গলদ নিয়্যতের কারণে বিরাট সৎকর্মকারী বান্দা আখিরাতের আদালতে দণ্ডিত ও অপমানিত হবে।

আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য যে কাজ করা হয়, তার প্রতিফল বান্দাকে দুনিয়ার যিন্দেগীতেও দান করা হয়। বিশুদ্ধ নিয়্যতসহকারে সৎকর্ম সম্পাদন করার কারণে বান্দার উপর থেকে বালা-মুসীবত দূর করা হয় বা তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু তাকে দান করা হয়।

আলোচ্য হাদীসে তিনটি বিরাট নেককর্ম এবং দুনিয়াতে প্রদত্ত তার প্রতিফলের উল্লেখ করা হয়েছে। এক. পিতামাতার খিদমত করা আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত প্রিয়। মাতাপিতার খিদমত করার ব্যাপারে যে যত বেশি ত্যাগ স্বীকার করে, তার মর্যাদা আল্লাহ্র কাছে তত বুলন্দ। দুই. আল্লাহ্র ভয়ে যেনা বা ব্যাভিচার থেকে বিরত থাকা খুব সওয়াবের কাজ। সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কোন সুন্দরীকে হাতের মুঠোয় সম্পূর্ণভাবে পেয়ে শুধু আল্লাহ্র ভয়ে মনোবাসনা চরিতার্থ না করা এবং কোন যুবতীকে পুত-পবিত্র ছেড়ে দেয়া নফ্সের অসাধারণ কুরবানী। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক অসাধারণ কুরবানীর সওয়াবও দুনিয়া ও আখিরাতে অসাধারণ। তিন. গচ্ছিত আমানতের হিফাযত করা খুবই পূণ্যের কাজ। আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য আমানতের বস্তুকে শুধু হিফাযত করা নয়, বর্ধিত ও বিকশিত করা এবং তা সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়ে দেয়া এক বেমিসাল মহৎ কাজ। এ ধরনের বেমিসাল কুরবানী দুনিয়া এবং আখিরাতে কখনো বিফল হয় না। নেক কর্মের উল্লেখ করে দু'আ করলে আল্লাহ্ তা কবূল করেন।

রিয়া

রিয়া এক ধরনের শির্ক

(٢٤٦) عَنْ شَدَّادِ ابْنِ اَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ.

হাদীস-২৪৬ ঃ হযরত শাদ্দাদ ইবন আউস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ যে দেখানোর জন্য নামায পড়ল, সে শির্ক করল, যে দেখানোর জন্য রোযা রাখল, সে শির্ক করল এবং যে দেখানোর জন্য দান-খয়রাত করল, সে শির্ক করল। (আহমদ)

ব্যাখা ঃ আল্লাহ্র সত্তা, গুণ, অধিকার এবং ক্ষমতার সাথে কোন বস্তু, মানুষ বা প্রতিষ্ঠানকে শরীক করা শির্ক। কোন ব্যক্তি, বস্তু বা প্রতিষ্ঠানকে আল্লাহ্ বলা বা আল্লাহ্র মর্যাদা দান করা বা আল্লাহ্র ক্ষমতা ও অধিকার কারো প্রতি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আরোপ করা শির্ক। যে ব্যাক্তি শির্ক করে, আল্লাহ্ তাকে খুব অপসন্দ করেন এবং তাকে আখিরাতে আগুনের আযাবের দ্বারা শাস্তি প্রদান করবেন।

রিয়া বা লোক দেখানো সৎকাজও এক ধরনের শির্ক। যদি কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য সৎকর্ম করে, তাহলে তার ঈমান এবং নামায, রোযা, যাকাত প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও তাকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ্র আদালতে সে শির্কের অভিযোগে অভিযুক্ত হবে। নেক আমল করার ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। নিয়্যত বিশুদ্ধ হলে সওয়াব পাওয়া যাবে। নিয়্যত বিশুদ্ধ না হলে শুধু নেক আমল বরবাদই হবে না, তার সাথে তথাকথিত নেক আমলকারীকেও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

রিয়া দাজ্জালের চেয়েও অধিক ক্ষতিকর

(٢٤٧) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدَرِىِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ

اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ اَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِىْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ فَقُلْنَا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ الشِّرْكُ الْخَفِىُّ اَنْ يَّقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّىْ فَيَزِيْدُ صَلٰوتَهُ لِمَا يَرٰى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ.

হাদীস-২৪৭ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী (সা) আমাদের নিকট আসলেন। আমরা মসীহ্ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন ঃ আমার দৃষ্টিতে তোমাদের জন্য মসীহ্ দাজ্জাল থেকে যা বেশি ভয়ের, তা কি আমি তোমাদেরকে বলব না? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, অবশ্যই (বলুন)। তিনি বললেন ঃ গোপন শির্ক। (আর তা হলো) যে নামাযের জন্য দাঁড়ায় এবং অন্য লোক তা দেখার কারণে নামায লম্বা করে।

(ইবনে মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ মসীহ্ দাজ্জাল ভয়ানক ফিতনা সৃষ্টিকারী। দাজ্জাল দুর্বল মানুষের ঈমান-আমল বরবাদ করবে এবং দুনিয়াবাসীর প্রচুর ক্ষতি সাধন করবে। কিন্তু দাজ্জালের ফিতনার চেয়েও মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর হল রিয়া বা গোপন শির্ক। আল্লাহ্র বিশ্বাসী বান্দাগণ মনে-প্রাণে দাজ্জালকে ঘৃণা করেন এবং আশা করা যায় যে, তারা ঘৃণিত দাজ্জাল থেকে নিজেদের ঈমান-আমল রক্ষা করতে পারবেন। কিন্তু লোক দেখানো ইবাদতের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে অজ্ঞতা বা রিয়াকে নগণ্য মনে করার কারণে কিংবা মানুষের বাহবা ও প্রশংসার মোহের জন্য বান্দা নেক আমল করলে কোন সওয়াব পাবে না, বরং অপরাধী হবে। সে এভাবে গোপন শিরকের গোপন পথে এবং কোন কোন সময় সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে নিজের ঈমান ও আমল বিনষ্ট করবে।

রিয়া শুধু নামাযের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা যে কোন ইবাদতে হতে পারে। যেখানে ঈমান ও আমল ধ্বংস করবে।

ইমাম আহমদ মাহমূদ ইবন লবীদ (রা)-এর হাওয়ালা দিয়ে অনুরূপ এক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রিয়াকে ছোট শির্ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الشِّرْكُ الاَصْغَرِ ؟ قَالَ الرِّيَاءُ –

"নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ছোট শিরকের ভয় করি। সাহাবায়ে-কিরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ছোট শির্ক কি? তিনি বললেন ঃ রিয়া।" (মুসনাদে আহমদ)

আল্লাহ্ শরীক এবং শির্ককারীকে ত্যাগ করেন

(٢٤٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً اَشْرَكَ فِيْهِ مَعِىْ غَيْرِىْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ-

وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاَنَا مِنْهُ بَرِئٌ هُوَ لِلَّذِىْ عَمِلَهُ.

হাদীস-২৪৮ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেন, শরীকদের শির্কের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি বেনিয়ায। যে সৎকর্ম করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে, আমি তাকে ও তার শরীককে ত্যাগ করি।

অন্য রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, যে যার জন্য আমল করেছে তা তার জন্য এবং আমি তার সাথে সম্পর্কমুক্ত। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ শির্ককে খুব অপসন্দ করেন। বান্দা যে সব সৎকর্মের সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ্র সাথে অন্যকে সন্তুষ্ট করতে চায়, আল্লাহ্ তা কবূল করেন না। তিনি শরীক এবং শির্ককারী উভয়কে অপসন্দ করেন। তিনি এ ধরনের নির্বোধকে কোন পূণ্য দিবেন না, যে শুধু আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য নেক কাজ করেনি, বরং নিজের পরিবার-পরিজনের বা কোন বুযর্গ ব্যক্তি বা কোন রাজা-মহারাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তা করেছে। শুধু তাই নয়, এ ধরনের ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ খুব অসন্তুষ্ট হবেন এবং কিয়ামতের দিন তাদের ব্যাপারে ঘোষণা করা হবে যে, তিনি তাদেরকে কোন ফল দান করবেন না। তারা যেন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সত্তার কাছ থেকে ফল লাভ করে। শির্ককারীদের জন্য এটা চরম দুর্ভাগ্য ও বদ কিসমত।

আবূ সাঈদ ইবন আবূ ফাযালা (রা)-এর বরাত দিয়ে মুসনাদে আহমদ-এ বর্ণিত অপর এক হাদীসে শিরককারীদের মন্দ পরিণামের কথা বলা হয়েছে ঃ

قَالَ اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ الْيَوْمُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ نَادٰى مُنَادٍ مَنْ كَانَ اَشْرَكَ فِىْ عَمَلٍ عَمَلَهُ اللّٰهُ اَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدَ غَيْرُ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ اَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ.

"নবী (সা) বলেছেন ঃ যে কিয়ামতের আগমন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, সেদিন আল্লাহ্ যখন তামাম মানুষ জাতিকে একত্র করবেন, তখন একজন এলানকারী ঘোষণা করবে, যে আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত কোন কাজে অন্যকে শরীক করেছে, সে যেন

আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছ থেকে তার সওয়াব গ্রহণ করে। কেননা শির্কের ব্যাপারে আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি বেনিয়ায। (মুসনাদে আহমদ)

আল্লাহ্ রিয়া প্রকাশ করে দিবেন

(٢٤٩) عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهٖ وَمَنْ يُرَائِيْ يُرَائِي اللّٰهُ بِهٖ.

হাদীস-২৪৯ ঃ হযরত জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ যে অন্যকে শোনানোর জন্য কিছু করে, আল্লাহ্ তা অন্যকে শোনাবেন এবং যে অন্যকে দেখানোর জন্য কিছু করে, আল্লাহ্ তা অন্যকে দেখাবেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ অন্যকে শোনানোর জন্য বা অন্যকে দেখানোর জন্য যে কাজ করা হয়, তাকে রিয়া বলা হয় এবং যে নেক আমলের মধ্যে সামান্যতম রিয়া রয়েছে, আল্লাহ্ তা কবূল করবেন না। তিনি রিয়াকারীদের লজ্জিত ও অপমানিত করার জন্য তাদের তথাকথিত নেক আমলের গোপন রহস্য ও উদ্দেশ্য হাশরের ময়দানের মানুষের কাছে প্রকাশ করে দিবেন। তাদের রিয়ার জন্য তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করা হবে এবং আখিরাতবাসিগণ তাদের জঘন্য অপরাধ জানতে পারবে। দুনিয়ার যিন্দেগীতেও আল্লাহ্ রিয়াকারীদেরকে অপমানিত করেন। মানুষ রিয়াকারীদেরকে ঘৃণা করে। রিয়াকারিগণ মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য নেক আমল করে কিন্তু মানুষ তাদের উপর অসন্তুষ্ট থাকে। তাই রিয়াকারিগণ দুনিয়া ও আখিরাতে ঘৃণিত।

ধর্ম ব্যবসায়ীরা সাবধান

(٢٥٠) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتَلُوْنَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ يَلْبَسُوْنَ لِلنَّاسِ جُلُوْدَ الضَّاْنِ مِنَ اللِّيْنِ اَلْسِنَتُهُمْ اَحْلٰى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الذِّيَابِ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَبِيْ يَغْتَرُّوْنَ اَمْ عَلَىَّ يَجْتَرِؤُنَ فَبِيْ حَلَفْتُ لَاَبْعَثَنَّ عَلٰى اُولٰئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ فِيْهِمْ حَيْرَانَ.

হাদীস-২৫০ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আখেরী যামানায় কিছু লোক বের হবে যারা দীনের আবরণে দুনিয়া

শিকার করবে। মানুষকে নম্রতা দেখানোর জন্য তারা মেষের চামড়ার লেবাসে আবৃত থাকবে, তাদের জিহ্বা চিনির চেয়ে বেশি মিষ্ট হবে, কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ হবে নেকড়ে বাঘের মত। আল্লাহ্ বলেন, (অবকাশ দান করার কারণে) তারা কি প্রবঞ্চিত হচ্ছে, না তারা (মুকাবিলা করার জন্য) আমার বিরুদ্ধে সাহসিকতা দেখাচ্ছে? আমি শপথ করছি, আমি তাদের বিরুদ্ধে তাদের মধ্য থেকে এমন ফিতনা সৃষ্টি করব যা তাদের জ্ঞানী ও ধৈর্যশীলদেরকেও বিচলিত করবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ দীনের আবরণে দুনিয়া হাসিল করা খুবই গর্হিত কাজ। বৈধ পন্থায় দুনিয়ার ধন-দৌলত উপার্জন করা অন্যায় নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দুনিয়ার উপায়-উপকরণ হাসিল করা খুবই সওয়াবের কাজ। কিন্তু দীনের ছদ্মবেশে দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা হাসিল করা বা নিজের পার্থিব স্বার্থ হাসিল করার জন্য আল্লাহ্র দীনকে ব্যবহার করা চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতারণা। তাদের বেশভূষা, চাল-চলন, কথাবার্তা, পলিসি-প্রোগ্রাম এবং প্রচারের দ্বারা সাধারণ মানুষ প্রতারিত হয়। আল্লাহ্র বান্দাগণ এ ধরনের বকধার্মিকদেরকে প্রকৃত ধার্মিক জ্ঞান করে তাদের উপদেশ গ্রহণ করে, তাদেরকে অনুসরণ করে, তাদের ইশারা-ইঙ্গিতে শ্রম ও অর্থ কুরবান করে, তাদের প্রদর্শিত রাস্তাকে হিদায়াতের সঠিক তরীকা জ্ঞান করে এবং সারা জীবন তাদের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার প্রচারে প্রকাশ্যে সাহায্য করে। বকধার্মিকদের বাহ্যিক আচরণ ও মিষ্ট কথাবার্তা থেকে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না যে, তারা উঁচুদরের প্রতারক, বিরাট মুনাফা অর্জনের জন্য তারা এরূপ সুকৌশলে দীনের তেজারত শুরু করেছে। এ ধরনের মানুষ যে সমাজের কত বিরাট ক্ষতি করে, তা নবী করীম (সা)-এর উপমা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়। তিনি এ ধরনের ধর্ম ব্যবসায়ীদেরকে ভেড়ার চামড়ায় আবৃত নেকড়ে বাঘের সাথে তুলনা করেছেন। যদি কোন নেকড়ে বাঘ মেষের আকৃতি ধারণ করে মেষপালের নিকট যায়, তাহলে পালের মেষ তাকে ভিন্ন পশু মনে করবে না এবং তা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টাও করবে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নেকড়ে বাঘ মেষপালের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করবে। অনুরূপভাবে ধর্ম ব্যবসায়ী প্রতারক হিসেবে মানুষের কাছে আসে না; বরং একজন ধার্মিক ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে মানুষের সরলতা ও বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করে সমাজের ক্ষতি সাধন করে। একজন সাধারণ প্রতারক সমাজের যা ক্ষতি না করতে পারে, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি একজন ধর্ম ব্যবসায়ী সমাজের ক্ষতি করে। আখেরী যামানায় ধর্ম ব্যবসায়ীদের আবির্ভাব হবে বলে নবী করীম (সা) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ধর্ম ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে।

যারা দীনের ছদ্মাবরণে দুনিয়া হাসিল করে, আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার যিন্দেগীতে শাস্তি দান করবেন। আল্লাহ্ এ ধরনের বকধার্মিকদেরকে শাস্তি দান করার জন্য তাদের নিজেদের মধ্য থেকেএমন মারাত্মক ফিতনার সৃষ্টি করবেন যা তাদেরকে চরম হয়রান-

পেরেশান করবে। জঘন্য দুষ্কর্মের কারণে দুনিয়ার যিন্দেগীতে অশান্তি ও অপমানের আগুনে জ্বলেপুড়ে মরবে এবং আখিরাতে আগুনের আযাবে বিদগ্ধ হবে। (তিরমিযী)

লোক দেখানো ইবাদত ও কুরআন অধ্যয়নের ফল

(٢٥١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ ؟ قَالَ وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَ مِائَةِ مَرَّةٍ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَدْخُلُهَا قَالَ اَلْقُرَّاءُ الْمُرَاؤُنَ بِاَعْمَالِهِمْ.

হাদীস-২৫১ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা দুঃখের কূপ থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! দুঃখের কূপ কি? বললেন ঃ এটা জাহান্নামের এক উপত্যকা যা থেকে জাহান্নাম প্রত্যেক দিন চারশতবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কারা তাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন ঃ যারা লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করে বা কুরআন অধ্যয়ন করে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ কোন ইবাদত করা বা কুরআন অধ্যয়ন করা খুবই পুণ্যের কাজ। কিন্তু যারা মানুষের প্রশংসা লাভের জন্য কুরআন অধ্যয়ন করে, তিলাওয়াত করে বা অন্য কোন ইবাদত করে, তাদেরকে আখিরাতের যিন্দেগীতে জাহান্নামের সব চেয়ে নিকৃষ্টতম এবং ভয়ঙ্কর স্থানে নিক্ষেপ করা হবে। জঘন্য পাপের জঘন্য শাস্তি। এই হাদীসে নবী করীম (সা) এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

রিয়ার জন্য তিন ব্যক্তিকে দোযখে ফেলা হবে

(٢٥٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَتَهٗ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِىٌّ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهٗ وَقَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا

عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ اَنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهٖ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا اِلاَّ اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ بِهٖ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِىَ فِى النَّارِ.

হাদীস-২৫২ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সবচেয়ে প্রথম যার ফয়সালা করা হবে, সে হবে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহ্র সামনে হাযির করা হবে। আল্লাহ্ তাকে (দুনিয়াতে যা দান করেছিলেন) তাঁর নিয়ামতের কথা বলবেন। সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ্ বলবেন, এসব নিয়ামতের দ্বারা কি কাজ করেছ? সে বলবে, তোমার রাস্তায় জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করেছি। আল্লাহ্ বলবেন, মিথ্যা বলছ। তুমি এজন্য জিহাদ করেছিলে যে, লোক তোমাকে বাহাদুর বলবে। আর তোমার বাহাদুরীর চর্চা হয়েছে। অতঃপর তার বিরুদ্ধে আদেশ দেয়া হবে এবং তাকে অধোমুখ করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর অন্য এক লোককে আল্লাহ্র সামনে হাযির করা হবে, যে ইল্‌ম শিখেছিল, জ্ঞান মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিল এবং কুরআন তিলাওয়াত করেছিল। আল্লাহ তাকে যে সব নিয়ামত দিয়েছিলেন তার কথা বলবেন। সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ্ বলবেন, তার দ্বারা তুমি কি কাজ করেছ? সে বলবে, জ্ঞান শিখেছি, মানুষকে তা শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ্ বলবেন, মিথ্যা বলছ। তুমি ইল্‌ম এজন্য শিখেছিলে যে, লোক তোমাকে আলিম বলবে এবং কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে এজন্য যে, লোক বলবে সে ক্বারী। আর তোমার চর্চা হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে এবং তাকে অধোমুখ টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর এমন এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে যাকে আল্লাহ্ প্রাচুর্য ও সকল প্রকার দৌলত দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাকে যে নিয়ামত দিয়েছিলেন তার বর্ণনা তাকে বললে সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ্ বলবেন, তার দ্বারা তুমি কি করেছ? সে বলবে, তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমার পসন্দনীয় এমন কোন খাত নেই যেখানে আমি সম্পদ ব্যয় করিনি। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি এজন্য তা করেছিলে যে, লোক তোমাকে দাতা বলবে। আর তোমার চর্চা হয়েছে।

অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে এবং তাকেও অধোমুখ করে টেনে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করা, আল্লাহ্র দীনের ইল্ম হাসিল করা ও তা মানুষকে শিক্ষা দান করা এবং আল্লাহ্র দেয়া সম্পদ মুক্তহস্তে আল্লাহ্র রাস্তায় বিলিয়ে দেয়া মহান ইবাদত। এ গুরুত্বপূর্ণ কুরবানীর প্রতিদানও মহান। আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন শহীদ, আলিম এবং দাতাকে খুব সম্মানিত করবেন। তিনি তাদেরকে জান্নাতের বুলন্দ মাকাম দান করবেন। কিন্তু দুনিয়ার যিন্দেগীতে উল্লিখিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আমলের জন্য বিরাট কুরবানী দান করা সত্ত্বেও কোন কোন লোক কিয়ামতের দিন দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। নেক কাজ করার পেছনে দুনিয়ার যশ ও সুখ্যাতির মোহ থাকার কারণে তারা কোন সওয়াব লাভ করা তো দূরের কথা, আল্লাহ্র ক্রোধ ও আযাব ভোগ করবে। বস্তুত রিয়া মানুষের মহান ইবাদতকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়।

আল্লাহ্ রিয়াকারীদের প্রতি এতবেশি নারায ও রাগান্বিত যে, তিনি কিয়ামতের দিন কাফির, ফাজির, মুশরিক, চোর, বদমায়েশ, ব্যভিচারী প্রভৃতি মারাত্মক অপরাধী-দের বিচার করার পূর্বে রিয়াকারীদের বিচার করবেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে রিয়া থেকে রক্ষা করুন। আমীন-সুম্মা আমীন।

মু'মিন ব্যক্তির সুসংবাদ

(٢٥٣) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ - قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ.

হাদীস-২৫৩ ঃ হযরত আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তার সম্পর্কে আপনার রায় কি, যে, নেক কাজ করে এবং সেজন্য লোক তার প্রশংসা করে।

অপর এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে এবং সেজন্য লোক যাকে মহব্বত করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এটা মু'মিন ব্যক্তির জন্য উপস্থিত (দুনিয়ার যিন্দেগীতে) সুসংবাদ। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সাহাবায়ে কিরাম নবী করীম (সা)-এর অমূল্য উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তাঁরা রিয়ার ব্যাপারে খুব সতর্ক ও শঙ্কিত ছিলেন। নেক ব্যক্তির নেক আমলের প্রশংসা সম্পর্কে কোন কোন সাহাবার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল। হয়ত

তারা ধারণা করেছিলেন, এরূপ প্রশংসা করাও আল্লাহ্‌র নিকট অপসন্দনীয় এবং রিয়ার সমতুল্য।

যেরূপ আল্লাহ্ রিয়াকারীকে দুনিয়া ও আখিরাতে অপমানিত করেন, সেরূপ তিনি বিশুদ্ধ নিয়্যতসহকারে সৎকর্ম সম্পাদনকারীকেও দুনিয়া ও আখিরাতে অজস্র কল্যাণ দান করেন। যে বান্দা একমাত্র আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য নেক আমল করেন, আল্লাহ্ তার নেক আমলকে পসন্দ করেন, তাকে মহব্বত করেন। আসমানবাসী ও দুনিয়াবাসীর কাছে তাঁর মাহবূব বান্দার নাম প্রচার করার জন্য জিবরাঈল (আ)-কে আদেশ করেন এবং জিবরাঈল (আ) তা করেন। এভাবে আল্লাহ্‌র নেক বান্দার কাজ আসমান ও দুনিয়ায় প্রচারিত ও প্রশংসিত হয়। আল্লাহ্‌র নেক বান্দা মানুষের প্রশংসার আকাঙ্ক্ষী নন, তিনি মানুষের প্রশংসা অপসন্দ করেন এবং তিনি একমাত্র আল্লাহ্‌র মহব্বত, ভালবাস ও সন্তুষ্টি চান, কিন্তু আল্লাহ্ মানুষের মনে তাঁর মাহবূব বান্দার মহব্বত সৃষ্টি করে দেন। এটা মু'মিন বান্দার খালেস সৎকর্মের নগদ প্রতিফল। আখিরাতের যিন্দেগীতে তাকে যা দান করা হবে, তা আরো বিরাট ও মহান।

দীনের প্রচার না করলে আল্লাহ্ দু'আ কবূল করবেন না

(٢٥٤) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهٗ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

হাদীস-২৫৪ ঃ হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ আমার জীবন যাঁর হাতে তাঁর শপথ! অবশ্যই তোমরা 'মা'রূফ' বা ভাল কাজের হুকুম করতে থাক এবং 'মুনকার' বা মন্দ কাজের নিষেধ করতে থাক। অন্যথায় আল্লাহ্ খুব শীঘ্র তাঁর নিকট থেকে তোমাদের উপর আযাব নাযিল করবেন। অতঃপর তোমাদের দু'আর কোন জবাব দিবেন না।

(তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

ব্যাখ্যা ঃ মারূফ বা ভাল কাজের হুকুম দান করা এবং মুনকার বা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষণ গুণ। মানব জাতিকে সৎপথ প্রদর্শন এবং তাদেরকে মন্দ রাস্তা থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য মুসলিম জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়তের পূর্বে মানব জাতির নেতৃত্বের যিম্মাদারী বনী ইসরাঈলের উপর ছিল। বনী ইসরাঈল এ যিম্মাদারী পালন না করার কারণে তাদেরকে দুনিয়ার নেতৃত্ব থেকে অপসারিত করে মুসলমানদের হাতে তা অর্পণ করা হয়েছে। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ.

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল, মানবজাতির জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের নির্দেশ দান কর, মন্দ কাজ থেকে বারণ কর এবং আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন কর।"

বলা বাহুল্য, কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার সারমর্ম হল, আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে আহ্বান করার জন্য মুসলমানদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্য কোন উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য বা অন্য কাজে নিয়োজিত করার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়নি। মুসলমানগণকে তাদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, চাল-চলন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, লেন-দেন, কাজকর্ম, ব্যবসা, আইন-কানূন, সরকার ও আদালতের মাধ্যমে দুনিয়াবাসীর কাছে আল্লাহ্‌র পয়গামের সঠিক সাক্ষ্যদান করতে হবে। পরিপূর্ণভাবে সত্যের সাক্ষ্য দান করা, কথা ও কাজের দ্বারা রিসালতে মুহাম্মদীর পয়গাম মানব জাতির কাছে পৌঁছান, মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত যিম্মাদারী-ফরয। এ ফরয কখনো এক মিনিট বা এক মুহূর্তের জন্যও মুসলমানদের উপর থেকে অপসৃত হয়নি, ভবিষ্যতে কখনো হবে না বরং কিয়ামত পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। কিন্তু অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণার কারণে মুসলমানগণ কথা ও কাজের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে এ যিম্মাদারী পালন করা তো দূরের কথা, আংশিকভাবেও তা পালন করতে প্রস্তুত নয়। অথচ নবী করীম (সা), সাহাবায়ে কিরাম ও সলফে সালেহীনের আমল আমাদের সমাজে এ ধরনের চিন্তাধারা ও আমলের বিপরীত। সাহাবায়ে কিরাম ও সলফে-সালেহীন আরব দেশে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পর দুনিয়ার সর্বত্র ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের এ মহান যিম্মাদারীর তীব্র অনুভূতির কারণেই জাভা, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভারত প্রভৃতি স্থানে ইসলামের প্রচার হয়েছে। এ যিম্মাদারী পালন করার জন্য স্বদেশ ত্যাগ করে আলী হাজওরী ওরফে দাতাগঞ্জে বখ্‌শ (র) লাহোর এসেছিলেন। এ যিম্মাদারী পালন করার জন্য স্বদেশ ও স্বজনের মায়া ত্যাগ করে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র) ভারতের আজমীরে আস্তানা গেড়েছিলেন এবং এ ফরয আদায় করার জন্য সুদূর ইয়েমেন দেশ থেকে শাহজালাল (র) সিলেটে এসেছিলেন। ভ্রান্ত ধারণার লোক যাই বলুক না কেন, কিয়ামতের দিন সারা দুনিয়াবাসী সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করার জন্য আল্লাহ্‌র আদালতে মুসলমানদেরকে তলব করা হবে এবং সেখানে যেন-তেনভাবে কিছু বলা যাবে না। প্রতিটি কথা মেপে ওজন করে সঠিকভাবে বলতে হবে। মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে থাকলে চিন্তার কোন কারণ থাকবে না, অন্যথায় আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে, লজ্জিত ও অপমানিত হতে হবে। নবীকেও আহ্বান করা হবে রিসালতের যিম্মাদারী সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করার জন্য ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

"এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী স্বরূপ হতে পার এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হন।" (সূরা বাকারা ঃ ১৪২)

তিনি সাক্ষ্য দান করবেন এবং সঠিক সাক্ষ্যদান করবেন। রিসালতের পয়গাম মানুষের কাছে পৌছানোর জন্য তিনি কোন প্রচেষ্টা ত্যাগ করেননি, সম্ভাবা সকল উপায়ে তিনি কোশেশ করেছেন। এ যিম্মাদারী পালন করার জন্য আত্মীয়-স্বজন, স্বদেশ ও স্বজাতি ত্যাগ করেছেন। এ যিম্মাদারী পালন করার জন্য তলোয়ারের নীচে ২৩ বছর কাটিয়েছেন। এ যিম্মাদারীর অনুভূতি নবী করীম (সা)-এর খুব তীব্র ছিল। তিনি দিনরাত এ জন্য চিন্তা-ভাবনা করতেন। তাঁর চিন্তার তীব্রতা অনুভব করার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) আবদুল্লাহ্ (রা)-কে কুরআন পড়তে আদেশ করলেন। তিনি সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন ঃ

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا.

"তাদের অবস্থা তখন কি হবে, যখন প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন শাহাদাত-দানকারীকে আহবান করব এবং তোমাকে এদের সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে দাঁড় করাব ?"

এ সময় আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর চোখে অশ্রুর ধারা প্রবাহমান ছিল। তিনি খুব ব্যথিত ও পেরেশান ছিলেন। তিনি সাহাবীকে তিলাওয়াত বন্ধ করতে ইশারা করলেন।

হাদীসে বলা হয়েছে, যদি মুসলমানগণ এ যিম্মাদারী পালন না করে, তাহলে আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন। কি ধরনের আযাব নাযিল করা হবে তা বলা হয়নি। বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসীবত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অশান্তি, অপমান, শত্রুর আক্রমণ প্রভৃতি মুসলমানদের শান্তি বিনষ্ট করবে। বস্তুত আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ তথা ইসলামের প্রচার প্রসারের উপর মুসলিম উম্মতের স্থায়িত্ব, অস্তিত্ব, উন্নতি ও মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। মুসলিম জাতি তাদের জন্মগত এবং জাতীয় যিম্মাদারী পালন না করলে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি মুসলমানদের উপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে যেমন ক্ষুধার্ত খাবারের খাবারের পাত্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটা সবচেয়ে অপমানজনক আযাব। দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে মুক্তি দিবেন না, অর্থাৎ এ আযাব থেকে রেহাই পেতে হলে মানব জাতিকে ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে

বিরত রাখার যিম্মাদারী পালন শুরু করতে হবে। যখন মুসলমানগণ এ যিম্মাদারী পালন করবেন, তখন আল্লাহ্ তাদের দু'আ শুনবেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে দিবেন। কিন্তু আফসোস! মুসলমান জাতির এ রোগের সঠিক চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না; বরং হাতুড়ে চিকিৎসকের ন্যায় আমীর-ওমরাহ, উযীর-নাযীর এবং নেতৃবর্গ রোগের বিপরীত ঔষধ বলপূর্বক জাতিকে পান করাচ্ছেন। তাতে রোগ উপশম তো দূরের কথা, রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জাতি তিলে তিলে মৃত্যুর পথে যাত্রা করছে।

গুমরাহ্ নেতৃত্বের প্রতি রাসূল (সা)-এর ভীতি

(٢٥٥) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا اَخَافُ عَلٰى اُمَّتِيْ اَئِمَّةً مُضِلِّيْنَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِيْ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ -

হাদীস-২৫৫ ঃ হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমি আমার উম্মতের জন্য গুমরাহকারী নেতাদের ভয় করি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেছেন ঃ কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একদল সত্যের প্রকাশ ও পৃষ্ঠপোষকতা করবে এবং যারা তাদেরকে ত্যাগ করবে, তারা তাদের কোন লোকসান করতে পারবে না। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ গুমরাহ্কারী নেতৃত্ব মুসলিম উম্মতের জন্য এক অভিশাপস্বরূপ। তারা ভ্রান্ত নীতি, ভ্রান্ত চিন্তাধারা দ্বারা মুসলিম উম্মাহ্কে বিপথগামী করে। তারা নিজেরা কুরআন ও হাদীস মোতাবিক যিন্দেগী যাপন করে না বা কুরআন-হাদীসের বিপরীত যিন্দেগী যাপন করে এবং সাধারণ মানুষকেও কুরআনের খেলাফ হুকুম দান করে। তারা ইসলামী কানূনের পরিবর্তে নিজেদের কল্পনা-প্রসূত আইন-কানূনকে অগ্রাধিকার দান করে। তারা জাতিকে কুরআন ও হাদীস থেকে দূরে সরানোর জন্য বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করে। গুমরাহ্কারী নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে অতি সহজে সাধারণ মানুষকে বিপথগামী করে। তাই নবী করীম (সা) উম্মতের জন্য গুমরাহ্কারী নেতৃত্বের ভয় করেছেন।

মুসলিম উম্মাহ্র একদল হকের উপর দৃঢ়পদ থাকবে। তারা সর্বদা হকের প্রচার, প্রকাশ ও পৃষ্ঠপোষকতা করবে। তারা মানুষকে হকের দিকে আহ্বান জানাবে। গুমরাহ্কারী ভ্রান্ত নীতি বা জেল-যুলম ও নির্যাতন তাদেরকে ইসলামের প্রচার প্রকাশ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। নেতৃত্বের বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে তারা হক্বের

খিদমত করবে। তারা নিজেদের জান ও মাল কুরবান করে আল্লাহ্র দীনকে কায়েম করার চেষ্টা করবে। তাদের প্রচেষ্টার দ্বারা গুমরাহ্কারী নেতৃত্ব তখন পরাজিত হবে যখন উম্মতের এক বিরাট অংশ কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করতে বদ্ধ-পরিকর হবে, হকের প্রচার ও প্রকাশে নিয়োজিত দলকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে এবং গুমরাহী ও গুমরাহ্ নেতৃত্বের ধ্বংস সাধনের জন্য চেষ্টা করবে। যারা অবস্থা পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ্ তাদের অবস্থা পরিবর্তন করে দেন। যারা নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে না, আল্লাহ্ তাদের অবস্থা বলপূর্বক সংশোধন করেন না। তাই বাতিল নেতৃত্বকে পরাজিত করার জন্য উম্মতের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। যারা হক্বের বিরোধিতা করবে, তারা হক্বের কোন লোকসান করতে পারবে না, হক্বকে তারা পরিবর্তন করতে পারবে না; বরং হক্বের বিরোধিতা করে তারা নিজেদের লোকসান করবে। দুনিয়াতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে মানুষকে কষ্ট দিবে এবং নিজেরাও কষ্ট পাবে। আখিরাতের যিন্দেগীতে আল্লাহ্র নিয়ামত, রহমত ও মাগরিফাত থেকে বঞ্চিত হবে।

হক ও বাতিলের সংগ্রামে হক্বপন্থীদের কোনরূপ লোকসান নেই। তারা দুনিয়ার যিন্দেগীতে বিজয়ী হলে আল্লাহ্র বান্দাগণ গায়রুল্লাহ্র দাসত্বমুক্ত হবে। সমাজের গাড়ী ন্যায়-ইনসাফের রাস্তায় চলবে এবং মানুষ তাদের নেক আখলাক, নেক সীরাত, নেক আমল এবং নেক পলিসির দ্বারা লাভবান হবে। অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য যে সুন্নাহ্ বা নিয়ামত আল্লাহ্ নির্ধারিত করেছেন, তা যদি উম্মত পালন না করে এবং তার ফল হিসেবে হক্বপন্থী দুনিয়ায় বিজয় লাভ না করেন, তাহলে তারা আখিরাতে ভাল ফল পাবেন।

গুমরাহ্দের বিরুদ্ধে জিহাদ করা দীনী কর্তব্য

(٢٥٦) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِيْ أُمَّةٍ قَبْلِيْ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَالاَ يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَالاَ يُؤْمَرُوْنَ. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ.

হাদীস-২৫৬ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার পূর্বে কোন উম্মতের নিকট আল্লাহ্ যে নবী পাঠিয়েছেন, সে নবীর উম্মতের মধ্যে তাঁর শিষ্য ও আসহাব ছিল যারা তাঁর সুন্নাহ্ দৃভাবে ধারণ করেছে এবং তাঁর হুকুম অনুসরণ করেছে। অতঃপর যারা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, তারা যা বলেছে, তা করেনি এবং এমন কাজ করেছে যা করার জন্য আদিষ্ট হয়নি। যে তার হাতের দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে সে মু'মিন, যে তার জিহ্বার দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে সে মু'মিন এবং যে কলবের দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে সে মু'মিন। এছাড়া (অর্থাৎ যে এতটুকু করেনি তার) সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান নেই। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেক নবীর খাঁটি অনুসারিগণ নবীর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণ করেছেন। তাঁদের বিশ্বাস ও আমলের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তাঁরা মানুষকে মা'রূফ বা ভাল কাজের হুকুম দিয়েছেন এবং তাদেরকে 'মুনকার' বা মন্দ কাজ করতে বারণ করেছেন। কিন্তু যারা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, তারা নিজেদেরকে নবীর উম্মত হিসেবে দাবি করলেও তাদের আমল তাদের বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। তারা আদর্শের বিপরীত কাজ করেছে। উম্মতের গুমরাহ্ লোকদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা ঈমানী যিম্মাদারী। শক্তির দ্বারা তাদের মন্দ আমল উৎখাত করা এবং তাদেরকে দীনের দিকে ফিরে আসতে বাধ্য করা প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য। যদি শক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব না হয় তাহলে কথার দ্বারা, ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে, পত্র-পত্রিকা এবং বই-পুস্তকের মাধ্যমে ভ্রান্ত কাজ-কর্মের সমালোচনা করতে হবে। হাদীসে বলা হয়েছে, জিহ্বার দ্বারা জিহাদ অর্থাৎ সংগ্রাম বা যুদ্ধ করতে হবে। যেনতেনভাবে প্রতিবাদ করলে চলবে না। যেরূপ যুদ্ধের ময়দানে সার্বিক শক্তি প্রয়োগ করা হয়, সেরূপ পরিপূর্ণ শক্তির দ্বারা মৌখিক প্রতিবাদ করতে হবে। যে ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ ও জিহ্বা প্রয়োগের সুযোগ নেই বা সাহস নেই, সে ক্ষেত্রে অন্তরের দ্বারা জিহাদ করতে হবে। অর্থাৎ যেরূপ একজন খাঁটি ঈমানদার কোন কারণবশত জিহাদে অংশগ্রহণ করতে অসমর্থ হলে নিজেকে নিজে ধিক্কার দিতে থাকে, শত্রুকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করতে থাকে এবং পরিস্থিতি ও পরিবেশের নাজুকতা উপলব্ধি করে বিচলিত হয়, সেরূপ মনোভাব প্রদর্শন করার অর্থ হল অন্তরের দ্বারা জিহাদ করা। উম্মতের গুমরাহ্ লোক এবং তাদের মন্দ আমলের বিরুদ্ধে এভাবে সংগ্রাম করা অবশ্য কর্তব্য। যদি কোন ব্যক্তি তার এ ঈমানী যিম্মাদারী পালন না করে, তাহলে তার বিভিন্ন নেক আমল থাকা সত্ত্বেও ঈমানদার হতে পারবে না।

আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে নবী করীম (সা) তাঁর খাঁটি উম্মতদেরকে তাঁর উম্মতের গুমরাহ্ ব্যক্তিদের সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য ইশারা করেছেন। তিনি উম্মতকে নিজেদের ঈমানের হিফাযতের জন্য 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের' কাজ চালু রাখতে নসীহত করেছেন।

যারা 'আমর বিল মা'রূফ এবং এবং নাহী আনিল মুনকার'-এর যিম্মাদারী পরিত্যাগ করে বিভিন্ন নফল ইবাদতের মধ্যে নিজেদেরকে মশগুল রাখেন, তারা নবী করীম (সা)-এর সুন্নাহ্র আয়নায় নিজেদের আমল যাচাই করে সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

আল্লাহ্ উম্মতে মুহাম্মদীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই অবশ্য পালনীয় মহান যিম্মাদারী পালন করার তওফিক দিন। আমীন।

এক আয়াত হলেও অন্যকে জানিয়ে দাও

(٢٥٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ.

হাদীস-২৫৭ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেনঃ আমার নিকট থেকে এক আয়াত হলেও মানুষের কাছে পৌঁছাও। বনী ইসরাঈল থেকে বয়ান কর, তাতে কোন দোষ নেই। যে আমার প্রতি ইচ্ছাকৃত-ভাবে কোন মিথ্যা আরোপ করে, সে জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করবে।

(তিরমিযী)

ব্যাখ্যাঃ নিজের জ্ঞান মোতাবিক ইসলাম প্রচার করা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য। যে যতটুকু কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছে, সে ততটুকু মানুষের কাছে পৌঁছাবে। ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়সমূহ বা তার শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত কোন বিষয়ের জ্ঞান অন্যের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে বিশ্বাসী ব্যক্তি আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্ট হাসিল করেন। কোন কোন মানুষ অজ্ঞতাবশত নিজের জানা ইসলামী জ্ঞান অন্যের কাছে পেশ করতে লজ্জাবোধ করে বা অবহেলা করে। তারা মনে করে সর্ব বিষয়ে সুপন্ডিত বা আল্লামা না হওয়া পর্যন্ত অন্য মানুষকে দীনের কথা বলা সাজে না। কিন্তু নবীজীর আলোচ্য হাদীসের উপর চিন্তা-ভাবনা করলে তাদের গলদ ধারণা দূর হবে। প্রত্যেক মানুষ তার ইল্ম অনুযায়ী তার আশেপাশের মানুষকে দীনের শিক্ষাদান করবে। বিশ্বাসী ব্যক্তির জ্ঞানের স্বল্পতা বা অন্য কোন কারণবশত নিজের চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের মানুষের কাছে দীনের তবলীগ করা সম্ভব না হলে সমপর্যায়ের লোকের কাছে আল্লাহ্র হুকুম-আহকাম পেশ করার মধ্যে কোনরূপ বিধি-নিষেধ বা অসুবিধা নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজের নিম্ন পর্যায়ের মানুষ উচ্চ পর্যায়ের মানুষকে আল্লাহ্র দীনের দিকে আহ্বান করেছেন। যার ঈমান, আমল ও আখলাকের সৌন্দর্য রয়েছে, সে তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোককে সহজে তার দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। প্রত্যেক বিশ্বাসী তার পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী ইসলামের দাওয়াত পেশ করার যিম্মাদারী পালন করবেন।

যদি আল্লাহ্‌র কোন বান্দা কোন কারণবশত দাওয়াত ও প্রচারের কাজে আশানুরূপ সময় দান করতে অপারগ হন, তাহলে 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকারের' নিম্নতম দাবি, কুরআন-হাদীসের একটি আয়াত, একটি কথা অন্যের কাছে পেশ করতে হবে। যাতে দীনের কাজে আরো সময় দিতে পারেন তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত।

বনী ইসরাঈলের উপদেশমূলক কাহিনী ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থি না হলে ওয়ায নসীহতের সময় ব্যবহার করা যেতে পারে। বনী ইরাঈলের কাহিনী বা অন্য কোন মানুষের উক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নবী করীম (সা)-এর প্রতি আরোপ করা খুবই কঠিন গুনাহ্ এবং তার শাস্তি হল জাহান্নামের আগুন। যদি কোন মানুষ কোন মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বা বিপথগামী সমাজকে সংশোধন করার নেক নিয়্যতে কোন বয়ান বা বাণী নিজে রচনা করে তা নবী করীম (সা)-প্রতি আরোপ করে, তাহলে সে গুনাহ্‌গার হবে এবং শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। এজন্য মানুষকে দীন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন যঈফ (দুর্বল) হাদীস বর্ণনা করা অনুচিত।

পথপ্রদর্শক আমলকারীর অনুরূপ ফল পাবে

(٢٥٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ يَتَّبِعُهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا اِلٰى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ يَتَّبِعُهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا -

হাদীস-২৫৮ ঃ হযরত হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে মানুষকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে, সে তার অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে এবং অনুসরণকারীদের সওয়াব হ্রাস পাবে না। আর যে মানুষকে গুমরাহীর দিকে আহ্বান করে সে তার অনুসারীদের সমপরিমাণে গুনাহ লাভ করবে এবং অনুসারীদের গুনাহ্ হ্রাস পাবে না।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ উৎকৃষ্ট পারিশ্রমিক দানকারী। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে নেক আমলের পুরস্কার অনেক গুণ দিয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, যে নেক রাস্তা প্রদর্শন করে, আল্লাহ্ তার জন্য অঢেল পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করেছেন। তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে যত মানুষ যত নেক আমল করবে, আল্লাহ্ তাদের ফল দান করার সময় তাকেও তাদের অনুরূপ নেক আমলকারী জ্ঞান করবেন এবং তাদের অনুরূপ সওয়াব দিবেন। তাতে অনুসরণকারীদের সওয়াব সামান্য পরিমাণ হ্রাস পাবে না। সওয়াবের ব্যাপারে নিয়্যত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিয়্যতের বিশুদ্ধতার উপর সওয়াবের পরিমাণ নির্ভরশীল।

আল্লাহ্র ভান্ডার অফুরন্ত এবং আল্লাহ্ উৎকৃষ্ট দাতা। তাই পথ প্রদর্শনকারীকে সওয়াব দান করার জন্য অনুসরণকারীর সওয়াব বিন্দু পরিমাণও হ্রাস করবেন না। আল্লাহ্র দীনের দাওয়াত প্রদানকারিগণ খুবই সৌভাগ্যবান এবং অফুরন্ত পারিশ্রমিক লাভকারী। নবী করীম (সা) অপর এক হাদীসে দীনের দাওয়াত দানকারীদের জন্য দু'আ করেছেন। ইমাম তিরমিযী আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা)-এর হাওয়ালা দিয়ে বর্ণনা করেন, রাবী নবী (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ্ তাঁকে উজ্জ্বল করুন যে আমার নিকট কিছু শুনল এবং যেরূপ শুনল সেরূপ অন্যের কাছে পৌঁছে দিল। অনেক ক্ষেত্রে যার কাছে হাদীস পৌঁছান হবে সে শ্রবণকারীর চেয়ে বেশি মনযোগী (বা স্মরণকারী) হবে।

আল্লাহ্ মন্দ আমল খুব অপসন্দ করেন। মন্দ আমলকারীকে তার প্রত্যেক মন্দ কাজের জন্য আল্লাহ্ একটা পাপ দান করেন। যে মন্দ রাস্তা প্রদর্শন করে, গলদ তরীকা সমাজে প্রচলিত করে, বিষাক্ত মতবাদ বা অশ্লীল চিন্তাধারা সমাজে প্রচার করে, সে প্রত্যেক মন্দ আমলকারীর সমপর্যায়ের পাপ লাভ করবে। তাই মন্দ পথ প্রদর্শনকারী মন্দ আমলকারীদের চেয়ে বেশি দুর্ভাগ্য এবং কিয়ামতের দিন মন্দ পথ প্রদর্শনকারীর পাপের বোঝা তার অনুসারীদের চেয়ে বেশি ভারী হবে।

আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা)-এর হাওয়ালায় তিরমিযী শরীফে বর্ণিত অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় তার রক্তের জন্য একটা পাপ আদম পুত্রের এ জন্য হয় যে, সে হত্যার রাস্তা প্রথম খুলেছিল।

'আত্মরক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য'-এর তাৎপর্য

(٢٥٩) عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : يٰأَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ **يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ** وَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ.

হাদীস-২৫৯ ঃ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হে জনগণ! তোমরা আয়াত (আল্লাহ্ বলেন ঃ) "হে বিশ্বাসিগণ! আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য? যদি তোমরা হিদায়াত অবলম্বন কর, তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না"–তিলাওয়াত কর (এবং তার গলদ অর্থ গ্রহণ কর)। অথচ আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যদি মানুষ যালিমকে যুলম

করতে দেখে এবং তার হাত বন্ধ না করে, তাহলে খুব শীঘ্র আল্লাহ্ তাদের সকলের উপর তাঁর আযাব নাযিল করবেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ বিশুদ্ধ সনদে)

অপর এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্র কসম, ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ বারণ করা তোমাদের কর্তব্য। অন্যথায় আল্লাহ্ তোমাদের উপর এমন লোক নিয়োগ করবেন যারা তোমাদের চেয়ে নিকৃষ্ট হবে এবং তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবে। তোমাদের নেক ব্যক্তিগণ আল্লাহ্র কাছে দু'আ করবে কিন্তু তাদের দু'আ কবূল হবে না।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা মায়িদার ১০৪ নং আয়াত-'আলাইকম আনফুসাকুম'-এর তাৎপর্য উপলব্ধি না করার কারণে যে ভুল চিন্তার সৃষ্টি হয়েছিল, হযরত আবূ বকর (রা) তা দূর করে দিয়েছেন। কুরআনের উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, "হে বিশ্বাসিগণ! আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য। যদি তোমরা হিদায়াত অবলম্বন কর, তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" কালামে পাকের উক্ত আয়াতের অর্থ গভীরভাবে অনুধাবন না করার কারণে অজ্ঞতাবশত কোন কোন লোক মনে করে আশেপাশের দুনিয়া গুমরাহীর সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকলেও তার জন্য কোন চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন নেই, বরং নিজের কল্যাণের চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। অথচ আয়াতের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা হিদায়াত অবলম্বন কর বা নেক রাস্তার মধ্যে থাক, তাহলে পথভ্রষ্টরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মুফাসসিরগণ সৎপথে থাকার অর্থ করেছেন, হালাল-হারাম মেনে চলা এবং 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' বা ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ বারণ করার যিম্মাদারী পুরাপুরি পালন করা। সৎপথ অবলম্বন করা বা হিদায়াতের উপর কায়েম থাকার অর্থ হল, কুরআন ও হাদীসের পরিপূর্ণ আনুগত্য করা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্যের মধ্যে 'আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' শামিল রয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন, 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার'-এর প্রয়োজন নেই—এরূপ কোন দলীল এ আয়াত থেকে গ্রহণ করা যাবে না। তিনি তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে হযরত আবূ বকর (রা) বর্ণিত উক্ত হাদীস পেশ করেন। তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর (রা) ভাষণ দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন। আল্লাহ্র হাম্দ ও সানা পাঠ করার পর বললেন ঃ হে জনগণ! তোমরা এ আয়াত পাঠ কর; কিন্তু তার সঠিক অর্থ অনুধাবন কর না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যদি কেউ গুনাহ্র কাজ দেখে এবং রাগ না করে, তাহলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ উভয়কে (গুনাহ্কারী ও গুনাহ্ দর্শন-কারী) আযাব দান করবেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-কে বলা হয়েছিল, যদি আপনি 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' না করেন তাহলে ভাল হয়। কেননা আল্লাহ্ এরূপ হুকুম করেছেন। তিনি জবাব দিলেন, আমার এবং আমার সাথীদের এরূপ করার কোন অধিকার নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে বলবে।

আমি উপস্থিত ব্যক্তির মধ্যে এবং তুমি অনুপস্থিত ব্যক্তির মধ্যে শামিল। এ আয়াত তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা আমাদের পরে আসবে এবং যাদেরকে কিছু বলা হলেও কবূল করবে না।

আল্লামা আবুল আলা মওদূদী (র) লিখেন, যদি বান্দা স্বয়ং আল্লাহ্র আনুগত্য করে, আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের নির্ধারিত হক আদায় করে এবং নেক ও হক রাস্তার যাবতীয় দাবি পূরণ করে যাতে অনিবার্যভাবে 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' শামিল রয়েছে, তাহলে অপর ব্যক্তির বক্রতা ও গুমরাহী তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এ আয়াতের উদ্দেশ্য কখনো এ নয় যে, বান্দা শুধু নিজের পরিত্রাণের চিন্তা করবে এবং অন্যের সংশোধনের জন্য কোন চিন্তা করবে না।

'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য ফরয বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী এই বিরাট যিম্মাদারী পালন করবে। যিম্মাদারী পালন করার ব্যাপারে কোনরূপ গড়িমসি করবে না বা যিম্মাদারী পালন না করার পক্ষে দলীল তালাশ করবে না। যারা এ যিম্মাদারী পালন করবে না, তারা আল্লাহ্র ক্রোধ ও আযাবের সম্মুখীন হবে। বিভিন্ন রিওয়ায়াতে বিভিন্ন ধরনের আযাবের কথা বলা হয়েছে। পাপকারী এবং পাপ দর্শনকারীর উপর আযাব অবতীর্ণ হবে। 'আম' (সাধারণ) এবং 'খাস' (প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী) উভয়ের উপর আযাব নাযিল করা হবে। কোন ধরনের আযাব নাযিল করা হবে, তার বিবরণ দেয়া হয়নি। যে কোন ধরনের বালা-মুসীবত আল্লাহ্ নাযিল করতে পারেন। তবে এক রিওয়ায়াতে নিকৃষ্ট ধরনের শাসকের দ্বারা শাস্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। নিকৃষ্ট ধরনের শাসক আল্লাহ্র আযাবস্বরূপ। তারা আল্লাহ্র বান্দাদেরকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার'-এর পন্থা ছাড়া গুমরাহ্ শাসকদের মুসীবত থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্য কোন পন্থা নেই। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পন্থায় সমস্যা সমাধান করার কোশেশ না করে অন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করা হোক না কেন, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এমনকি দু'আর মাধ্যমেও তা সমাধান করা যাবে না। এ ধরনের অবস্থায় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের দু'আও কবূল করেন না বলে আল্লাহ্র নবী করীম (সা) আমাদেরকে বলেছেন।

হে আল্লাহ্! আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার-এর যিম্মাদারী পালন করার তওফিক আমাদেরকে দিন। আমীন, সুম্মা আমীন।

ইফাবা -২০০৬-২০০৭-প্র/৯৯১০ (উ)-৩২৫০